কৃষ্ণকমল

ষ্ণকমল গোস্বামী বিরচিত

দিব্যোন্মাদ” “রাই-উন্মাদিনী
লাস” “ভরত-মিলন” ও
লন”

(এই পঞ্চ গীতি... কৃ... জীবনী সহ)

শ্রীকামিনীকুমার গোস্বামী
সম্পাদিত ও প্রকাশিত

পরিবর্দ্ধিত সংস্ক

সন ১৩৩৬ সাল

২৷৷০

কৃষ্ণকমল

শ্রী কৃষ্ণকমল গোস্বামী

শ্রী কামিনীকুমার গোস্বামী

সন ১৩৬৬ সাল

কৃষ্ণকমলের স্বরচিত ও স্বহস্তলিখিত
শ্লোকের প্রতিলিপি।

তস্যাত্মজঃ শ্রীশিশুকৃষ্ণদাসঃ
শ্রীকৃষ্ণভাবামৃতপূর্ণদেহঃ।
বৃন্দাবনে যঃ প্রিয়নর্মবর্য্যঃ
শ্রীমোজ্জ্বলাখ্যঃ সখিভূর্ব্রজেন্দোঃ॥
পারং মহিম্নো নহি যস্য গন্তুং
শক্নোতি কোঽপি ত্রিগুণার্ণবস্য।
কিঞ্চিত্তথাপি প্রবদামি তস্য
মাহাত্ম্যলেশং শৃণুত প্রযত্নাৎ॥

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

আমার জীবন-নাট্যের প্রথম অঙ্কেই যে আদর্শ-পুরুষের
স্নেহাঙ্কচ্যুত হইয়া ভাগ্যহীন কাঙ্গাল আমি
এপারে পড়িয়া রহিলাম, তিনি ওপারে চলিয়া গেলেন,
যাঁহার শ্রীপদান্তিকে নিত্যদাস-রূপে একটু স্থান পাইবার
আশায়, আমি শেষ-খেয়ার প্রতীক্ষায় তীরে বসিয়া আছি,

যিনি

প্রভু কৃষ্ণকমল গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ পুত্র

এবং

আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব

সেই পরলোকগত মহাত্মা

সত্যগোপাল গোস্বামী

প্রভুর চিরস্মৃতিকামনায়

তাঁহারই নিত্য শুদ্ধ পবিত্র নাম

মহাকবির কাব্যকীর্ত্তির সহিত

গ্রথিত হইল।

দীনাতিদীন—

কামিনীকুমার।

আলোচনা

(দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ)

"চণ্ডীদাস হইতে কৃষ্ণকমল পর্য্যন্ত সেই একই ধারা স্রোতের মত বহিয়া আসিয়াছে। কৃষ্ণকমল গাইলেন,—

সখীরা বলিল,--

"রাই! ধীরে ধীরে চল্ গজগামিনি!
অমন ক'রে যাস্‌নে যাস্‌নে যাস্‌নে গো ধনি।
—(তোরে বারে বারে বারণ করি রাই)—
একে বিষাদে তোর কৃশ তনু; (রাধে প্রেমময়ী!)
মরি মরি, হাঁটিতে কাঁপিছে জানু গো।
তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণ পাবি?
—(চঞ্চলা হইলি কেন)—
না জানি আজ, কোথা প'ড়ে প্রাণ হারাবি গো।
কত কণ্টক আছে গো বনে; (ধীরে যা গো কমলিনি!)
মরি মরি, ফুটিবে দুটী চরণে গো।"—

"দিব্যোন্মাদে" কৃষ্ণকমলের রাধিকা বলিলেন,—আমার আবার কণ্টকাদির ভয় কি?—

'যখন নব অনুরাগে, হৃদয়ে লাগিল দাগে,
বিচারিলাম আগে,—পাছের কাযে;
—(যা যা ক'রতে হবে গো—আমার বঁধুর লাগি)—
প্রেম ক'রে রাখালের সনে, ফির্‌তে হবে বনে বনে,
ভুজঙ্গ-কণ্টক-পঙ্ক-মাঝে।

—(সখি ! আমায় যেতে যে হবে গো—

—রাই বলে বাজিলে বাঁশী)—

অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অতি পিছল,

চলাচল তাহাতে করিতেম ;

—(সখি ! আমার চল্‌তে যে হবে গো—

—বঁধুর লাগি পিছল পথে)—

হইলে আঁধার রাতি, পথ মাঝে কাঁটা পাতি,

গতাগতি করিয়ে শিখিতেম।

—(সদা আমায় ফির্‌তে যে হবে গো—

—কত কণ্টককানন মাঝে)—

এনে বিষ-বৈদ্যগণে, বসিয়ে নির্জ্জন বনে,

তন্ত্র মন্ত্র শিখেছিলেম কত।

—(যতন ক'রে গো—ভুজঙ্গদমন লাগি)—

বঁধুর লাগি ক'রলেম যত, এক মুখে কব কত,

হত বিধি সব কৈল হত।

—(সে সব বৃথা যে হ'ল গো—আমার করম-দোষে)—

এমন সরল গতিতে, সরল কথায়, জীবনের খেলায় কেমন অনুভূতির প্রকাশ পাইয়াছে। এমন ভাষা, এমন করিয়া প্রাণ-মন ভরিয়া তোলা গান আর এখন শুনিতে পাই না।

কৃষ্ণকমল বৈষ্ণবগীতি পুনরুত্থান-কালের শ্রেষ্ঠ কবি।

এখানে চণ্ডীদাসের রাধিকা, বিদ্যাপতির রাধিকা, আর কৃষ্ণকমলের রাধিকা এই তিনের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। যদি এই তিনের সাধ্যভাব একসঙ্গে সমন্বয় ক'রতে কেহ পারেন, সে মূর্ত্তি জগতে আজিও সৃষ্টি হয় নাই ; কল্পকলার সে রূপান্তরের জন্য বাঙ্গালা উদ্‌গ্রীব

হইয়া রহিয়াছে। বিদ্যাপতির রূপবিলাস, চণ্ডীদাসের প্রাণের গভীরতা, আর কৃষ্ণকমলের "স্বাদিতে নিজ মাধুরীতে" যে বিরহ, এই তিনের অপূর্ব্ব রস-রচনা, কোন দেশের সাহিত্যেই আজও পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই! বাঙ্গালার মাটীতেই সেই তিন ফুটিয়াছে,—আবার বাঙ্গালার মাটীতে কি একে—সেই তিন ফুটিবে না। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর যে রাধা-ভাব, সেই জীবন্ত রাধাভাবের ছাপ কৃষ্ণকমলের "রাই-উন্মাদিনী"র রাধিকায় ফুটিয়াছে। ভাগবতের উক্তি চৈতন্যের প্রেমাশ্রুতে ধৌত করিয়া কৃষ্ণকমল রাধিকা গড়িয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অমৃত-রস ছাঁকিয়া কৃষ্ণকমল রাই উন্মাদিনীকে রসাইয়াছিলেন। কৃষ্ণকমলের রাধায় যে আত্মবিস্মৃতি, সেই আত্মবিস্মৃতিতে রাধার বিরহ জাগিয়াছে। শ্রীচৈতন্যেও তাই। রাধিকা হইয়া বাহ্যপ্রকৃতির রূপে কৃষ্ণ দেখিতেছেন। পূর্ব্বে যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা যেন রাধা আত্মবিস্মৃত হইয়া বঁধু পাইবার জন্য তাঁহার সে তপস্যার কথা কহিতেছেন। কৃষ্ণকমলের রাধিকা এক অভিনব সৃষ্টি।"

বাঙ্গালার মধ্যযুগে 'গানের যুগে' এই বিচিত্র ভাব সম্পদের কথা আমি এই খানেই শেষ করিলাম।

---

* (বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বাঁকীপুর-অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ—'বাঙ্গালার গীতিকবিতা' হইতে উদ্ধৃত।)

(রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ডি-লিট)

প্রভুপাদ কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয়ের নাম না জানেন, পূর্ব্ববঙ্গে এমন লোক বিরল ; কিন্তু কলিকাতা অঞ্চলে যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহাদের সংখ্যা বোধ হয় নখাগ্রে গণনা করা যায়। * * * কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ তাঁহাকে চিনে। এদেশে এমন শিশু নাই যাহারা মাতৃস্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে "স্বপ্নবিলাস" কি "রাই-উন্মাদিনীর" দুই একটী দিব্যগীতি শ্রবণ করে নাই,—সেই সব সঙ্গীত প্রেমপীযুষপূর্ণ ; গাহিতে গাহিতে গায়কের চক্ষু জলে ভরিয়া আসে, শুনিতে শুনিতে শ্রোতার চক্ষে অশ্রু বহে। কলিকাতা অঞ্চলে যে সময়ে গোবিন্দ অধিকারী অনুপ্রাসের লীলা দেখাইয়া শ্রোতৃগণকে মুগ্ধ রাখিয়াছিলেন, সেই সময় গোস্বামী প্রভুপাদ প্রেমের বন্যায় পূর্ব্ববঙ্গ ভাসাইয়াছিলেন। গোবিন্দ অধিকারীর শব্দচাতুর্য্য, গোস্বামী কবির ভক্তিমাধুর্য্যের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরে কৃষ্ণকমলের ন্যায় মধুবর্ষী পদকর্ত্তা আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। বৈষ্ণবগীতিসাহিত্যের পুনরুত্থান-কালের তিনিই শীর্ষস্থানীয় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।

কৃষ্ণকমলের জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গে, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গই তাঁহার কার্য্যভূমি ছিল। পূর্ব্ববঙ্গেই তাঁহার অপূর্ব্ব স্বপ্নময় "স্বপ্নবিলাস" প্রেমের অমৃত-উৎস "রাই-উন্মাদিনী", প্রেমলীলাবৈচিত্র্যপূর্ণ "বিচিত্রবিলাস" প্রভৃতি প্রেমধারার সঞ্চার হইয়াছিল। এই সকল প্রেমগীতিকাব্য রচিত হওয়ার পর কত বৎসর অতীত হইয়াছে, এখনও পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে সেই সব সঙ্গীত গাহিয়া প্রেমিকগণ নীরবে অশ্রুপাত করেন,—সেই নির্ম্মল স্বার্থশূন্য স্বর্গীয় ভাবপূর্ণ বাণীগুলি মর্ত্ত্যধামের দুঃখপীড়িত লোকের মনে উৎকৃষ্ট নিষ্কাম প্রবৃত্তির উদ্রেক করিয়া দেয়।

"রাই-উন্মাদিনী" ও "স্বপ্নবিলাস" যখন পূর্ব্ববঙ্গবাসী প্রথম শুনিয়াছিল, তখন তদ্দেশ এক নব আনন্দের কলকোলাহলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল ; সেই গীতি এখনও পূর্ব্ববঙ্গের বালবৃদ্ধবনিতার কাণে লাগিয়া রহিয়াছে ; হায় ! সেই মৃদঙ্গের ধ্বনি—সেই আলুলায়িতকেশা উন্মাদিনী রাধিকার মেঘ-দর্শনে কাতরোক্তি—সেই মধুর মনোহরসাহীর সকরুণ মূর্চ্ছনা—সেই গলদশ্রু ভাবুক গায়কগণ ও শ্রোতাগণ আজি কোথায় ? সেই প্রেমভক্তিবিহ্বল আসর ছাড়া কৃষ্ণকমলের কাব্য আর কে তেমন জাগ্রত করিবে ? আজ কত বৎসর হইল গোস্বামী প্রভু লীলা-সম্বরণ করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহার নামে ভক্তগণের চক্ষু সলিলার্দ্র হয়। জীবনে তিনি অনেক পাষাণ কোমল করিয়াছিলেন,—আজও পূর্ব্ববঙ্গ কৃষ্ণকমলময়।

"স্বপ্নবিলাস" তাঁহার কবিত্বের প্রথম কীর্ত্তি। যে ভাব অতিমনোজ্ঞ ভাবে চিত্ত অধিকার করিতেছে, 'স্বপ্নবিলাসে' তাহার সূচনা ;—অঙ্কিত চিত্রগুলি 'র‍্যাফেল' কি 'মাইকেল এঞ্জিলোর' অঙ্কন-যোগ্য হইয়াছে। "স্বপ্নবিলাস" আমাদের আদরের বস্তু। 'ল্যালিগ্রো' ও 'ইলপেন্‌সিরেসো' যেরূপ 'প্যারাডাইস-লষ্টের' সূচনা,—'ভিনাস এডোনিস' যেরূপ 'রোমিও জুলিয়েটের' সূচনা,—"স্বপ্নবিলাস" কাব্য তেমনি "রাই-উন্মাদিনীর" সূচনা,—ইহার ভাব অতি মনোজ্ঞ। রাধা তমাল দেখিয়া কৃষ্ণভ্রম করিলেন ; স্ফুরিত কদম্বের ন্যায় তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল—গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে সখীদিগকে ডাকিয়া গাহিলেন,—

> "ওই দেখ চরণে চরণ থুয়ে, ভুবনমোহন বেশে দাঁড়াইয়ে,
> আমার কেন অঙ্গ হ'ল ভারী, আমি আর যে চলিতে নারি—"

বিদ্যাপতির যে গানটী রাম বসু ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছেন, সেই তমালের ডালে বাঁধিয়া রাখিবার কথা,—সখীগণ যেন মৃতদেহ না পুড়াইয়া

ফেলে, কি যমুনাজলে বিসর্জ্জন না করে। কৃষ্ণকমল 'স্বপ্নবিলাসে' সেই গানটী বীণায় পুনরায় নিজ সুর বাঁধিয়া আলাপচারি করিয়াছেন; কিন্তু কৃষ্ণকমল শুধু অনুকরণকারী নহেন, প্রাচীন ভাবটী তিনি হাতে লইয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছেন; তাহা এইরূপ :—

"দেহ দাহন ক'র না দহনদাহে, ভাসাইও না কেহ যমুনাপ্রবাহে,
সব সহচরী বাহু দুটি ধরি, বাঁধিও তমাল ডালে।
যদি, এই বৃন্দাবন স্মরণ করি, আসে গো আমার পরাণ হরি,
বঁধুর শ্রীঅঙ্গ-সমীর পরশে শরীর, জুড়াইবে সেই কালে।
বঁধু আসিয়ে সই, যদি সুধায় রাই কই,
তোরা দেখাস্ ঐ—তোমার রাধা বাঁধা তমালে ঐ,—
হ'ল প্রেমময়ীর প্রেমের সহ মরণ।"

ইহা গেল পুরাতন ভাব, কিন্তু—

"মৃততনু দেখিলে নয়নে, (আমার প্রাণবল্লভ গো)
পাছে সতীপতি শিবের মত, হ'য়ে বঁধু উনমত,
বহিয়ে বা ফিরে বনে বনে;
(মনে তাই যে ভাবি গো)
যে অঙ্গে চন্দনার্পণে, কত ভয় বাসি মনে,
সে অঙ্গে ভার সহিবে কেমনে ?"

এই টুকু নূতন! এই টুকু অতি অপূর্ব্ব। বিরহে রাধার প্রাণ যাইতেছে, তথাপি সে ক্ষণতরে শ্যাম-প্রেমে সন্দিগ্ধা নহে। রাধার মরণেও সুখ। রাধা অবিশ্বাস বাণবিদ্ধা হইয়া মরিতেছে না, সে কৃষ্ণ-প্রেমে একবারও নিরাশ হয় নাই। বরং নিজে মরিলে বঁধু পাগল হইবেন—মৃতের ভারে কোমলাঙ্গে ব্যথা হইবে—রাধার মরণকালে সেই ভাবনা।

"রাই-উন্মাদিনী" একখানি অতুলনীয় প্রেমকাব্য। সমালোচনার তুলাদণ্ডে এ কাব্যের ওজন হয় না। ইহাতে ভাব ভাষার নিগড় ছিঁড়িয়াছে, এখানে কবির প্রতিভা মুক্ত। শুনিয়াছি, কৃষ্ণকমল নিজ আরাধ্য-দেবতা হইতে "রাই-উন্মাদিনী" পালা দান পাইয়াছিলেন। এই কাব্যের সরসতায় মুগ্ধ হইয়া তাহাই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়।

বিজ্ঞানের তত্ত্ব বুঝিতে হইলে যেরূপ বিজ্ঞান-মন্দিরের (Laboratory) সাহায্য চাই, নতুবা তাহা ভাল বুঝা যায় না, সেই রূপ কৃষ্ণকমলের কাব্যাবলীর কতকগুলি আনুসঙ্গিক অপরিহার্য্য পরিবেষ্টন আছে, তাহার সংশ্রবচ্যুত হইয়া ইহার রস উপলব্ধি করা কঠিন।

যাঁহারা 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থ ভাল করিয়া বুঝিয়া পড়েন নাই, তাঁহারা "রাই-উন্মাদিনীর" স্বাদ পাইবেন না—কবির বহু সৌন্দর্য্য তাঁহাদের চক্ষু এড়াইয়া যাইবে। ইহাতে অঙ্কিত চিত্রখানি বৃন্দাবনের উন্মাদের নামে নবদ্বীপের উন্মাদের। বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যে কথা দার্শনিকের ভাষায় কহিয়াছেন, তাহা কৃষ্ণকমলের হস্তে নবজীবন লাভ করিয়াছে। গৌর-অবতারে এই প্রেমলীলা অতি পরিস্ফুট। নিজকে দুই ভাবিয়া এই প্রেমের উদ্ভব। তখন,—

"দুটী চক্ষে ধারা বহে অনিবার,
স্বরূপ দেখা রে একবার—নতুবা এবার মরি।"

কৃষ্ণকমলের চক্ষে এই বিরহী গৌরচন্দ্রের মধুর মূর্ত্তি সর্ব্বদা উজ্জ্বল ও প্রতিভাত ছিল;—তাহাই তিনি "রাই-উন্মাদিনী" রূপ উৎকৃষ্ট চিত্রে পরিণত করিয়াছেন। এই প্রেমস্নিগ্ধ গৌররূপের তুলনায় কৃষ্ণকমল অন্য সমস্ত রূপ অপকৃষ্ট মনে করিয়াছেন,—

"ছি ছি! চাঁদ কি গোরাচাঁদের কাছে।"

রাধিকার প্রেমাশ্রুমিশ্রিত প্রেমোক্তি শুনিয়া বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। চৈতন্যপ্রভুর উন্মত্তাবস্থার বিলাপ শুনিয়া এইভাবে গদাধর, মুরারি, প্রভৃতি পার্শ্বচরগণ দাঁড়াইয়া থাকিতেন; এই ছবি এত সুন্দর—এত মধুর বলিয়া বোধ হইত যে, তাঁহারা জগতের কথা বলিয়া তাঁহার নির্ম্মল বিস্মৃতির সুখ হইতে জাগাইতে সাহসী হইতেন না।

এইরূপ নির্ম্মল আত্মত্যাগপূর্ণ প্রেমের কথা—নিষ্কাম দেব আরাধনার কথা—শ্রীকৃষ্ণলাভের তপস্যার কথা—কৃষ্ণকমল গাহিয়া গিয়াছেন। অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে কৃষ্ণকমলের "রাই-উন্মাদিনী' পাঠকের চক্ষে এক নূতন শ্রীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে; উহা পড়িতে পড়িতে রাধিকা ছায়ার ন্যায় চক্ষু হইতে অপসারিত হইয়া পড়িবে, এবং তৎস্থলে উপবাসকৃশ,দীন পরমসুন্দর এক ব্রাহ্মণবালকের মূর্ত্তি হৃদয়ে মুদ্রিত হইবে।

যখন পূর্ব্ববঙ্গের লোক ছাপা বহি কিনিয়া পড়িত না, সেই সময় কৃষ্ণকমলের "স্বপ্নবিলাস" ও "রাই-উন্মাদিনী" মুদ্রিত হইয়াছিল। কবি সেই মুদ্রিত পুস্তকদ্বয় লক্ষ্য করিয়া তাঁহার "বিচিত্র বিলাসে"র ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "বোধ হয় ইহাতে ("স্বপ্নবিলাস" ও "রাই-উন্মাদিনী" দ্বারা) সাধারণেরই প্রীতিসাধিত হইয়াছিল, নতুবা প্রায় বিংশতি সহস্র পুস্তক স্বল্পদিনের মধ্যে নিঃশেষিত হইবার সম্ভাবনা কি?"

আজ কালই বা কোন্ ভাগ্যবান্ কবির কাব্য মুদ্রিত হইবার অব্যবহিত পরেই ২০০০০ সংখ্যক বিক্রীত হইয়া থাকে?

কৃষ্ণকমল একজন অসামান্য সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ গায়ক ছিলেন।

কাশী যোগাশ্রম হইতে ভারতবিশ্রুত পরিব্রাজক

৺কৃষ্ণানন্দ স্বামী (শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন)

মহোদয় লিখিয়াছেন ;—

"আপনার প্রদত্ত অমূল্যদান—আপনার পিতামহদেবের 'কাব্যগ্রন্থাবলী' যথাসময়ে পাইয়া সসম্ভ্রমে শিরে ধারণ করিয়াছি।

আমি কৃষ্ণকমলের প্রতিভার পূজক। পশ্চিমবঙ্গের সন্তান, কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামীর অভ্যুদয় পূর্ব্ববঙ্গে। ভগীরথের শঙ্খধ্বনির অনুগামিনী সুরতরঙ্গিনী জাহ্নবী যেমন পতিসঙ্গমে যাত্রা করিয়া উষরভূমিকে উর্ব্বর ও তটবাসীকে পবিত্র করিতে করিতে পুলকিতকলনাদে উচ্ছ্বসিততরঙ্গাবেগে বারিধিবক্ষে আত্মসমর্পণ করেন, সেইরূপ কৃষ্ণকমলের অপূর্ব্ব ভাবশৈলোদ্ভূত, "স্বপ্নবিলাস", "রাই-উন্মাদিনী" প্রভৃতি প্রেমকাব্যের রসামৃতপ্রবাহ পূর্ব্ববঙ্গকে সরস, সিক্ত ও প্লাবিত করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গবাসী আপামরসাধারণ সেই প্রেমামৃত পানে কৃতার্থ ও ধন্য হইয়াছে। যে মণি চিনে সেই সৌভাগ্যশালী ;—সে সৌভাগ্য মণির নয়। পূর্ব্ববঙ্গবাসী কৃষ্ণকমলকে চিনিয়াছে, তাই সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে কবিকে দেবতার আসনে বসাইয়া তাঁহার চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলী দিয়া পূজা করিয়াছে। কৃষ্ণকমলকে তাঁহার উপযুক্ত আসনে বরণ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্য একদিন মহাগরিমান্বিত হইবে।

কৃষ্ণকমলের প্রেমরাজ্যে ভগবৎকৃপাহীন মানবের প্রবেশাধিকার নাই। যে কাব্যরস কেবল উপভোগ্য ও অনুভূতি-গম্য, সমালোচনার মানদণ্ড সে রসবৈচিত্র্যের পরিমাপক নহে। কৃষ্ণকমল মহা ঐন্দ্রজালিক

করি। বিশাল বিরাটকে কি কৌশলে ভাষার নিগড়ে বাঁধিতে পারা যায়, সে যাদু-বিদ্যা কৃষ্ণকমলের অধিগত ছিল। তাই তাঁহার 'পদাবলী' এমন সম্মোহন,—এমন চিরমধুর ও চিরনবীন। ভাষার লালিত্যে, শ্রুতিমাধুর্য্যে, ভাবের স্বচ্ছতায় চিরউজ্জ্বল কৃষ্ণকমলের পদাবলী অনুরাগী পাঠকের হৃদয়ে অমৃতধারা সিঞ্চন করিবে। কালে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের নামের সঙ্গে কৃষ্ণকমলের নাম এক হারেই গাঁথা থাকিবে, এবং সরস্বতীর মন্দিরে এই তিন কবির জন্য এক মঞ্চই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শুধু বঙ্গসাহিত্যে নয়, কৃষ্ণকমলের কাব্যগ্রন্থ বিশ্বসাহিত্যের অতুল সম্পদ।"

নিবেদনম্

পূর্ব্ববঙ্গ-বিশ্রুত-কীর্ত্তি কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রভুর 'স্বপ্নবিলাস' যাত্রা, 'দিব্যোন্মাদ' যাত্রা, যথাক্রমে ১৮৬০ ও ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়, এবং ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী আবদুল্লাপুরবাসীদিগের গঠিত সখের (Amateur) দলে উহা অভিনীত হয়। প্রথম হইতেই এই যাত্রাগুলি এমন লোকপ্রিয় হইল যে, কয়েক বৎসর প্রতিনিয়ত অভিনীত হইলে পর, উহা শুনিবার জন্য তদ্দেশবাসী জনসাধারণের ঔৎসুক্য ও আগ্রহ বৃদ্ধির সহিত, পরস্পর প্রতিযোগিতার ভাবে, অনেকগুলি সখের ও ব্যবসায়ী যাত্রার দল গড়িয়া উঠিল এবং পূর্ব্ববঙ্গের যাবতীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ দেবপর্ব্ব ও সামাজিক, লৌকিক বা পারিবারিক উৎসবে এই সকল যাত্রা সম্বৎসর অভিনীত হইতে লাগিল। ("all throughout the year—in all months and seasons, in all festive occasions, religious or secular.") তখন, পুরাতন গীতজীবি কীর্ত্তনীয়াগণ, তাহাদের পূর্ব্ব-অভিনীত পালা পরিত্যাগ করিয়া, 'স্বপ্নবিলাস' 'দিব্যোন্মাদ' একমাত্র উপজীবিকারূপে অবলম্বন করিল। কৃষ্ণকমল ঢাকায় বসিয়া যে অভিনব ভাবের উৎস সৃষ্টি করিলেন, এই সকল যাত্রাসম্প্রদায়, পূর্ব্ববঙ্গে সেই উৎসের প্রেমপ্রবাহ বহাইয়া দিল; 'স্বপ্নবিলাস' 'দিব্যোন্মাদের' অভিনয়ে কৃষ্ণকমলের প্রেমবার্ত্তা বহন করিয়া ইহারা দূর দূরান্তের নিভৃত পল্লীসমূহের আপামর-সাধারণ নরনারীকে শুনাইয়া দিল। যাহারা শুনিল, তাহারা আর ভুলিল না;—প্রেমিক কবির মরমের গান তাহাদের মর্ম্মে গাঁথা রহিল। তার পর যখন 'স্বপ্নবিলাস' 'দিব্যোন্মাদ' মুদ্রিত হইল, তখন প্রায় ২০০০০ সংখ্যক পুস্তক "স্বল্পদিনের" মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া গেল।

অনন্তর ১৮৭১ খৃঃ অঃ 'বিচিত্রবিলাস'-যাত্রা রচিত এবং ১৮৭৪ খৃঃ অঃ উহা মুদ্রিত হয়। ইহার অল্পদিন পরেই 'ভরতমিলন' ও 'গন্ধর্ব্বমিলন' রচিত হইয়াছিল।

'স্বপ্নবিলাসাদি' যাত্রার পূর্ব্ববঙ্গীয় গায়ক-দলের প্রসঙ্গে গোবিন্দ কীর্ত্তনীয়ার নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তদ্দেশে গোবিন্দ কীর্ত্তনীয়া সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত; এমন কি, যে স্থানে কৃষ্ণকমলের নাম হয়ত অনেকের নিকট অজ্ঞাত, সেখানে গোবিন্দ কীর্ত্তনীয়ার নাম সকলেই জানেন। পূর্ব্ববঙ্গবাসীর নিকট ইঁহার পরিচয় দেওয়ার আর আমার প্রয়োজন নাই। তবে যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা ভক্ত গায়ক গোবিন্দের কথা একটু শুনুন।

ফরিদপুর জেলায় মাদারিপুর মহকুমার অন্তর্গত পালং এর নিকট বাগ্‌পালং পল্লীতে গোবিন্দের বাড়ী। ইনি জাতিতে নর,—সঙ্গীত ইঁহাদের জাতীয় বৃত্তি। গোবিন্দ প্রথম যৌবনেই ঢাকায় গিয়া 'স্বপ্নবিলাস,' 'দিব্যোন্মাদ' (রাইউন্মাদিনী) ও 'বিচিত্রবিলাস' এই তিন পালা গান ও অভিনয়-প্রণালী শিক্ষা করেন। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, কৃষ্ণকমল প্রীত হইয়া ইঁহাকে নাকি বলিয়াছিলেন, (গোবিন্দের মুখে শুনিয়াছি) "গোবিন্দ, আমি ভিয়ান করিয়াছি মাত্র কিন্তু তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিয়া যাহাতে সকলের সন্তোষ-সাধন হয়, সেই মত পরিবেশনের ভার তোমার।"

গোবিন্দ রসিক কবির এই আদেশ আশীর্ব্বচন-রূপে শিরোধার্য্য করিয়া বাটী আসিয়া একটী দল গঠন করেন এবং প্রায় ৫০ বৎসর কাল এই তিন পালা গান করিয়া পূর্ব্ববঙ্গবাসীকে মুগ্ধ ও প্রেমসিঞ্চিত করিয়াছেন। গোবিন্দ কীর্ত্তনীয়ার দলে 'স্বপ্নবিলাস' 'রাইউন্মাদিনার'

আসর হইয়াছে শুনিলে, দশ গ্রাম ভাঙ্গিয়া লোক আসিয়া যাত্রা শুনিত। কত সম্ভ্রান্ত, ধনী ও উচ্চশিক্ষিত সজ্জন ৫।৭ ক্রোশ দূর হইতে সপরিবারে নৌকাযোগে যাত্রা শুনিতে আসিতেন। একই অভিনয়, একই গান পঞ্চাশ বৎসর ক্রমাগত শুনিয়াও তাহা তদ্দেশবাসীর পুরাতন হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গে ইহাও প্রচার আছে যে, বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে 'স্বপ্নবিলাস' ও 'রাইউন্মাদিনী' অভিনয় করিবার জন্য ভাগ্যবান্ গোবিন্দ কীর্ত্তনীয়া স্বপ্নে শ্রীরাধারাণীর প্রত্যাদেশ পাইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গবাসী বলেন যে, কৃষ্ণলীলাগানের এমন মধুর যাত্রা আর তাঁহারা শুনেন নাই। এই দলের লোকসংখ্যা ছিল,—আটটী বালক, ছয় জন সহকারী (দোয়ার), দুই জন মৃদঙ্গবাদক, একজন বেহালাদার এবং মূলগায়ক বা 'অধিকারী' গোবিন্দ স্বয়ং। আর সাজ-সজ্জা?—সে কথাটা ঢাকাবাসী কাব্যরসিক ডক্টর নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় Ph. D. মহাশয়ের ভাষাতেই বলি;—"The whole apparatus of a *Yatra-Adhikari* is packed up in a small bag, and consists of a few shepherd's cloths of printed calico, and sometimes, though rarely, of the world-known Dacca muslin. There are also some shepherd's staffs." * পাঠক! কলিকাতা-অঞ্চলে এইরূপ বৈভবসম্পন্ন একটী যাত্রার স্থান, মর্য্যাদা এবং তাহার ভাগ্যে কোন্ শ্রেণীর কয়জন শ্রোতা জুটিয়া থাকে, তাহা আপনি নির্ণয় করিবেন। বলিতে কি, এ অঞ্চলের লোকের মতিগতি

---

* ডক্টর নিশিকান্ত ঢাকার সখের দলে অভিনীত 'স্বপ্নবিলাস' 'রাইউন্মাদিনী' যাত্রায় জগদ্বিখ্যাত মূল্যবান মসলিনের ব্যবহার দেখিয়া থাকিবেন। সে সব দলের পশ্চাতে প্রচুর অর্থ বল ছিল। কিন্তু সাধারণ ব্যবসায়ী কীর্ত্তনীয়াদিগের printed calico ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না॥

ও রুচির হিসাবে আটটী বালককে রঙ্গীন ছিটের কাপড়ে গোপবালক ও গোপবালিকা সাজাইয়া সঙ্গে লইয়া অধিকারীর আসরে নামা সুরসিক (?) শ্রোতৃমধ্যে নিছক হাস্যরসের উদ্রেক করে। কিন্তু গোবিন্দ নামিতেন ;—এই মুষ্টিমেয় বালকবাহিনী লইয়া ভক্তিবিনম্র গায়ক সিংহবিক্রমে জনাকীর্ণ আসরে নামিয়া সহস্র সহস্র শ্রোতার চক্ষু অশ্রুসিক্ত করিয়া তাহাদের চিত্তজয় করিতেন। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। ন্যূনাধিক অর্দ্ধ শতাব্দী কাল, পূর্ব্ববঙ্গবাসী যে গোবিন্দের মুখে হৃৎকর্ণরসায়ন ভগবল্লীলাগাথা শুনিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছেন,তাহার প্রতিদানে, মঠ, মন্দির না হউক, তদঞ্চলের প্রতি পল্লীতে একটী করিয়া ক্ষুদ্র তুলসী-বেদিকা তাঁহার নামে প্রতিষ্ঠিত ও নিত্য-পূজিত হইলে, তাঁহার উপযোগ্য স্মৃতি-তর্পণ হইতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গে গোবিন্দ কীর্ত্তনীয়া কৃষ্ণকমলের যাত্রাগানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক।

আজ পূর্ব্ববাঙ্গালার ঘরে ঘরে ভিখারী বৈষ্ণব কৃষ্ণকমলের গান গাহিয়া ভিক্ষাটন করে। ভিখারিণী বৈষ্ণবী গৃহস্থের অন্তঃপুরে, মহিলাবেষ্টিত হইয়া খঞ্জনীর তালে, গান করে,—

"আমি, এই ব্রজ মাঝে, রমণী-সমাজে,
ছিলেম শ্যামগৌরবিনী গো—সজনি।"

গোচারণের মাঠে রাখাল বালকের কণ্ঠে, সপ্তম স্বরে সুরের তরঙ্গ উঠে,—

"তোর ধবলী, শ্যামলী, কালী, কমলী—
(এ সব ধেনু কে চরাবে—তোর বেণু-রবে সাধা)"

বিবাহোৎসবে মঙ্গল-ঘট ও 'শ্রী' লইয়া নারীশ্রেণী ঘরে ঘরে জল 'সাধিতে' গাহিয়া যায়,—

"চল্ নাগরী, নিয়ে গাগরী,
যমুনায় বারি আন্‌তে যাব।"

বিবাহ বাসরে বর-বধূর পাশা-খেলায় সমবেত রমণী-মণ্ডলীর মিলিতকণ্ঠ মধু বর্ষণ করে,—

"ওমা! ছি ছি! নাগর হার্‌লে!
তুমি, পুরুষ হ'য়ে, নারীর সনে,
খেলাতে না পারলে।"—

কত ভক্ত-গৃহে চন্দনলিপ্ত পুষ্প-তুলসীর সহিত 'কৃষ্ণকমল-গ্রন্থাবলীর' নিত্যপূজা হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে কৃষ্ণকমল আজি আপামর-সাধারণের ঘরের কবি। পূর্ব্ববঙ্গ তাঁহাকে চিনিয়াছে। কেবল কাব্যের মধ্য দিয়া নহে, নানা কার্য্যের মধ্য দিয়াই তাঁহাকে চিনিয়া আপনার করিয়া লইয়াছে। কবি, আচার্য্য, উপদেষ্টা, বন্ধু প্রভৃতি নানা রূপের ও নানা ভাবের মধ্য দিয়া কৃষ্ণকমলকে চিনিবার যে সুযোগ পূর্ব্ববঙ্গবাসী পাইয়াছিল, সে সুবিধা আমাদের ঘটে নাই।

কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই কবিত্বের শীর্ষস্থানে 'কৃষ্ণকমল-গীতিকাব্যের' মর্য্যাদা নির্দ্দেশ করেন। পূর্ব্ববঙ্গগৌরব বহুভাষাবিৎ (Linguist) ডক্টর নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় Ph. D. মহাশয় ইউরোপে অবস্থান-কালে "স্বপ্নবিলাস' 'রাই-উন্মাদিনী' ও 'বিচিত্রবিলাস' অবলম্বনে "The Yatras" or "The Popular Dramas of Bengal" নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে উহা প্রকাশিত করতঃ সুদূর প্রতীচ্যের বিদ্বৎ-সমাজে কৃষ্ণকমলের যশোঘোষণা করিয়াছিলেন। ডাঃ নিশিকান্তের অসামান্য পাণ্ডিত্য ও বৈদেশিক বহু ভাষায় ভূয়োদর্শনের নিদর্শন স্বরূপ এই পুস্তক খানি পাশ্চাত্যজগতে বিশেষ আদৃত হয়, এবং

* পূর্ব্ববাঙ্গালায় শুভ-উৎসব মাত্রেরই গান একটী অপরিহার্য্য প্রধান অঙ্গ এবং নারীগণেরই ইহাতে অধিকার। প্রচলিত প্রথা-অনুসারে এ বিষয়ে তদ্দেশের নারীজাতি স্বাধীন ও সম্পূর্ণ সঙ্কোচমুক্ত!

অচিরেই উহা জার্ম্মান ও ফরাসী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া তত্তৎ সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করে। সেই অনূদিত গ্রন্থগুলি কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। ডক্টর নিশিকান্তের পূর্ব্বে, বোধ হয়, কোনও বাঙ্গালী স্বজাতীয় কবির কাব্য-সম্ভার লইয়া সুদূর প্রতীচ্যের করে সগৌরবে উপহার প্রদান করেন নাই। বাঙ্গালার মাথার মণি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহোদয় ঢাকা সাহিত্য-সম্মিলনে পূর্ব্ববঙ্গের অতীত সমৃদ্ধি ও গৌরবের কাহিনী শতমুখে বিবৃত করিতে করিতে বলিয়াছেন, "এই ঢাকা নগরীতে বাঙ্গালার শেষ বৈষ্ণব-কবি কৃষ্ণকমল সেই মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ ও তাঁহার রাধাভাবের রসে সিঞ্চিত "রাই-উন্মাদিনীর" প্রথম অভিনয় করিয়াছিলেন।" * নিজ জন্মভূমি পূর্ব্ববঙ্গে কৃষ্ণকমলের 'রাই-উন্মাদিনীর' উদ্ভব ও অভিনয় প্রেমিক চিত্তরঞ্জনের কত গৌরবময়ী স্মৃতি! রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ডি-লিট মহাশয় লিখিয়াছেন, "বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরে কৃষ্ণকমলের ন্যায় মধুবর্ষী পদকর্ত্তা আর জন্মগ্রহণ করেন নাই।" কাশী যোগাশ্রম হইতে পরিব্রাজক ৺কৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় লিখিয়াছেন, "শুধু বঙ্গসাহিত্যে নয়, কৃষ্ণকমলের কাব্যগ্রন্থ বিশ্বসাহিত্যের অতুল সম্পদ।" কৃষ্ণকমল ধ্যানমগ্ন যোগীর মত একনিষ্ঠ সাধনায় শ্বেতাঙ্গিনী বাণীর চরণে যে প্রেমচন্দন-লিপ্ত দিব্যকুসুমাঞ্জলী প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিদানে বঙ্গভারতী কবির কণ্ঠে অক্ষয় যশোমাল্য পরাইয়া তাঁহাকে তাঁহার যোগ্য আসনে বরণ করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন, "অদ্যাপিও তাঁহার নামে ভক্তগণের চক্ষু সলিলার্দ্র হয়।" কবির নামে অশ্রুপাত হয়,—কবি-প্রীতির এরূপ অপূর্ব্ব নিদর্শনের সংবাদ আর কোথাও পাই নাই।

---

* ঢাকা সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ।

'স্বপ্নবিলাস', 'দিব্যোন্মাদ' (রাই-উন্মাদিনী), 'বিচিত্র-বিলাস' 'ভরত-মিলন' ও 'গন্ধর্ব্ব-মিলন' এই পাঁচখানি গীতি-নাটকই কৃষ্ণকমলের মুখ্য রচনা; তাহাই বর্ত্তমান 'গীতিকাব্যে'র প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হইল। এতদ্ভিন্ন তাঁহার অনেকগুলি 'সংকীর্ত্তন-গীতিপদ' আছে। ন্যূনাধিক ৫০ বৎসরের মধ্যে কবি ঢাকার গায়কদিগকে যত কীর্ত্তন-পদ রচনা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সবগুলি পাওয়া যায় নাই। যতগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা 'কৃষ্ণকমল গীতিকাব্যের' দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

কৃষ্ণকমলের জীবনকাল পূর্ব্ববঙ্গেই অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর কোন দিনলিপি নাই; তাঁহার চরিত-পথে সহচর অনেকেই লোকান্তরিত, সুতরাং তাঁহার জীবনীগত সত্য-সঙ্কলন করা অল্পায়াস-সাধ্য নহে এবং অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত সংগৃহীত হইলেও জীবনী-প্রসঙ্গের পৌর্ব্বাপর্য্যসঙ্গতি রক্ষা করা দুরূহ। যাহাহউক, আমার পূজ্যপাদ পিতৃব্যদেবতা ৺ নিত্যগোপাল প্রভু কৃষ্ণকমলের যে জীবন-বার্ত্তা সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ত্তমান সংস্করণে কবি-জীবনীর মুখ্য উপাদানরূপে গৃহীত হইল। পরন্তু, আমিও যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছি ও লোকমুখে বা পরিবারস্থ গুরুজনবর্গের নিকট যে সকল বার্ত্তা শুনিয়াছি, তাহাও ইহাতে সন্নিবেশিত করিলাম।

'কৃষ্ণকমল-গীতিকাব্যের' বর্ত্তমান সংস্করণে সাধ্যমত অপেক্ষাকৃত ভাল কাগজ দিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং অতিরিক্ত নূতন বিষয় সংযোজিত হওয়ায় পুস্তকের আকারও কিছু বাড়িয়াছে। এমতে কিছু ব্যয়-বাহুল্য হইলেও মূল্য পূর্ব্ববৎ রহিল। এক্ষণে কাব্যরসিক সহৃদয় পাঠকগণ সন্তুষ্ট হইলেই আমার যত্ন ও চেষ্টা সার্থক হয়। ইত্যলং।

সম্পাদকস্য।

প্রভু কৃষ্ণকমল গোস্বামীর জীবনী

পূর্ব্বাভাষ

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের অবতার-কালে বৈদ্যবংশীয় সদাশিব কবিরাজ, তৎপুত্র পুরুষোত্তম এবং তাঁহার তনয় শ্রীকানুঠাকুর ইঁহারা তিনজনই মহাপ্রভুর পারিষদরূপে উক্ত। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী গঙ্গাতীরবর্ত্তী সুখসাগর গ্রামে ইঁহাদের বসতি ছিল। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলায় একাদশ পরিচ্ছেদে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা-বর্ণন-প্রসঙ্গে এক স্থানেই এই তিন মহাজনের নামোল্লেখ এবং পরস্পর ক্রমিক সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন,—

'শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়,
শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাঁহার তনয়।
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে,
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণসনে।
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর,
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণপ্রেমামৃতপুর।"

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগ্রন্থে ইঁহাদিগকে শ্রীভগবানের ব্রজস্থ নিত্যপরিকরের অবতার বলিয়া স্বীকার করেন।

"পুরাচন্দ্রাবলী যাদীদ্ব্রজে কৃষ্ণপ্রিয়াপরা,
অধুনা গৌড়দেশেঽসৌ কবিরাজঃ সদাশিবঃ।
স্তোককৃষ্ণঃ সখা প্রাগ্ যো আসীদ্বৃন্দাবনে পুরা,
সদাশিবসুতো সোঽয়ং দাসঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ।"

—গৌরগণোদ্দেশদীপিকা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে,—

"বৃন্দাবনে ব্রজবধূজন-দৌত্যকার্য্যং
কৃষ্ণাজ্ঞয়া সরসয়া কুরুতে মুদা যঃ।
তং কানুঠক্কুরমিহ প্রবদন্তি ধীরাঃ
শ্রীলোজ্জ্বলং তমধুনাবিরতং ভজামি।"

সদাশিব মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও মধ্যে মধ্যে সুখসাগরে সদাশিবের গৃহে বাস করিতেন।

"সদাশিব পণ্ডিত চলিল শুদ্ধমতি,
যাঁর ঘরে পূর্ব্বে নিত্যানন্দের বসতি।
—শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

সদাশিবের পুত্র পুরুষোত্তম নিত্যানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

"বাহ্য নাহি পুরুষোত্তম দাসের শরীরে,
নিত্যানন্দচন্দ্র যাঁর হৃদয়ে বিহরে।"—শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

শ্রীমুখ, মাধবাচার্য্য, যাদবাচার্য, দৈবকীনন্দন এই কয়জন ব্রাহ্মণ-কুলবরেণ্য পুরুষোত্তমের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন।

"তস্য প্রিয়তমাঃ শিষ্যা শ্চত্বারো ব্রাহ্মণোত্তমাঃ
শ্রীমুখো মাধবাচার্য্যঃ যাদবাচার্য্যপণ্ডিতঃ।
দৈবকীনন্দনদাসো প্রখ্যাতো গৌড়মণ্ডলে,
যেনৈব রচিতা পুন্তী শ্রীমদ্বৈষ্ণববন্দনা।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতের ব্যাস শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে লিখিয়াছেন,—

"প্রেমে পরিপূর্ণ শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর।
যাঁহার অভিষেক হইল সাক্ষাৎ প্রভুর॥
সপ্ত বৎসরের কালে কৃষ্ণরূপ ধরে।
নাচিয়া সংকীর্ত্তনে সর্ব্বচিত্ত হরে॥

স্তোককৃষ্ণ স্বরূপ তাহা অনুভবে জানি।
সাধুজন স্নিগ্ধ হয় যার গুণ শুনি॥"

দৈবকীনন্দন তৎকৃত প্রসিদ্ধ শ্রীবৈষ্ণববন্দনা গ্রন্থে, নিজ ইষ্টদেবের চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন ;—

"ইষ্টদেব বন্দিব শ্রীপুরুষোত্তম নাম,
কি কহিব তাঁহার গুণের অনুপম।
সর্ব্বগুণহীন যে, তাহারে দয়া করে,
আপনার সহজ করুণা-শক্তি-বলে।
সপ্তম বৎসরে যাঁর কৃষ্ণের উন্মাদ ;
ভুবনমোহন নৃত্য শকতি অগাধ।
গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার চিকুরে ধরিয়া,
নিত্যানন্দ স্তব করাইল শক্তি দিয়া।"

—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা।

পুরুষোত্তমের পুত্র শ্রীকানুঠাকুর। কৃষ্ণকমল স্বরচিত কয়েকটী শ্লোকে শ্রীকানুঠাকুরের জন্মমূলক একটী বিচিত্র কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহা এই,—

"একদিন সুখসাগরে একটী অপূর্ব্ব যতীন্দ্র পুরুষোত্তমের আলয়ে উপস্থিত হইয়া, গৃহপত্নীকে মাতৃসম্ভাষণ করতঃ, তাঁহার নিকট অন্ন-ভিক্ষা করিলেন। গৃহস্থের অন্ন সন্ন্যাসীর ভোজ্য কি না, অথবা সে প্রার্থিত-পূরণ গৃহস্থের কল্যাণ-কর কি না, এতদ্বিষয়ে কোন দ্বিধা না করিয়া-পুরুষোত্তম-পত্নী গৌরজাহ্নবী * বুভুক্ষু অতিথিকে নারায়ণ-বোধে অতি আদরের সহিত ভোজন করাইলেন এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিলেন"বৎস!

---

* নিত্যানন্দ-ঘরণী জাহ্নবীদেবী নামের সমতাবশতঃ ইঁহাকে 'সই' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

তোমার মুখে এই মাতৃসম্বোধন শুনিয়া আমার হৃদয় যেন অমৃত-সিঞ্চিত হইল। এমন মধুময় আহ্বান আমি আর কখনও শুনি নাই।” বাৎসল্য-রূপিনী অন্নদাত্রীর এই কাতরোক্তি শুনিয়া যোগীর চিত্ত দ্রবীভূত হইল, বলিলেন, “মা! কাঁদিবেন না, আমি আপনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব।” * এই কথা শুনিয়া সাধ্বী জিজ্ঞাসিলেন, “বৎস! তুমিই যে আমার গর্ভে জন্মাইবে, কোন্ নিদর্শনে তাহা আমার প্রত্যয় হইবে?” তদুত্তরে যোগী নিজ স্কন্ধদেশের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি-আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, “মা! আমার স্কন্ধে এই চিহ্নটী দেখুন,—এটী কুম্ভকারের খনিত্র-রেখা, আপনার গর্ভজাত শিশুর স্কন্ধে দেখিবেন অবিকল এই রেখা অঙ্কিত থাকিবে। এ কথা কাহাকেও বলিবেন না, বলিলেই আপনার মৃত্যু।” এই বলিয়া যোগী অন্তর্হিত হইলেন। পুরুষোত্তম-পত্নী এই প্রকার অসম্ভাবিত ঘটনায় অতিমাত্র বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু তখন আর কাহারও নিকট ইহা প্রকাশ করিলেন না!

অনন্তর গৌরজাহ্নবী গর্ভবতী হইয়া যথাকালে অপূর্ব্ব-সুন্দর মহাপুরুষ লক্ষণ একটী পুত্র প্রসব করিলেন। একাদশ দিবসে সূতিকাগৃহে প্রসূতি শিশুকে কোলে লইয়া স্তনপান করাইতেছেন এবং নিবিষ্টচিত্তে শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে করিতে স্কন্ধদেশে যতীন্দ্র-কথিত রেখাটী দর্শন করতঃ প্রীত-মনে একটু একটু হাসিতেছেন। পার্শ্বে ধাত্রী বসিয়াছিল; সে জিজ্ঞাসা করিল, “হাসিতেছেন কেন মা?” প্রসূতি উত্তর করিলেন, “ধাত্রি! সে কথাটী বলিবার নহে, বলিলেই আমার মৃত্যু হইবে।” ইহা শুনিয়া ধাত্রী বলিল, “ঠাকুরাণি! মৃত্যু ত বচনের অধীন নয়, সে যে নিয়তির অনুগত।” তখন প্রসবিনী ধাত্রীর নিকট

* বহুদিন হইতে একটী জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে শ্রীকানুঠাকুর জন্মিবার পূর্ব্বে জননীকে একবার দর্শন দিয়াছিলেন। এই স্থলে সেই প্রবাদটীর মূল পাওয়া যায়।

আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বলিবামাত্র সন্থই কালগ্রাসে পতিত হইলেন, এবং আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব মধ্যে মহা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল।

অনন্তর পুরুষোত্তম ভগ্ন-হৃদয়ে পত্নীর সৎকার সমাধা করিয়া গৃহে ফিরিলেন এবং এই অনাশঙ্কিত অতর্কিত দুর্ঘটনায় অতিমাত্র শোকার্ত্ত ও শিশু-পালনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্বীয় গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে স্মরণ করিয়া সকাতরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হা প্রভু! দীনবন্ধু! করুণাসিন্ধু! তুমি কোথায়। আজ আমি বড় বিপন্ন। অনাথ-নাথ! তোমার নিজ দাসকে এই বিপদ-সিন্ধু হইতে উদ্ধার কর।" শরণাগত ভক্ত-শিষ্যের একান্ত আত্মনিক্ষেপে ভক্ত-বৎসলের আসন টলিল। পরদিন প্রভাতে নিত্যানন্দ প্রভু স্বগণসহ খড়দহ হইতে সুখসাগরে পুরুষোত্তমের গৃহে পদার্পণ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র পুরুষোত্তম হর্ষ-বিহ্বল হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতঃ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিলে, নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন, "বৎস! কোন চিন্তা করিও না, আমি তোমার পুত্র প্রতিপালন করিব।"

"ন চিন্তনীয়ং সুতপালনে ত্বয়া,
তবৈনমর্ভং পরিপালয়াম্যহং।"

ইষ্টদেবতার শ্রীমুখে এই অমৃতবৎ স্নেহগর্ভ অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া পুরুষোত্তম স্বপুত্র কোলে করিয়া অনাথ-বৎসল শ্রীগুরুর চরণযুগে সযত্নে অর্পণ করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু অতি যত্নে শিশুকে খড়দহে আনিয়া জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা অজাতপুত্রা জাহ্নবাদেবীর স্নেহাঙ্কে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! নিজ-পুত্র-জ্ঞানে এই কুমারকে পালন কর।"

জাহ্নবা ঠাকুরাণী সুদর্শন সুখময় শিশুটীকে ভর্ত্তৃ-হস্তের অমূল্য দান-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া নিজ পুত্রভাবে পালন করিলেন। শুভান্নাশনে স্বয়ং প্রভুনিত্যানন্দ কুমারের নাম রাখিলেন "কৃষ্ণদাস।" কিশোর

বয়সে কৃষ্ণদাস জাহ্নবা-মাতার সহিত বৃন্দাবন গমন করেন; তথায় একদিন শ্রীমদনমোহনের আঙ্গিনায় সংকীর্তন-কালে শিশুকৃষ্ণদাস নৃত্য করিতে করিতে কৃষ্ণাবেশে যে জনমনোহর বংশীধ্বনি করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া "কানাই কি আবার গোকুলে আসিলেন" এই সন্দেহ করতঃ ব্রজবাসীগণ ত্বরান্বিত হইয়া শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গনে আসিলেন এবং দেখিলেন যে, শ্রীমন্দিরের সিংহাসনস্থ শ্রীবিগ্রহের একটি অভিন্নরূপ সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছেন। শ্রীজীবগোস্বামীপ্রমুখ ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণ এই অপূর্ব্ব রূপ দর্শনে তাঁহার স্তব করিলেন এবং "শ্রীকানুঠাকুর" আখ্যা প্রদান করিলেন। তদবধি তিনি "শ্রীকানু-ঠাকুর" বা "ঠাকুর-কানাই" নামে অভিহিত।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত মহানুভব শ্রীবৃন্দাবন দাস স্বচক্ষে শ্রীকানুঠাকুরের মহানুভাব দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন,—

"পুরুষোত্তমসুত শিশু কৃষ্ণদাসগোস্বামী,
উজ্জ্বল-স্বরূপ অনুভবে জানি আমি।
দ্বাদশদিনের যবে মোর প্রভু লঞা গেলা,
যত্ন করি পুত্রভাবে পালন করিলা।
কিশোর বয়স যখন তখন বৃন্দাবনে,
মহা অনুভাব তার দেখেছি নয়নে।
সংকীর্ত্তনে অদ্বিতীয় মদনগোপাল,
মণিহার গলে শোভে দোলে বনমাল।
মুরলীর রবে সবার হরিলেন চিত,
ব্রজবাসী বলে "কানাই হইল প্রতীত।"
শ্রীজীবগোস্বামী আদি ব্রজবাসিগণ,
দেখিয়া তাঁহার রূপ করিলা স্তবন।

সেই হইতে হইল নাম শ্রীকানুঠাকুর,
কি আর বলিব তার মহিমা প্রচুর।"
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়।

এই বিবরণটীতে একটু অভিনিবেশ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীনিত্যানন্দদেব ও শ্রীপুরুষোত্তম ইঁহাদের মধ্যে গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধের সহিত একটী অতি ঘনিষ্ঠ ও নিগূঢ় সম্বন্ধের অচ্ছেদ্য-বন্ধন বিদ্যমান ছিল।

দ্বাদশ গোপালের দ্বাদশ শ্রীপাটের মধ্যে দেখা যায় যে, শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের পাট—সুখসাগর এবং শ্রীকানুঠাকুরের পাট—বোধখানা। বোধখানা যশোহর জেলার অন্তর্গত ঝিকরগাছা রেল-ষ্টেসন হইতে প্রায় ৩ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। বোধ হয়, জাহ্নবামাতার অন্তর্দ্ধানের পর ঠাকুরকানাই দার-পরিগ্রহ করিয়া বোধখানা গ্রামে বাস করেন। কিন্তু কি ঘটনাসূত্রে নিজ জন্মভূমি গঙ্গাতীরস্থ সুখসাগর পরিত্যাগ করিয়া বোধখানায় আসিয়া বাস করিলেন, তাহার আর কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। সুখসাগরের বাটীতে সদাশিব যে শ্রীপ্রাণবল্লভ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই মনোহর শ্রীমূর্ত্তি আজিও বোধখানায় বিরাজ করিতেছেন। এই স্থানে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে শ্রীকানুঠাকুরের যে বংশ বিস্তার হয়, তাহা শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-কাল হইতেই আচার্য্য-পদবী প্রাপ্ত হইয়া "ঠাকুরকানাই-গোস্বামী" নামে আখ্যাত। ক্রমান্বয়ে তিন পুরুষ ধরিয়া নিত্যসিদ্ধ (বৈষ্ণব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে) এই আচার্য্যবংশের বংশধর প্রভু কৃষ্ণকমল গোস্বামী,—শ্রীকানুঠাকুর হইতে অধস্তন অষ্টম পুরুষ।

অনুমান ১৬৩ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৭৪১ খৃষ্টাব্দের মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবের * কয়েক বৎসর পরে উক্ত ঠাকুরকানাই বংশীয় গোস্বামীগণের

* যাহাকে সাধারণে "বর্গী। হাঙ্গামা বলে"।

মধ্যে কেহ কেহ নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভাজনঘাট গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ভাজনঘাট বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গ-রেলপথের 'মাজদিয়া' ষ্টেসনের তিন মাইল পূর্ব্বাংশে, ইচ্ছামতী নদীতীরে অবস্থিত। ভাজনঘাটে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺রাধাবল্লভ-বিগ্রহ ইহাদিগের কুল-দেবতা। যে কয় জন গোস্বামী এখানে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, এখন দেখা যায় যে, বোধখানাস্থ গোস্বামীদিগের অপেক্ষা ইঁহাদিগের বংশের ক্রমে অধিকতর বিস্তার হইয়াছে।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভাজনঘাটস্থ গোস্বামীকুলে মুরলীধর নামক একজন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দর্শন ও পুরাণাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সুকবি, সঙ্গীতজ্ঞ এবং সাধুচরিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কিম্বদন্তী-মুখে এবং আনুকর্ণিক শুনা যায় যে, তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গোময়-গোমূত্র সিক্ত একখানি বাইশহস্ত দীর্ঘ পাকড়ীর কাপড় গিলিয়া উদরান্ত্র ধৌত করিতেন। এতদ্ব্যতীত বহুবিধ কষ্টসাধ্য সাধন দ্বারা প্রভু মুরলীধর সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন।

মুরলীধর দুইবার বিবাহ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভজাত দুইটী পুত্র,—রামকমল ও গোবিন্দকমল। তাঁহার কনিষ্ঠা ভার্য্যা,—যমুনা দেবী।

সন ১২১৭ সাল—ইং ১৮১০ খৃষ্টাব্দ আষাঢ় মাসে রথযাত্রার দিন শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিতে যমুনা দেবীর গর্ভে কৃষ্ণকমল জন্মগ্রহণ করেন। জনৈক বিজ্ঞ জ্যোতিষী যমুনাকে বলিয়াছিলেন "মা, তোর ছেলে বড় সুলক্ষণযুক্ত, যত্ন ক'রে মানুষ করিস্ মা; এই ছেলের যশঃসৌভাগ্যে তোদের বংশ চির-গৌরবান্বিত হইবে।"

শৈশবকালে যমুনা তনয়ের কেশ-বিন্যাস পূর্ব্বক ললাটোর্দ্ধে খোঁপা বাঁধিয়া, নয়নে অঞ্জন, কটিতটে ধড়া, কর-যুগে বলয় ও চরণ-দ্বয়ে নূপুর

পরাইয়া দিতেন। কৃষ্ণকমল তাঁহাদের গৃহ-সেবিত শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের আঙ্গিনায় সমবয়স্ক প্রতিবেশী-বালকের সঙ্গে বিবিধ রঙ্গে ক্রীড়া করিতেন।

গ্রাম্য পাঠশালায় কৃষ্ণকমলের প্রাথমিক শিক্ষালাভ হয়। পরে পিতার নিকটেই মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করেন। শুনা যায়, মুরলীধরের শিক্ষাদান-পদ্ধতি এইরূপ ছিল,—প্রাতঃকালে পড়াইতেন, স্নানের সময় জলাশয়ে সাঁতার শিখাইতেন, আহারান্তে বিশ্রামের পর অপরাহ্ণ সময়ে তম্বুরাদি যন্ত্র লইয়া সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। কৃষ্ণকমলের কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃই সুমধুর ছিল। তিনি অসাধারণ ধারণাশক্তি প্রভাবে এবং পিতার শিক্ষাদান-কৌশলে, বাল্যকালেই সঙ্গীত বিষয়ে সুর-লয়-তাল-মানাদির সন্ধান পাইয়াছিলেন। পাছে শিক্ষার কোন ব্যাঘাত হয়, এ জন্য মুরলীধর প্রভু এখন হইতে কৃষ্ণকমলকে প্রায়ই নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিতেন।

ফরিদপুর জেলায় রামদিয়া গ্রামে, প্রভু মুরলীধরের, রামকিশোর কুণ্ডু নামক একজন ধনাঢ্য ভক্তোত্তম শিষ্য ছিলেন। গোস্বামী প্রভু একবার পুত্র-সহিত তথায় আছেন, এমত সময়ে কুণ্ডু-পরিবারবর্গের শ্রীবৃন্দাবন গমনের মন্ত্রণা হইল। ভক্ত রামকিশোর গুরু-সঙ্গে বৃন্দাবন যাইবার অভিপ্রায় গুরুসমীপে জ্ঞাপন করায়, মুরলীধরপ্রভু তাহাতে সম্মতি জানাইলেন। এবং এক শুভদিনে কুণ্ডু-পরিবারের সহিত সপ্তমবর্ষীয় শিশু কৃষ্ণকমলকে সঙ্গে লইয়া নৌকাপথে বৃন্দাবন গমন করেন। মুরলীধর সংসার-ব্যাপারে এক প্রকার অনাসক্ত ছিলেন; কিন্তু কৃষ্ণকমলকে তিনি চক্ষের ব্যবধানে রাখিতে পারিতেন না।

শ্রীবৃন্দাবনে পৌছিয়া সিঙ্গারবটস্থ একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে কিছুকাল অবস্থানের পর, মুরলীধর গোস্বামীর ইচ্ছা ও আদেশানুসারে এবং কুণ্ডুবংশীয় শিষ্যগণের অর্থব্যয়ে, নিকুঞ্জ বনের নিকট একটী ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়া,

তথায় 'শ্রীশ্রী৶ঠাকুর কানাইয়ের' নামে কুঞ্জবাটী নির্ম্মিত হইল; * সেই সময়েই সেই বাটীস্থ দেবমন্দিরে "শ্রীশ্রীপ্রাণবল্লভ" নামে রাধাকৃষ্ণ যুগলবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন প্রভু মুরলীধর শিঙ্গারবটস্থ ভাড়াটিয়া বাটী হইতে আপনাদিগের নূতন কুঞ্জবাটীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণকমল ব্রজবাসী বালকবৃন্দের মত কাপড় পরিতেন, মস্তকে টুপি বা পাকড়ি বাঁধিতেন,—চালচলন প্রায় ব্রজবাসীর মতই হইয়াছিল।

শ্রীকানুঠাকুরের কুঞ্জবাটীতে যে ঘরে কৃষ্ণকমল পিতার সহিত শয়ন করিতেন, সে ঘরটী সেবাকুঞ্জের ‡ এত সন্নিকটে যে, তথাকার কথাবার্ত্তা ঘরে বসিয়া সুস্পষ্ট শুনা যায়। তিনি জন-প্রবাদে শ্রুত ছিলেন যে, নিকুঞ্জবিহারী প্রতি রজনীতে শ্রীরাধিকাদি গোপিনীগণের সহিত আসিয়া তথায় বিহার করেন। বালক-প্রভুর সরল হৃদয়ে এই কথা শ্রুতিমাত্রেই, অতর্কিত-বিশ্বাসে অঙ্কিত হইল এবং রাত্রিতে শয্যায় শুইয়া ঐ কথাই একমনে ভাবিতেন। কখন কখন পিতাকে বলিতেন, "ঐ শুন বাবা, নূপুরের শব্দ হ'চ্চে, কৃষ্ণ বুঝি সেবাকুঞ্জে এসেছেন।" পুত্রের মুখে এ কথা শুনিয়া মুরলীধরের হৃদয়ে আনন্দ ধরিত না, তিনি বলিতেন, "হাঁ বাবা, তুমি শুন।"

শিষ্যগণ কৃষ্ণকমলকে একটী ছোট ঘোটক কিনিয়া দিয়াছিল। কখন কখন তিনি ঐ অশ্বে চড়িয়া ভৃত্যসহ মথুরায় বেড়াইতে যাইতেন। পারগজী নামে একজন গুজরাট-দেশীয় ধনকুবের বণিক তৎকালে মথুরায় বাস করিতেন। একদিন অপরাহ্লে কৃষ্ণকমল অশ্বারোহণে যাইতে যাইতে

\+ এই বিবরণে অনুমিত হয় যে, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকানুঠাকুরের কুঞ্জবাটী নির্ম্মিত হইয়াছে! বর্ত্তমানে এই কুঞ্জবাটী "শ্রীশ্রীঠাকুর-কানাইয়ের কুঞ্জ" নামে পরিচিত।

‡ 'নিকুঞ্জবনের' অপর একটী নাম "সেবাকুঞ্জ"।

উক্ত পারগজীর সৌধ-সমীপে উপস্থিত হইলে, শুনিলেন যে,বাটীর অভ্যন্তরে গীতবাদ্য হইতেছে। তখন বহির্দেশে ভৃত্যের নিকটে ঘোটকটি রাখিয়া তিনি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন যে, একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে পারিষদ সহ পারগজী বসিয়া আছেন ও পার্শ্বে একজন গায়ক তানপুরা লইয়া ধ্রুপদ গান করিতেছেন এবং তৎপার্শ্বে অপর এক ব্যক্তি পাখোয়াজে সঙ্গত করিতেছেন। কৃষ্ণকমল একটী স্তম্ভে অঙ্গ হেলাইয়া গান শুনিতেছেন এবং নিঃশব্দে স্তম্ভে তাল দিতেছেন। গায়কের দৃষ্টি অকস্মাৎ বালকের দিকে পতিত হইবামাত্র, মন আকৃষ্ট হওয়াতে, বাদ্য-সঙ্গতে তাহার অভিনিবেশ শিথিল হইল, এজন্য গান লয়-ব্যত্যয় হইয়া গেল। কৃষ্ণকমল তাহাতে মুখ বিকৃতি করিলেন। গায়ক গান বন্ধ রাখিয়া আগন্তুক বালকটীর সঙ্গীত-জ্ঞান পারগজীর কাছে নিবেদন করিলেন। পারগজী কৃষ্ণকমলকে নিজপার্শ্বে বসাইয়া নাম ধামাদির পরিচয় পাইয়া একটী গান করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রথমতঃ "ভাল জানি না" বলিয়া, বালক লজ্জাবনতমুখে ছিলেন, তৎপরে অনেক অনুরোধে বাধ্য হইয়া ধ্রুপদ তালে একটী হিন্দী গান করিলেন ; তার পর আর একটী গাহিতে বলায় বলিলেন, "হিন্দী গান আর জানি না।" তখন পারগজী একটী বাঙ্গালা গান শুনিতে চাহিলে, কৃষ্ণকমল একটী বাঙ্গালা গান করিলেন। সঙ্গীতাচার্য্য চোবেজী বালকের তানলয়াদি-শুদ্ধ সুমধুর-স্বরযুক্ত গান শুনিয়া অতীব প্রীতিপ্রকাশ করিয়াছিলেন। অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমে বাঙ্গালী বালকের এই নিঃশঙ্ক সপ্রতিভ ভাব এবং সঙ্গীত-সম্বন্ধে তান-লয়াদিজ্ঞান ও মধুর কণ্ঠস্বর সভাস্থ সকলেরই প্রেমাকর্ষক ও প্রশংসাস্পদ হইয়াছিল। পারগজী নিঃসন্তান ছিলেন। সেই এক দিনের পরিচয়েই তাঁহার মনোমধ্যে কৃষ্ণকমলের প্রতি স্নেহ-সঞ্চার হইল। তিনি বালককে কোলে বসাইয়া বলিলেন, "বৎস, যদি রোজ না পার, দুই এক দিন অন্তর

এখানে আসিয়া আমাকে দেখা দিও এবং অশঙ্কিত-ভাবে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিবে, ইহা তোমার নিজবাটী মনে করিও। এখন হইতে এই চোবেজী তোমাকে সঙ্গীত শিখাইবেন। আমার প্রণাম-সহিত এই বাসনা তোমার পিতৃদেব গোস্বামী-মহারাজকে জ্ঞাপন করিও।" এই বলিয়া কৃষ্ণকমলের দুই হাতে দুটী মোহর দিলেন। বালক প্রথমতঃ সঙ্কুচিত হইয়া মোহর গ্রহণে অস্বীকৃত হয়েন, কিন্তু পরে পারগজীর সৌজন্যানুরোধে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এইরূপে পারগজী-ভবনে কৃষ্ণকমলের যাতায়াত ও সঙ্গীত শিক্ষা চলিতে লাগিল।

কিছুদিন এই ভাবে গেল। মুরলীধর এই মাত্র জানেন যে, তাঁহার বালক ভ্রমণার্থে মথুরায় যান ও আসেন; পারগজী-গৃহে তাঁহার গমন, গান-শিক্ষা ইত্যাদি ব্যাপার কিছুই জানিতে পারেন নাই। কুঞ্জবাটীস্থ শিষ্যগণও এ কথা জানিত না। কৃষ্ণকমলও পিতা বা কাহারও কাছে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। অশ্বরক্ষক ভৃত্য বাহিরে ঘোটক রক্ষা করিত, বোধ হয় সেও এ বিষয় কিছু জানিত না।

একদা কোনও কারণে কৃষ্ণকমল কয়েক দিন মথুরায় যাইতে পারেন নাই। পারগজী অতিশয় ব্যাকুল হইয়া সঙ্গীতাচার্য্য চোবেজীকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন। তখন মুরলীধর চোবেজীর প্রমুখাৎ আনুপূর্ব্বিক সমুদয় জ্ঞাত হইয়া অষ্টমবর্ষীয় শিশুর এবম্বিধ নির্ভয়াচরণে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। পরে পুত্রের সঙ্গীত-শিক্ষার পরিচয় পাইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তখন কৃষ্ণকমলকে দেখিবার জন্য পারগজীর ব্যাকুলতার কথা জানাইয়া চোবেজী গোস্বামীপ্রভুর সম্মতি-গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃষ্ণকমলকে মথুরায় লইয়া গেলেন।

পারগজী একদিন স্বয়ং বৃন্দাবনে আসিয়া গোস্বামীজীকে দর্শন করিয়া যথোচিত সম্মান জ্ঞাপন করিলেন এবং যখন কৃষ্ণকমলকে কোলে বসাইয়া বালকের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার এই আশ্চর্য্যবিশ্ব

স্নেহ দর্শনে মুরলীধর-প্রভু বুঝিলেন যে, তাঁহার তনয়ের প্রতি অনপত্য ধনেশের প্রকৃতই বাৎসল্যানুরাগ জন্মিয়াছে।

কৃষ্ণকমল প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে ও রাত্রে জনকের নিকট অধ্যয়ন করিতেন এবং অপরাহ্নে পারগজীর ব্যবস্থিত যানাদির সহায়ে মথুরায় গিয়া সঙ্গীত শিখিতেন। কি বৃন্দাবনে, কি-মথুরায়, তিনি সকলের এত প্রিয় হইয়াছিলেন যে, মুরলীধর বালক-তনয়কে কুঞ্জবাটীতে রাখিয়া নিরুৎকণ্ঠ মনে মধ্যে মধ্যে জয়পুর হরিদ্বারাদি ভ্রমণ করিয়া আসিতেন।

এইরূপে প্রায় ৪ বৎসর বৃন্দাবনে থাকিয়া মুরলীধর-প্রভু স্বদেশে ফিরিবার মনস্থ করিলেন। পারগজী ভাবিয়াছিলেন যে, গোস্বামীজী যখন বৃন্দাবনে নিজকুঞ্জ স্থাপন করিলেন, তখন এই খানেই পুত্র-সহ বাস করিবেন সুতরাং কৃষ্ণকমলের দর্শন-সুখে তাঁহার কোন বিচ্ছেদ ঘটিবে না। এখন গোস্বামীজীর গৃহগমনবার্ত্তা পরম্পরায় শুনিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া বৃন্দাবনে আসিয়া, কৃষ্ণকমলকে রাখিবার জন্য, মুরলীধর-সমীপে বহুবিধ অনুরোধ করিলেন। শুনা গিয়াছে, তাঁহার সকল প্রকার বিনয়ানুরোধ নিষ্ফল হইলে, তিনি মুরলীধর-প্রভুকে বলিয়াছিলেন "গোস্বামী মহারাজ! আর আমি কি বলিব? আপনি আমার জীবন লইয়া চলিলেন।"

অনন্তর সপ্তম বর্ষের শিশু কৃষ্ণকমল দীর্ঘ চারি বৎসরের পর পিতৃসঙ্গে ভাজনঘাটের বাটী আসিয়া পৌছিলেন। এখন তিনি একাদশবর্ষীয় কিশোর। বৃন্দাবন-বাসে শরীর লাবণ্যে ঝলমল করিতেছে,—ব্রজবাসী বালকের মত বসন-পরিচ্ছদ। জননী প্রথম দর্শন-মাত্রে নিজ তনয় চিনিতে পারেন নাই। কৃষ্ণকমল 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিলেন; জননী চিনিতে পারিলেন; অমনি গলদশ্রুলোচনে পুত্র কোলে লইয়া হৃদয়ের সকল সন্তাপ নির্ব্বাপিত করিলেন।

মুরলীধর প্রভু ভাজনঘাটে আসিবার কিছুদিন পরেই অবগত হইয়াছিলেন যে, পারগজী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

একদা ভাজনঘাটের বারোয়ারি জগদ্ধাত্রী-পূজা উপলক্ষে বহুতর লোক সমক্ষে কোন বিখ্যাত সানাইদার তাহার সমকক্ষ একজন ঢোলীর সঙ্গতের সহিত ধ্রুপদ গান করিতেছিল। সঙ্গতকারের বাদ্যে বারম্বার তাল-ব্যত্যয় হওয়াতে, সে সভাস্থলে অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইতেছিল। বালক কৃষ্ণকমল তথায় একপার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তিনি ভূমিতে অঙ্কপাত করিয়া বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাল গণনা দ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে, সানাইদার ঢোলীকে ঠকাইবার অভিপ্রায়ে, গানের সুরে আড় রাখায় বাদ্যের তাল-ভঙ্গ হইতেছে। তখন সমবেত শ্রোতৃবর্গকে সানাইদারের চতুরতা জ্ঞাপন করিলেন। সানাইদার নিজের চতুরতা স্বীকার করিয়া বালকের ভূরি প্রশংসা করিল এবং ঢোলীও অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিল। সঙ্গীত বিষয়ে বালকের এবম্বিধ অভিজ্ঞতা সভাস্থ শ্রোতৃমাত্রেরই বিস্ময়কর ও আনন্দজনক হইয়াছিল।

অনুমান চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ক্রম-কালে কৃষ্ণকমলের পিতৃ-বিয়োগ হয়। তাঁহার পিতা মুরলীধরপ্রভুর প্রয়াণ-বার্ত্তা যাহা শুনা গিয়াছে, তাহা অতিশয় আশ্চর্য্যজনক। ঢাকায় মালাকার-টোলা পল্লীতে এক ভক্ত সেবক-ভবনে গোস্বামীপ্রভু পুত্রদ্বয় সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় কৃষ্ণকমলের জ্বর হয়; ক্রমে সেই জ্বর বিকার প্রাপ্ত হইয়া এমনই ভয়ানক হইয়া উঠিল যে, চিকিৎসকগণ বালকের জীবনে হতাশ্বাস হইলেন। মুরলীধরপ্রভু বুঝিলেন যে, এ জ্বর কৃষ্ণকমলের জীবনান্তক। তখন তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র রামকমল ও উপস্থিত শিষ্যগণকে কহিলেন, "দেখ, আমি নিশ্চিত জানিয়াছি যে, কৃষ্ণকমলের আর কর্ম্মবন্ধন নাই, সে আর ইহলোকে থাকিবে না। কিন্তু ইহজগতে আমার একমাত্র চিত্তাসক্তিকর কৃষ্ণকমলের

কৈশোর শরীর আমার অগ্রে ভৌতিক নেত্রের অগোচর হইবে, আমি জীবিত থাকিয়া তাহা কখনই দেখিতে পারিব না। আমি সঙ্কল্প করিয়াছি, এখনই আমার নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া প্রাণসহ সমস্ত পরমায়ু তাঁহাকে সমর্পণ করিব ; মনে ছিল যে, ব্রজধামের রজে এই পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিব, সে আশা মিটিল না। তোমরা আমার জন্য শোক করিও না ; আমার দেহ-দহনান্তে ললাটাস্থি রাখিয়া দিও এবং আমার প্রিয়শিষ্য রামকিশোর কুণ্ডুকে এই সমস্ত বিবরণ জানাইয়া যাহাতে তাঁহা দ্বারা উক্ত অস্থি শ্রীধাম বৃন্দাবনে স্থাপিত হয়, তাহা করিও।" এই আদেশ করিয়া যোগিবর মুরলীধর সকলের কাছে বিদায় লইয়া ক্ষণকালের জন্য একটী নির্জ্জন স্থানে উপবেশন করিলেন এবং যোগক্রিয়ার দ্বারা দেহ হইতে প্রাণসহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তাহার পর আর একটী আশ্চর্য্য ঘটনার কথা শুনা গিয়াছে। মুরলীধরের মৃতদেহ সংকারের পর চিতা ধৌত করিয়া যখন সকলে ফিরিবার উপক্রম করিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ সেই দাহশেষ ভস্ম-স্তূপ হইতে মহাপুরুষের ললাটাস্থি ছুটিয়া আসিয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামকমলের বক্ষঃস্থলে লাগিল। ইহাতে প্রথমতঃ সকলেই ভীত ও চমৎকৃত হইলেন ; কিন্তু পরক্ষণেই গোস্বামীপ্রভুর আদেশ-বাণী মনে পড়িল এবং সেই অস্থি লইয়া তাঁহারা গৃহে আসিলেন। কিছু দিন পরে রামকিশোর কুণ্ডু মহাশয় নিজ ইষ্টদেবতার উক্ত অস্থি শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া আসেন এবং তথায় শ্রীশ্রী৺ ঠাকুর কানাইয়ের কুঞ্জবাটীতে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত সমাধিমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। * এই সমাধিমন্দিরের মধ্যস্থলে মুরলীধর প্রভুর যুগল চরণ খোদিত এবং মন্দিরগাত্রে তাঁহার যে গুরুপ্রণালী লিখিত আছে, তাহা এই,—

+ শ্রীবৃন্দাবনস্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীঠাকুরকানাইয়ের কুঞ্জ "আচার্য্যের কুঞ্জ" মধ্যে পরিগণিত, এবং সেই কুঞ্জে কৃষ্ণকমল-পিতা মুরলীধর গোস্বামী প্রভুর

"শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু
শ্রীমতী জাহ্নবা গোস্বামিনী
শ্রীযুত্ ঠাকুর কানাই প্রভু
শ্রীমতী গঙ্গা গোস্বামিনী
শ্রীযুত্ বলভদ্র গোস্বামী
শ্রীযুত্ শ্রীবল্লভ গোস্বামী
শ্রীমতী সত্যবতী গোস্বামিনী
শ্রীমতী রাধিকা গোস্বামিনী
শ্রীযুত্ গিরিধর গোস্বামী
শ্রীযুত্ মুরলীধর গোস্বামী"

সমাধিমন্দির গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে 'শ্রীঠাকুরকানাইসন্তান' গোস্বামীকুলের প্রতিষ্ঠা জ্ঞাপন করিতেছে। মুরলীধরের যোগ-সিদ্ধি সম্বন্ধে পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে কত অলৌকিক কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। নারায়ণগঞ্জের সমীপবর্ত্তী 'খানপুর' গ্রামে একটা অতি বৃদ্ধা রমণীর মুখে যে কাহিনী শুনিয়াছি তাহা এই—

একদিন বৈশাখের মধ্যাহ্নে মুরলীধর শীতলাক্ষী তীরবর্ত্তী একটী গ্রামে এক শিষ্যালয়ে উপস্থিত হয়েন। ঠিক সেই সময় ঘটনাক্রমে পার্শ্ববর্ত্তী এক গৃহে আগুন লাগে। মুক্ত প্রান্তরের বায়ু সহযোগে দেখিতে দেখিতে গৃহের মটকা জ্বলিয়া উঠিল, এবং গৃহান্তর-ব্যাপ্ত হইয়া অগ্নি প্রবলতর ভীষণাকার ধারণ করিল। তখন গত্যন্তরবিহীন গ্রামবাসীগণ মুরলীধর প্রভুর পাদমূলে উপস্থিত হইয়া সকাতরে প্রতীকার প্রার্থনা করিল। গোস্বামী প্রভু তখনই উঠিয়া অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখীন হইলেন এবং কয়েকটী আতপ তণ্ডুল মন্ত্রপূত করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিরাশির উপর উৎক্ষেপন করিলেন। তখন সমাগত গ্রামবাসী সবিস্ময়ে দেখিল যে, উৎক্ষিপ্ত আতপতণ্ডুল কয়টী অগ্নিময় হইয়া বায়ু-বেগে উড়িয়া গেল এবং গৃহ-সংলগ্ন অগ্নি তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

এই প্রকারে পিতার কলেবর-ত্যাগের পর, কৃষ্ণকমল যেন নবজীবন লাভ করিয়া শীঘ্রই রোগমুক্ত হইলেন। এত দিন তাঁহার জীবনী তাঁহার পিতার জীবনচরিতে গ্রথিত ছিল, এখন ব্যবহারগত সে গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইল বটে, কিন্তু কৃষ্ণকমলের অন্তর হইতে তাহা কখনই বিচ্ছিন্ন হয় নাই। তিনি জনকের সেই পবিত্র জীবন নিজ জীবনের আদর্শ করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর হইতেই কৃষ্ণকমলের মনে প্রবল সংসারচিন্তা আসিল। মাতা ও চারিটী কনিষ্ঠা ভগ্নীর ভরণ-পোষণের ভার পড়িল একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকের উপর। এখন মধ্যে মধ্যে শিষ্যালয়-ভ্রমণে যাহা কিছু অর্থসংগ্রহ করিতেন, তাহাতেই কোনরূপে সংসার নির্ব্বাহ হইত। নানাস্থানে প্রবাস করিয়া রামকিশোর কুণ্ডের ভবনে কিছুদিন অবস্থিতি করিতেন। রামকিশোর কৃষ্ণকমলকে অনুজ-ভাবে স্নেহপ্রদর্শন করিতেন এবং পরে গুরুতনয়াগণের বিবাহ-সম্বন্ধে সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সময় কৃষ্ণকমল কিছুদিন নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত গোস্বামীগণ-প্রণীত ভক্তিশাস্ত্রের অনুশীলনে বিশেষ কৌতূহল হইয়াছিল। রামকিশোর চেষ্টা ও ব্যয় করিয়া বৃন্দাবন হইতে পূর্ব্বাচার্য্য গোস্বামীপাদগণের কৃত অনেকগুলি ভক্তিগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; গুরুপুত্রকে সেই সমস্ত হস্তলিখিত গ্রন্থ-রত্ন-রাজি অর্পণ করিলেন। প্রভু কৃষ্ণকমল যতদিন সেই ভক্তগৃহে থাকিতেন, ভক্তসঙ্গে ভক্তিশাস্ত্রানুশীলনে পরমানন্দে যাপন করিতেন। কৃষ্ণকমলের স্বরচিত ও স্বহস্তলিখিত একটী স্বপ্ন-বিবরণ তাঁহার একখানি পুথির মধ্যে পাওয়া যায়। সে স্বপ্নবিবরণটী এই,—

"নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়

সতরশৈকার শাকে, নবমানে বৈশাখে,
অসিত পক্ষের ত্রয়োদশী।
শুক্রবার রাত্রিশেষে, পিতা মোরে স্বপ্নাবেশে,
দর্শন দিলেন হেথা আসি ॥
এক কন্যা সঙ্গে লয়ে, গৃহমধ্যে প্রবেশিয়ে,
বসিলেন শিয়রে আমার।
রামকিশোর হেন কালে, নমিলে পদ-যুগলে,
পৃষ্ঠে কর দিলেন তাহার ॥
তিঁহ দুঃখ নিবেদনে, কৈলে যুগল-চরণে,
শুনি সব কহেন বচন।
সে চিন্তায় কি ফল আছে, দৃষ্টি না করিও পাছে,
গত কার্য্যে কি অনুশোচন ॥
যদি কৃষ্ণে থাকে আশ, দৃঢ় করিয়ে বিশ্বাস,
যে কর্ত্তব্য করহ ত্বরায়।
অনুদিন ভাবি দীন, দিনে দিনে যায় দিন,
গেলে দিন কে পায় কোথায় ॥
যখন করহ যেই, তাহার প্রমাণ এই,
বলি রেখা দিলেন ভুমিতে।
ইহার যে বিবেচনা, করিও এ তিন জনা,
অন্যে যেন না পায় জানিতে ॥
ধরিয়া তাহার করে, গিয়া গৃহের বাহিরে,
দাঁড়ালেন তমালের তলে।

বলেন তমাল-তল, মনোরম সুশীতল,
হেথায় বসিতে মনে বলে ॥
পুনরপি ঘরে আসি, বসিলেন হাসি হাসি,
হেনকালে নিদ্রা হ'ল ভঙ্গ।
দূরে গেল সে কৌতুক, বিরহেতে ফাটে বুক,
হা-গৌরাঙ্গ! কি দেখালে রঙ্গ ॥
ভূমিতে পড়িল অঙ্ক, রেখা হইল প্রত্যক্ষ,
এক পদ-চিহ্ন সন্নিধানে।
গেলাম তমাল কাছে, তিন চিহ্ন তথা আছে,
দেখিয়া বিস্ময় হ'ল মনে ॥
রেখায় ধরিয়া সূত্র, হ'ল তিন পোয়া মাত্র,
সেই সূত্র রাখিনু যতনে।
কিবা অপরাধ হ'ল, সেই সূত্র হারাইল,
কহিলাম স্বপ্ন বিবরণে ॥'

এই পদ্যময় স্বপ্নবিবরণটী পাঠে প্রভু মুরলীধরের উপদেশাংশের মর্ম্মার্থ সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য হয় না। তবে ইহা বুঝা যায় যে, কোন প্রকার ধর্ম্ম-সাধন ব্যাপারে রামকিশোরের প্রতি ইহা তাঁহার সাঙ্কেতিক উপদেশ এবং সে সাধনে প্রভু কৃষ্ণকমলের যোগ ছিল।

এই সময় কৃষ্ণকমল অকস্মাৎ বাতরোগে আক্রান্ত হয়েন। কিন্তু বাটীতে ব্যয়সাধ্য চিকিৎসাদির কোন সুব্যবস্থা না হওয়ায় রামকিশোর গুরুতনয়কে নিজভবনে লইয়া গেলেন। তথায় কৃষ্ণকমল অল্পদিনের মধ্যেই রোগমুক্ত ও সুস্থকায় হইয়া কিছুদিন ভক্তগৃহে অবস্থান করতঃ পরে ঢাকায় আসিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে ব্রতী হইলেন। এখন হইতে ঢাকা-নগরী তাঁহার উপনিবাস স্থান হইল! কৃষ্ণকমল ভক্তি-ভাব

অবলম্বনে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করতঃ প্রেমরসে আপনি গলিয়া যাইতেন এবং শ্রোতৃগণের হৃদয় আর্দ্র করিতেন। এখনও পূর্ব্ববঙ্গবাসীর মুখে শুনা যায় যে, কৃষ্ণকমল গোস্বামীর মুখে যে প্রেমামৃতপূর্ণ ভাগবত-ব্যাখ্যা তাঁহারা শ্রবণ করিয়াছেন, সেরূপ সরস ও সম্মোহন ব্যাখ্যা আর তাঁহারা শ্রবণ করেন নাই।

ঢাকার প্রসিদ্ধ ধনী স্বরূপ বাবুর স্ত্রীর মাতাকে কৃষ্ণকমল ধর্ম্মমাতা সম্বোধন করিয়াছিলেন। সাধুহৃদয় স্বরূপ বাবু ও তাঁহার পত্নী উভয়েরই কৃষ্ণকমলের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। ইঁহারা গোস্বামীপ্রভুর ঢাকায় অবস্থান-সম্বন্ধে অনেক আনুকূল্য করিয়াছিলেন।

অনুমান অষ্টবিংশ বৎসর বয়সে, কৃষ্ণকমল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী বাঁকীপুর-নিবাসী হরনাথ রায় নামক কুলোত্তম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্বর্ণময়ী নাম্নী নবম-বর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করেন। এই দেবী অতিশয় শিষ্টা, সুশীলা এবং সাক্ষাৎ দয়ার প্রতিমা ছিলেন! রামকিশোর কুণ্ডু গুরুপুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিবাহের পর কৃষ্ণকমল কিছুকালের জন্য রামদিয়াবাসী কুণ্ডুবংশীয় শিষ্যগণের আগ্রহে কলিকাতা টালিগঞ্জে তাঁহাদের আড়ত-বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করনে। সেখান হইতে খিদিরপুর নিবাসী নীলরতন সরকার নামে একজন ভক্ত কায়স্থ প্রভুকে নিজভবনে লইয়া সপ্তাহ কাল রাখেন। নীলরতনের একটী অনূঢ়া বালিকা একদিন তাহার পিতাকে বলিল, "বাবা, আমি কি আজ ঠাকুরের সেবার কায করিতে পারি?" পিতা উত্তর করিলেন "ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কর।" বালিকা ঠাকুরের অনুমতি পাইয়া প্রীতমনে তাঁহার সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, ভাগবত পাঠের কথা তুলিয়া প্রভুকে কহিল "দেখুন, ঠাকুর মহাশয়, পাঠের সময়ে কেহ অধৈর্য্য হয়, কেহ চীৎকার করিয়া কাঁদে, বড় গোলমাল হয়, এমন

ভাবে অধৈর্য্য হওয়া কি ভাল?” গোস্বামী-প্রভু বালিকার কথায় বিস্মিত হইয়া উত্তর করিয়াছিলেন “না মা, ধৈর্য্যই ভাল, ধৈর্য্যেই মাধুর্য্য।”

অতঃপর কৃষ্ণকমল কলিকাতা হইতে ঢাকায় আসেন এবং একরামপুরবাসিদিগের আগ্রহে “নন্দহরণ” নামে একটী গীতাভিনয় রচনা করেন। দুঃখের বিষয়, সে গানগুলি পাওয়া যায় না।

ইহার পর গোস্বামী-প্রভু ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলা অবলম্বনে অনেকগুলি নগর-কীর্ত্তন গান রচনা করেন এবং সাধারণ সাধকের সুবিধার জন্য রাগবর্ম্মানুমত “অষ্টকাল চিন্তা” নামে বাঙ্গালা পদ্যে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করেন।

কৃষ্ণকমল রামকিশোর কুণ্ডুর পরলোক-প্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া ঢাকা হইতে মৃত ভক্তের ভবনে আসিয়া প্রায় বৎসরকাল তথায় অবস্থিতি করেন। সেই সময়ে তিনি বিবিধ বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ‘ভোগমালা’ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাতে গোস্বামী-মতে পার্ষদগণের নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধ-অনুসারে আসন-ব্যবস্থা অতি সুন্দর চিত্রাঙ্কণে প্রদর্শিত হইয়াছিল। সেই ‘ভোগমালা’ তৎকালীন বৃন্দাবনবাসী আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে, রামদিয়ার কুণ্ডু বাবুরা প্রভু কৃষ্ণকমল দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, পরলোক-গত রামকিশোরের স্মরণার্থে এই নবব্যবস্থা অনুসারে পূর্ণভোগ নামে এক সুবৃহৎ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। বোধখানা-ভাজনঘাটবাসী গুরুকুল-গোস্বামীগণ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত বংশীয় কতিপয় গোস্বামীপাদ এবং কৃষ্ণকমলের আদেশক্রমে তাঁহার সহাধ্যায়ী খ্যাতনামা বৈদ্যবংশীয় অধ্যাপক গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। জন-প্রবাদ এই যে, অন্যূন ছয়শত মণ তণ্ডুলের অন্ন ও তদুপযোগী উপকরণাদি এই মহোৎসবে প্রস্তুত হইয়াছিল।

ইহার পরেই কৃষ্ণকমল-মাতা যমুনাদেবীর পরলোকপ্রাপ্তি হয়। কৃষ্ণকমল তখন প্রবাসে ছিলেন, মাতার পীড়িতাবস্থার সংবাদ পাইয়াই তিনি ভাজনঘাটে প্রতিগমন করেন, কিন্তু স্নেহময়ী জননীর অন্তিম দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই।

তদানীন্তন নদীয়া শিক্ষাবিভাগের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর পণ্ডিত তারাশঙ্কর তর্কালঙ্কার ভাজনঘাট গ্রামে আদর্শ বিদ্যালয় (Model School) স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে কৃষ্ণকমলের আলয়ে উপস্থিত হন। কয়েক দিন আলাপে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল। পণ্ডিত তারাশঙ্কর কৃষ্ণকমলকে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের একটি অধ্যাপকপদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন; কিন্তু কৃষ্ণকমল তাহাতে স্বীকৃত হয়েন নাই। জীবিকার জন্য অধীনতা স্বীকার, তিনি জীবনের ধিক্কার মনে করিতেন। কোন সময়ে ত্রিপুরাধিরাজ মহারাজ বীরচন্দ্র বাহাদুর তাঁহাকে দুই শত টাকা মাসিক বেতন অঙ্গীকার করিয়া "হিন্দু-হিতৈষিণী" নাম্নী ধর্ম্মসভার আচার্য্য-পদে নিযুক্ত করিতে চাহেন; প্রভু কৃষ্ণকমল তাহাতে মর্য্যাদার অবমাননা বোধ করিয়া উপদেশচ্ছলে মহারাজকে তিরস্কার করিয়াছিলেন।

একদা ঢাকার স্বরূপ বাবু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকমল তাঁহার কলিকাতার কুঠিতে মাসাধিক কাল অবস্থান করেন। তথায় ভক্ত-বৈষ্ণবগণ প্রতিদিন নিয়মিতরূপে সৎকথালাপ ও ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। অতঃপর কৃষ্ণকমল গৃহগমনের বাসনা প্রকাশ করিলে, দ্বারকানাথ মল্লিকাদি কতিপয় কলিকাতাবাসী ধনবান্ ভক্ত গোস্বামী-প্রভুকে কলিকাতায় রাখিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন, কিন্তু কৃষ্ণকমল তাহাতে স্বীকৃত হয়েন নাই। কলিকাতা হইতে ভাজনঘাট আসিয়া কিছু দিন অবস্থান করতঃ কৃষ্ণকমল ঢাকায় আসিলেন; ঢাকাস্থ

ভক্ত ও সেবকগণ তাঁহাদের প্রিয়দর্শন ইষ্টদেবের আগমনে আনন্দিত ও কৃতার্থ হইলেন।

এবার ঢাকানগরীতে আসিয়া প্রভু কৃষ্ণকমল শুনিলেন যে, কতক গুলি গোস্বামীবংশীয় ও তাঁহাদের স্বসম্পর্কীয় জাতিগর্ব্বসার ব্রাহ্মণ এক-মন্ত্রিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। বিরোধিতার কারণ, তিনি লোক-পরম্পরায় জানিতে পারিলেন যে, বিরোধিগণ বলিতেছেন "কৃষ্ণকমল গোস্বামী জাতিতে বৈদ্য হইয়া ব্রাহ্মণকে ভুক্তশেষ দিয়াছেন, এত বড় স্পর্দ্ধা!"—এ কথায় কৃষ্ণকমল বিশেষ অবধান করেন নাই, পরন্তু হাসিয়াছিলেন। ঘটনাটী এই যে, ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় স্বরূপ বাবুর কুঠিতে অবস্থান-কালে শ্রীনিত্যানন্দ-বংশীয় গোস্বামীদিগের দৌহিত্রেয় বা স্বসম্বন্ধীয় একটী ভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণ প্রতিদিন প্রভুর বাসস্থানে আসিয়া ভক্তগণ-সঙ্গে হরিকথা-কীর্ত্তনোৎসবে যোগদান করিতেন। কৃষ্ণকমলের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মিয়াছিল। এক দিন পূর্ব্বাহ্নে ভগবৎ-কথার পর, অপর ভক্তগণ স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেলে, সেই ভক্ত-বিপ্র প্রভুকে বলিলেন "আমি আজ এই খানেই প্রসাদান্ন পাইতে ইচ্ছা করি।" এই বলিয়া তথায় উপবিষ্ট রহিলেন। সদাশয় স্বরূপ বাবু এ কথায় অযাচিত অনুগ্রহ-লাভে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া ব্রাহ্মণের স্নানপূজাদির আয়োজন করিয়া দিলেন। গোস্বামী-প্রভুও, এবম্বিধ শুদ্ধ-স্বভাব সাধু বিপ্রের সহবাসে প্রীত ও সেবার্থে যত্নবান হইলেন। পাচক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অন্ন-ব্যঞ্জনাদি বিবিধ ভোজ্য প্রস্তুত হইলে প্রভুর নিত্যার্চ্চিত 'শ্রীগিরিধারী ঠাকুরের' * ভোগ

* শ্রীগিরিধারী একটি শিলাকৃতি বিগ্রহ। জনৈক ব্রহ্মচারী ইঁহার অধিকারী ও নিত্য-পূজক ছিলেন। ব্রহ্মচারী ভারতের সমস্ত তীর্থে পর্য্যটন করিবার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু শ্রীবিগ্রহ সঙ্গে রাখিলে তাঁহার নিত্য সেবাপূজার নিয়ম-রক্ষা দুষ্কর বিবেচনায় ঘটনাক্রমে

নিবেদন হইল। নিবেদিত অন্নাদি দুটী পৃথক পাত্রে পরিবেশন করিয়া, পাচক কৃষ্ণকমল-প্রভু এবং অভ্যাগত বিপ্রকে ভোজনার্থে আহ্বান করায়, বিপ্র কহিলেন, "আমি প্রভুর ভুক্তশেষ পাইবার জন্য মনস্থ করিয়াছি, সুতরাং তাঁহার ভোজনান্তে প্রসাদ পাইব।"

অভ্যাগত ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া প্রভু-কৃষ্ণকমল তাঁহাকে বিনীতভাবে কহিলেন "আপনি সকল বর্ণের পূজ্য,—ব্রাহ্মণ, পরম বৈষ্ণব, আমি বৈশ্য, আমাকে এমন অসঙ্গত কথা বলিবেন না।" ইত্যাদি বাক্যে তিনি সেই ভক্ত বিপ্রকে এই প্রকার বর্ণাচার-বিরুদ্ধ অযোগ্য সংকল্প পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ কোন মতেই সম্মত হইলেন না, পরন্তু বলিলেন "প্রভো, বর্ণবিচাররূপ লৌকিকবচনচ্ছলে আমাকে আপনার প্রসাদ-লাভে বঞ্চিত করিবেন না। জাতি বলিতে জন্ম বুঝায়; শ্রীমহাপ্রভুর 'নিত্যসিদ্ধ' পারিষদ-কুলে আপনাদিগের জন্ম। শ্রীভগবানের নিত্য-পারিষদ তাঁহারই অঙ্গস্বরূপ। ধরাতলে তাঁহাদের দিব্য-জন্ম জীব-সাধারণের ন্যায় কর্ম্মানুস্যূত নহে,—কেবল লোকানুগ্রহ-মূলক। যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, তখন তাঁহার সহিত তাঁহার অঙ্গস্বরূপ নিত্য পারিষদগণ যে, ব্রাহ্মণাদি লৌকিক উপাধির অতীত এবং মুনিগণেরও আরাধ্য, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব সাধনসিদ্ধ ঋষিকুলে জন্মমাত্রহেতু ব্রাহ্মণোপাধির অপেক্ষা, নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পারিষদকুলে জন্মহেতু মহাশয় দিগের গোস্বামী-পদবীর শ্রেষ্ঠত্ব, আমি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করিয়া কিরূপে অস্বীকার করিতে পারি?" ইত্যাদি

কৃষ্ণকমলের সহিত সুপরিচিত হইয়া, কৃষ্ণকমলের করে তাঁহার নিত্যার্চ্চিত ঠাকুর সমর্পণ করতঃ তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করেন। সন্ন্যাসী আর ফিরিয়া আসেন নাই। তদবধি কৃষ্ণকমল সেই শিলাময় বিগ্রহটীকে আজীবন সন্ন্যাসী-নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে সেবার্চ্চনা করিয়াছেন।

ভক্তিমূলা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ভক্তবিপ্র কৃষ্ণকমল-প্রভুকে বলিলেন, "আমি কোন মতেই আপনার সঙ্গে ভোজন করিব না, আপনার ভোজনান্তে প্রসাদ পাইব, নতুবা আমি উপবাসী থাকিব।" তখন গোস্বামীপ্রভু সানুনয়ে ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "যখন আপনি আজি অভ্যাগত, তখন আপনাকে রাখিয়া আমার ভোজন করা কিছুতেই ন্যায়-সঙ্গত হইবে না, অনুগ্রহ করিয়া আসুন, এক সঙ্গে বসিয়া শ্রীগিরিধারীর 'প্রসাদ' পাই।" কিন্তু ভক্ত-বিপ্রের দৈন্য-বিনয়ে পরাস্ত হইয়া এবং তাঁহাকে উপবাসী রাখাও অকর্ত্তব্য বোধ করিয়া কৃষ্ণকমলপ্রভু পাচককে বিপ্রের নিমিত্ত পরিবেশিত ভোজ্য ও আসন পার্শ্বস্থ অপর ঘরে স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন এবং অগত্যা বিপ্রের অগ্রেই ভোজন করিতে বসিলেন। প্রভুর ভোজনান্তে পাচক অভ্যাগত ব্রাহ্মণকে ভোজনার্থে আহ্বান করিয়া পার্শ্বের ঘরে ভোজ্য ও আসন দেখাইয়া দিল। কিন্তু ভক্ত ব্রাহ্মণ সে কথা না শুনিয়া, যে ঘরে কৃষ্ণকমলদেব ভোজন করিয়াছিলেন, তথায় প্রবেশ করিয়া পরমানন্দে ভুক্তশেষ ভোজন করিতে লাগিলেন।

এই বার্ত্তা মুখ-পরম্পরায় কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বিরোধীগণের শ্রুতিবিবরে প্রবেশ করিয়াছিল যে, তাঁহাদের অন্তঃশায়ী বিদ্বেষ-বিষধর জাগরিত হইয়া রোষাবেশে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। বিরোধীগণ বিচার-দ্বারা কৃষ্ণকমলকে পরাস্ত ও অপদস্থ করিবেন, ইহাই পরামর্শ স্থির করিলেন। বিচারার্থে কয়েকজন অধ্যাপকও আনীত হইলেন। সেই সময়ে, কলিকাতাবাসী শ্রীনিত্যানন্দবংশীয় গোপালকৃষ্ণ গোস্বামীপ্রভু ঢাকায় ছিলেন। ইনি শাস্ত্রজ্ঞ, গম্ভীর-স্বভাব এবং বয়োধিক্যহেতু স্ববংশীয় ও অন্যান্য গোস্বামীগণের মাননীয় ছিলেন; কৃষ্ণকমলের সহিত তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই সুপরিচয় ও সৌহার্দ্দ্য ছিল।

কৃষ্ণকমল প্রভুর কলিকাতায় অবস্থানকালেও উক্ত গোপালকৃষ্ণ প্রভু প্রায়ই ভাগবৎকথাপ্রসঙ্গে ও নামসংকীর্ত্তনে উপস্থিত থাকিতেন। বর্ত্তমান আন্দোলনের ব্যাপার তিনি আনুপূর্ব্বিক অবগত ছিলেন। কৃষ্ণকমল দেবের প্রতি তাঁহার জ্ঞাতিগণের এবম্বিধ দ্বেষভাবে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং বিচারকালে কৃষ্ণকমলের পক্ষ গ্রহণ করিয়া তৎসাময়িক বিরোধগতির প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। স্বসম্প্রদায়ী ব্রাহ্মণাভিমানী বৈষ্ণবগণকে তিনি উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, "শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট লীলার সময়ে যখন হিন্দুয়ানী অক্ষুণ্ণ সবলাবস্থ ছিল, তখন মাধবাচার্য্য, যাদবাচার্য্য, দেবকীনন্দনাদি ব্রাহ্মণকুলতিলকগণ, যে পুরুষোত্তম গোস্বামীকে গুরুত্বে বরণ করিয়া দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণকমল গোস্বামী তাঁহারই বংশধর। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আজি হিন্দুয়ানীর দুর্ব্বলাবস্থায়, বর্ণাশ্রমাদির ব্যভিচার-কালে, সেই সকল শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ পারিষদ-সন্তানের অধিকার সম্বন্ধে বিরোধ! শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের চরণাশ্রয় করিয়া প্রভুর অঙ্গস্বরূপ নিত্যপার্ষদগণকে না মানিলে- সেই প্রভুকেই অবমাননা করা হয়। বিশেষতঃ পুরুষোত্তমসুত ঠাকুরকানাই জন্মাবধি আমাদের পূজনীয়া জননী শ্রীনিত্যানন্দগৃহিণী জাহ্নবাদেবীর স্তনপানে পোষিত ও প্রভুর পালিত পুত্র বলিয়া কীর্ত্তিত। এই উভয় গোস্বামীবংশ মধ্যে অবশ্যই একটী ঘনিষ্ঠ ও গূঢ় সম্বন্ধ আছে।" এইরূপে বুঝাইয়া এবং কৃষ্ণকমলের বহুতর মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া, প্রভু গোপালকৃষ্ণ বিরোধিদিগের দ্বেষভাবের শমতা করিয়াছিলেন।

ঢাকা কাগজীটোলার চৈতন্য বাবু নামে একজন সম্ভ্রান্ত হরিভক্ত এবং তাঁহার স্ত্রী অকপট বাৎসল্যভাবে কৃষ্ণকমলের সেবাদি করিতেন। একদা চৈতন্য বাবু সস্ত্রীক নবদ্বীপ-যাত্রার আয়োজন করেন। তাঁহার স্ত্রী নবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহের জন্য একজোড়া স্বর্ণময় নূপুর প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

নবদ্বীপ-যাত্রার পূর্ব্ব-রাত্রে ভক্তপত্নী স্বপ্নাবেশে তাঁহার অভীষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দর্শন লাভ করিয়া, নির্ম্মিত নূপুর কৃষ্ণকমল গোস্বামীর পদে পরাইতে আদেশবাণী শ্রবণ করিলেন। সাধ্বী তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হইয়া পতির নিকট স্বপ্নদৃষ্ট বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করায়, চৈতন্যবাবু প্রেমাশ্রুপূর্ণ হইয়া পত্নীর সৌভাগ্যের প্রশংসা করতঃ, নবদ্বীপ-যাত্রা স্থগিত করিলেন। পরে একদিন কৃষ্ণকমলকে নিজ গৃহে আমন্ত্রণপূর্ব্বক ভক্তিভাবে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া বিবিধোপচারে তাঁহাকে ভোজন করাইলেন এবং স্ত্রীর স্বপ্নবিবরণ প্রভুর নিকট নিবেদন করিয়া, গৌরাঙ্গোদ্দিষ্ট সেই স্বর্ণনূপুর তাঁহার চরণে পরাইতে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু চরণে সুবর্ণধারণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তাহাতে আবার ভগবদুদ্দেশে নির্ম্মিত নূপুর, প্রভু কৃষ্ণকমল প্রথমতঃ পরিতে অস্বীকার করেন, পরে ভক্তদম্পতীর নিরতিশয় প্রেমাগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া, ভক্তপত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মা, আর আমার বিচার নাই, আমি তোমার বালক সন্তান, তোমার যেমন ইচ্ছা সাজাও।" এই বলিয়া কৃষ্ণকমল কি ভাবে নীরবে বসিয়া রহিলেন,—তিনিই জানেন। তখন ভক্তপত্নীর চিত্তবৃত্তি বাৎসল্য-ভাবে সমাহিত হইল, তিনি সানন্দে তাঁহার গোপাল কৃষ্ণকমলের পদে নূপুর পরাইয়া দিলেন।

অনন্তর সঙ্গীতানুরাগী বিদ্বদ্বর্গের একান্ত আগ্রহে কৃষ্ণকমল স্বপ্নবিলাসাখ্য গীতিনাটকরূপ সুবর্ণকুম্ভ ঢাকাবাসীর করে অর্পণ করিলেন।

মুড়াপাড়ার তদানীন্তন সম্ভ্রান্ত জমিদার বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'স্বপ্নবিলাসের' মাধুর্য্য আস্বাদনে মুগ্ধ হইয়া কবি কৃষ্ণকমলকে পিতৃসম্বোধন করেন। ঈশানবাবু কি দিব্য-দৃষ্টিতে কৃষ্ণকমলকে দেখিয়াছিলেন যে,—কখনও তাঁহার সমক্ষে উচ্চাসনে উপবেশন করিতেন না। এক দিন কোন ব্যক্তি গোস্বামীপ্রভু বৈদ্য বলিয়া উল্লেখ করায়, ঈশান

বাবু তাহাকে বলিয়াছিলেন "আমার বাবা মনুষ্য নহেন,—দেবতা, তুমি তাঁহাকে চিনিতে পার নাই।"

'স্বপ্নবিলাস' রচিত হওয়ার পর দুই বৎসরের মধ্যেই কৃষ্ণকমল "দিব্যোন্মাদ" নামে গীতিনাটক রচনা করেন। সাধারণের নিকট "দিব্যোন্মাদ" 'রাই-উন্মাদিনী' নামে খ্যাত। "দিব্যোন্মাদের" গীতিপদ্য শুনিয়া একজন প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত বলিয়াছিলেন "ভাবিয়াছিলাম যে, গোস্বামী-কবির সঞ্চিত রস-সম্পত্তি প্রায় সমুদয় তাঁহার "স্বপ্নবিলাসে" ব্যয়িত হইয়াছে, সুতরাং অনুজাত 'দিব্যোন্মাদ' যে সেরূপ রস-মাধুর্য্য লাভ করিবে, এমন বোধ হয় না, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিলাম, অনন্ত সচ্চিদানন্দ-রস-সাগরে যাঁহার চিদ্গত ভাবের সহযোগ, সেই রসিক কবি কৃষ্ণকমলের ভাবময় হৃদয়োৎসের রস-নিঃসার ফুরাইবে না, পরন্তু চিরদিন সমভাবেই থাকিবে।"

গোস্বামীপ্রভু যখন "দিব্যোন্মাদ" গান শিক্ষাদানার্থে আবদুলাপুর গ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে ঢাকা একরামপুরবাসী কতিপয় ব্যবসায়ী, প্রণেতার বিনানুমতিতেই, 'স্বপ্নবিলাস' মুদ্রিত করতঃ বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট অর্থলাভ করিতে লাগিল। প্রণেতার অজ্ঞাতসারে এরূপ পুস্তক-মুদ্রাঙ্কন ও বিক্রয় নিতান্ত অবৈধ বিবেচনায়, কৃষ্ণকমলের জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যগোপাল গোস্বামী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট হইয়া, পিতার নিকটে প্রতীকারের আদেশ প্রার্থনা করেন। কিন্তু কৃষ্ণকমল পুত্রকে এই কথা বলিয়া বুঝাইলেন যে, "আমি অর্থ বা খ্যাতিলাভের প্রত্যাশায় যাত্রাভিনয় প্রণয়ন করি নাই। পরন্তু যাহারা এ প্রকার অবৈধ কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে আমি চিরদিনের বন্ধু বলিয়া মনে করি, অতএব বন্ধুত্বস্থলে এ সকল ক্ষমনীয়।" প্রভুর এবম্বিধ বাক্যে সত্যগোপাল নিরস্ত হইলেন। বস্তুতঃ, কৃষ্ণকমল কেবলমাত্র নির্দ্দোষ প্রীতি-সাধনের

জন্য গীতিনাটক রচনা করিয়া ঢাকাবাসীর প্রার্থনায় তাঁহাদের হস্তে অভিনয়ার্থে অর্পণ করিয়াছিলেন; তিনি কোন খানেই মূল্যস্বরূপ অর্থ-গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহার স্বত্ব বিক্রয় করেন নাই।

'স্বপ্নবিলাস' ও 'দিব্যোন্মাদ' রচিত হওয়ার একাদশ বৎসর পরে বিচিত্র-বিলাস' রচিত এবং ১৮৭৪ খৃঃ অঃ উহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়।

অনন্তর ঢাকা সুতরাপুরস্থ রামপ্রসাদ বাবুর অনুরোধে কবিবর "ভরত-মিলন" গীতাভিনয় রচনা করেন।

'ভরত-মিলন' যাত্রাভিনয় যখন প্রথম নাট্যক্ষেত্রে প্রদর্শিত হয়, সেই সময়ে নবাব গণি মিঞা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি অভিনয় শুনিয়া এমনই আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন যে, পরে অনেক স্থানে অনাহুত উপস্থিত হইয়া প্রীতির সহিত যাত্রা শুনিয়াছেন। শুনা যায়, নবাব তাঁহার নিজ-ভবনে "ভরত-মিলন" অভিনয়ের জন্য 'গোস্বামীপ্রভুর নিকট বাসনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভু কৃষ্ণকমলের অসম্মতি না থাকিলেও, অধ্যক্ষ-পক্ষ সামাজিক গ্লানি শঙ্কায় তাহাতে স্বীকৃত হয়েন নাই। সাধুচরিত নবাবসাহেব কৃষ্ণকমলকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। এমত ঘটিয়াছে যে, কোন দিন নবাব অশ্বারোহণে নগর-পথে ভ্রমণ-কালে, পথিমধ্যে গোস্বামী প্রভুকে দেখিতে পাইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করতঃ যথাবিহিত সসম্ভ্রম আলাপের পর, প্রভু দৃষ্টির অন্তরাল হইলে পুনরায় অশ্বে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছেন! ইহাতে কৃষ্ণকমলদেবের সম্মানের সহিত নবাব মহোদয়ের মহত্ত্ব প্রদর্শিত হইল।

ঢাকানগরীর জন্মাষ্টমী একটী প্রসিদ্ধ ব্যাপার। ইস্‌লামপুর ও নবাবপুর নামক দুই পল্লী হইতে মহাসমারোহে সোয়ারি বা মিছিল বাহির হয়। এই সমৃদ্ধ শোভাযাত্রা (মিছিল) শ্রেণীবদ্ধভাবে বিবিধ বাদ্য-সহ সহরের প্রশস্ত রাজপথ দিয়া চলিয়া যায়। পূর্ব্বে অনেক সম্ভ্রান্ত

লোক কলেজ-গৃহের বারাণ্ডায় বসিয়া এই সমৃদ্ধ উৎসব উপভোগ করিতেন। একদা কৃষ্ণকমল তথায় ঢাকার নবাব খাজে আবদুল গণি মিঞার পার্শ্বে বসিয়া মিছিল দেখিতে ছিলেন; দেখিলেন যে, অনেক সাহেব ও হিন্দু ধনীলোক সজ্জিত গজারোহণে সেই জনাকীর্ণ পথে জনমণ্ডলী ব্যস্ত করতঃ ইতস্ততঃ গতাগতি করিতেছেন; কিন্তু নবাব-পরিবারস্থ পুরুষগণ পদব্রজে আসিয়া মিছিল দেখিতেছিলেন। কৃষ্ণকমল ইঁহাদিগের পদব্রজে আসিবার হেতু জিজ্ঞাসা করায়, নবাব গণি মিঞা উত্তর করিয়াছিলেন যে, বহুলোকের সমাগম-ক্ষেত্রে কোন না কোন সাধুভক্তের সমাগম অসম্ভব নহে, এমত স্থলে যানারোহণ অনুচিত ও অপরাধজনক। নবাবের এই প্রকার জ্ঞানগর্ভ সদুত্তরে কৃষ্ণকমল অতীব প্রীত হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণকমল সাধারণের সুহৃদ, ধর্ম্মার্থীর আচার্য্য, রোগীর চিকিৎসক, এবং বিষয়ী গৃহীর অভিভাবক ও সদুপদেষ্টা ছিলেন। কোমল উপাদানে গঠিত তাঁহার প্রকৃতি, বালকের কাছে বালকত্বে, যুবার কাছে যুবকত্বে, বৃদ্ধের সন্নিধানে বৃদ্ধত্বে এবং পুরুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে যেন সেই সেই জাতীয় ভাবে পরিণত হইত। তাঁহার নিকট ধনী ও দরিদ্রের ভেদ ছিল না। তাঁহার মধুর চরিতে আকৃষ্ট হইয়া আবালবৃদ্ধ নরনারী অকুণ্ঠিত ভাবে তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিত ও বাক্যালাপ করিত। গোস্বামীপ্রভু প্রতিদিন নিয়মিত ব্রাহ্মমূহুর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক জপমালা-হস্তে নগরপথে পদ-সঞ্চালন করিতেন। কখন আহূত কখন বা অনাহূত, প্রতিবেশীর গৃহে উপস্থিত হইয়া, গৃহবার্ত্তার আলাপ করতঃ তাহাকে আপ্যায়িত করিতেন। তাহারা অত্যাদরে তাঁহাকে আসন দিয়া, তাঁহার কাছে সাংসারিক সুখ দুঃখের কথা বলিত। কখন বা কোন প্রসূতির সূতিকাগৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া সূতিকালয়ের ব্যবস্থা দেখিতেন এবং প্রসূতি ও শিশুর স্বাস্থ্যবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া গৃহাধ্যক্ষকে সাময়িক

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিধানের আদেশ দিতেন। ইত্যাদি কারণে প্রতিবেশী গৃহস্থগণ তাঁহাকে পরম বন্ধু ও একান্ত "আপনার জন" বলিয়া মনে করিত।

ঢাকাবাসী প্রসিদ্ধ ধনী বাবু মধুসূদন দাস (মধু বাবু) কৃষ্ণকমলপ্রভুর একজন শ্রদ্ধাবান অনুগত ছিলেন। একদা গোস্বামীপ্রভু মধু বাবুর বহির্ভবনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে তথায় উপস্থিত ঢাকার সিভিল সার্জ্জন সিমসন্ সাহেব, বাবুর একটী বালকের গলদেশে স্বর্ণ মাদুলি দেখিয়া বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহা কি"? মধুবাবু কৃষ্ণকমলপ্রভুকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ইনি আমাদের ধর্ম্মাচার্য্য গোস্বামী; বালকের রোগ-শান্তির জন্য কবচ লিখিয়া এই প্রকারে গলে ধারণ করিতে অনুমতি দিয়াছেন।" * তখন সিম্‌সন সাহেব কৌতূহলবশতঃ প্রভুকে প্রশ্ন করিলেন "শরীরের সহিত এ কবচের এমন কি সম্বন্ধ যে,উহা ধারণে ব্যাধির উপকার সম্ভাবিত হইবে?" তদুত্তরে কৃষ্ণকমল বলিলেন, আমাদের শাস্ত্রে দ্রব্যশক্তির ন্যায় মন্ত্রশক্তির কথাও উক্ত আছে। যে মহান্ প্রভুর কৃপামাত্র-শক্তি ভূ-বিকার-ভূত বিবিধ দ্রব্যে নিহিত থাকায়, ঔষধ-শক্তিরূপে পরিণত হইয়া বিবিধ ব্যাধির উপশম করিতেছে, এই কবচ সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার নামময়-মন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিশ্বাস থাকিলে ইহাতে অবশ্যই উপকার হইতে পারে।" ধর্ম্মশীল ডাক্তার সিম্‌সন গোস্বামীপ্রভুর এ কথার অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং প্রভুর প্রতি বিশিষ্ট শ্রদ্ধাবান হইয়া মধ্যে মধ্যে প্রভুর বাসায় আসিয়া শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। শুনা যায়, ডাক্তার সিম্‌সন কৃষ্ণকমলের সমক্ষে কখনই উচ্চাসন পরিগ্রহ করেন নাই।

একদা কৃষ্ণকমল ঢাকার অদূরবর্ত্তী বালিয়াপাড়া গ্রামে এক শিষ্যভবনে উপনীত হইয়া জানিলেন যে, গৃহস্বামী নিতান্ত দুরবস্থ ও

* প্রভু কৃষ্ণকমল যে কোন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য যাহাকে যে কবচ দিয়াছেন, কোন ক্ষেত্রেই তাহা ব্যর্থ হওয়ার সংবাদ শুনা যায় না!

ঋণগ্রস্ত হইয়া নিজপুত্রদ্বয়ের একটীকে বিক্রয় পূর্ব্বক ঋণদায়-মুক্ত হইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। শিষ্যের এবম্বিধ অবস্থা-বিপর্য্যয়ে কৃষ্ণকমলের নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল, তিনি কহিলেন "আমার বালক আমি কখনই বেচিতে দিব না।" এবং নিজের কাছে যাহা কিছু ছিল, ও তত্রত্য কোন পরিচিত ধনীর নিকট ঋণ-রূপে অর্থসংগ্রহ করিয়া তদ্দারা নিজ-শিষ্যকে ঋণ-মুক্ত করিলেন। শুনা যায় যে, মুসলমান উত্তমর্ণ গোস্বামীপ্রভুর দত্ত টাকা গ্রহণ না করিয়া অধমর্ণকে ঋণ-মুক্ত করিয়াছিলেন।

একরামপুরবাসী একটী প্রাচীন বিজ্ঞ বলিয়াছিলেন, "আমি বহুদিন কৃষ্ণকমল গোস্বামীর সঙ্গ-লাভে,তাঁহার উন্মীলিত অন্তশ্চক্ষুর বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছি। একবার দর্শন মাত্রে তিনি যাহার ভাবী জীবনের গতি-নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পরে তাঁহার সেই নির্দ্দিষ্ট বাণী অব্যর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে।"

ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণকমলের ঢাকাস্থ পরিচিত বন্ধু ও ভক্তগণ প্রায় সকলেই পরলোক-প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের বংশধর যুবকগণ কাল-প্রভাবে নিজ-কুলাচারের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইল। বৈষ্ণবীয় সাত্ত্বিকাচারে যে সকল গৃহ চির পবিত্র ছিল, তৎসমুদয় প্রায়ই ঘৃণ্য আচারে দূষিত হইল। সুরার নাম গন্ধে যাঁহারা থুৎকার করতঃ ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন, এখন তাঁহাদের বংশধর-মধ্যে সে সুরা সাধারণ পানীয় মধ্যে পরিগণিত, এমন কি সুরধুনি-বারির ন্যায় সমাদৃত হইল। যৎ-কথঞ্চিৎ ইংরাজী-শিক্ষা-প্রাপ্ত নব্য যুবক, রাজ-জাতীয় আচার ও ব্যবহারকে আত্মোন্নতি, সমাজোন্নতি ও দেশোন্নতির উপায় ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ মনে করিয়া তদনুকরণে ধন্য বোধ করিতে লাগিল। যে ধর্ম্ম বর্ণাশ্রমে উচ্চাবচ অধিকার ব্যবস্থা করিয়াছে, এখন বিত্ত-গর্ব্বিত হীন-সম্ভব যুবকগণ আক্রোশ-ভরে সদম্ভে তাহা পদ-দলিত করিয়া আপনাদের উচ্চাধিকার প্রদর্শনে কৃতচেষ্ট হইল।

বিপথস্থ যুবক-সম্প্রদায়ের এই প্রকার নৈতিক অধোগতি হইলেও তাহাদের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণ তাহাদের অনুবর্ত্তিনী হয়েন নাই। পুরাতন আচার-নিয়ম ক্ষীণভাবে স্ত্রীলোকদের মধ্যেই অবস্থিত ছিল। যে সকল রমণী বাল্যাবধি তাঁহাদের পিতৃগণার্চ্চিত প্রভু কৃষ্ণকমলের পরিচিত,—প্রভুর সদ্গুণে,শিক্ষায় ও উপদেশে যাঁহাদের স্বভাব ভক্তিভাবে সংগঠিত,—প্রভুর পিতৃবৎ হিতাকাঙ্ক্ষায়,মাতৃবৎ স্নেহে ও বান্ধববৎ ব্যবহারে যাঁহারা তাঁহাকে পরমাত্মীয় আচার্য্য-জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতেন, সেই সকল কুলাঙ্গনা চন্দনলিপ্ত পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাঁহার পূজা করিতেন এবং কোন প্রকার সংসার-তাপে উত্তপ্ত হইলে তাঁহার উপদেশে শান্তিলাভ করিতেন। কেহ বা সন্তানাদি অসুস্থ হইলে প্রভুর নিকট ঔষধ-কবচের ব্যবস্থা লইতেন; কেহ বা পুত্র কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করিতেন। কেহ বা ফলপুষ্পাদি আনিয়া প্রভুর নিত্যার্চ্চিত, শ্রীগিরিধারীর সেবার জন্য উপহার দিতেন। এ জন্য নিরপরাধিনী অবলাগণ দুর্ম্মদান্ধ যুবকদল কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন। ভক্তিমতী সরলা রমণীগণের প্রতি এই প্রকার অসদাচারে কৃষ্ণকমল অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া ঢাকানগরে অবস্থান নিতান্ত অশান্তিকর বোধ করতঃ এখন হইতে অধিকাংশ সময় গ্রামাঞ্চলে বাস করিতেন। এই সময়ে মাধবদি গ্রামে অবস্থানকালে তাঁহার শেষ রচনা "গন্ধর্ব্বমিলন" নাটক প্রণয়ন করেন। তত্রত্য জমিদার বাবু রাজকুমার রায়ের উৎসাহে ও ব্যয়ে ইহা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। বিষয়-বৈচিত্রে, ভাব-সম্পদে ও রচনাচাতুর্য্যে "গন্ধর্ব্বমিলন" একখানি অভিনব গীতি-কাব্য। কলিকাতার প্রসিদ্ধ নাটক-কার ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় 'গন্ধর্ব্বমিলনের' পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অধ্যক্ষতায় "ষ্টার" রঙ্গমঞ্চে ইহা অভিনয়ের কথা হইলে, পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণপদাশ্রিত গিরিশবাবু বলিয়াছিলেন, "রসিক ভক্ত-মণ্ডলীর আস্বাদ্য ও উপভোগ্য এরূপ অপূর্ব্ব

রসকাব্যের প্রকৃত ভাবগ্রাহী শ্রোতা দুর্ল্লভ, এমতে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ইহা অভিনীত হওয়া সঙ্গত বোধ হয় না, পরন্তু অপরাধ-জনক মনে হয়!"

কৃষ্ণকমলের ঢাকাবাসী ভক্তগণ নগরীমধ্যে তাঁহার জন্য একটী আবাস-ভবন প্রস্তুত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভু তাহাতে সম্মত হয়েন নাই। শেষজীবন গঙ্গার সুদূর প্রদেশে থাকিবেন না, ইহা তাঁহার পূর্ব্বাবধি সংকল্প ছিল। এখন স্বদেশে যাইয়া পরিবার-বন্ধু-মধ্যে অবস্থান করাই কর্ত্তব্য বোধ করিলেন।

কৃষ্ণকমলপত্নী স্বর্ণময়ী দেবীর গর্ভে ছয় পুত্র ও চারি কন্যার জন্ম হয়। প্রথম সন্তান সত্যগোপাল * (জন্ম ১৮৪৪ খ্রীঃ অঃ দেহত্যাগ

---

* স্বর্ণময়ী দেবীর মুখে একটী স্বপ্নকাহিনী অনেক বার শুনা গিয়াছে। এই স্বপ্নের কথাটী তিনি যখন বলিতেন, তখন তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিত, ঠোঁট দুটি কাঁপিত এবং আরক্তিম মুখমণ্ডলে একটী দিব্য ভাবান্তর লক্ষিত হইত। সে কাহিনীটি এই—

স্বর্ণময়ী তখন দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা বধূ। একদা রাত্রে তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিকট তিনি শুইয়া আছেন। স্বপ্নে দেখিলেন যে, তাঁহাদের ঠাকুর-ঘরে সিংহাসনের উপরে বিরাজিত গৃহদেবতা "শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের" সম্মুখস্থ তিনটী মনোহর 'নাড়ুগোপাল' বিগ্রহের মধ্যের গোপালটি তাঁহাকে বলিতেছেন, "আমাকে কোলে কর।" স্বর্ণময়ী বলিলেন, "আমি কি তোমাকে কোলে নিতে পারি?" গোপাল হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া আবার বলিলেন, "আমাকে কোলে কর।" এই বার মুগ্ধা বালিকা নিজের অক্ষমতা জানাইয়া সকাতরে বলিলেন, "আমি কি তোমায় কোলে নিতে পারি?—আমি তোমাকে কোলে নিতে পারিব না।" তখন স্বর্ণময়ী দেখিলেন যে, গোপাল জানু ও হস্তদ্বয় দ্বারা (হামা দিয়া) দ্রুতগতিতে একেবারে উচ্চ সিংহাসনের প্রান্তভাগে উপস্থিত—আর পড়িতে বিলম্ব নাই—তখন বালিকা অতিব্যস্তে শয্যাত্যাগ করিয়া দৌড়িয়া গিয়া যেমন গোপালকে ধরিতে গেলেন, অমনি গোপাল সিংহাসন হইতে ঝাঁপাইয়া স্বর্ণময়ীর কোলে আসিলেন। বালিকার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, বুকের ভিতর কাঁপিতে লাগিল, ভয়ভীতা হইয়া ঠাকুরাণি। ঠাকুরাণি! বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। শাশুড়ী দেবী জাগ্রত হইয়া

১৮৭৬ খ্রীঃ অঃ); দ্বিতীয় সন্তান নিত্যগোপাল (জন্ম ১৮৪৬ খৃঃ অঃ দেহত্যাগ খৃঃ অঃ ১৯২৭); আর চারিটী পুত্র অতি শৈশবেই স্বর্গত হয়েন। কন্যাগণের নাম যথাক্রমে;—৺মানমোহিনী, ৺গরবিনী, ৺কুটেশ্বরী, শ্রীমতী বিরজাসুন্দরী।

সত্যগোপালের একটী পুত্র ও একটী কন্যা। নিত্যগোপালের একটী পুত্র ও চারিটী কন্যা।

সন ১২৯০ সালে ৭৩ বৎসর বয়সে কৃষ্ণকমল ঢাকা হইতে ভাজনঘাটের বাটীতে আগমন করেন। * ভাজনঘাটের বাটী আসিয়া কৃষ্ণকমল চারি বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। তিনি লোকের কাছে শ্রীবৃন্দাবন-বাসের ঐকান্তিক বাসনা প্রকাশ করিয়া সময়ে সময়ে আক্ষেপ করিতেন, কিন্তু

'ভয় কি?' 'ভয় কি?' বলিয়া বধূকে কোলে টানিয়া লইলেন এবং কতক্ষণ পরে বধূ একটু সুস্থ হইলে তাঁহার মুখে সকল শুনিয়া "ভয় কি মা! ও কিছু নয়—ও কথা আর মনে রাখিও না—এই বলিয়া স্বর্ণময়ীকে প্রবোধ দিলেন। ইহার কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পরে সত্যগোপালের জন্ম হয়।

* প্রভু কৃষ্ণকমল যে দিন ভাজনঘাটে আসেন, সে দিনের একটী কথা বলি;—তখন আমার বয়স ১৪ বৎসর। পাড়ার কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ পালকী-বেহারা সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণগঞ্জ (বর্ত্তমান মাজদিয়া) ষ্টেসনে গিয়াছেন। আমরা কয়েকটী সমবয়স্ক গ্রামের প্রান্তে পথের ধারে একটি আম বাগানে বসিয়া আছি,—সেই রাস্তা দিয়াই পালকী যাইবে। কতক্ষণ পরে পালকী আসিল; বাহকেরা একটি ছায়াশীতল বৃক্ষতলে পালকী নাবাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। পালকীর দরজা ঈষৎ মুক্ত। আমরা পালকীর নিকট উপস্থিত হইবামাত্র প্রভু দরজা খুলিলেন। কি রূপ! কি সুন্দর গৌরবর্ণ পুরুষ! প্রভু এই অধমের পানেই তাকাইয়া বলিলেন, "ওহে ভদ্র! সত্যগোপাল গোস্বামীর বাড়ী আর কত দূর?" উত্তর করিলাম "কাছেই,—আমরা পালকীর সঙ্গেই যাইব।" বাড়ী পৌঁছিবার কিছুক্ষণ পরে সকলের সাক্ষাতে ঈষৎ হাস্য মুখে আমাকে বলিলেন, তখন তোমাকে চিনিতে না পারিলেও কোন অভদ্র সম্ভাষণ করি নাই, 'ভদ্র' বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছিলাম, কেমন?"

বৃন্দাবন গমনের জন্য তাঁহার কোন বহিশ্চেষ্টা দেখা যায় নাই। প্রভু কৃষ্ণকমলের বৃন্দাবন-বাসের অভিলাষ কি, তাহা তিনি জানিতেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীক্ষেত্র-ভূমে থাকিয়া বৃন্দাবন বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন; ঠাকুর নরোত্তম খেতুরিগ্রামে বসিয়া বৃন্দাবনের জন্য বিলাপ করিয়াছিলেন; কৃষ্ণকমল ভাজনঘাটে থাকিয়া নিরন্তর শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের অষ্টকালীন নিত্যলীলা ধ্যান করিতেন,—কখন কখন স্বপ্নাবেশে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত হইত। প্রভু কৃষ্ণকমল গৃহাশ্রমে থাকিয়াও গৃহী নহেন, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী বা সন্ন্যাসী নহেন, কিন্তু চিদানন্দ-রসোপজীবী ভাবাশ্রমী ছিলেন। তিনি সাধন-পথে অযত্নাগত অনেক যোগৈশ্বর্য্যলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসমুদায় তুচ্ছীকৃত করিয়া তিনি প্রেমভক্তের আস্বাদ্য পরমপুরুষার্থ-রসের পিপাসী ছিলেন।

বৈষ্ণবমণ্ডলী কৃষ্ণকমলপ্রভুকে একজন নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ অনুমান করেন। তাঁহার অধ্যাত্মজীবন-সম্বন্ধে একজন সিদ্ধ মহাত্মা বলিয়াছেন, "আমি জানি যে কৃষ্ণকমল গোস্বামী সাধনের চরমাবস্থায় অবস্থিত। তিনি নিজের অধ্যাত্ম-ছবি তাঁহার বিরচিত গীতিকাব্যে অতি সুন্দর আভাসিত করিয়া আপনার ভাবময় তনু সুচিত্রিত করিয়াছেন। "সখি, কি হেরিব শ্যামরূপ নিরুপম, নয়ন যে আমার মনোমত নয়। যখন নয়নে নয়ন, মন সহ মন, হ'তেছিল সম্মিলন, নয়ন পলক দিল এমন সুখেরই সময়।" ইত্যাদি গানচ্ছলে কখন রাধাভাবের, কখন বা সখীভাবের অন্তরালে থাকিয়া কৃষ্ণকমল আপন ভাবের কথাই বলিয়াছেন।"

একদিন এক ব্যক্তি প্রভুর রচিত একটী লীলাগান-সম্বন্ধে পৌরাণিক প্রমাণ জিজ্ঞাসা করায় কৃষ্ণকমল বলিয়াছিলেন অপর প্রমাণের কথা বলিতে পারি না; অনন্তদেবের অনন্ত লীলার কথা সীমাবদ্ধ শাস্ত্রে কত পাওয়া যাইবে? যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিয়াছি।" কৃষ্ণকমলের প্রকৃতি এত গভীর ছিল যে, নিরন্তর সন্নিকর্ষে থাকিয়াও কেহ তাঁহার ভাব

অবধারণ করিতে পারিত না। ধর্ম্ম বা কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাঁহার কোন প্রকার আড়ম্বর ছিল না, সকল অবস্থাতেই অচল ও অটলভাবে থাকিতেন।

প্রভুকৃষ্ণকমল বিধিবিহিত কর্ম্মাধিকার অতিক্রম করিয়াও তাহা একবারে পরিত্যাগ করেন নাই। কারণ তিনি জানিতেন যে, যখন তিনি আচার্য্য-পদবী গ্রহণ করিয়াছেন, তখন সংসারে অনেক লোক তাঁহার চরিতানুসরণ করিবে। তিনি তাঁহার অন্তরিন্দ্রিয় অষ্টকালীন নিত্যলীলা-ধ্যানে নিরন্তর নিরত রাখিয়া বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা বহির্ব্যাপার সম্পাদন করিতেন। তাঁহার বহির্ব্যাপার নিম্নোক্ত প্রকারে নিয়মিত ছিল। প্রতিদিন ব্রাহ্মমূহূর্ত্তে শয্যা হইতে উঠিয়া সময়োচিত স্তোত্রপাঠ ও গান কীর্ত্তন করিতেন। তদনন্তর শৌচক্রিয়াদি সমাপনপূর্ব্বক রাত্রিবাস-ত্যাগ ও পট্টবস্ত্র পরিধান করতঃ গঙ্গাজলে আচমন করিয়া মালাজপ আরম্ভ করিতেন। প্রত্যহ লক্ষ-সংখ্যক নাম-জপ তাঁহার নিয়ম ছিল। * প্রাতে ভ্রমণচ্ছলে, কুলবৃদ্ধ গুরুজন দিগকে দর্শন এবং অবনত মস্তকে তাঁহাদিগের চরণ-ধূলি গ্রহণ করিয়া কুলদেবতা শ্রীরাধাবল্লভ-বিগ্রহ দর্শন ও প্রণাম করিতেন। পরে গৃহে আসিয়া, স্নানান্তে নিজাভীষ্টদেব শ্রীগিরিধারীর সেবার্চ্চনাদি সমাপন পূর্ব্বক মধ্যাহ্নে নিবেদিতান্ন ভোজন করিতেন। † ভোজনান্তে কিয়ৎকাল শয়ান ও নিদ্রাবিষ্ট থাকিয়া শয্যা ত্যাগ করতঃ প্রায়ই কোন না

---

* এক লক্ষ নাম-জপ করিতে কত সময় লাগে তাহা কৃষ্ণকমল একটী শ্লোকে বলিয়া দিয়াছেন ;—"হরে কৃষ্ণ রাম এই তিন নাম ফিরায়ে ঘুরায়ে বোল। বত্রিশ অক্ষর এই মন্ত্রবর তারকব্রহ্ম নাম হইল॥ আড়াই প্রহর যদি জপ কর লক্ষেশ্বর হইতে পার। শ্রীকৃষ্ণকমলে বিনয় করে বলে তবে কেন তাহা ছাড়॥"

† শ্রীগিরিধারীর পূজার আয়োজন হইতে ভোগরন্ধন ও পারশ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপার কৃষ্ণকমলপ্রভুর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ দ্বারা নিষ্পন্ন হইত। প্রভু জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূকে "গিরিধারীর মা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন ; কখনও কখনও "গিরের মা" বলিয়া ডাকিতেন।

কোন ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করিতেন এবং বেলাবসানে হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া পুনরায় মালাজপে নিযুক্ত হইতেন। রাত্রিতে শ্রীগিরিধারীকে নিবেদন করিয়া প্রভু যৎকিঞ্চিৎ দুগ্ধপান ও জলযোগ করিতেন এবং নিয়মিত সংখ্যাজপ সমাপ্ত না হইলে কখনই শয়ন করিতেন না। তিনি রাত্রিতে যে অল্পক্ষণ মাত্র নিদ্রা যাইতেন, তাহাতে বাহ্যলক্ষণ দ্বারা প্রতীয়মান হইত যে, তাঁহার চিত্তবৃত্তি ইষ্টপদে সমাহিত রহিয়াছে।

প্রভু কৃষ্ণকমল তাঁহার শিলাময় শ্রীগিরিধারীকে অখিলাত্মান্তর্য্যামী মহাপুরুষের প্রতিনিধি বিবেচনা করিয়া আত্মবৎ সেবা করিতেন। একদা তাঁহার পুত্র নিত্যগোপালপ্রভু পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "অপরিমিত ব্রহ্মচৈতন্য-ভাবে কোন পরিমিত জড়বস্তুকে পূজা করিলে কি অপরাধ হয় না?" তদুত্তরে প্রভু বলিয়াছিলেন, "ব্রহ্ম বচনাতীত, চিন্তাতীত, তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলা যায়, ভাবা যায়, সকলই তাঁহার ভাবোদ্দীপক মাত্র। একটী বালকেরও ইহা সহজবোধ্য যে, ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড বা মাটিরপুতুল ব্রহ্ম নহে; কিন্তু তাহাকে ব্রহ্মবস্তু বলিয়া গ্রহণ করা বিচার-জ্ঞান-সাধ্য। যখন ব্রহ্ম বই কিছু নাই, যাহা আছে তাহাই তিনি, যাহা তিনি নহেন,তাহা নাই,—তখন তাঁহাকে মনে করিয়া যেখানে যাহা অর্পিত হয়, তাহা তাঁহাকেই দেওয়া হয়। পৃথিবী বলিতে যেমন সমস্তকেই বুঝায়, তেমনি আবার একটু মাটিকেও পৃথিবী বলা যায়, কারণ তত্ত্বতঃ এক। ভয়ভীত হইয়া অন্ধকার রাত্রে আমাকে না দেখিতে পাইয়া, যদি তুমি ভ্রমবশতঃ পিতৃজ্ঞানে ঐ স্তম্ভটীকে "বাবা" বলিয়া ডাক ও ভয়বার্ত্তা জানাও, তাহা হইলে তোমার সে ভ্রম জানিয়া, আমি কি তোমাকে অপরাধী মনে করি বা তোমার ডাকে উত্তর দিই না? সেই মহান্ প্রভু উপাসকের ভক্তিমাত্র গ্রহণ করেন।" কৃষ্ণকমল তাঁহার যাবতীয় মনোভাব ও কার্য্যকলাপে তাঁহার গিরিধারীর নির্দ্দেশ করিতেন। এইরূপে তিনি তাঁহার তৃষ্ণা-ক্ষুধা

পান-ভোজনাদি সমুদয় ব্যাপার গিরিধারীর বলিয়া "আমি ও আমার" এই দুটী কথা একপ্রকার ত্যাগ করিয়াছিলেন।

একদিন কৃষ্ণকমল অসুস্থতাবশতঃ চন্দ্রানাম্নী বিধবা ভগ্নীকে গিরিধারীর পূজাভার অর্পণ করেন। পরদিন প্রভু স্বয়ং পূজা করিতে গিয়া দেখিলেন যে,পিতলের ঝাঁপিতে ঠাকুর নাই। কেন এমন হইল তাহা উৎকণ্ঠিত মনে ভগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার ভগ্নীও বিস্ময়াপন্ন হইলেন, কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তখন কৃষ্ণকমল ভোগরাগের আয়োজন বন্ধ করিতে বলিয়া, অত্যন্ত বিষন্ন ও চিন্তিত হইয়া লেপমুড়ি দিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে শয্যা হইতে উঠিয়া ভগ্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, চন্দ্রা! একবার উঠানে গিয়া নন্দোৎসবের গর্ত্তটা খুঁজিয়া দেখত।" চন্দ্রা তথায় গিয়া দেখেন যে, ঠাকুর নির্ম্মাল্য-সমেত গর্ত্তে পতিত আছেন। তখন ঠাকুরকে তুলিয়া আনিয়া অগ্রজের হস্তে দিলেন এবং নিজের অনবধানরূপ অপরাধের মার্জ্জনা চাহিলেন। প্রভু কহিলেন, "গিরিধারীর" ইচ্ছায় যাহা হইয়াছে, তাহাতে তোমার দোষ নাই।" তৎপরে ঠাকুরের যথাবিধি অভিষেক করিয়া পূজার্চ্চনাদি করিলেন!

এই সময়ে তিনি জনসঙ্গ অতি অল্পই করিতেন। অবসর সময়ে "ষট্ সন্দর্ভ" নামক ভক্তিপন্থীয় তত্ত্বশাস্ত্র ও "উজ্জ্বল-নীলমণি" নামক রসশাস্ত্রের অনুশীলনে নিবিষ্টচিত্ত থাকিতেন। একদিন গোস্বামী প্রভু পুত্র নিত্যগোপালের হাতে একখানি পুস্তক দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার হাতে ওখানি কি পুস্তক?" নিত্যগোপাল বলিলেন, "নারদ ও শাণ্ডিল্যকৃত ভক্তিসূত্র"। তদুত্তরে কৃষ্ণকমল বলিলেন "সূত্র সংগ্রহ করিয়া পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুতের প্রয়োজন কি? তৈয়ারী কাপড়ই পাওয়া যায়।" এই রূপে পরিহাস-বাগ্বৈদগ্ধ্যে পুত্রের চিত্তাকৃষ্ট করিয়া তাঁহাকে, "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" পাঠ করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন।

সন ১২৯৪ সাল পৌষমাসের ২৭শে কৃষ্ণকমলের শরীর কিছু অসুস্থ হয়; তাহাতে স্নানভোজন বা নিত্যক্রিয়াদি বন্ধ করেন নাই। মাঘের প্রথমেই একটু জ্বরবোধ হইল; প্রভু তাঁহার সে জ্বরের পরিণাম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ভাগিনেয় জগদীশচন্দ্র গুপ্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলষ্টেসন পাকুড়ের নিকট কাঞ্চনতলার জমিদার বাটীতে পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। প্রভুর আজ্ঞায় তাঁহার পীড়ার সংবাদ তারযোগে জগদীশকে জানান হইল। জগদীশ সংবাদ পাইয়াই বাটী আসিলেন এবং দেশস্থ চিকিৎসক দিগের ব্যবস্থা অনুসারে চিকিৎসা হইতে লাগিল।

কৃষ্ণকমলের প্রতিবাসী-ভ্রাতা মহিমচন্দ্র রায় নামক একজন বিজ্ঞ কবিরাজ, ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে, পৃষ্ঠাঘাত ব্যাধি গ্রস্ত হইয়া চিকিৎসার্থ কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি নিশাযোগে উপর্য্যুপরি দুই বার স্বপ্নে দেখিলেন যে, কৃষ্ণকমলদেব কুলদেবতা শ্রীরাধাবল্লভকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া শ্রীবৃন্দাবন-ধামে চলিতেছেন। আরও স্বপ্নে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইলেন যে, গোস্বামী মহাত্মার পাদোদকে তাঁহার অবশিষ্ট ব্যাধির শান্তি হইবে। রাত্রি প্রভাতেই প্রাতের ট্রেনে মহিমচন্দ্র বাড়ী আসিয়া সকলের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন এবং কৃষ্ণকমলের চরণে প্রণতি পূর্ব্বক পাদোদক প্রার্থনা করিলেন। প্রভু তাঁহার সানুনয় প্রার্থনা প্রত্যাখান করিতে পারিলেন না। মহিমচন্দ্রের স্বপ্নবিবরণে প্রভুর জীবন সম্বন্ধে সকলের সন্দেহ আসিল। উত্তরোত্তর প্রভুর জ্বর বৃদ্ধি হইল এবং তদুপরি হিক্কার উপদ্রব বাড়িল, কিছুতেই তাহার উপশম হইল না। তখন আত্মীয় ও চিকিৎসকগণের পরামর্শে স্থির হইল যে, এখন সত্বরেই তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাতীরস্থ চুঁচুড়ায় গিয়া রাখা হউক। সেখানে প্রভুর মধ্যম জামাতার বাস; তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা হইবে, পরে রোগের কিছু উপশম

হইলে, তাঁহাকে বৃন্দাবনে লইয়া যাওয়া হইবে। কৃষ্ণকমলদেবও এ পরামর্শে অনুমোদন করিলেন।

৯ই মাঘ কৃষ্ণকমলকে লইয়া রেলপথে চুঁচুড়ায় যাত্রা করা হইল। প্রভুর পত্নী স্বর্ণময়ী দেবী, পুত্র নিত্যগোপাল, পৌত্র কামিনীকুমার, ভাগিনেয় জগদীশচন্দ্র এই চারিজন সঙ্গে চলিলেন। গাড়ীর ভিতর একখানি বেঞ্চে শয্যার উপর প্রভু শয়ান! শ্রীচরণোপান্তে বসিয়া স্বর্ণময়ী দেবী পতিচরণ সেবা করিতেছেন। সকলের বদনে বিষাদভাব দেখিয়া প্রভুর মনে বুঝি করুণার উদয় হইল; বলিলেন, "কেন বৎস, তোমরা বিষণ্ণ হইতেছ? জননশীল জীবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, ইহাতে শোকের কোনও কারণ নাই। আমি ত অযথা সময়ে যাইতেছি না; এতদিন আমি তোমাদিগকে লইয়া রহিলাম, এখন তোমরা পুত্রাদি লইয়া থাক; কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন নিবারণের উপায়-সাধনা যে মনুষ্য-জীবনের বিশেষ প্রয়োজন,—এ কথা ভুলিও না।" ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বহুবিধ প্রমাণ-প্রদর্শনে প্রবোধসূচক বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে নৈহাটী পৌঁছিলে, গোস্বামী প্রভুর মধ্যম জামাতা চুঁচুড়া-নিবাসী বাবু লালবিহারী গুপ্তের নিকট সংবাদ পাঠান হইল। লালবিহারী বাবু সস্ত্রীক নৈহাটী আসিয়া, প্রভু ও প্রভুপত্নীর চরণে প্রণামকরতঃ অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেব কৃষ্ণকমল তখন ধীরভাবে কত মধুময় প্রবোধ-বাক্যে সকলকে সান্ত্বনা করিলেন। অনন্তর প্রভুর সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে চুঁচুড়ায় লইয়া যাওয়া হইল।

প্রভুর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ (৺সত্যগোপাল প্রভুর স্ত্রী) এ সময়ে পিতৃগৃহে ছিলেন। পরিজনবর্গের ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে আনান হইল; তিনি আসিয়া শ্বশুরদেবতার সেবা-কার্য্যে ব্রতী হইলেন এবং অহোরাত্র প্রভুর শয্যোপান্তে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

চুঁচুড়ায় আসিয়া জ্বরের প্রকোপ তত বেশী ছিল না, কিন্তু হিক্কার আর উপশম হইল না। ১১ই মাঘ—ভীম একাদশী—রাত্রি অনুমান তিন ঘটিকার সময় প্রভু নীরবে শুইয়া আছেন, তাঁহার ভাগিনেয় ডাক্তার জগদীশচন্দ্র নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "আর বিলম্বে কায নাই, এখনই তীরস্থ করা কর্ত্তব্য।" একখানি খাটিয়ায় তাড়াতাড়ি শয্যা প্রস্তুত পূর্ব্বক অতি সন্তর্পণে প্রভুকে শুয়াইয়া গঙ্গাঘাটে লইয়া যাওয়া হইল এবং তীরবর্ত্তী একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ তরুতলে খাটিয়া স্থাপিত হইল। কৃষ্ণকমলদেব নিমীলিত-নেত্রে নিস্তব্ধ-ভাবে রহিয়াছেন সকলেরই মনে হইয়াছে যে, তিনি সংজ্ঞা-রহিত হইয়া আছেন। তখন তাঁহার জামাতা লালবিহারী ঈষদুচ্চস্বরে কহিলেন, "বাবা, আপনাকে লইয়া আমরা গঙ্গা-ঘাটে আসিয়াছি গঙ্গা দর্শন করুন্।" কৃষ্ণকমল নয়ন উন্মীলিত করিয়া গঙ্গা দর্শন করতঃ কৃতাঞ্জলিভাবে স্তব করিলেন, পরে বাক্যদ্বারা নমস্কার করিয়া, সস্মিত-বচনে জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা আমাকে ঘাটে আনিয়াছ, নৌকা কই?" প্রভুর এই কথা রোগধর্ম্ম প্রলাপ-বচন মনে করিয়া লালবিহারী বলিলেন "বাবা, কোন্ নৌকার কথা বলিতেছেন? যে নৌকায় গঙ্গাপার হইয়াছিলেন?" * প্রভু একটু হাসিয়া বলিলেন "এখন যাহাতে পার হইব।" খাটিয়ায় প্রভুর মস্তক-পার্শ্বে তাঁহার নিত্যার্চ্চিত শ্রীগিরিধারী শিলা ও রাধাকৃষ্ণের চরণছাপা (একটী পিতলের ঝাঁপির মধ্যে) এবং তাঁহার জপমালা (থলি সহিত) রক্ষিত হইয়াছিল। লালবিহারী ঝাঁপি হইতে চরণ-ছাপা বাহির করিয়া কৃষ্ণকমলের সম্মুখে ধরিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ, এই নৌকার কথা কি বলিতেছেন?" প্রভু সহাস্য-বদনে বলিলেন, "ভাল আমার বাবা! চিরজীবী হও।" তৎপরে প্রভুর আদেশক্রমে রাধাকৃষ্ণের চরণছাপা দু'খানি তাঁহার বক্ষঃস্থলে রাখা

* ভাজনঘাট হইতে আসিবার সময় নৈহাটী হইতে নৌকায় চুঁচুড়ায় আসা হইয়াছিল।

হইল। ঘাটে আসিয়া হিক্কা একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, এ কারণে কথা কহিতে কোন ক্লেশানুভব হয় নাই।

শীতকাল—মাঘের রাত্রি শেষ—গঙ্গা-তীরের শীতল বাতাসে সকলেরই শীতবোধ হইতেছিল। প্রভু, জগদীশকে ডাকিয়া, সকলের শীত নিবারণের জন্য আগুন জ্বালিতে আদেশ করিলেন। তখন বৃক্ষতলস্থ শুষ্ক পত্ররাশি একত্র করিয়া অগ্নি জ্বালিয়া দেওয়া হইল। কৃষ্ণকমল চিরদিনই শীত-কাতর ছিলেন, অগ্নির উত্তাপে তিনি যেন একটু সুস্থ বোধ করিলেন।

ভীম একাদশীর উপবাসের পর, নিশান্তে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গঙ্গাবগাহন করিতে অনেকগুলি প্রাচীন স্ত্রীলোক ও পুরুষ গঙ্গাঘাটে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কৃষ্ণকমলকে দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখোক্ত কথা শুনিতেছিলেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই বলিলেন যে, "এমন সজ্ঞান ব্যক্তিকে কেন তীরস্থ করা হইয়াছে! মরণের ত কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না।"

অতঃপর জগদীশচন্দ্র সাশ্রুনয়নে বলিলেন, "মামা, আপনার মনে কি কোন বাসনা আছে?" কৃষ্ণকমল উত্তর করিলেন, "কিছুই নাই।" জগদীশ বলিলেন, "অনুমতি হয় ত, কিছু দুগ্ধ আনিয়া দিই।" প্রভু নিষেধ করিলেন; ক্ষণকাল পরে কহিলেন, "উঃ! যেমন শীত তেমনি দাহ, সের খানিক গঙ্গাজল আন দেখি।" জগদীশ নদী হইতে জল আনিয়া দিলেন। প্রভু তাহার কিঞ্চিৎ পান করিলেন ও কিঞ্চিৎ হস্তে লইয়া লোচনে, ললাটে ও মস্তকে দিলেন।

চুঁচুড়ার যে ঘাটে থাকিয়া এতক্ষণ কৃষ্ণকমল তাঁহার মহাপ্রয়াণের শুভ-সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন, সে ঘাটকে 'ঢালঘাট' বা 'বাবুঘাট' বলিয়া থাকে। সেই ঘাটের উপরে সাধু কেদারনাথ নামক জনৈক

ভদ্রকুলোদ্ভব সন্ন্যাসীর আশ্রমকুটীর। চুঁচুড়াবাসী জনসাধারণের নিকট তিনি শুদ্ধচরিত সাধু বলিয়া পরিচিত ও সকলেরই শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র ছিলেন। প্রভুকে লইয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার কুটীরের সম্মুখ দিয়া গঙ্গাতীরে আসিবার সময় সাধু উচ্চরবে 'হরিবোল' বলিয়া কুটীর হইতে বাহির হইয়া, সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাঘাটে আসিয়াছিলেন এবং যতক্ষণ কৃষ্ণকমলদেব দেহ-সম্বন্ধ পরিহার না করিয়াছিলেন, ততক্ষণ সেই কৌপীন-সম্বল অনাবৃত-কলেবর সন্ন্যাসী, মাঘমাসের নিশান্ত-কালীন দুরন্ত শীতে, অচলভাবে প্রভুর নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন এবং কত কালের বন্ধুর মত, সকলের প্রতি তৎসাময়িক কর্ত্তব্যতার নির্দ্দেশ করিতেছিলেন।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। সুষুপ্তিমগ্না জগৎ-প্রকৃতি ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিতেছেন। তাঁহার লোচনরূপ বালার্কের রক্তিমা-কৃতি শিশিরাবরণ ভেদ করিয়া প্রাচীপটে ক্ষুণ্ণভাবে আভাসিত হইতেছিল। প্রভু কৃষ্ণকমল চিরদিন যে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের মর্য্যাদা করিতেন, আজি অন্তিম-শয়নে সেই শুভমুহূর্ত্তে বাচনিক নমস্কার করিয়া অরুণ দেবের নিকট বিদায় লইলেন।

ভৈমী একাদশীর নিশি প্রভাত হইল। শকাব্দ ১৮০৯—সন ১২৯৪ সাল—১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ—১২ই মাঘ শুক্লাদ্বাদশী বুধবার দেব কৃষ্ণকমল দিবাকরের নিকট বিদায় লইয়া নিমীলিত-নেত্রে নীরবে শয়ান আছেন। কত ক্ষণ পরে নিত্যগোপালপ্রভু কাতরস্বরে ডাকিলেন "বাবা!" প্রভু প্রসন্ন-নয়নে পুত্রের পানে তাকাইলেন ও তাঁহাকে শোকাতুর দেখিয়া বলিলেন, "কেন বৎস, শোকার্ত্ত হইতেছ? কাতর হইও না, আমি ত যথাসময়েই যাইতেছি, ইহাতে শোক কি? ইষ্টদেবে ভক্তি রাখিও, ভয় কি? দুঃখ পাইবে না।" তখন নিত্যগোপালপ্রভু বলিলেন,

"বাবা! আপনার নিত্যসেবার ঠাকুর শ্রীগিরিধারীর সেবা কে করিবে?" প্রভু উত্তর করিলেন, "গিরিধারী আমার প্রাণ, জগৎ গিরিধারীময়। তোমরা গিরিধারীর, এই জ্ঞানে আমি তোমাদের সেবা করিয়াছি, পালন করি নাই। প্রতিপালনের কর্ত্তা গিরিধারীকেই জানিও, এই ভাব লইয়া সংসার করিও।" এই প্রকার উপদেশ দানের পর ক্ষণিক নিস্তব্ধ থাকিয়া প্রভু কহিলেন, "গিরিধারী যাহা বলান তাই বলি, কর্ত্তা, নেতা সকলই তিনি; গিরিধারী আমার সঙ্গেই যাইবেন।" এই কথা বলিয়া কৃষ্ণকমল তাঁহার কণ্ঠদেশে শ্রীগিরিধারীকে স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন। প্রভুর আদেশ মত গিরিধারী স্থাপন পূর্ব্বক, তাঁহার সুলম্ব জপমালা দ্বারা ঠাকুরকে দৃঢ়ভাবে বেষ্টিত করা হইল। প্রভু স্বহস্তে তাঁহার গাত্রস্থ গীতগোবিন্দ (রেশমী নামাবলী বিশেষ) টানিয়া লইয়া, তদ্দ্বারা আপাদমস্তক আবৃত করিলেন। অনন্তর ক্ষণ কাল ধ্যানস্থভাবে থাকিয়া স্বহস্তেই মুখমণ্ডলের বসনাবরণ উদঘাটন করিলেন এবং পুত্রের হস্ত ধরিয়া জামাতার হস্তে স্থাপন করিয়া বলিলেন "নিত্যগোপালের প্রতি দৃষ্টি রাখিও।" এই মাত্র বলিয়া সকলের প্রতি একবার কৃপাবলোকনে তাকাইলেন,—সহাস্যবদনে যেন ইঙ্গিতে বলিলেন, "চলিলাম"। প্রভু কৃষ্ণকমলের জীবন্তমূর্ত্তির ইহাই অন্তিম দর্শন। ক্ষণিক পরেই প্রভু নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া হেয় প্রপঞ্চে দৃষ্টিগতি অবরুদ্ধ করিলেন। কেহই বুঝিতে পারিলেন না, প্রভু তাঁহার ভৌতিক শরীর পরিত্যাগ করিয়া কোন্ পথে স্ব-ধামে চলিয়া গেলেন।

কৃষ্ণকমল বলিয়া গেলেন, "গিরিধারী আমার সঙ্গেই যাইবেন।" এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য? সাধু কেদারনাথের ব্যবস্থানুসারে প্রভুর কণ্ঠস্থিত গিরিধারীশিলা জাহ্নবীগর্ভে নিক্ষেপ করাই সকলের অনুমোদিত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তখন কণ্ঠ-বেষ্টিত জপমালার মধ্যে দেখা

গেল “গিরিধারী” নাই। মালা রহিয়াছে ‘গিরিধারী’ নাই! পাতি পাতি করিয়া অন্বেষণ করা হইল, সে শিলাময় ঠাকুর আর পাওয়া গেল না। প্রভু কৃষ্ণকমল ত বলিয়াছেন, “গিরিধারী আমার প্রাণ”,—সত্যই তবে তাঁহার প্রাণধন শিলাকৃতি গিরিধারী তাঁহার সহিত অন্তর্হিত হইয়াছেন? সত্যই তাঁহার “কর্ত্তা” তাঁহার “নেতা” শ্রীগিরিধারী স্বীয় প্রিয়তম ভক্তকে লইয়া স্বধামে যাত্রা করিয়াছেন! এই দৃশ্যমান বিশ্বে কৃষ্ণকমলের কমনীয় মূর্ত্তি আর নেত্র-গোচর হইবে না! তাঁহার প্রাণময় গিরিধারীও আর ইহজগতে দর্শনীয় নহে—অন্বেষণ করা বৃথা। সেই সময়ে সাধু কেদারনাথ বারম্বার ধন্যবাদ করিয়া, উদ্দীপ্তভাবে উল্লাসের সহিত উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, “কে কোথায় আছ, অবিশ্বাসী মানব! ভক্ত-সাধকের মরণ—মরণ নয়—আনন্দময় অমৃতধামে শুভ-যাত্রা—একবার আসিয়া দর্শন কর, নয়ন সার্থক হইবে, জীবন পবিত্র হইবে।” সাধুর ভাব-পূর্ণ হৃদয় হইতে যে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ ও হরিধ্বনির তরঙ্গ উঠিয়াছিল, সে তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া সমবেত দর্শক-মাত্রেরই চিত্ত ভাবাভিষিক্ত করিয়াছিল।

অনন্তর প্রভুর শবদেহ সংকারান্তে চুঁচুড়ার স্বজনগণের নিকট সাশ্রুনয়নে বিদায় লইয়া, শোকাচ্ছন্ন পরিজনবর্গের সহিত, সেই দিনই সকলে ভাজনঘাটে ফিরিয়া আসিলেন।

প্রভু কৃষ্ণকমলের গুরু-প্রণালী	ঊর্দ্ধতন শ্রীকানুঠাকুর হইতে অধস্তন প্রপৌত্র পর্য্যন্ত প্রভু কৃষ্ণকমলের পুরুষানুক্রম
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু	
শ্রীমতী জাহ্নবা গোস্বামিনী	
শ্রীযুত্ ঠাকুর কানাই প্রভু	১ শ্রীঠাকুর কানাই প্রভু
শ্রীমতী গঙ্গা গোস্বামিনী	২ বংশীবদন
শ্রীযুত্ বলভদ্র গোস্বামী	৩ জনার্দ্দন
শ্রীযুত্ শ্রীবল্লভ গোস্বামী	৪ রামকৃষ্ণ
শ্রীমতী সত্যবতী গোস্বামিনী	৫ রাধাবিনোদ
শ্রীযুত্ গিরিধর গোস্বামী	৬ রামচন্দ্র
শ্রীমতী যমুনা গোস্বামিনী	৭ মুরলীধর
শ্রীযুত্ কৃষ্ণকমল গোস্বামী	৮ কৃষ্ণকমল

কৃষ্ণকমল →
- ৯ সত্যগোপাল → ১০ কামিনীকুমার → ১১ অমিয়কুমার, হিরণকুমার, কুসুমকুমার, সুস্থিরকুমার, সুশ্রীকুমার
- নিত্যগোপাল → চিরঞ্জীবকুমার
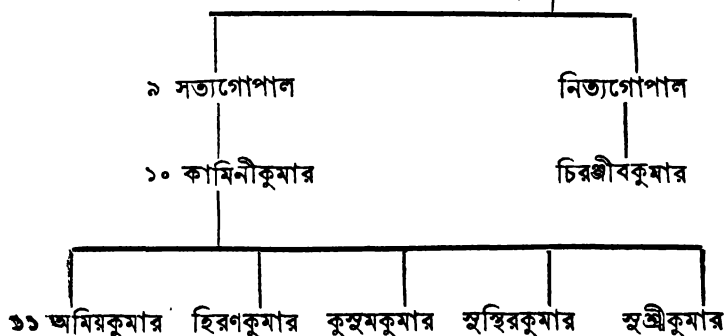
স্বপ্নবিলাস।

স্বপ্নবিলাস।

গৌরচন্দ্র।

রাগিণী—বেহাগ, তাল ধ্রুপদ

বন্দে শ্রীগৌরচন্দ্র চরণারবিন্দ-দ্বন্দ্ব,
মকরন্দ-গন্ধলুব্ধ-বৃন্দারকবৃন্দ-বন্দ্য।
মরি! এ কি ভঙ্গী হেরি, ব্রজের সে ত্রিভঙ্গী হরি,
কিশোরীর ভাব অঙ্গীকরি, অবতরী বিতরিতে প্রেমানন্দ।

তাল—সোয়ারী

কখন শ্রীরাধা-ভাবে আপনাকে রাধা ভাবে,
স্বভাবের অভাবে ভাবে কৃষ্ণাভাবে কৃষ্ণ ভাবে।

তাল—ব্রহ্ম

আপনি আপনে, নিরখি স্বপনে, করে'নানা বিলাপনে।
ধরিয়ে স্বরূপে, বলেন স্বরূপে, যে রূপে নিশি যাপনে।

তাল—ধ্রুপদ

নিরানন্দ চিদানন্দ-কন্দ।

প্রস্তাবনা।

শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদে খেদে যত ব্রজবাসী ;
কৃষ্ণ-আগমন-চিন্তা করে দিবানিশি।
সর্ব্বদা করয়ে সবে কৃষ্ণানুশোচন,
আসিবার পূর্ব্বে হ'ল মঙ্গল-সূচন।
নিশিযোগে যশোমতী ব্রজনিশাকরে,
স্বপনে দেখিয়ে কেঁদে বলেন ব্রজেশ্বরে !

স্বপ্নবিলাস।

শ্রীনন্দালয়

নন্দ ও যশোদা।

রাগিণী বেহাগ, তাল একতালা

যশোদা। শুন ব্রজরাজ! স্বপনেতে আজ,
দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকা'লে?
'যেন' সে চঞ্চল চাঁদে, অঞ্চল ধ'রে কাঁদে,
জননী, দে ননী দে ননী ব'লে।
নীল কলেবর, ধুলায় ধূসর,
বিধুমুখে যেন কতই মধুর স্বর,
সঞ্চারিয়ে ডাকে মা ব'লে;
যত কাঁদে বাছা বলি 'সর্ সর্'
আমি অভাগিনী বলি 'সর্ সর্'
('বল্লেম্') নাহি অবসর, কেবা দিবে সর,
(অম্‌নি) সর্ সর্ ব'লে ফেলিলেম ঠে'লে।
ধূলা ঝেড়ে কোলে তু'লে নিলেম চাঁদ,
অঞ্চলে মুছা'লেম চাঁদের বদন-চাঁদ,
পুনঃ কাঁদে চাঁদ চাঁদ ব'লে;

যে চাঁদ নিছনি কোটি কোটি চাঁদ,
সে কেন কাঁদিবে ব'লে চাঁদ চাঁদ ;
(বল্লেম) চাঁদের মাঝে তুই অকলঙ্ক চাঁদ,
ঐ দেখ্ চাঁদ আছে তোর চরণতলে।

রাগিণী বেহাগ, তাল তেতালা ঠেকা

নন্দ। হায়রে প্রিয়ে! কি শুনা'লে মরি জ্বলে!
যেন ঘৃতাহুতি দিলে প্রবল বিরহানলে।
স্বপনে দেখেছ যে সব, এখন কি আছে সে সব,
সে সব ভু'লেছে কেশব ;—
এ দুখ আর কত সব, তার আসা—আশাবলে।
মিছে কর গোপাল গোপাল, গোপাল কি আছে সে গোপাল,
হ'য়েছে গোপালের গোপাল গোপাল মণ্ডলে ;
আমাদের যে ভাঙ্গা কপাল, তাই হারা'লেম প্রাণের গোপাল,
প্রাণ যাবে ভেবে সে গোপাল ;—
বসুদেবের ভালই কপাল, অনায়াসে গোপাল পেলে ॥

যশোদা। ব্রজনাথ! একে আমি প্রাপ্ত নীলরতন হারা হ'য়ে উন্মাদিনীর মত হ'য়েছি, তুমি আবার কঠিন নিরাশ্বাস বাক্যে কেন প্রাণে আঘাত ক'র্‌চ! আমি একবার দ্বার দেশে গিয়ে আমার গোপালকে ডেকে দেখি।

নন্দ। (সাশ্রুনয়নে) আচ্ছা, যাও প্রিয়ে!

যশোদা। (ক্ষীর-সর-নবনী-পাত্র-হস্তে দ্বারদেশে গমন পূর্ব্বক)

ওরে ও বাপ্ গোপাল আমার! এখানে কি আছ রে?
দুখিনীর ধন গোপাল আমার! এখানে কি আছ রে?
বাপ্ ধন আমার! এখানে কি আছ রে?

(কিঞ্চিদ্দূরে সুবল ও শ্রীদাম)

সুবল। ভাই শ্রীদাম, ঐ শোন্ ভাই! ব্রজে গোপাল গোপাল ব'লে কে যেন ডাক্‌চে; তবে কি ভাই আমাদের প্রাণের কানাই ব্রজে এসেছে?

শ্রীদাম। না ভাই সুবল! আমার ত তা বিশ্বাস হয় না; তা হ'লে বৃন্দাবনের এত দুর্দ্দশা কেন ভাই? আচ্ছা ভাই সুবল, বল্ দেখি, কি দোষে ভাই কানাই আমাদিগে ছেড়ে গেল ভাই?

রাগিণী বসন্ত, তাল তেতালা

তাই ভেবে কি ভাই রে সুবল! ছেড়ে গেছে প্রাণের কানাই।
আমরা সামান্য ভেবে কখন মান্য করি নাই।
খেলার বেলা করি দ্বন্দ্ব, কতই যে বলেছি মন্দ,
সে মন্দ কি ভেবে মন্দ ত্যজিল ব্রজের সম্বন্ধ?
কত মেরেছি ধরেছি, কাঁধে করেছি চড়েছি,
আপনি খেয়ে খাওয়ায়েছি, তোতোকার করেছি সবাই!
—সেত যা হবার তা হয়েছে,—এখন—

রাগিণী ললিত, তাল একতালা

ভাই রে সুবল! বল্ রে সুবল, উপায় কি করি বল?
কেবল রিপুবল হইল প্রবল;

কানাই বিনে বৃন্দাবনে দুর্ব্বলের আর কি আছে বল ?
পুনঃ কি কালীয়দহে, বিষজলে প্রাণ দহে,
কিম্বা দাবানল-দাহে দহে বৃন্দাবন সকল ;
দেখি আর দিনেক দুদিন, যদি বিধি না দেয় সুদিন,
তবে আর কেন দিন দিন,—দিন গ'ণে দিন কাটাই বল।

সুবল। ভাই শ্রীদাম! "গোপাল গোপাল" শব্দ শু'নে, প্রাণ বড় অধৈর্য্য হ'য়েছে, বোধ হ'চ্ছে, রাজদ্বারে কে যেন গোপাল ব'লে ডাক্‌ছে, চল ভাই, একটু এগিয়ে দেখি।

(উভয়ে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া রাজদ্বারে যশোদাকে দর্শনপূর্ব্বক)

শ্রীদাম। দেখ্ ভাই সুবল, রাজদ্বারে একজন কাঙ্গালিনী ব'সে র'য়েছে ; জিজ্ঞেস্ কর না, কি আশাতে ব'সে আছে।

সুবল। (নিকটে যাইয়া যশোদার প্রতি)

রাগিণী বসন্ত, তাল একতালা

ওকে ব'সে গো রাজদ্বারে ?
এ'সে কাঙ্গালিনী বেশে, কোথা হ'তে এ দেশেতে,
কি আশাতে ? তোমার কেউ বুঝি নাই ত্রিসংসারে।
(ওগো) যে আশায় সবে 'আগে' আস্‌তে আশা ক'রে,
আর কি সে ধন আছে ব্রজরাজপুরে,
সে কথা কহিতে হৃদয় বিদরে ;—তা কি জান না ?

ব্রজের আছে কি সে ভাব, দেখনা কি ভাব,
ওগো, এক বিনে অভাব গোকুল-নগরে।
কৃষ্ণানন্দে মহানন্দে ছিলেন নন্দ,
নাইগো সে আনন্দ হারায়ে গোবিন্দ ;
আছে শবাকার সব গোপবৃন্দ—ঐ দেখ গো,—
'সবে' করিছে রোদন, নিস্পন্দ নয়ন,
ওগো ! ভাসে নন্দ নিরানন্দ-নীরে।

রাগিণী আলাইয়া, তাল একতালা

যশোদা। ওরে সুবল রে ! এ দুঃখিনী নয় কাঙ্গালিনী।
এখন আমায় চি'ন্‌বিনে বাপ্‌,—
তোদের রাখালরাজার আমি হই জননী।
সবে মাত্র ধন, ছিল কৃষ্ণধন,
হারা'য়ে সে ধন, হ'লাম কাঙ্গালিনী ;
আর কি আছে বল ? জানিস্‌রে সুবল,
কোথা গেলে পা'ব বল,—
এ জীবনের বল কেবল নীলকান্তমণি।
নিশিতে স্বপনে দেখ্‌লাম নীলরতনে,
'ননী দে মা' ব'লে করিছে রোদন ;
(হ'ল) প্রভাত রজনী, কই সে নীলমণি ?
—আশা ক'রে বসে আছি দ্বারে—
এই দেখ, নিয়ে করে ক্ষীর-সর-ননী।

সুবল। মাগো ব্রজেশ্বরী! তোমার নীলমণিকে কিছুদিন ভু'লে থাক মা।

যশোদা। (সুরে) ওরে সুবল রে! ওকি বলছিস্ বাছা!

সে বাছা কি ভুল্‌বার বাছা, বাছা আমার জগৎ-বাছা!
তা বিনে যে প্রাণে বাঁচা, সে বাঁচা কি বাঁচার বাঁচা!
বলি বলি, তবে যে বাঁচা, কেবল মরণ হয় না ব'লেই বাঁচা,
এখন না দেখিলে বাছা, আর যে বাঁচা, যায় না বাছা।

সুবল। মা যশোদা! ধৈর্য্য ধর মা, তোমার গোপাল আবার ব্রজে আ'স্‌বে।

(রাখালগণের প্রস্থান)

— —

শ্রীরাধা-নিকেতন।

শ্রীরাধিকা ও ললিতাদি সখীগণ

রাধিকা। ওগো সখীগণ! এক আশ্চর্য্য বলি শোন্।

ললিতা। ওগো রাজনন্দিনী! কি বল্‌বি বল্ শুনি।

রাধিকা। (সকাতরে) সই! গত নিশান্তে পেয়ে প্রাণকান্তে পুনঃ হারা হ'য়েছি।

রাগিণী বিভাস, তাল একতালা

আহা মরি! সহচরি, হায় কি করি?
এ কিশোরীর কেন সুশর্ব্বরী প্রভাত হল!
ছিলাম নিদ্রাবেশে, দে'খ্‌লাম স্বপ্নাবেশে,
বঁধু অভাগিনীর বাসে এসেছিল।
হাসি হাসি আসি বসিয়ে শিয়রে,
"উঠ হে প্রেয়সী" বলি উচ্চৈঃস্বরে,
বঁধু যুগল করে, ধ'রে মম করে,
(যেন) সুধাকরে সুধা বরিষণ করে;
(হায়) নিদ্রা কেন হ'ল ভঙ্গ, ক'রে আমার সুখ ভঙ্গ,
ভঙ্গ হ'ল সখা-সঙ্গ;—
দহে অঙ্গ, সে ত্রিভঙ্গ কোথায় গেল।

নিদ্রায় প্রাণ হরি, মোরে পরিহরি,
কোথা গেল হরি, যায় প্রাণ হরি ;
হরি হরি হরি ! বিনে প্রাণহরি,
মরি মরি মরি উপায় কি করি ;
কান্তশূন্য গেহ প্রান্ত, হে'রে দহে দেহপ্রান্ত,
স্বান্ত নাহি রহে শান্ত ;—
ভ্রান্ত কৃতান্ত কি আমায় ভু'লে রইল !

ললিতা। ওগো রাধিকে ! ও গান্ধর্ব্বিকে ! তোরে আর বুঝা'বে কে, বল্ দেখি ? তুইত সকলই জানিস্—"বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি স্যাত্তিষ্ঠেৎ যদ্যপি জীবনং।"

রাগিণী বিভাষ, তাল একতালা

অয়ি রাধে ! মুঞ্চ তদনুচিন্তনমনুদিনং।
অলমতীতয়া চিন্তয়া তয়া, কুরুষে তনুক্ষীণং।
চিন্তা গরীয়সী চিতাচিন্তয়োঃ, ন গুণং কলয়সি কিং তয়োঃ ;
চিন্তা দহতি সজীবনমপি, চিতা জীবনহীনং।
স বহুবল্লভঃ, সহজদুর্ল্লভঃ, ন কেবলং সখি, তবৈব বল্লভঃ ;
ন যোগী সংযোগী, ন গৃহানুরাগী, ন গোপীবল্লভঃ স গোপীবল্লভ।
যদা তব ভাগ্যো বলবতি সতি, সোঽপি স্বয়মেষ্যতি সতি,—
—(রাধে, ঘরে ব'সে তোর শ্যামকে পা'বি)—
রোদনমুপসংহর পরিহর বিষাদমহীনং ।

স্বপ্নবিলাস

ওগো শুন বিনোদিনী রাই—নির্জ্জনে বসিয়ে সবাই, নিঠুর বঁধুর গুণ গাই, তা বিনে আর উপায় নাই।

রাধিকা। সখি! এমন শুনেছিস্ কোথায়! কৃষ্ণ বিনে কি প্রাণ জুড়ায় কৃষ্ণকথায়? এখন ব্যথায়, বুঝি আমার প্রাণ যায়।

সুর মনোহরসহি, তাল লোভা

শুন ওগো সহচরি! উপায় বল কি করি গো;
মরি মরি বিনে কালাচাঁদ গো!
—(প্রাণ আর বাঁচে না গো)—
আসিবার আশা দিয়ে, রহিল দ্বারকায় গিয়ে গো,
কারো মুখে না পাই সংবাদ গো॥
—(কেও কি যায় না এসে না দ্বারকা কি এতই দূর)—
প্রাণনাথের উদ্দেশে, কারে পাঠাব সেই দেশে গো,
এমন সুহৃদ কেবা আছে।
(এই ব্রজের মাঝে গো)
মম মরম-বেদন, করে যেয়ে নিবেদন গো,
বুঝিয়ে বেদন বঁধুর কাছে॥
(এমন কেবা আছে গো অভাগিনী রাধার মরম জানে)
একবার গিয়ে জেনে আসে, প্রাণনাথ আসে না আসে গো,
আশার আশে কতকাল কাটা'ব।
যদি নাহি আসে হরি, অনলে প্রবেশ করিগো,
তার লাগি পরাণ ত্যজিব॥

(প্রাণে কায কি আছে গো, কৃষ্ণ-উপেক্ষিত প্রাণ রেখে)

(সুরে) ওগো ওগো প্রাণসখি ! তোরা আর দেখিস কি ?
আমার কৃষ্ণবিচ্ছেদ ক্রমে হয়ে বলবান,
বিনা সে কৃষ্ণ, কখন জানি বিনাশে প্রাণ।
সখি, তা'কি বলা যায় ;—তোরা আয় গো আয়,
এই সময় আমার নিকটে আয়,—
চেতন থাকিতে তোদের কাছে হই বিদায়।

রাগিণী ললিত, তাল একতালা

প্রাণ সই, প্রাণ সই, প্রাণ সই গো সই !
যতন করি আর কত সই ? সইতে নারি সই।
প্রাণের মাধব কই প্রাণের মাধব কই,—
প্রাণের বান্ধব কই ?—
ব্রজে এল কই, দেখা হ'ল কই,
মনোদুখ আর কা'রে কই ? কই কই সে কই ?
এখন বাঁচি বাঁচি বাঁচি, না বাঁচি না বাঁচি,
না বাঁচিলে বাঁচি সই ;
আমার প্রাণ এ বিরহে, রহে বা না রহে,
আয় তোদের কাছে বিদায় হ'য়ে রই।

তাল—খয়রা

বঁধুর সরস-পরশ-লালসে,
(যখন) যাইতাম নিভৃত নিকুঞ্জ-নিবাসে ;

(তখন) চরণে বেড়িত, বিষধর কত,

হইত নূপুর জ্ঞান গো।

(সে দুখ জানি নাই, বঁধুর সুখে,—

সদা ভা'সতাম সুখে, সখি, নিশি দিন,

গেছে সেই এক দিন, আর এই এক দিন,

(অভাগিনী রাধার)

(এখন) বিনে সে ত্রিভঙ্গ-শ্রীঅঙ্গ-সঙ্গ,

ভূষণ ভুজঙ্গমান গো।

তাল—একতালা

বল আর কার, সুখে অলঙ্কার, করি অঙ্গীকার অঙ্গে সই ?

সখি তোমা সবাকার আগে বলি সার,

এখন কেন আর বৃথা ভার বই।

তাল—খয়রা

একদিন কুঞ্জে মিলনে দোঁহার,

গলে ছিল আমার নীলমণি-হার।

বিচ্ছেদ-ভয়ে ত্যজিয়ে সে হার,

(অমি) তু'লে নিলেম বক্ষে শ্যামচন্দ্র-হার!

(এখন) বিনে হরিহার, কেন পরি হার,

সহচরি হার, কর পরিহার ;

ত্য'জে সে বিহার, মিছে সেবি হার,

মণিহার যেন হ'ল ফণিহার।

ও যে অন্তরে প’রেছে শ্যাম-প্রেমের হার,
তার কি কায আর মণিমুক্তা হেমের হার ;
তবে এ সব হার, কর্‌তেম যে ব্যবহার,
তখন এই হার ছিল বঁধুর সুখের উপহার।

তাল—একতালা

এখন পরিণামের হার, হরিনামের হার,
ত্বরা পরা তোরা অঙ্গে সই ;
আমি পরিয়ে যে হার, মরিয়ে তাহার
চরণযুগলে পুনঃ দাসী হই।

তাল—খয়রা

ললিতে ! নে গো অঙ্গুরী মোর, বিশাখে ! নে গো বেসর,
চিত্রে ! নে বিচিত্র হার, চম্পকলতিকে ! নূপুর ;
রঙ্গদেবি নে গো অঙ্গদবর, সুদেবি ! শীর্ষফুল ধর,
তুঙ্গবিদ্যে ! ইন্দুরেখে ! কঙ্কন-কিঙ্কিনী ধর ;
(আমার প্রাণ যাবার সময় হ’ল, এ ছার ভূষণে
আর কি কায বল)
আমার আভরণ সব বেঁটে নে গো, আমার প্রতি অঙ্গে,—
তোরা কৃষ্ণনাম ত্বরা লি’খে দেগো—
(ছি ছি ! অঙ্গের ভূষণ ছার রূপা সোণা,
সখি, সঙ্গের ভূষণ কৃষ্ণ-উপাসনা)—

দেখো, রইল মোর প্রাণের স্বরূপ শুক-সারি,
রেখো যতনে, রেখো যতনে রতন-পিঞ্জরে সারি ;
কুরঙ্গ কুরঙ্গিণী, এরা শ্যামরঙ্গের রঙ্গিণী,
রে'খো সঙ্গের সঙ্গিনী করি সহচরি।

তাল—একতালা

যতনে যত না যাতনা দিয়েছি,
রে'খো না রেখো না মনে সই ;
জানিস্ তোদেরই প্রেমে বাঁধা, রইল এই রাধা,
তোরা আমার, আমি তোদের বই নই।

রাগিণী—ভাটিয়াল মিশ্র,তাল—লোভা

ললিতা। কি কহিলি বিধুমুখী ! তবে কি হ'বি বিমুখী,
কৃষ্ণ-শোকি ! নিজ সখীজনে ?
(এ তোর উচিত নয় উচিত নয়,—সহচরি)
শুন গো রাজকুমারি ! আমরা দাসী তোমারি,
মরিবি কি সবে মারি প্রাণে !
(বড় বুকে যে বাজিল—তোর কথা শু'নে)
তোর নিঠুর বচন-বাজে,—সবারি মরমে বাজে,
এ না বাজে কর সম্বরণে ;
(আর বলিস্‌নে, বলিস্‌নে নিঠুর বাণী ধনি)
তব যুগল চরণ, আমা-সবার আভরণ,
তা' বিনে আর কি কায আভরণে ?
(মোদের কায নাই আভরণে, যুগল চরণ বিনে)

হায় যূথেশ্বরি, কি দায়! দাসী স্থানে চাহ বিদায়,
বিদায় দিবার ধন কি তুমি ধনি;
(মোদের কি ধন আর আছে রাই? তুই ধন বিনে)
আয় তোরে হৃদয়ে রাখি, বঁধুর পথ চেয়ে থাকি,
তুই থাকিলে পাব গুণমণি!
(তুই মরিস্ নে মরিস্ নে,—বিধুমুখি)
দেখি দুই দিন চারি, যদি না পাই বংশীধারী,
তবে সবে ধরি সবার গলে;
—(মোরা এই করিব গো,—শ্যাম-বিরহে—)
হা নাথ! হা নাথ! ব'লে, আমরা সকলে মিলে,
ঝাঁপ দিব শ্যামকুণ্ড-জলে।
—(একা তুই কেন মর্‌বি গো—প্রেমময়ি!)—

বিশাখা। (সুরে) ওগো শ্রীরাধিকে! তুই যে মোদের প্রাণাধিকে, বঁধুর সর্ব্বার্থসাধিকে; তাই বলি রাই, বিনয় ক'রে, চরণ ধ'রে, কিছু দিন দেখ, ধৈর্য্য ধ'রে—সেই বঁধুর তরে।

রাগিণী - বিভাস, তাল একতালা

ওগো রাধে বিধুমুখি! মরিস্ নে।
দিয়ে শ্রীচরণাশ্রয় নিরাশ্রয় আর করিস্ নে।
ধৈর্য্যং কুরু ধৈর্য্যং রাধে প্রবোধি আপনি আপনা মনে,—
তুমি হ'ও না অধৈর্য্য, ধর ধর ধৈর্য্য,
—সে রূপ দে'খ্‌বি, আবার দে'খ্‌বি—
সে রূপ-মাধুর্য্য বৃন্দাবনে।

(দেখ) ধৈর্য্য হয় নারীর সর্ব্ব গুণমূল,
ধৈর্য্য হ'লে নারীর থাকে জাতি কুল,
ধৈর্য্য বিপদের সম্পদ অনুকূল,
ধৈর্য্য প্রতিকূল আর ভাবিস্ নে ;
ধৈর্য্যময়ী হ'য়ে ত্যজিলে ধৈর্য্য,
কি হেরিয়ে মোরা ধরি গো ধৈর্য্য,—রাধে !
(আমরা) তব ধৈর্য্যে ধৈর্য্য, অধৈর্য্যে **অধৈর্য্য,**
—(ওগো ধৈর্য্যময়ি !)—
তুই অধৈর্য্য হইয়ে এ সবে মারিস্ নে।

রাগিণী জংলাট, তাল—লোভা

রাধিকা। (সখি) প্রবল হ'য়ে দাবানলে, যখন কানন জ্বলে,
হিম জলে নিবা'তে কি পারে ?
—(তাই সুধাই গো সজনি)—
(যখন) ত্রিদোষক্ষেত্র বিকারে, **কণ্ঠা করে অধিকারে,**
মুষ্টিযোগে রক্ষা করে কারে ?
—(এমন কোথা দে'খেছিস্ ? প্রাণ যাবার কালে)—
(যখন) উঠে সিন্ধু উথলিয়ে, বালির আলি বাঁধিয়ে,
সে বেগ কি পারে গো রাখিতে ?
—তাই বল্ গো ললিতে !—
'যখন' বজ্র পড়ে শিরোপরে, তখন যদি ছত্র ধরে,
সে বজ্র কি পারে নিবারিতে ?

"আমার" বিচ্ছেদ-ব্যাধি বলবান, ওষ্ঠাগত কৈল প্রাণ,
আর কি মানে আশ্বাস-বচন ?
(প্রাণবল্লভ বিনে গো)
(যেমন) সন্নিপাত-তৃষ্ণাতুরে, চাহে বারি তৃষ্ণা পূ'রে,
আশা দিলে না রহে বারণ।
(বারি দিব এই ব'লে গো)

বিশাখা। বলি বিনোদিনি! পিঙ্গলার বাক্য কি তোর স্মরণ নেই ?—"আশা হি পরমং দুঃখং, নৈরাশ্যং পরমং সুখং।"

রাধিকা। কিন্তু সখি! আমি ত তেমন নিরাশা হ'তে পারি নে, আমি যে কেবল আশায় বুক বেঁধে আছি।

(সুরে) ওগো সখীগণ! করি এই নিবেদন, এক মনের বেদন; আমার বড় আদরের ধন সে বংশীবদন। এলে প্রাণের সখা, তোরা, হ'য়ে শোকে শোকাতুরা, সেই শ্যামসুন্দরে,—পাছে অনাদরে তারে না করিস্ যতন ;—থাকিস্ চেতন।

রাগিণী মনোহরসহি-মিশ্র, তাল—তেতালা ঠেকা

ধৈর্য্য ধরি, রোদন সম্বরি সহচরীগণ!
শোন্ গো আমার বচন শোন্।
বিনে প্রাণের কানাই, আমার প্রাণে কায নাই,
আমি, যাই গো যাই, জন্মের মত যাই গো যাই,
যা'ই ব'লে যাই, তা'ই করিস্,—ক'রে স্মরণ।

তাল খয়রা

দেহ দাহন ক'রো না দহন-দাহে, ভাসা'ও না কেহ যমুনা-প্রবাহে ;

—(সখিরে ও সখি ! আমার শ্রীকৃষ্ণবিলাসের দেহ)—
সব সহচরী, বাহু দুটী ধরি, বাঁধিও তমাল ডালে ।
—(সবে স্মরণ ক'রে এই ক'রো গো)—
"যদি' এই বৃন্দাবন স্মরণ করি, আসে গো আমার পরাণ হরি,
"বঁধুর" শ্রীঅঙ্গ-সমীর, পরশে শরীর জুড়াইবে সেই কালে ।

তাল—তেতালা ঠেকা

বঁধু আসিয়ে সই, যদি সুধায় রাই কই,
তোরা দেখাস্ ঐ, তোমার রাধা বাঁধা তমালে ঐ,—
হ'ল প্রেমময়ীর প্রেমের সহ মরণ ।

তাল—দশকুশি

"মরি !" আর এক দুখ দেখি, মরমে জাগিল সখি গো,
—(কথা স্মরণ যে হ'ল গো, বড় দুখের কথা)—
মৃততনু দেখিলে নয়নে ;
—(আমার প্রাণবল্লভ গো)—
"পাছে" সতীপতি শিবের মত, হ'য়ে বঁধু উনমত,
বহিয়ে ভার ফিরে বনে বনে ।
—(মনে তাই যে ভাবি গো)—
"সখি !" যে অঙ্গে চন্দনার্পণে, কত ভয় বাসি মনে গো,
—(অঙ্গে বা'জবে ব'লে গো বঁধুর কোমল অঙ্গে)—
—সে অঙ্গে ভার সহিবে কেমনে ;

"যখন" দেখিবে সে আকিঞ্চন, বুঝা'য়ে কর বঞ্চন,
হেন যেন না হয় ঘটন।
—(সবে এই করিস্ গো)—

তাল—তেতালা ঠেকা

ও গোপিকে সবে, এই করিস্ সবে,
দেখাস্ গো শবে, আগে প্রবোধিয়ে কেশবে,
নইলে কে সবে কেশবের শবের বহন।
—(সুরে) ও সজনি! শুন গো সজনি! প্রাণ জ্বলে দিবস-রজনী,—বিনে সে প্রাণের গুণমণি; কথায় প্রবোধ মা'ন্‌বে কেন, মান্‌বে কেন, ত্থাখ্ ত্থাখ্ বুঝি, প্রাণ আমার যায় এখনি!

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল লোভা

আমি নহি প্রেমযোগ্য, করেছিলাম প্রেমযজ্ঞ,
যোগ্যাযোগ্য বিচার না ক'রে;
অযোগ্য হেরিয়ে যজ্ঞ, উপেখিয়ে মম যজ্ঞ,
ধনুর্যজ্ঞে গেলেন যজ্ঞেশ্বরে।
—(দুখ আর ব'ল্‌ব বা কারে গো)—
পুরা'লেন সাপক্ষ-যজ্ঞ, আমার হ'ল দক্ষ-যজ্ঞ,
মুখ্য যজ্ঞ দেখি জীবনেতে;
বঁধু বিধি অদক্ষিণ, হতযজ্ঞমদক্ষিণ,
সদা ক্ষীণ পঞ্চাগ্নি-হোমেতে।

—(প্রাণ জ্ব'লে যে যায় গো, দিবানিশি পঞ্চাগুণে)—

দুর্জ্জন গর্জ্জনানল, গুরুর গঞ্জনানল,
পঞ্চশরের পঞ্চশরানল ;
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদানল, তোমা-সবার খেদানল,
হইল প্রবল পঞ্চানল।

—(প্রাণ দিতে যে হ'ল গো এই পঞ্চানলে)—

পঞ্চানলে পঞ্চপ্রাণ, পূর্ণাহুতি করি দান,
কলা দান বিনে ব্রত সাঙ্গ ;
সাঙ্গ করি পঞ্চতপা, জপান্ত হ'বে অজপা,
অনায়াসে ত্যজিব নিজাঙ্গ।

—(তোরা কাঁদিস্‌নে কাঁদিস্‌নে—আমি এখন ম'লেই বাঁচি)—

প্রাণ গেল হে! প্রাণবল্লভ! আর যে দেখা হ'ল না—
—বড় দুখ মরমে রইল!
আমি ম'লেম হে, প্রাণবল্লভ! আর যে দেখা হ'ল না,—
—বড় দুখ মরমে রইল।

একবার দে'খব বলে বড় আশা ছিল,
দারুণ বিরহ তায় বাদী হ'ল! দেখা হ'ল না,—
—বড় দুখ মরমে রইল!

একবার দাসীর প্রতি হ'য়ে সদয়,
আমার হৃদয় মাঝে হও হে উদয়!—দেখা হ'ল না ;—
—বড় দুখ মরমে রইল!

"অয়ি দীন-দয়ার্দ্র নাথ হে! হা! মথুরানাথ, কদাবলোক্যসে,
মম হৃদয়ং ত্বদলোক-কাতরং দয়িত! ভ্রাম্যতি, কিং করোম্যহং!"

বঁধু! আর কিছু নাহি চাই,
প্রাণ গেলে, তোমার শ্রীচরণে দিও ঠাঁই।
(শ্রীরাধিকার মূর্চ্ছা ও সখীগণের পতনোন্মুখী
রাধিকাকে ধারণ)

রাগিণী—ঝিঁঝিট তাল—খয়রা

সখীগণ। হায়! হায়! সখি! দেখ্ দেখ্ দেখি,
হা রাই! হারাই রাই, কি হ'ল কি হ'ল।
ধর্ ধর্ ধর্, বিনে গিরিধর,
হেম-ধরাধর ধরায় প'ল প'ল।
নয়নের নীরে নিবারিয়ে নীরে,
চল্ সজনী রে ল'য়ে সজনীরে;
কালিন্দীর নীরে কর অন্তর্নীরে,
মরি মরি! প্যারী ম'ল ম'ল ম'ল।
ত্বরা করি তোরা সহচরী দলে,
শয্যা করি কমলকুসুমের দলে,
চন্দনের পঙ্কে ঢালিয়ে তদঙ্কে,
রাখ নিরাতঙ্কে রাই সুকোমলে;
সখী-পরিকর, ধরি প্যারীকর,
দেখ আছে কিনা রাইসুধাকর,

যায় হরিধনী, কর হরিধ্বনি,

পরিহরি ধনী গেল গেল গেল।

ললিতা। (রাধিকার করধারণপূর্ব্বক সুরে) ওগো রাধে! রাধে! রাধে। একবার কথা কও গো বিধুমুখী রাধে!

রাগিণী—জংলাট, তাল—রূপক

হায়! কি হ'ল কি হ'ল গো সহচরী! উপায় কি আচরি?

ম'ল যে যূথেশ্বরী কিশোরী কি স্মরি;

ত্যজিলে প্রাণ কিশোরী, রাখ্‌ব আর প্রাণ কি স্মরি,

"এখন" প্রাণ যায় প্রাণকিশোরী-বিরহে, বল্‌ কি করি?

তাল—খয়রা

দেখ না সখি! কিশোরীর, ছিল কি শরীর, হ'ল কি শরীর!

"রাইয়ের" জীবনের আশা, হ'ল যে নিরাশা,

নাসায় না সরে নিশ্বাস-সমীর।

রাইয়ের স্বুবর্ণ জিনিয়ে বর্ণ,

—তোরা দেখ্‌না এ'সে, বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গ-বিষে—

ধনীর সে বর্ণ হ'ল বিবর্ণ!

রাইয়ের অবশ ইন্দ্রিয় দশ;

—(আহা মরি গো মরি! দে'খে প্রাণ ধরিতে নারি)—

ধনীর রসনাতে নাহি রস!

তাল—রূপক

সখি, রাই মোদের নয়নতারা, স্থির ক'র্‌লে নয়নতারা !
বিধি করিল মোদের নয়ন কি তারা-হারা ;
রাই হেম-ধরাধরা র'য়েছে গো ধরাধরা,
দে'খে কি ধৈরয ধরা যায় মরি গো মরি !

রাগিণী—যোগিয়া, তাল—লোভা

সখীগণ। শ্রীরাধে ! কি সাধে, বিষাদে মজিলি,
কি খেদে, বিচ্ছেদে আমাদে' ত্যজিলি !
কি রীতে, পিরীতে, ম'জে প্রাণ দিলি,
মরিতে হরিতে কি প্রেম ক'রেছিলি।

ললিতা। (সুরে) ওগো ওগো রাধে ! রাধে ! কি অপরাধে তোর দাসীগণে উপেখিলি রাধে ! রাধে, আমাদের আর কে আছে ? মোরা আমার বলে দাঁড়াব আর ক'ার কাছে ?

সখীগণ। গোপিকায়, সঁপি কা'য়, নিজ কায় ত্যজিয়ে,
নিরুপায়, কি উপায়, গেলি পায় ঠেলিয়ে ?
মরি হায় ! কি সহায়, বাঁধা যায় গো হিয়ে !
প্রাণ যা'য় দেওয়া যায়, সে কি যায় ফেলিয়ে ?

বিশাখা। ওগো ওগো যূথেশ্বরি ! কিশোরি ! তুই কি স্মরি তোর সে কিশোরে পাসরিলি রাধে ? তোর বঁধু এলে আমরা কি বলিব ? কি বলিয়ে বঁধুকে প্রবোধ দিব রাধে ?

সখীগণ। শ্যামরায় পুনরায় এ ব্রজে আসিবে,
এ মরায়, সে ত্বরায় পরাণ ত্যজিবে!
কি করিলি! মরিলি, মারিলি সবে।
এ সবে কে সবে মরিলে কেশবে?

চিত্রা। ওগো বিধুমুখি! বিধুমুখি! ওগো, এই কি তোর মনে ছিল বিনোদিনি! আমরা তোর হ'য়ে আর কার হব? কা'র মুখ চেয়ে র'ব প্রাণসখি?

সখীগণ। কা'র মুখ দেখে বুক জুড়াইব?
মন সাধে রাধে! কা'রে সাজাইব?
কা'রে সঙ্গে ল'য়ে, রঙ্গে বনে যাব?
ত্রিভঙ্গের সঙ্গে কারে মিলাইব?

রাগিণী—যোগিয়া, তাল—একতালা

বিনে গুণ পরখিয়ে, কেন এমন হলি?—(রাই!)—
দোষ গুণ তার, না ক'রে বিচার,
কেবল রূপ দেখে রাই ভুলে' গেলি,
—তার রূপেতে প্রাণ সঁপে দিলি।
আগে ছিলি রাধে, তুই রূপের ডালি;
এখন কালো ভেবে, তোর সোণার অঙ্গ হ'ল কালি।
বিশাখা যখন দেখায় চিত্রপট,
আমরা ব'লেছিলাম সে বড় লম্পট,
কি কাজ প্রমাদে, ক্ষমা দে ক্ষমা দে,

আমাদের কথায় বধির হ'লি রাই!
দুপদে ঠেলিলি সুহৃদের রীত,
বিপদ ঘটালি করিয়ে পিরীত;
দেখি এ কি রীত, হিতে বিপরীত,
প্রেমের দায়ে বুঝি প্রাণ হারা'লি।
আপনি মরিলি, মো সবে মারিলি,
"কথা" শুনিলে কি আর বাঁ'চবে বনমালী,
প্রমাদ ঘটা'লি, কলঙ্ক রটা'লি,
কৃষ্ণপ্রেমের ডালি বিসর্জ্জিলি রাই!
বঁধু দিয়ে গেছে দারুণ বিচ্ছেদ শেল,
তুই কি পুনঃ দিলি শেলের উপর শেল,
আহা মরি! মরি! কি করি, কি করি,
কিশোরি! কি স্মরি কি করিলি!

(বিশাখার প্রতি)—

রাগিণী—মনোহরসহি মিশ্র, তাল—রূপক

ওগো, দেখ দেখি বিশাখিকে! রাই বিধুমুখীকে,
এমন দেখি, কেমনে ধৈরয ধরা যায়।
বঁধু থেকে কুসুম শয্যায়, হৃদয়ে রাখিত যায়,
সে ধন নিধন-প্রায়, ধূলায় গড়াগড়ি যায়।
হায়! হায়! সোণার বরণ মলিন, হ'য়েছে তনু ক্ষীণ,
অসিত-চতুর্দ্দশার শশার প্রায়;

রাইয়ের নাসায় নাই নিশ্বাস, জীবনে কি বিশ্বাস,
বুঝি, নিরাশ্বাস করি প্যারী ছেড়ে যায়।

তাল—খয়রা

হায়! হায়! তুইত রাইকে ঘুচা'লি।
ও বিশাখা আলি! তুই কি করি কি করি কি করিলি।
রাই মোদের অবলা সরলা, কুলের কুলবালা,
প্রেমের জ্বালা জা'ন্‌তই না—
পিরীতি কি রীতি জা'ন্‌তই না,
কইলে কথা মা'ন্‌তই না;
যা' জা'ন্‌ত না, তা' জানা'লি,
যা' মা'ন্‌ত না, তা' মানা'লি;
আগে না ক'রে মন্ত্রণা (কা'রই সনে)—
(ওগো তখন যেন স্বতন্ত্র হ'লি, তুই যেন সাপের পা দেখিলি)
ঘটা'লি যন্ত্রণা, কি মন্ত্র না জানি, কাণে শুনা'লি।
বলি, কেন শঠের নাম শুনা'লি?
শোন্ আলি, শোন্ আলি, শোন্ আলি বলি,
—(নাম না শুনালে, সে শঠের সনে প্রেম ক'র্‌ত না,
—তবে ত রাই ম'রত না)—
ভাল, শুনা'লি শুনা'লি আবার কেন,
চিত্রপটে লি'খে শঠের রূপ দেখালি?
—দেখ্ আলি, দেখ্ আলি, দেখ্ আলি বলি—
ভাল, দে'খালি দেখা'লি আবার কেন,

প্রেমের পথ দেখা'লি তুই মত শিখালি,
—(ও বিশাখা আলি !)—
যেন হাতে ক'রে রাইকে বিষ খাওয়ালি ।

তাল—লোভা

এখন বাঁচা গো বিশাখে—মোদের রাইকে ;
—(তখন যেমন প্রেম শিখালি)—
যদি রাইয়ের কিছু হয়,
তবে আমরা তোর ঠাঁই হ'তে রাইকে ল'ব ।
যেমন প্রেম শিখায়ে রাইকে প্রাণে মা'লি ;
তেমনি এখন বাঁচা এনে বনমালী ।
রাইয়ের এ সব সংবাদ লিখি,
বঁধুর কাছে পাঠাও গো বিশাখা সখি ।

তাল—রূপক

যদি জান্‌ত সে প্রাণকান্ত, জান্‌লে রাই ব'লে প্রাণ কাঁদ্‌ত,
এ'সে একান্ত শান্ত ক'র্‌ত রাধিকায় ।

চন্দ্রাবলী-নিকেতন

চন্দ্রাবলী ও পদ্মা।

চন্দ্রা। ওগো পদ্মে ! রাধার নিকুঞ্জ-সদ্মে অকস্মাৎ এ কি ধ্বনি শুনি ?—

রাগিণী—ভাটিয়াল-মিশ্র, তাল—লোফা

কর্ণ পাতি শোন্ সজনি ! কিসের কোলাহল শুনি,
নিকুঞ্জে কি কালিন্দীর তটে ?
—(ও কি শুনা যায়, শুনা যায়)—
কেমন আছে বিধুমুখী, একবার জেনে আয় গো সখি,
ত্বরায় যেয়ে শ্রীরাধার নিকটে।
ঘন শুনি কৃষ্ণধ্বনি, বুঝি যায় সে কৃষ্ণধনী,
যে ধনেতে আমরা কৃষ্ণধনী ;
—(বুঝি ছেড়ে যায়, ছেড়ে যায়)—
সে যদি ত্যজিবে জীব, আমি তবে কেন জীব,
জীবনে ত্যজিব প্রাণ এখনি।
—(প্রাণ আর রাখ্‌ব না, রাখ্‌ব না)—
সবাকার কৃষ্ণ জীবন, শ্রীরাধিকা কৃষ্ণজীবন,
রাই যে মোদের জীবনের জীবন ;

সে যদি ত্যজিবে জীবন, বঁধু কি রাখিবে জীবন,
তা'হ'লে কার থাকিবে জীবন ?
(মনে তাই যে ভাবি গো)

পদ্মা। তবে আমি যাই, ত্বরায় দে'খে আসি।

(প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ)

চন্দ্রা। ওগো পদ্মা সখি! আমি ব'সে আছি তোর পথ নিরখি ; বল্ দেখি, কি এলি দেখি ?

পদ্মা। (সুরে) ও চন্দ্রাবলি! ও সুধামুখি! কথা আর সুধাও কি ? ব'ল্‌ব কি! বল্‌বার কথা সে কি—কইতে নাহি সরে ; বিনে সেই প্রাণেশ্বরে, বুঝি, বিধুমুখী রাই আজ হয় বিমুখী! কথা আর সুধাও কি।

রাগিণী—ললিত, তাল—আড়া

দে'খে এলাম চন্দ্রাবলি! শ্যাম বিয়োগে,
—রাই বুঝি, আজ প্রাণ ত্যজিলে!
হেমাঙ্গ হিমাঙ্গ রাধার শ্যামাঙ্গ-বিচ্ছেদানলে।
প্যারী প'ড়ে অন্তর্জ্জলে, দে'খে দুখে অন্তর জ্বলে,
হেম-কমলিনী যেন, কালিন্দীর স্থলে জলে।
যত প্রিয় মর্ম্মসখী, আছে রাই-মুখ নিরখি,
নাসা-অগ্রে তূলা রাখি, ভাসিছে নয়নজলে।
কেহ যুগল শ্রবণে, কৃষ্ণনাম করায় শ্রবণে,
কাঁদিছে সঙ্গিনীগণে, রাই ম'ল রাই ম'ল বলে।

চন্দ্রা। (সুরে) ওগো সজনি! হায় হায়! কি শুনিলাম। ঘুচবে কি রাধানাম। যে রাধানাম, মোদের বঁধুর মুরলী-সাধা নাম। আদর করে যে সাধানাম, নামের অগ্রে বসায়েছিল শ্যাম।.. (আপন নামের)

রাগিণী—মনোহর সহি, তাল—লোভা

ওগো, কি শুনালি! শুনে এলি গো।
শুনে আলি। আমার প্রাণ যে যায়।
আমার হল জ্ঞান, যেন বিনে ঘন, অশনিপতন প্রায় গো।
দুখের উপর দুখ, বিদরিয়ে যায় বুক,
একে মরি হরিশোকে, কিশোরী-বিয়োগ তায় গো।

তাল—খয়রা

প্রতিকূলভাবে যা বলি, তা বলি,
কভু তুল্য নহে রাধা, চন্দ্রাবলী;
কৃষ্ণবশীকারে রাধার প্রেমা বলী;
মোদের বঁধু, মোরা সেই বলে বলি।

তাল—লোভা

অপার আশা-পারাবার, আশা করি পার হইবার,
মোরা রাইতরী ক'রেছিলাম সার,—
অসার বিধি তাও কি ডুবায় গো।

রাগিণী মনোহর সহি-ভাটিয়াল, তাল—লোভা

বড় ক'রেছিলাম আশা, হ'বে বঁধুর ব্রজে আসা গো,
সে আশা যে নিরাশ হইল ;
যার আশায় তার আসা, সে ভাঙ্গিল আশার বাসা,
কি আশায় আর হ'বে আসা বল।
না হেরি ইহার উপায়, পায় পায় নিরুপায়,
কি উপায়ে রাখিব জীবনে ?
ত্বরা ধ'রে নে গো মোরে, যেখানে সে প্যারী মরে,
একবার তারে হেরিব নয়নে।
—(এখন চল গো সজনি ! যেখানে শ্রীরাধা আছে)—
নিঠুর বঁধুর সনে, প্রেম ক'রেছি একই সনে,
বিরহ ভুঞ্জিলাম দুইজনে ;
সে যদি জুড়া'ল মরি, আমি কেন জ্ব'লে মরি,
ত্বরায় গিয়া মরি তার সনে।

(উভয়ের প্রস্থান)

কালিন্দীতীর

রাধিকা মূর্চ্ছিতা ও সখিগণ চতুর্দ্দিকে উপবিষ্টা

(চন্দ্রাবলী ও পদ্মার প্রবেশ)

চন্দ্রা। (দূর হইতে পদ্মার প্রতি)

রাগিণী মল্লার, তাল—রূপক

প্রাণসই, সই ! অপরূপ ঐ—
—কি হেরি রূপ, নয়নে না ধরে গো।
অচপলা চপলা কি প'ল ত্যজি জলধরে গো।

তাল—খয়রা

ও কি তরণি-তনয়া-তীরে-নীরে ?
—আহা ! মরি গো মরি,—
মরি ! কি হেরি কি হেরি সজনি রে ?
ও কি তরুণ তরণি, কি হেম-তরণী,
নাকি রাই-তরুণী তরুণী-নিকরে ?
ও কি বিকচ-কনক-কমল-কানন,
নাকি, রঙ্গিণী-সঙ্গিনী-কমল আনন ?
ও কি কনক-চম্পক-দাম—
কাম-চাপ-চ্যুত ধরণী-উপরে।

নাকি, প্রকাশিল রাশি রাশি অকলঙ্ক শশধরে গো।

(নিকটে আসিয়া রাধিকার মুখাবলোকনকরতঃ)

ম'রে যাই! হায়! হায়! এমন রাই সুধাকরে,

ছার গরবে, গরব ক'রে, আমি দেখি নাই নয়ন ভ'রে!

রাগিণী—লগ্নী-মল্লার-মনোহর সহি, তাল—লোভা

মরি! কি অপরূপ, কিশোরী-রূপ রূপের বালাই যাই গো!

আহা-মরি! এতই রূপের রূপসী রাই!

আমি নয়ন ভরে দেখি নাই।—(সরলভাবে)—

ধনীর নিদান-দশায় এতই রূপ;

(না জানি ছিল) ধনীর সুখের দশায় কতই রূপ!

—ওকি রূপ রে!

কোন্ বিধি বিরলে ব'সে, মন-সাধে রূপ গ'ঠেছিল,

যখন বঁধুর বামে দাঁড়াইত, আবার হেসে হেসে কথা কইত,

—(শ্যাম-গরবিনী গরব ক'রে গো)

তখন এই না মুখে, মুখের কতই জানি শোভা হ'ত।

—(তা' নইলে এমন হ'বে বা কেন গো)—

বঁধু থেকে আমার বক্ষঃস্থলে, অমনি কেঁদে উঠ্‌ত রাধা বলে।

তাল—খয়রা

নিরুপমা কি রূপ-মাধুরী!

হেরিয়ে নয়ন আর যে ফিরা'তে নারি!

মরি ! কি রূপে, হেরি কিরূপে,

"বল" কি রূপে এ রূপের উপমা ধরি ?

মথি' সুধাসিন্ধু, তার সার ছানি,

গ'ঠেছে কি বিধি মুখ-বিধু খানি,

"কিবা" স্মর-শরাসন-গর্ব্ব-নিরাসন,

ভ্রুযুগ শাসন মুনি-মনোহারী ।

তাল—লোভা

মরি ! কিবা খঞ্জন-গঞ্জন দুটী আঁখি !

——(আঁখির বালাই যে যাই গো)—

—(জনমিয়ে এমন আঁখি যে কখন দেখি নাই গো)—

—(নইলে মদনমোহন ভু'লবে বা কেন গো)—

তাহে দুই পাশে অঞ্জন-রঞ্জন রেখা দেখি !

এ অঞ্জনের রেখা নহে অন্য ; হ'বে কৃষ্ণ-অনুরাগের চিহ্ন গো ।

যদি সামান্য অঞ্জন হ'ত, তবে নয়ন জলে ধুয়ে যেত গো ।

মরি ! ত্রিভুবনের যত শোভা, বিধি মিলায়েছে একই ঠাঁই ।

(শ্রীরাধিকার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিলাপ)

রাগিণী—মনোহরসহি তাল—লোভা

তুই ত জুড়া'লি গো ! আমি অভাগিনী কেন ম'লেম না !

দুজন এক সনে প্রেম ক'রেছিলাম ;

রাধে ! তুই মরিলি, আমি রইলাম ।

ধন্য প্রেম তুই ক'রেছিলি, প্রেমের দায়ে প্রাণ দিলি ;
তোর সকল আগুন নি'বে গেল,
দুই আগুনে এখন আমার আগুন দ্বিগুণ হ'ল।

তাল—খয়রা

ও গো কমলিনি! কি করিলি! তুই নিতান্তই কি মলি মলি?
পেতে প্রেমের হাট সবে নাচাইলি,
পুনঃ সে হাট ঘুচাইলি, ফিরে না চাহিলি ;
—কারো পানে ফিরে না চাইলি—
—তোর প্রাণনাথের পানেও একবার না চাইলি—
বঁধু ম'রবে ব'লে, তুই আপনি ম'লি।

তাল—লোভা

বঁধু তোর মরণ শুনিলে কাণে,
প্রেমময়ী! সে যে তখনি ত্যজিবে প্রাণে।

(চন্দ্রাবলীর মুর্চ্ছা)

সখীগণ।—

রাগিণী—টোরি মিশ্র, তাল—আড়াঠেকা

হায় গো চন্দ্রাবলি! কি বলিয়ে কি করিলি!
রাই বাঁচাবার উপায় বল্‌বি, না আপনি মরিলি!
রাই প্রতি তোর প্রবীন স্নেহ, এতদিন জানি না কেহ,
যাহার বিরহে এই দেহ উপেখিলি।
রাইকে তবে কে বাঁচাবে? মোদের পানে কেবা চাবে?

কার কথায় প্রাণ জুড়া'বে তোমার অভাবে ?
একে শ্যামবিরহ-জ্বালা, রাই দিল তায় দ্বিগুণ জ্বালা,
জ্বালার উপরে জ্বালা, তিন জ্বালায় জ্বালা'লি।

(চন্দ্রার চৈতন্য)

চন্দ্রা। সখীগণ!

ললিতা। কি ব'লছ, বল শুনি।

চন্দ্রা। বোধ হয়, রাধিকার এখনও প্রাণান্ত হয় নাই ; ভাল, সকলে মি'লে একটী কায কর দেখি।

ললিতা। কি ক'রব, বল দেখি শুনি।

চন্দ্রা।

রাগিণী—মনোহর সহি-ভাটিয়াল, তাল—লোভা

বলি তোমা-সবাকারে, কর এই প্রতীকারে,
রাধিকারে বসি' সবে ঘিরে,
সম্বরি' নিজ রোদন, শ্রবণে দিয়ে বদন,
"কৃষ্ণ এল" বল উচ্চৈস্বরে।
মৃগমদ নীলোৎপলে, মিলা'য়ে সব পরিমলে,
কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ হয় যা'তে,
সে গন্ধ নাসাগ্রে রাখি', শ্যামাঙ্গী সখীকে ডাকি,
রাই অঙ্গে মিলাও ত্বরিতে।
এ সব সংযোগ করি', দেখ দেখি সহচরি,
সবে মি'লে করিয়ে যতন ;

যদি থাকে দেহে প্রাণ, করিলে গো এ সন্ধান,
অবশ্য রাই পাইবে চেতন।
(উপরি উক্ত মৃগমদাদি সংযোজনপূর্ব্বক
শ্যামলা সখাকে রাধিকার পার্শ্বে বসাইয়া)

সকলে। (সুরে)

তাল—রূপক

জয় রাধে ! রাধে ! রাধে ! রাধে !
একবার চাও গো রাধে ! রাধে, নয়ন মেলি ;
ঐ দেখ্ তোর কুঞ্জে এল, এল গো তোর বনমালী।

রাধিকা। (উঠিয়া)

রাগিণী—গৌরী, তাল—খয়রা

কই গো, কই গো, সই গো বিশাখা !
দেখা দেখা প্রাণের সখা শ্যামরায়।
আমি ম'রেছিলাম আলি ! (এই এখনি)
"এল বনমালী" বলিয়ে সকলে বাঁচা'লি,
বাচালি আলি ! বলি, পুনঃ সে কালীয়ে লুকা'লি কোথায় !
বহু দিন পরে, মোরে মনে করে,
এসেছিল ঘরে বঁধু যে আমার ;
আমি জান্‌লাম জান্‌লাম,—(কথার অনুভাবে)—
—সখি ! যদি বলিস্, জানলাম কেমন করে,—
—তাই বলি, জান্‌লাম কেমন করে,—

বঁধুর শ্রীঅঙ্গের গন্ধে, পশি নাসারন্ধ্রে,
'আমার' মৃতদেহে কর্‌লে জীবন-সঞ্চার।
সখি! আমি যেন ছিলাম অচেতনে,
ভাল, তোরা ত ছিলি চেতনে,
হায়! হায়! যতনে রতনে, পেয়ে নিকেতনে,
কেন অযতনে হারালি আবার!
যন দেখ্‌লি সকলে –(সখিরে, আমার প্রাণনাথে) —
"এস এস" বলে, কেন বসা'লি না হৃদয়কমলে,
চরণ যুগলে, ধুয়ে নয়ন জলে, কেশে মুছা'লি না তায়!
(সম্মুখস্থ তমাল বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া)

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

দেখ্ দেখি সখি! সে কি দাঁড়ায়ে!
যার নাম শুনায়ে আমায় বাঁচালি গো?
ঐ দেখ্ তেম্‌নি তেম্‌নি ভঙ্গী বাঁকা;
(আমার প্রাণবল্লভের মত)—চূড়ার উপর ময়ুর পাখা।
—(চূড়া বাঁন্‌তে বা কে জানে, এমন মোহন ছঁাদে)—
ঐ দেখ্ চরণে চরণ থুয়ে,—(ভুবনমোহন-বেশে)—
ললিত ত্রিভঙ্গ হয়ে।—(এমন দাঁড়াতে কে বা জানে)—
আমি বাঁচি বাঁচি, মরি মরি,
"একবার" হেরি গো রূপ নয়ন ভরি। (মলে আর হবে না দেখা)
আমার কেন অঙ্গ হল ভারি? আমি আর যে চলিতে নারি।

তোরা কেউ কি কিছু বলেছিলি ?—(আমি ত অচেতন ছিলাম)-
বঁধুর সরসে বিরস করিলি।

ললিতা। আসি দেখ বিশাখে! আমাদের প্রেমময়ী রাধিকার এ কি চমৎকার প্রেমের বিকার!

বিশাখা। কেন সখি? কি হয়েছে?

রাগিণী—ঝিঝিট

ললিতা। "ওগো!" চেতন পাইয়ে ধনী ইতি উতি চায়;
সম্মুখে তমালতরু দেখিবারে পায়।
উচ্চ পুচ্ছ করি শিখী নৃত্য করে তায়;
ধনী মনে ভাবে কিবা চূড়া শোভা পায়।
তমাল দেখিয়ে ধনীর কৃষ্ণভ্রান্তি হ'ল;
"এস প্রাণনাথ" বলি ডাকিতে লাগিল।

ডাক—মল্লার রাগিণী

রাধিকা। বলি বলি, কে হে! কে হে!—
দাঁড়ায়ে ও কে হে! প্রাণবল্লভ নাকি ?—

রাগিণী—মনোহরসহি-মল্লার, তাল একতালা

"বঁধু" এস হে আমার কাছে।—(বলি ওখানে দাঁড়ায়ে কেন ?—
—(ভয় নাই, তোমায় কেও ত কিছু ব'ল্‌বে না হে)—
—(না হয়, দু'দিন বঁধু পরবাসে গিয়েছিলে)—
ওহে এস রসরাজ! তাহে নাহি লাজ,
না হয়, এক দিন ব'লে দশ দিন হ'য়েছে হে।
—(এমন কার না বল, হ'য়ে থাকে)—

বঁধু! নয়নের বারি, পূর্ণ করি ঝারি,
দেখ, সারি সারি রাখা গিয়েছে ;
বঁধু! সেই বারি দিয়ে, চরণ পাখলিয়ে,
এস, বস, আমার হিয়ে পাতা র'য়েছে।
—(এস, বস হে দুখিনীর বঁধু)—
বলি শুন হে কিতব! হেরি এ কি ভব!
আরো কাঁদাতে কি তব বাসনা আছে ?
—(এত কাঁদিয়েও কি সাধ মিটে নাই হে)—
বলি, কেন মৌনী হ'য়ে র'য়েছ দাঁড়ায়ে,
ও সে কুবুজা কি তোমায় কুবুঝায়েছে।
—(কথা কইতে মানা ক'রেছে হে, সে নূতন রাণী)—
বঁধু! এত দিন পরে, এলে যদি ঘরে,
বুঝি এ দাসীরে ক'রে মনে প'ড়েছে ;
এস, অঙ্গ পরশিয়ে, জুড়াই তাপিত হিয়ে,
যদি, এত দুখ স'য়েও জীবন র'য়েছে।
—(আমি ম'লে দেখা হ'ত না হে)—
(তমাল আলিঙ্গনপূর্ব্বক)
রাগিণী—খাম্বাজমিশ্র মল্লার, তাল—খয়রা
মরি! মরি হায়, কি করি উপায় ?
কি ভাবিলাম সখি, কি হ'ল! কি হ'ল।
"আমি" শ্যাম ভেবে এলাম, দারুণ বিধি বাম.
কপালগুণে শ্যাম তমাল হ'ল!

প্রস্তাবনা

রাগিণী-ঝিঝিট

ব্রজের অরণ্য মাঝে, লয়ে গোপিকা সমাজে,
রসরাজের সে রস বিলাস।
নিরন্তর অন্তঃপুরে, মথুরায় দ্বারকাপুরে,
নাহি পূরে নিজ অভিলাষ।
চক্রপাণি ধরি চক্র, বধ করি অরি-চক্র,
দন্তবক্র বধি অবশেষে।
বন্ধুগণ সঙ্গমনে, কৃপা উপজিল মনে,
ভ্রমণে চলিল নানা দেশে॥
সর্ব্বত্র ভ্রমণ করি, বৃন্দাবন মনে করি,
মনঃকরী শিথিল হইল।
মৌনে রহে গুণাধার, নেত্রে বহে অশ্রুধার,
বৃন্দাবনে গমন করিল॥

শ্রীনন্দালয়

যশোদা

তাল—তেতালা ঠেকা

কোথা র'লি রে! প্রাণের গোপাল একবার আয়!
নীলরতন! স্বপনেতে দেখা দিয়ে কোথা লুকা'লি রে!
ও তুই লুকাইলি কা'র ঘরে? তোরে না দে'খে তোর মা মরে।
তুই খেতে চেয়ে ক্ষীর-ননী, আবার কোথা গেলি রে নীলমণি?
আমি ক্ষীর সর ল'য়ে করে, ও বাপ্! ভ্রমিতেছি তোরই তরে।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (গৃহ-দ্বার হইতে গাইতে গাইতে আগমন)

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল লোভা

মা, আমি এলাম গো, মা, আমি এলাম গো,
ও মা! এই যে আমি এলাম গো;
তুমি কেঁদো না কেঁদো না।
আমি তব অন্তরে দুখ দিয়ে, দেশান্তরে ছিলাম গিয়ে,
—তোমায় ভুলি নাই, ভুলি নাই—,
ও মা! এই যে আমি এলাম ঘরে,
আর যাব না মধুপুরে;—তুমি কেঁদো না কেঁদো. না।

(জননীর চরণ ধরিয়া)

আমি শপথ করিয়ে কই, যেখানে সেখানে রই,

ও মা তোমা-বই আর কারো নই।

যশোদা। (পুত্র ক্রোড়ে লইয়া সস্নেহ মুখচুম্বন-পূর্ব্বক)

রাগিণী—ঝিঝিট, তাল ধ্রুপদ

প্রাণের গোপাল আমার, এতদিনে এলি কিরে ঘরে।

মনে কি তোর আছে বাছা, এ দুঃখিনী জননীরে।

রাগিণী—মনোহরসহি মিশ্র তাল—রূপক

জননীর কোল সুধা ক'রে, গিয়েছিলি মধুপুরে ;

রাগিণী—জংলাট, তাল—লোভা

"ও বাপ্ !" হারা'য়ে তো সুধাকরে,

আছি শুধা ক'রে করে।

তাল—সোয়ারি

তো ধনে বিদায় দিয়ে, পাষাণে বাঁধিয়ে হিয়ে,

তাল—ধ্রুপদ

আশাপথ নিরখিয়ে, আছি কেবল জীবন ধ'রে।

তাল—সোয়ারি

ঐ দেখ্‌রে তোর পিতা নন্দ, নিরবধি নিরানন্দ,

তাল—ধ্রুপদ

কাঁদিয়ে হ'য়েছে অন্ধ, গোবিন্দ, না হে'রে তোরে।

তাল—সোয়ারি

সব নবলক্ষ ধেনু, না শুনে তোর মোহন বেণু,

তাল—ধ্রুপদ

সার ক'রেছে কেবল রেণু, কাননে আর নাহি চরে।

তাল—সোয়ারি

না হেরিয়ে তোরে সুবল,-সখা বল্ কি আছে সবল,

তাল—ধ্রুপদ

গোধন আর চরায় কে বল্, কে আছে ব্রজ নগরে ?

(ধাত্রীগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক)

রাগিণী—ঝিঁঝিট

শুন সব ধাত্রীজন, নিয়ে সব মিত্রজন,
নিরাজনের কর আয়োজন ;
যদি বহুকাল পরে, সর্ব্বত্র বিজয় ক'রে,
এল ঘরে মোর নীলরতন।
সাজাইয়ে দীপশ্রেণী, ধান-দূর্ব্বা-আদি আনি',
শীঘ্র তোরা দে গো করে করে,
বল সব বাদ্যকরে, নানা রবে বাদ্য করে,
জয়কার করে নারী-নরে।
ত্বরিতে ভেরীতে ঘোষে, "কৃষ্ণ এল" বলি ঘোষে,
ঘোষে আর কেন ঘোষে দুখ ;
শুনিলে সব ঘোষবাসী, মনেতে সন্তোষ বাসি,
এথা আসি দেখিবে কৌতুক।

ধাত্রীগণ। যে আজ্ঞে দেবী।

(সকলের আনন্দ-গীত)

রাগিণী—মল্লার, তাল—ধ্রুপদ

কি আনন্দ নন্দ-ভবনে।
বৃন্দাবনশশী আসি প্রকাশিল বৃন্দাবনে।
নন্দন নিরখি নন্দ, ধরে না দেহে আনন্দ,
হরিষে পেয়ে হরি সে, বরিষে বারি নয়নে।
অনেক দিবসে পেয়ে নীলরতনে, নিরাজন করে জননী যতনে।
জয়-জয়কার, শুনি গোপীকার, আনন্দে মগন ত্রিভুবন জনে।
বাজে তুরী-ভেরী, ধৃ-ধৃধৃ-ধুরি, ঝানা-না-না রবে ঝমকে ঝর্ঝরি;
ঠমকে রমকে খমকে খঞ্জরী, দৃমিকে দামাকে দামামা সঘনে।

তাল—ব্রহ্মতাল

সুরঙ্গে বাজে সুরঙ্গ, ভোঁ ভোঁ ভুরঙ্গ, জলতরঙ্গে তুরঙ্গ;
ছানা-নানা বাজে বীণা, গোমুখ গোণা, বাজে মুরজ-মৃদঙ্গ।

তাল—কাওয়ালি

বাজে ধাকেটে-তাক্ ধুমা কেটেতাক্ ধেন্না
— ধা ধা ধেন্না, ধা ধা ধেন্না;
ধাক্ তেলাং ধোম্‌কেটেতাক্ ধেন্না,—
(তাল—ধ্রুপদ)—ধ্বনিময় শুনি শ্রবণে।

———

শ্রীরাধা-নিকেতন

রাধিকা ও সখীগণ

রাধিকা। ললিতে! আজ হঠাৎ আমার বাম-অঙ্গ, বাম-নেত্র নৃত্য ক'র্‌চে; পদে পদে এই বিপদে, কি সম্পদের সম্ভাবনা বল দেখি?

ললিতা। আমার বোধ হ'চ্চে, অবশ্যই তোর কোন সম্পদ লাভ হ'বে।

রাধিকা। সখি! কি সম্পদ?

ললিতা। শ্যামপদ।—(সুরে) ওগো রাধে! ও চন্দ্র-বদনে! আজ শ্রীনন্দসদনে, শুনি ধ্বনি শুভধ্বনি, রমণীগণের জয়-ধ্বনি, মুনিগণের বেদ-ধ্বনি, আর নানা বাদ্যধ্বনি, সিদ্ধগণের সাধ্য-ধ্বনি, সর্ব্বলোকের হরি-ধ্বনি, মাঝে মাঝে ভেরী-ধ্বনি, বুঝি, ঘরে এল তোর হরি ধনি। একবার শোন্ গো ধ্বনি,—(রাধে, এতদিনে)—ধনি! এই ন্য ধ্বনি, তোর প্রাণ জুড়াইবার ধ্বনি, শোন্ গো ধনি!

রাগিণী মল্লার, তাল—একতালা

কি শুনি গো ধনি! সুমঙ্গল ধ্বনি,
পাতিয়ে শ্রবণ, কর শ্রবণ ধনি!
"আজ" যে ধ্বনিতে বাজে নন্দের ভেরীধ্বনি।

এত নিরানন্দ শ্রীনন্দসদন,
কি আনন্দে হ'ল আনন্দ-সদন ?
"বুঝি" এল স্বসদন, শ্রীবংশীবদন,
মদনমোহন তোর সে গুণমণি ।
রজনী যাপনে, দেখ্‌লি যে স্বপনে,
সে স্বপনের ফল, ফলিল আপনে ;
বামনেত্র-অঙ্গ, নাচিয়ে শুভাঙ্গ, রাই গো,—
"বুঝি" অঙ্গ দিলি তোর সে ত্রিভঙ্গ-মিলনে ।
কুসুমিত হেরি কুসুম-কানন,
সুষমিত হেরি সুশমিত মন ;
পশু-পক্ষীগণ, আনন্দে মগন,
মেঘান্তে গগনে যেন দিনমণি ।
যদি পীতবাসে, এসে থাকে বাসে,
তবে ব্রজবাসে ভালই ভাল বাসে ;
নইলে বনবাসে,আ'স্‌বে কেন বা সে,—(রাই গো)—
"ত্যজে" রাজকন্যাগণে শ্রীবাসে নিবাসে ?
দেখ শ্রীনিবাসে, নিকুঞ্জ-নিবাসে,
আসে কি না আসে তব সহবাসে,
"যদি" সে আশে সে আসে, বদন ঢেকে বাসে,
ব'সে থাকিস্‌ বাসে হ'য়ে গো মানিনী ।

রাধিকা। (বৃন্দার প্রতি) বৃন্দে ! তবে তুমি যাও ;
আমার কৃষ্ণ ধনকে শীঘ্র এনে দেও ।

বৃন্দা। প্রেমময়ি! এই আমি চ'ল্লেম।

(যাত্রাকালে বৃন্দার কাত্যায়নী-স্তব)

রাগিণী অহং-খাম্বাজ, তাল একতালা

ও মা যোগেশ্বরি, জগদীশ্বরি, যোগমায়া জগদম্বে!
তোমায় স্মরণ করি, যাই যাত্রা করি,
পাই যেন শঙ্করি, হরি অবিলম্বে।
বৃন্দাবনে তব নাম কাত্যায়নী,
নিত্যধামে নিত্যসুখের অত্যায়নী,
তুমি নারায়ণী, সর্ব্বপরায়ণী,
তোমা পরায়ণীর, কি দুঃখ সম্ভবে?
জগদম্বালিকে, নগেন্দ্রবালিকে,
এ সব বালিকে, মা, তব বালিকে,
তুমি মহামায়া, মহেন্দ্রজালিকে!
মোহ না হয় তোমার ইন্দ্রজালে কে?
নমস্তু তে তারা মস্তকমালিকে!
ত্বরা দে মা তারা সে বনমালীকে,
ওগো ত্রিকালিকে! তোমা বই কালিকে!
মনের কালি কে বল গো ঘুচাবে?
যদি সদাশিবের হৃদি সদাশিবে!
থাক সদা শিবে, কি রূপে আসিবে,
তুমি ভজ শিবে, তোমায় ভজে শিবে,
তাহে শবশিবে কি যাবে আসিবে।

তুমি ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী,
অন্ত কে পায় তব, অনন্তরূপিণি !
তুমি সর্ব্বজীবে ! আছ সর্ব্ব জীবে,
নইলে জীবে জীবে কিবা অবলম্বে ?
(বৃন্দার প্রস্থান)

ব্রজ-পথ

কৃষ্ণ ও সুবল

কৃষ্ণ। ভাই সুবল ! ব্রজের সব কুশল ত ?
সুবল। (সুরে) ওরে ভাই কানাই ! কি সুধাও কুশল ?
তুমি ব্রজের সকল কুশল।
যার কুশলে সবার কুশল, সে যদি থাকে সকুশল,
তবে বলি,সেই কুশলে,ব্রজে শত অকুশলেও কুশল :—
—আর কি ব'লব কুশল ?
যদি দিলে পদ ব্রজে, তবে যেয়ে পদব্রজে,
দেখিলে বিপদ-ব্রজে জানিবে কুশলাকুশল।
—আর কি ব'লব কুশল ?
কৃষ্ণ। (সুরে) ও ভাই সুবল রে ! আমি সকল কথা পাব পাছে ;
বল্ রে, আমার প্রেমময়ী রাধা কেমন আছে ?

সুবল। ভাই! রাইয়ের দশা বলিতে হয় লোমাঞ্চিত,
যদি সুধাইলে, তবে বলি কিঞ্চিৎ ;—
"রাধায়ার্নয়নদ্বন্দ্বে রাধানাম-বিপর্য্যয়ঃ।"

রাগিণী মল্লার, তাল—একতালা

একে কৃশাঙ্গিনী, সেই রাই রঙ্গিণী,
কুলাঙ্গনা তাহে চির পরাধীন।
"তাহে" বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গ-বিষে দহে অঙ্গ,
ক্ষীণাঙ্গে অনঙ্গ-তরঙ্গ প্রবীণ।
ক্ষণে উন্মাদিনী হ'য়ে বিনোদিনী,
বারিধর হেরি গিরিধর মানি,
বিলাপ আলাপে, প্রলাপ সংলাপে,
এই মনস্তাপে কাটায় নিশিদিন।
যখন পিকগণে করে কুহুধ্বনি,
কর্ণ ঝাঁপি করে, করে উহুধ্বনি,
বজ্রপাত জানি জৈমিনি-ধ্বনি,
উচ্চৈঃস্বরে করে মুহুর্মুহু ধনী ;
"তখন" ইন্দ্রকে ভৎ'সিয়ে বলে রাজকুমারী,
মরা নারী মারি' কি পৌরুষ তোমারি,
ওরে বজ্রধারি! তোর কি ধার ধারি,
বিনে গিরিধারী পেলিরে কি দিন।
যখন উঠে ধনীর বিচ্ছেদ-সন্তাপ,
তপনের তাপ জিনিয়ে প্রতাপ ;

নিবারিতে নারে বারিতে সে তাপ,
বাড়িতে বাড়িতে দ্বিগুণ বাড়ে তাপ ;
"তখন" নীলোৎপলহার, গলে দিলে তার,
"অমনি" গরুড় গরুড় ব'লে করয়ে চীৎকার,
"বলে," সে বহুকালীয় এল কি কালীয়,
দেখিয়ে কালীয়দমন বিহীন।

রাগিণী মনোহরসহি, তাল—লোভা

রাই বুঝি বাঁচে না বাঁচে না হে !
আজ বড় নিদান দশা দে'খে এলাম বিনোদিনীর)
দে'খ্‌লাম অর্দ্ধ অঙ্গ শ্রীরূপের কোলে,
আর অর্দ্ধ অঙ্গ যমুনার জলে।
অঙ্গে শ্যামকুণ্ডের মাটি মাখি',
—(আমি এই এখনি দে'খে এলাম হে)—
তাহে শ্যামনাম দিতেছে লিখি।
তার নাসা অগ্রে, তুলা ধরি, দে'খ্‌লাম কাঁদিছে সব সহচরি।
রাই নবম দশায় বেঁচেছিল, বুঝি দশম দশায় প্রাণ ত্যজিল।

রাগিণী মনোহরসহি, তাল—রূপক

কৃষ্ণ। কথা কি শুনালি সুবল ! শুনে ধৈরয না মানে প্রাণে।
আমি যার লাগি সুবল ! এলাম ব্রজে ;
হায় রে ! সে কি আমায় যাবে ত্যজে !

তাল—লোভা

হায় রে! যে রাধার লাগিয়ে আমি বৃন্দাবন করিলাম,
গাইতে যে রাধার গুণ মুরলী শিখিলাম;
—(সুবল! সে কি আমায় যাবে ছেড়ে রে)—
"ওরে" যার লাগি বনে বনে, ক'রেছিলাম গোচারণে রে!
—(নইলে কি কাজ ছিল?—রাজার ছেলে রাজা হ'য়ে)—
মোর মন-মকরের রাধা সুধাসিন্ধু,
মোর নেত্র-চকোরের রাই পূর্ণ ইন্দু ;
আমার দুরদৃষ্ট প্রবল হইল, বুঝি, সেই সিন্ধু শুকাইল রে!

তাল—রূপক

যদি সে যায় সুবল! আমায় উপেখিয়ে,
তবে প্রাণ রাখ্‌ব আর কি দেখিয়ে?

সুবল। (সুরে) ও হে ভাই কানাই! ধৈর্য্য ধর, চিন্তা নাই। তোমার রাই এখনও প্রাণে মরে নাই। সে রূপ নাই, সে লাবণ্য নাই; দৈন্য বিনে আর অন্য নাই; কেবল তোমার জন্যে জীবন যায় নাই, (তোমায় দেখ্‌বে ব'লে) কিন্তু কিছু নাই।

কৃষ্ণ। (দূরে বৃন্দাকে দেখিয়া) ভাই সুবল! ঐ দেখ, বুঝি বৃন্দা আস্‌চে, আমি হঠাৎ দেখা দিব না, এই গাছের আড়ালে লুকাই। (বৃক্ষান্তরালে গমন)

(বৃন্দার প্রবেশ)

সুবল। বৃন্দে! প্রণাম করি! কোথায় যাচ্ছ?

বৃন্দা। বৎস! বেঁচে থাক। আমি একটি হারাধনের উদ্দেশে বেরিয়েছি, কিন্তু বাছা! তোমাকে বড় সহর্ষ দেখ্‌ছি, তুমি কি পেয়েছ?

সুবল। বৃন্দে! তুমি কি ধন হারায়েছ তা জানিনে, কিন্তু আমি এক অমূল্য নিধি পেয়েছি; যদি কেহ লয়, তবে তার তুল্য-মূল্যের-আধাপণে দিতে পারি।

বৃন্দা। হাঁ বাছা! বুঝ্‌লাম; ভাল, একবার দেখা দেখি, হোক্ একবার দেখা-দেখি! কিন্তু—যদি হয় পরের কেনা, তবে ত হবেনা কেনা; দেখি, কারো কেনা কি না, তা' বুঝে হবে বেচা কেনা।

সুবল। (ইঙ্গিতাহুত কৃষ্ণের করধারণপূর্ব্বক) এই দেখ।

বৃন্দা। (কৃষ্ণের প্রতি, মুখ-নিরীক্ষণকরতঃ)—

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—একতালা

দলিতাঞ্জন-পুঞ্জ-গঞ্জন! ওহে কালীয়বরণ! কে বট হে?
—তোমায় যেন কোথায় দেখেছি হে।
আমার স্মরণ যেন হয় মনে,—(বহুদিনের কথা)—
দেখে থাক্‌ব—সে মথুরা কি বৃন্দাবনে!
সে কি তুমি হবে, তোমার মত বা কে হবে,
জান্‌ব, পরিচয় দিলে নিষ্কপটে।
বল, কি নাম, কোথায় ধাম, তোমার এথায় কি বা কাম;
ব্রজে পরিচিত তোমার কে বটে হে?

কৃষ্ণ। বৃন্দে! আমাকে চিন্‌তে পার নি? আমার নাম কৃষ্ণ।

বৃন্দা। তোমার নাম কৃষ্ট? শুধুই কৃষ্ট, না কোন উপসর্গ যুক্ত আছে?

কৃষ্ণ। সে কেমন?

বৃন্দা। বুঝ্‌তে পার নি? সংকৃষ্ট, অপকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট, প্রকৃষ্ট, ইহার কোন্ কৃষ্ট বল দেখি?

কৃষ্ণ। বনদেবি! প্রিয়া-বিচ্ছেদ ভিন্ন আমার অন্য কোন উপসর্গ নাই। বলি, তুমি বধিরা হয়েছ? আমার নাম কৃষ্ট নহে, কৃষ্ণ।

বৃন্দা। কি বল্‌লে?—কৃষ্ণ?—ওমা! আরও কি কৃষ্ণ?

মোরা, হারাইয়ে এক কৃষ্ণ, ব্রজময় দেখি কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ সবার অন্তরে বাহিরে!
সবে, প্রাণ সঁপে কৃষ্ণপায়, ক্ষণে ক্ষণে কৃষ্ণ পায়,
কৃষ্ণের কি অভাব ব্রজপুরে?

ওহে কৃষ্ণ! ব্রজে কৃষ্ণের বাজার বড় সাহান্য, এথায় আর কৃষ্ণ বিকৃবে না, তুমি এখান হ'তে প্রস্থান কর।

কৃষ্ণ। বৃন্দে! নিষ্ঠুর কথায় কেন আর ব্যথার উপর ব্যথা দেও?—

(সুরে)—

আমার নাম মদনমোহন নন্দগ্রামে ধাম;
নন্দরাজ-সুত আমি, গোপালন কাম।

আমার পরিচিত ব্রজে আছে ঘরে ঘরে ;
ব্রজের লোক বিনে মোরে কেহ চিন্‌তে নারে ।

বৃন্দা। কি ব'ল্‌লে ?—তোমার নাম মদনমোহন ? তার চিহ্ন কি ?—

"রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ,
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ।"
যে কালে রাধার সঙ্গে ছিলে, তখন মদনমোহন,
এখন আর কিসের মদনমোহন ? এখন শুধুই মদন।

কৃষ্ণ। যা'ক্‌ বৃন্দে ! ও সব কথা যাক্‌, এখন বল আছ ত ভাল ?

বৃন্দা। ওহে নাগর ! ভাল ভাল, সুধা'লে যে সেই ভাল। যখন ভাণ্ড পূর্ণ থাকে সুধায়, তখন সকলেই সুধায়, নইলে শুধায়, কে আর সুধায় বল ?

(সুরে) ওহে কাল ভূপাল ! সুধালে যে ভাল ; আর কি ব'ল্‌ব ভাল ? নহে মোদের ভাল ভাল ; তাই দেখিনে চক্ষে ভাল। যখন ছিল ভাল ভাল, তখন ছিলাম ভালই ভাল ; এখন মোদের নাই সে ভাল, বল, কিসে হ'বে ভাল ; বল দেখি, তোমার ভাল, মোদের, প্রাণ জুড়াক্‌ শু'নে সে ভাল ! বঁধু ! ছিলে ত ভাল ?—মথুরায় কুবুজার সনে—দ্বারকায় মহিষীর সনে ? ওহে শঠরাজ ! করের কঙ্কণ কি দর্পণে দে'খ্‌তে হয় ?

রাগিণী—মল্লার, তাল—যৎ

কপালং কপালং কপালং মূলং।

কপালের তুল্য নহে রূপগুণকুলং।

দেখ. কারো জোরের কপাল, ছিল গোপাল, হ'ল ভূপাল,

কেউ লাভের তরে ব্যাপার ক'রে হারাইল মূলং।

"এক" কুরূপিনী কুব্জীদাসী, চন্দন দিয়ে সর্ব্বনাশী,

হ'য়ে বস্‌ল রাজমহিষী, দুঃখে মরি পায় হাসি!

"মোদের" সোণার প্যারী রাজকুমারী, রূপে গুণে পূজ্যা নারী,

সে সর্ব্বস্ব অর্পণ করি পেল না ক কুলং।

আর যত বুঝি না বুঝি. ভাল কপাল পেল কুবুজী,

পথে পেয়ে পরের পুঁজি, ঘরে নিয়ে দিল কুঁজি!

বিধির কথা ব'লূব বা ক'ায়,দে'খে অমিল সোজায় বাঁকায়,

তাই মিলা'ল বাঁকায় বাঁকায়, করে ধ'রে তুলং।

সুবল। বৃন্দে! ভাই কানাইকে আর কিছু ব'লো না!

বৃন্দা। সুবল! ব'লূব কি? বলার হ'য়েছে কি?

কালার দোষ গুণ জেনেও আমরা ম'জেছি, তাই বলি।

রাগিণী—আলাইয়া মিশ্র, তাল—যৎ

যা'র বরণ কাল, স্বভাব কুটিল,

"পোড়া" অন্তরেও কি কাল তার?

কাল ভালবেসে, ভাল কোন্ কালে হ'য়েছে কা'র?

না বুঝিয়ে ভ'জে কাল, দুঃখে ম'জে গেল কাল,

কাল ভাল বেসে, হ'ল আসন্ন-কাল গোপিকার।

এক কালর কথা বলি, ছিল বামন মহা ছলী,
তারে ভাল বেসে, বলীর উপকারে অপকার ;
ভুঞ্জিয়ে বলীর বলি, ত্রিপাদ ভূমি-ছলে ছলি,
হরিয়ে বলীর বলি, "তারে" পাতালে দিল আগার।
রামচন্দ্র ছিল কাল, সুর্পনখা বেসে ভাল,
সঙ্গ-আশে পাশে গেল তারে কৈল কদাকার ;
ছিল সীতা মহাসতী, নির্দ্দোষে বলে অসতী,
পঞ্চ মাসের গর্ভবতী বনে কৈল পরিহার।

কৃষ্ণ। বল বৃন্দে! বল, বল, আমার জীবনাধিকা রাধিকা কেমন আছে ?

বৃন্দা। নবনাগর। পুরাতন কথায় আর কাজ কি ? নির্ম্মাল্যোজ্ঝিত পুষ্পের আর আদর কোথায় ? রাই বিনে তোমার দিন গিয়েছে, তোমা বিনেও তার দিন গিয়েছে ; বরং তোমার দিন সুখেই গিয়েছে, না হয় তার দিন দুঃখেই গিয়েছে, উভয়ের দিন ত গিয়েছে ? আর কেন তার কথা ?

রাগিণী—মনোহরসহি-মিশ্র, তাল—একতালা

থাক্ থাক্, তা'র কথায় আর কাজ কি আছে ?
—(যথায় তথায় রউক্, বাঁচুক কি মরুক)—
ও রে শঠ, ও লম্পট, ও কপটশিরোমণি রে !
সে রমণীরে, 'এখন' তুই ভুলেছিস্ সেও ভু'লেছে।
ছিল তার কপালে লেখা, হ'য়েছে এককালে দেখা,

চাহ কি আবার, নারী বধিবার, আর কি বার বার,—
একবার যা' হবার, তা ত হয়ে বয়ে গেছে।
ছি! ছি! তোরেও ধিক্—তোর প্রেমেও ধিক্!
তোরে যে বলে রসিক, তারেও ধিক্!
দেখি, ত্যজিয়ে কাঞ্চন, কাচে আকিঞ্চন.
ধিক্! ধিক্! কাচ কাঞ্চন তোর নাই ন্যূনাধিক;
কমল ত্যজে' শিমুলেতে সমাদর,
চিটাতে চিনিতে করিস্ সমান দর;
আর বলিস্ নে, ব'লে বলাস্ নে,
মোদের জ্বালার উপর আর জ্বালাস্ নে;
একে মোদের দুঃখের বুক, তায় অবলা নারীর মুখ,
কি জানি শ্যাম, কি জানি শ্যাম,
কি ব'ল্‌তে কি বে'র হয় বা পাছে।
ও রাধারমণ! সে রাধার মন,
আগে ছিল যেমন এখন নাই তেমন,
বলি, এথায় আগমন, বৃথা সে ভ্রমণ,
যথা হতে এলি তথায় কর্ গমন;
খাট্‌বে না ব্রজে আর সে সব ভারি ভুরি;
জাগন্ত ঘরে আর না হইবে চুরি;
সে আর ভ'জ্‌বে না; ভ'জে ম'জ্‌বে না,
কাঁদ্‌লে নয়নজলে মন তার ভিজ্‌বে না;
লাগ্‌বে না ভাঙ্গা মন জোড়া, সার হবে কেবল মন পোড়া

তোর গুণে শ্যাম—তোর গুণে শ্যাম—
সে ত দেখে, ঠেকে, শিখে পেকে রয়েছে।
যা যা ত্বরায় যা, সে মথুরায় যা,
দেখা দিয়ে বাঁচা গিয়ে সে কুবুজা;
নইলে বস্‌লে নৃপাসনে, কে বসিবে সনে,
রাজ-মহিষী হয়ে কে লবে বা পূজা ?
ওঝা হয়ে যার সেরে কুজের বোঝা,
টানাটানি করে করেছিলি সোজা,
সে কুব্জীর মতন, রমণী রতন,
এথা কোথা পাবি করিলে যতন ?
উচিত এখন তার মন রাখা, হয় না যেন আবার বাঁকা,
সে বাঁকা হলে—সে বাঁকা হলে—
বাঁকার বাঁকা মন কে ভুলাবে পাছে।
সেথায় সে বা কি, এথায় এ বা কি,
বাঁকীর মত জানে তত সেবা কি ?
বাঁকায় পেয়ে বাঁকী, না করেছে বা কি,
বাঁকী প্রেমের বাকী রেখেছে বা কি ?
কাণায় কাণায় যেমন মিলে কানায় কানায়,
যে যার সনে মানায়, সে কি মানায় মানায় ?
ত্যজে সে বাঁকায়, করবে সেবা কায়,
তাই ভেবে পাছে ত্যজে সে বা কায়,
বাঁকা রাণী বেঁচে রলে, ক্ষতি নাই তোর রাধা মলে,

কেন বলি শ্যাম—কেন বলি শ্যাম—
"সে যে" চন্দন-গুণে তোরে বন্ধন করেছে।

কৃষ্ণ। বৃন্দে! আর আমাকে বলো না।

শ্রীরাধা-নিকেতন

রাধিকা ও ললিতা

রাধিকা। (সুরে) শুন গো প্রাণসখি, দেখে এস দেখি, আনিতে গোবিন্দে গিয়েছে গো বৃন্দে; সে কি ভুলে রইল কৃষ্ণ দেখি, না কি, নিরদয় গেল তাকে উপেখি?

রাগিণী—ঝিঁঝিট

ললিতা। শুন গো রাজনন্দিনি! বিনোদিনি রাই!
বৃন্দে আর গোবিন্দের অন্বেষণে যাই!
যেয়ে যদি পথমাঝে পাই দরশন,
এখনি আনিব তারে করিয়ে ভর্ৎসন।

রাধিকা। শুন গো ললিতে! তুমি স্বভাবে প্রখরা,
সব সখীগণ হতে চতুরা মুখরা।
বহু-দিনে বঁধু যদি এল বৃন্দাবনে,
বলো না বলো না কিছু আদরের ধনে।

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল-লোভা

শ্যামকে কিছু বলোনা, বলোনা, কিছু বলোনা।
কিছু বলো না গো, কিছু বলোনা, কিছু বলো না!
ললিতে ও ললিতে! আমারি শপথ লাগে,
—কিছু বলো না—।

যখন বল্‌বে তাকে মনোদুঃখে, তখন শুন্‌বে বঁধু অধোমুখে,
সে মুখ মনে করে, ওমা! আমার যেন বাজে বুকে!
—কিছু বলো না!
ললিতে ও ললিতে! সে ত আমারি প্রাণবল্লভ বটে,
—কিছু বলো না।
সে থাক্ না কেন যথা তথা,—সে ত আমার বঁধু,—
আছে আমারি অন্তরে গাঁথা,—কিছু বলো না।
চিরদিন গেছে তার নন্দের বাধা বয়ে,
মথুরায় যেয়ে.—দ্বারকায় যেয়ে, না হয় ছিল দুদিন রাজা হয়ে,
না হয় আমারই দিন দুঃখে গেল,
গেল গেল, আমার প্রাণবল্লভ ত সুখে ছিল;
—কিছু বলো না।

রাগিণী—ঝিঁঝিট

ললিতা। তা'কে কিছু বল্‌লে যদি না সয় তব প্রাণে,
বল যদি, আনি গিয়ে ধরিয়ে চরণে।
রাধিকা। ললিতে! কি বল্‌লি? ছি! ছি! তাকে সেধে আন্‌বি?

রাগিণী—ঝিঁঝিট

চতুরা হইয়ে কেন কাতরা হইবি ?
আপনার মান কেন আপনি ঘুচাবি ?
গৌরব রাখিয়ে কার্য্য সাধিবি সন্ধানে,
যষ্টিও না ভাঙ্গে, সর্প না মরে পরাণে।

ললিতা। আচ্ছা রাই তবে আমি চল্‌লাম।

(প্রস্থান)

ব্রজপথ

কৃষ্ণ ও বৃন্দা

(ললিতার প্রবেশ)

কৃষ্ণ। এস ললিতে ! ললিতে ! আমার প্রাণেশ্বরী কিশোরীর কুশল ত ?

ললিতা। (সুরে) কি বল্‌ব হে ও নাগর !—
—"অত্যন্তকঠিনে পুংসি বৃথা দুঃখনিবেদনং,
পতত্যবিরতং বারি পাষাণে নাস্তি কর্দ্দমং।"—

রাগিণী—মনোহরসহি-মিশ্র, তাল—রূপক

কথা বল্‌ব কি, বল কি, বল্‌লে বা ফল কি ?
—এত দুঃখে অবলার জীবন বাঁচে কি ?
সুধাও আমাদের কাছে কি ? সুধাবার আর আছে কি ?

সুধামুখী আজ বাঁচে কি না বাঁচে কি।
ধনীর ইন্দ্রিয়-স্পন্দ নাই, চেতন-সম্বন্ধ নাই,
পরে শুনি নাই, পাছে রাই হয়েছে কি;
কিন্তু দেখেছি যে লক্ষণ, মরণের সে লক্ষণ,
প্যারী এতক্ষণ আছে কি না আছে কি!

তাল—খয়রা

বঁধু. সেও ত রমণী অবলা। (ও হে নিঠুর বঁধু!)
বল দেখি, তাকে আর যায় কি বলা।
সে যে ফুলের ভরে ঢলে পড়ে,
—(বঁধু. তাও কি তুমি জান না হে)—
সে কি বিচ্ছেদ-জ্বালা সইতে পারে?
তবু নারীর প্রাণে সইল যত,
—(বঁধু, ধন্য নারীর ধন্য প্রাণ হে)—
কিন্তু পাষাণ হলেও গলে যেত।
তোমার দারুণ বিরহ-গহন-দহন-দাহন সহন যায় না,
কিছুতে জুড়ায় না;—
কেবল বলে, "জ্বলে জ্বলে," জলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলে,
অমনি পড়ে পৃথিবীতে,—(ধনীর দশনে দশন লাগে)
হারায়ে সম্বিতে, আচম্বিতে ধনী হয় বিকলা।

তাল—ঝাঁপতাল

বঁধু, অদয় তব হৃদয়, বুঝি বজ্র দিয়ে গড়েছিল,
গোকুল-কুল-যুবতী বধ লাগি; (কোন্ দারুণ বিধি)

তব বিরহ-সন্নিপাতে, মরে যদি সে রাধিকে,
বল দেখি, কে হবে সে বধভাগী ? (হে নিঠুর বঁধু)

তাল—লোভা

আর হবে না সুধাতে।—(শুধা শুধা)—
—(সে দুঃখিনী রাধার কথা)—
যদি থাক্‌ত মনে সুধাইতে,
তবে রাধার সুধাবার কালে সুধাইতে।
যদি রাধার দুঃখের দুঃখী হতে,
তবে রাধার দুঃখের সময় দেখা দিতে।

তাল · রূপক

আগে মূলে ছেদন করে, পরে যতন ক'রে শিরে,
জল দিলে, সে তরু আর বাঁচে কি ?

বৃন্দা। ও হে নাগর! তুমি কেন এত চঞ্চল হচ্চ ?
আমাদের রাজকুমারী তোমাকে আর লবে না ।

রাগিণী—মনোহরসহি-মিশ্র, তাল—একতালা।

কৃষ্ণ। যদি উপেখিলে রাই, স্থান অখিলে নাই,
কোথা যাই, তাই ভাবি যে অন্তরে।
"যদি" না পাই কিশোরীরে, কাজ কি শরীরে, সখি রে!
"তবে" ত্যজিগে জীবন রাধাকুণ্ড-নীরে। (রাধা রাধা বলে)
"বৃন্দে !" মরণ-সময়ে কি কাজ ভূষণে,
এ ভূষণ নাহি যাবে কভু সনে,

"সখি !" ধর আভরণে, দিও রাই-চরণে—নির্জ্জনে—
"যেন" মরণে কিশোরী, কৃপা করে মোরে।
— (বলো বলো তারে)—
"আমি" যে রাধার লাগি হয়ে বনবাসী,
ধড়া চূড়া বাঁশী ভালই ভালবাসি,
"যদি" ত্য'জলেন প্রেমময়ী, এ সব কেন বই, ধর সই !—
ল'য়ে যতন ক'রে দিও শ্রীরাধার করে।
(বৃন্দার হস্তে ভূষণ, চূড়া ও বাঁশী অর্পণ)

বৃন্দে ! একবার বাঁশীটি দেও, আমি জন্মের মত একবার রাধানাম গান করি।

বৃন্দা। এই লও হে নাগর ! (বংশী প্রত্যর্পণ)

কৃষ্ণ। (বংশীগ্রহণপূর্ব্বক সরোদন-বদনে বাদনোদ্যম ও বংশী ধ্বনিত না হওয়ায় বংশীর প্রতি)—

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

আজ কেন নীরবে র'লি রে মুরলি ?
এখন আমার রাই বিমুখী হ'ল বলি,
তুই কি রে বিমুখী হ'লি রে মুরলি ?
বাঁশি, তুই ত স্বয়ং দূতী ছিলি, (চিরদিনই আমার পক্ষে)
সময়গুণে, তুই কি বৃন্দার মত নিদয় হ'লি রে মুরলি ?
যুগল করে বসিয়ে, অধর পরশিয়ে,
একবার বাজ্‌রে বাঁশি, শশিমুখী—
জয় রাধে শ্রীরাধে ব'লি রে মুরলি।

তাল—খয়রা

"আমার" মনের বাসনা রাধা-উপাসনা,
যে মন্ত্রে তোর উপাসনা, রে মুরলি ;
"আমার" শ্রবণের বাসনা রাধানাম শুনা,
না শুনা'লে মরি, শুনা রে মুরলি।

তাল—লোভা

তুই ত, রাধানামে সাধা, তবে কেন এত সাধা,
একবার ব'লে রাধা, পুরাও সাধা,
বিনয় ক'রে তোরে বলি রে মুরলি।

তাল—খয়রা

তোরে সহায় ক'রে যে রাই-সুধাকরে,
অনায়াসে করে পেয়েছি মুরলি !
"বাঁশি' কারে ক'ব দুখ, দুখে ফাটে বুক,
সে মুখে বিমুখ হ'য়েছি মুরলি।
হইলাম রাই-উপেক্ষিত, চ'ল্লাম বাঁশি, জন্মের মত,
আমার মনোগত ছিল যত, হ'ল হত সে সকলি রে মুরলি !

(বৃন্দার হস্তে বংশী প্রত্যর্পণপূর্ব্বক) বৃন্দে ! এই বংশী লও, রাধা-পদে দিও, তবে আমি চ'ল্লাম।

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

কোথায় য'াব রে উপায় না দেখি !—(এখন)—
যদি রাই বিমুখী হ'ল মোরে, তবে এ মুখ দেখাব কারে,
আমি যে দিকে ফিরাই আঁখি রাধা বিনে সকল শূন্যময় দেখি।

বৃন্দা। ওহে ও নাগর! এস এস, তোমার ম'র্‌তে হ'বে না। রাধারমণ! জানা আছে রাধার মন, এখন জানা গেল তোমার মন; তোমা-বিনে রাধা যেমন, রাধা-বিনে তুমিও তেমন।

কৃষ্ণ। (সুরে) বৃন্দাবন-লীলায় তুমি সহায়কারিণী;
অতএব চিরদিন আছি তব ঋণী।
তোমার ভৎর্সন আমার স্তুতি হেন জ্ঞান;
দুরূহ বিরহ ব্যাধির ঔষধ সমান।
ঔষধ খাইতে তিক্ত, তাহে রাখে প্রাণ;
এ হেতু জগতমাঝে ঔষধের মান!
প্রাণ যায় প্রাণ যায় প্রাণকিশোরী বিনে;
রাধা-দরশন-পণে রাখ মোরে কি'নে।

বৃন্দা। ভাল রসরাজ! রাধা দেখা'লে তুমি আমাকে কি পারিতোষিক দিবে?

কৃষ্ণ। বৃন্দে! আমার প্রাণ তোমাকে দিব।

বৃন্দা। ওহে নটবর! আমার একটী প্রাণ রাখবার স্থান নাই; আবার তোমার প্রাণ নিয়ে কোথায় রা'খ্‌ব? অতএব প্রাণে কাজ নাই। তবে, হে রাধাবল্লভ! আমি কেবল এই চাই, যেন সদা যুগলমিলন দে'খ্‌তে পাই। বংশীবদন! আমি চ'ল্লাম রাধাসদন; তুমি গিয়ে সঙ্কেতকাননে বংশীধ্বনি কর।

(সকলের প্রস্থান)

শ্রীরাধানিকেতন

রাধিকা ও সখীগণ

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

রাগিণী—মল্লার মিশ্র, তাল—একতালা

রাধিকা। বাঁশী বাজে গো, অনেক দিনে,
নাম ধ'রে মনচোরের বাঁশী ঐ বাজে বিপিনে।
শু'নে মন হ'ল চঞ্চল, কে যাবি, বল্ বল্,
তোরা যে যা'বি চল্ চল্ শ্যামদরশনে।
—(প্রাণসখি রে ! আর যে ঘরে রইতে নারি)—
—(সে শঠের বাঁশী ঘরে রইতে দিল না গো)—
—(তোরা যাস্ না যাস্, আমার ত না গেলে নয়)—
তোরা, পাতিয়ে শ্রবণ, কর্ গো শ্রবণ,
কোন্ বনে বাঁশী বাজায় কালাচাঁদ ;
ত্বরা, যাইয়ে সে বনে, বঁধুর সেবনে,
ঘুচাই বহুদিনের মনের বিষাদ ;
ধনু হ'তে বাণ ছুটে গো যখন,
যতনে কি রাখা যায় গো তখন ;
"আমার" মত্ত চিত্ত-করী, উ'ঠ্'ল নৃত্য করি',
কি করি' সে করী করি গো বারণে।

দেখ, অন্তঃসারশূন্য, হ'য়েও হ'ল ধন্য,
কি পুণ্য করিয়েছিল সে বংশী ;
সে যে, অসার বংশের বংশী, মরি কি সুবংশা !
সারাৎসার কৃষ্ণপ্রেমের হ'ল অংশী !
'সখি', আমা-সবার ধন কৃষ্ণাধরামৃত,
পান করে, করে বসিয়ে সতত ;
ও সে, এক পর্ব্ব বাঁশে, এতই গর্ব্ব বাসে,
নারীর সর্ব্ব নাশে করিয়ে যতনে !

সখীগণ। (সুরে) ওগো কমলিনি! থাক্ থাক্ থাক্, ধৈর্য্য ধ'রে থাক্ ; রাখ্ রাখ্, রাখ্ মোদের কথা রাখ্ ; ঢাক্ ঢাক্ ঢাক্, করে শ্রবণ ঢাক্ ; বলি, আর বাঁশী শুনিস্ নে, বাঁশী কি জানে ? কি জানে, কেবল অবলা বধিতে জানে, আর কি জানে ?

রাগিণী—মল্লার, তাল—একতালা

অমন ক'রে যাস্নে, যাস্নে, যাস্নে গো ধনি, যাস্নে।
তোরে বারে বারে বারণ করি গো কিশোরী,
ও রাই! আমাদের কথা পায়ে ঠেলিস্নে—
যাস্নে গো ধনি, যাস্নে।
ও তুই, ত্যজিয়ে সঙ্গিনী, যেয়ে একাকিনী,
ও রাই, গহনবনে ধনি! প্রাণ হারাস্নে,—
যাস্নে গো ধনি, যাস্নে।

তাল—তেতালা

বহুদিন আছে আশা যে, এলে ব্রজে রসরাজে,
সাজাব রাই বিনোদ সাজে, যে অঙ্গে যে সাজে সাজে।

তাল—একতালা

যেমন, বঁধুর গরবে রাই, তোমার গরব,
তোর গরবে তেম্‌নি আমাদের গরব,
ও তুই, শু'নে বাঁশীর রব, ত্যজিয়ে গরব ;
আমা-সবার সে গরব ঘুচাস্‌নে,—
যাস্‌নে গো ধনি, যাস্‌নে।

রাগিণী—ভাটিয়াল-মিশ্র, তাল—লোভা

রাধিকা। অতি তুচ্ছ ময়ুর-পুচ্ছ, সে পাইল পদ উচ্চ,
দে'খে মূর্চ্ছা হ'ল সহচরি ;
—(এখন কইলে আর কি হবে)—
একখানা বাঁশের আগালে, নিদাগকুলে দাগ লাগা'লে,
কলঙ্ক জাগা'লে জগৎ ভরি।
—(তা কি জানিস্‌ নে জানিস্‌ নে)—
হেরিয়ে চন্দনের ফোঁটা, না গণিলাম্‌ কুলের খোঁটা,
তিলাঞ্জলি দিলাম লোকলাজে ;
—(এই ব্রজের মাঝে গো)—
"বল" এনা ফোঁটা কে না পরে, কারে এমন শোভা করে,
কপালগুণে যা' করে তাই সাজে !
—(ফোঁটা কে না পরে গো)—

উচ্চ-খোঁপা বেঁধে চুলে, সাজা'য়ে বকুল ফুলে,
কা'রে কুলে রেখেছে গোকুলে ?
—(গরব কার বা আছে গো, ব্রজে কুলের গরব)—
"দুটো" কদম-ফুল কাণে দিয়ে, দাঁড়িয়েছিল বাঁকা হয়ে,
তাই দেখিয়ে অম্‌নি গেলাম ভুলে।
—(সে কি মোহিনী জানে গো, নারী ভুলাইতে)—
একটা বনফুলের মালা, মজা'লে সব কুলবালা,
সেই মালা জপমালা হ'ল।
—(মালা কে না পরে গো)—
এই সব সাধারণে, হ'য়েছে গো মন-প্রাণে,
আর কি এখন মানা মানে সই লো।
—(আগে ভু'লেছি,—রাখালের প্রেমে)—
(শ্রীরাধিকার অভিসার)

রাগিণী—মল্লার-মিশ্র, তাল—খয়রা

সখীগণ। ধনী বের হ'ল গো,—
গজরাজ-গতি গঞ্জি গমনে গোকুলচন্দ্রে ভেটিতে।
(নিষেধ না মানিয়ে, এলো-থেলো পাগলিনী-বেশে)—
শ্যাম জয়-ধ্বনি দিয়ে যায় ধনী,
যেন সুরধুনী সিন্ধু মিলিতে।
ধ্বনি শুনি ধনীর নাহি বাহ্যাবেশ,
বঁধুর অনুরাগে পাগলিনী-বেশ,

এলায়ে প'ড়েছে সুশোভিত কেশ,
হে'লে দুলে পড়ে চলিতে ;
বাণে বিঁধা যেন হরিণীর প্রায়,
চকিত নয়নে ইতি উতি চায়,
মন্থর গতি, চঞ্চল মতি,
"ওগো" শ্রীমতীর এ মতি নারি নিবারিতে।
কনক-লতিকা কমলিনী-কায়,
কনকের গিরি কুচযুগ তায়,
আহা মরি মরি ! কিবা শোভা পায়,
অপরূপ হের ললিতে !

তদুপরি মুখ প্রফুল্ল কমল,
নয়ন নাটুয়া খঞ্জন যুগল,
দেখিয়ে দুর্ল্লভে, সে প্রাণবল্লভে,
"আজ" কি সম্পদ লোভে না পারি বলিতে।
অতুল রাতুল চরণ কিরণে,
লজ্জিত তরুণ অরুণ-কিরণে,
সুমধুর রণে কিরণে কি রণে,
রতন-মঞ্জীর-চ্ছলেতে ;
দেখ গো সঙ্গতি সৈন্য চতুরঙ্গ,
মনোরথ-রথে মানস তুরঙ্গ,
আনন্দ পদাতি গর্ব্ব মত্ত-হাতী,
"যেন" রণে রতিপতি জয় করিতে

রাধা সুরধুনী, শ্যাম সিন্ধুসম,
হইলে নাগরী-নাগর-সঙ্গম,
মনোরম গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম,
হইবে যে আজ বনেতে ;
আমরা যেয়ে সেই কামনাসাগরে,
ডুবাইব মন যে কামনা ক'রে,
সে কামনা মোদের পূরিবে সত্বরে,
হেন জ্ঞান যেন হ'তেছে মনেতে।

(সকলের প্রস্থান)

সঙ্কেতকানন

কুঞ্জদ্বারে শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান
সখীগণ-সহ শ্রীরাধিকার প্রবেশ এবং
রাধিকার মৌনভাবে অবস্থিতি

রাগিণী মনোহর সহি, তাল—খয়রা

সখীগণ। কেন ওখানে দাঁড়া'য়ে র'লি রাই,
কেন ওখানে দাঁড়া'য়ে রলি রাই ?
বলি, আয় আয়, বঁধুর নিকটে যাই।

"একবার" শ্যামচাঁদের সনে, বস্ একাসনে,—রাধে,
—(বহু দিনের পরে,—রাই, তেমনি ও ক'রে—
—শ্যামগরবিনি, গরব ক'রে গো—
মোরা, যুগল দরশনে নয়ন জুড়াই।
শুনিয়ে মুরলীধ্বনি, তিলার্দ্ধ না র'লি ধনি,
অমনি বের'লি ধনি, হ'য়ে উন্মাদিনী ;—
এলি, ধনি, সবার আগে, যে শ্যামের অনুরাগে,
এখন জানি, কি বিরাগে, এমন হ'লি বিনোদিনি !
ওগো, ধনি ধনি ধনি চাঁদবদনি !
কোটি চাঁদ,—চাঁদ ধনি, কিসে বা গণি ?
—(এ চাঁদবদনের কাছে)—
তুই যে মোদের চাঁদ চাঁদ চাঁদ চাঁদের খনি,
আয় আয় চাঁদে চাঁদ মিলাই এখনি ;
"একবার" শ্যামের বামে বসি, শশিমুখে,—কথা ক',
মোরা, দে'খে শুনে মনের বাসনা পুরাই।

ললিতা। ওগো বিনোদিনি ! ওগো ! ও রাজনন্দিনি ! এ আবার তোর কি ভাব হ'ল ? যার বিচ্ছেদে এত কাল কেঁদে কেঁদে দিন কাট্'য়েছিস্; প্রাণ যেতে ব'সেছিল, তোর সেই জীবন-ধন, ঐ দেখ্, রাজ্যসুখ রাজভবন ত্যাগ ক'রে তোর তরে বনে এসেছেন ! এখন ত, রাই, জেনেছিস্ এ ধন একা তোর নয়, জগতের আদরের ধন ! তাই বলি তোরে পায়ে ধরে, ঐ প্রাণধন ঘরে নে রাই, আদর ক'রে, আর যেন অনাদরে হারাস্ নে।

রাগিণী—মনোহরসহি-রায়নাটিমিশ্র, তাল—লোভা

রাধিকা। সখি, তোরা ত বলিস্ গো, আমায় যেতে,
—ও সেই শঠের নিকটে।
মন যে আমার প'ড়েছে সই উভয়-সঙ্কটে।
এক কর্ণ বলে, আমি কৃষ্ণনাম শুনিব,
আর এক কর্ণ বলে, আমি বধির হ'য়ে র'ব।
—(ও নাম শু'ন্‌ব না, শুন্‌ব না—নিলাজ বঁধুর নাম)—
এক নয়ন বলে, আমি কৃষ্ণরূপ দেখি,
আর এক নয়ন বলে, আমি মুদিত হ'য়ে থাকি।
—(ও রূপ দে'খ্‌ব না দেখ্‌ব না, কালীয় কুটীলের রূপ)—
এক করে সাধ করে, ধরে কৃষ্ণ করে,
আর এক করে, করে করে নিষেধ করে তা'রে।
—(ও কর, ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না, কালীয় কুটিলের অঙ্গ)—
এক পদে কৃষ্ণপদে যাইবারে চায়,
আর এক পদে, পদে পদে, বারণ করে তায়।
—(ও পদ, যেও না যেও না—নিঠুর বঁধুর কাছে)—

বিশাখা। সখি ললিতে! বল দেখি, আমাদের ভাবময়ী রাধিকার এ আবার কি ভাব উপস্থিত হ'ল ?

ললিতা। জান না ? মানময়ীর এ অৰ্দ্ধমান।

কৃষ্ণ। (রাধিকার নিকটে আসিয়া করধারণপূর্ব্বক সাদরে) এস এস প্রেমময়ি !

ললিতা। আয় বিশাখে! আয় ভাই, সবাই মি'লে কুঞ্জে নিয়ে রাই রঙ্গিণীকে ত্রিভঙ্গের বামে বসাই।

(মিলনানন্তর রত্নবেদী হইতে অকস্মাৎ রাধিকার অবতরণ ও অধোমুখে অবস্থিতি)

বিশাখা। ওলো ললিতে! বল্ দেখি, প্রেমময়ী রাধিকার মনে অকারণ একি চমৎকার মানের উদয় হ'ল? ও মা! অভিমানে মানিনীর বিধুমুখখানি যে অরুণিম হ'য়ে উ'ঠল!

ললিতা। না লো—অকারণ কি মান হয়? না,—বিনা বীজে ধান হয়?

বিশাখা। তবে কি কারণে এ মান হ'য়েছে?

ললিতা। (সুরে) আপনার প্রতিবিম্ব শ্যামাঙ্গে দেখিল;
আলিঙ্গিতা অন্য কান্তা জেনে ভ্রান্তি হ'ল!
প্রসিদ্ধ কারণাভাবে উপজিল মান;
অতএব বলি এই অহৈতুক মান।

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—খয়রা

রাধিকা। ও মা! ও কি ও, কি দেখি, লুকি লুকি সখি!
উকি ঝুকি মারে কে গো, রমণী?
—(কে গো, শ্যামচাঁদের অঙ্গে)—
উহার রূপের ছটায়, লাবণ্যঘটায়,
চমকিত চিত হইল অমনি।
ও নবকামিনী কার কামিনী?

সৌদামিনী-দর্প-দমনী,
দিবস-যামিনী, তদনুগামিনী,
হ’য়ে ভাল, ভাল র’য়েছে গো ধনী।
বশীকারে রসিকারে করি যশ,
অবশ্য ক’রেছে অবশ্যকে বশ;
আমা-সবা হ’তে ভালই জানে রস,
তা নইলে কি পেলে অচ্যুত-পরশ।
কোটি শশী জিনি রূপেতে রূপসী,
বুঝি, কালশশীর অধিক প্রেয়সী;
“দেখ” অঙ্গে পশি মিশি আছে দিবানিশি,
হে’রে কাজে লাজে মরি গো সজনি!
ও নারীকে করি শত পুরস্কার,
কিন্তু বাঁকা শ্যামের প্রেমে নমস্কার!
এতদিন পরে হ’য়ে আবিষ্কার,
করে সবাকার এত তিরস্কার;
তোরা ত সকলি সুচতুরা আলি,
বু’ঝ্‌তে কি নারিলি শঠের চতুরালি?
দেখ নাগরালি, ল’য়ে রূপের ডালি,
দেখাতে এ’সেছে দেখার ছলে, ধনী।

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—খয়রা

কুঞ্জের বা’র ক’রে দে গো সখীগণ!
তোরা কপটের শিরোমণিকে এখন।

ও যে পরের বঁধু,—তারে নাই প্রয়োজন।
ও মা! লাজে ম'লাম, আমি লাজে যে ম'লাম,
ম'লাম ম'লাম, তবু হে'র্‌ব না লম্পটের বদন।
আমি যথা ইচ্ছা তথা যাই, বাঁচি কিম্বা প্রাণ হারাই,
ম'লে দেখ্‌বে না সে রাধার বদন।
আমার শ্যাম ব'লে বৃথা কাঁদা গো,—
"সখি" যার জন্যে যে কাঁদে, সে যদি না কাঁদে,
সে কাঁদা যেমন অরণ্যে কাঁদা গো।
"সখি," পরের তরে পরে, কেঁদে ম'লে পরে,
পরের মন কখন যায় না বাঁধা গো;
"সখি," যদি যায় বাঁধা, সে যে মিছে বাঁধা,
বলি কেমন বাঁধা,—
যেমন ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা গো;
সখি, এমন বাঁধায় কাজ নাই গো এখন।

রাগিণী—মনোহরসহি,—তাল—লোভা

ললিতা। তোকে কোন্ মানিনী শিখা'য়েছে, রাই,—
ওগো, এমন দারুণ অভিমান?
তুই কোন্ পরাণে, মিছে মানে, ক'র্‌লি শ্যামের অপমান।
—(এত গরব ভালই যে নয়, যার গরবে গরবিনী—
—তার এ গরব ভালই যে নয়)—
জগতে যাহারে মানে, তার অপমান ক'র্‌লি মানে,

আমরা বিদায় হ'লাম মানে মানে,
এখন, থাক্ মেনে তুই নিয়ে মান।

তাল—খয়রা

শ্যামাঙ্গে নিজাঙ্গ-প্রতিবিম্ব দেখি,
কেন গো বিমুখী হ'লি বিধুমুখি ;
"বলি," বঁধুর বিধুমুখ নিরখি' গো সখি,
দয়া হ'ল না কি ও লো পাষাণবুকি ?

তাল—লোভা

মান বাড়ালি যার মানে, তার অপমান ক'র্লি মানে ;
এমন দেখি নাইক ত্রিভুবনে, তোর সমান কঠিন প্রাণ।

রাধিকা। ললিতে ! হায় ! হায় ! তবে ত কাজ ভাল করিনি ! (কৃষ্ণের প্রতি) প্রাণবল্লভ ! আমার ভ্রম হয়েছিল, ক্ষমা কর।

ললিতা। রাধানাথ ! তুমি কি জান না যে, তোমার রাধা স্বভাবতঃই মানিনী ?

কৃষ্ণ। (রাধিকার হস্তধারণ পূর্ব্বক নিজ বামে বসাইয়া) প্রেমময়ি ! মানিনি ! আমি জানি, তোমার এ মধুর মান, তোমার অতুলনীয় অতল প্রেমামৃত-রস-সাগরের মান-রজ্জু ! তুমি আমাকে সেই রজ্জুতে বন্ধন ক'রে, সেই প্রেমরূপ অমিয়রসে নামা'য়ে দিয়ে, সময়ে সময়ে হাবুডুবু খাওয়াও। প্রিয়ে ! আমি যে তোমার অসীম প্রেমামৃতের ইয়ত্তা ক'রতে না পেরে, এক দিন হার মেনে, খত লিখেছিলাম, সে কথা কি মনে নাই ? চিরদিনের জন্যে তোমার প্রেমঋণে বাঁধা আছি।

রাগিণী মল্লার-মিশ্র, তাল—খয়রা

ইত্যাদি কিন্দ গুণসমুদ্র শত সাধু শ্রীরাধা।
সতুদারম্ভ চরিত তস্য পুরাও মন সাধা।
তস্য খাতক হরি নায়ক বসতি ব্রজপুরী ;
কস্য কর্জ্জ পত্র মিদং লিখিলাম সুকুমারি।
ইহার লভ্য পাইবে ভব্য, বাঞ্ছা তিন করিয়ে ;
সুদ সহিত শোধ করিব সব কলিযুগ ভরিয়ে।
এই করারে রাই তোমারে খত দিয়েছি লিখি,
চন্দ্রা আদি মুঞ্জরী সখী সকলি র'য়েছে সাক্ষী।
প্রেমে বাঁধা আছি, রাই, তব প্রেমঋণে।
যে দিন কাল অঙ্গ গৌর হ'বে, হব খালাস সেই দিনে।
যে দিন নবদ্বীপে অবতরি, আমি নাম ধরিব গৌরহরি।
যে দিন, হ'য়ে দীন হীন, তব প্রেমাধীন,
—ডোর কৌপীন আমি প'রব ;
প্রেমে, হরি হরি বলে, ভাস্‌ব নয়নজলে,
—ফিরে, ঘরে ঘরে ভিক্ষা কর্‌ব।
যেমন তুমি কাঁদলে রাই, ঘরে ব'সে,
—তেম্‌নি আমি কাঁদ্‌ব দেশে দেশে,—
হব খালাস সেই দিনে।
(যুগল মিলন ও সখীগণের আনন্দগীতি
—রাধাকৃষ্ণ ঘিরিয়া নৃত্য করতঃ)

রাগিণী—ভঁয়রো ললিতমিশ্র, তাল—কাওয়ালি

সখীগণ। দেখ্ দেখ্ সহচরি! আমাদের কিশোরী,
শ্যামগুণধামের বামে কিবা সেজেছে!
রূপে, কিশোর যেমন, কিশোরী তেমন,
আর কি এমন জগতে আছে? (নয়ন জুড়াইতে)
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে দাঁড়াল ত্রিভঙ্গী,
দেখ না রঙ্গিনীর দাঁড়াবার কি ভঙ্গী,
ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে মিলেছে;
উভয়েতে হেরি উভয়েরি আস্যে,
সুহাস্য প্রকাশ্য উভয়েরি আস্যে,
দেখ না কি শোভা করেছে;
'কিবা', মৃদু মধুর ভাষে, বঁধুরে সম্ভাষে,
আভাসে আমাদের মন হ'রেছে।
শ্রীঅঙ্গের সহ শ্রীঅঙ্গ-মিলন,
মন সহ মন, নয়নে নয়ন,
মরি কি মিলন হয়েছে!
ত্যজে পক্ষপাত, ক'রে অক্ষপাত,
কটাক্ষে কি লক্ষ্য করেছে;
যেন, তৃষিত চকোরে, পেয়ে সুধাকরে,
সুধা পান ক'রে মজে র'য়েছে।

নব কাদম্বিনী সহ সৌদামিনী,
কনক জড়িত মরকত মণি,
'সবে, এ রূপের উপমা দিয়েছে ;
নব-ঘন-ঘটার কি লাবণ্য-শোভা ?
সৌদামিনী সহ, ক্ষণমাত্র প্রভা,
কিরূপে উপমা মিলেছে ?
'দেখ', হেম-মরকত, কঠিন স্বভাবতঃ,
তা'কি গণি ধনি, এ রূপের কাছে !
মরি কিবা শ্যামরূপের মাধুর্য্য,
রাধারূপে তাহে মাধুর্য্যের ধুর্য্য,
হেরে মন অধৈর্য্য হয়েছে :
কোটী নেত্র যদি দিত জড় বিধি,
দেখিতাম এ রূপ বসে নিরবধি,
বিধি তায় অবিধি করেছে ,
'যদি', দিল দুনয়ন, তাহে ক্ষণ ক্ষণ,
পলক-পতন ঘটায়ে রেখেছে।

ললিতা। আহা দেখ্ বিশাখে! আমাদের রাধাকান্তি শ্যামাঙ্গে, আবার শ্যামকান্তি রাধাঙ্গে প্রতিভাসিত হয়ে কি অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে !

বিশাখা। হাঁ ললিতে! বোধ হ'ল যেন, শ্যাম রাই সেজেছে, আর রাই শ্যাম সেজেছে।

কৃষ্ণ। (নিজাঙ্গে দৃষ্টি করিয়া)

রাগিণী—জংলাট, তাল—একতালা

আজ কেন অঙ্গ গৌর হল রে, ভাবি তাই!
এখনো ত আমার গৌর হবার সময় হয় নাই।
সদাশিব ত অদ্বৈত হয় নাই; (এখনো যে)
দাদা বলাই যে এখনো হয় নাই নিতাই।
পিতা নন্দ হয় নাই মিশ্র পুরন্দর,
মা যশোদা হয় নাই শচী-কলেবর;
নবদ্বীপ নাম, নিরুপম ধাম,
সুরধুনিতীরে হল না গোচর।
ব্রহ্মা ত হল না ব্রহ্ম-হরিদাস,
নারদ এখনো হয় নাই শ্রীবাস,
ব্রজলীলার অবকাশ হয় নাই;—(এখনো যে)—
তবে কি ভাবে এ ভাব দেখিবারে পাই!
তা হলে ললিতা হইত স্বরূপ,
বিশাখা হইত রামানন্দ রূপ;
সখা সখী সবে, আনন্দিত ভাবে,
হত কি না তবে মহান্ত-স্বরূপ;
আর এক মনে হ'ল যে সন্দেহ,
রাধার আমার কেন র'ল ভিন্ন দেহ;
দুই দেহ এক দেহ হয় নাই; (এখনো যে)—
আমি তা বিনে গৌর কভু হব নাই।

রাধিকা। প্রাণবল্লভ! আমি যেমন তোমার সকল ভাব জানি, কিন্তু তুমি কি আমার মনের ভাব তেমন জান? বোধ করি, কিছুই জাননা।

কৃষ্ণ। প্রাণাধিকে! বল দেখি, আজ কি জন্য বিষণ্ণমনে এমন প্রশ্ন করলে? আমিও তোমার সকল ভাব জানি।

রাধিকা। রসরাজ! আজ তোমার কাছে আমার একটী স্বপ্ন-কথা বলিব; সেই আশ্চর্য্য স্বপ্নটি দেখে অবধি, মন আমার জানিনা কেন, বড়ই অধৈর্য্য হ'য়েছে।

কৃষ্ণ। বিনোদিনি! স্বপ্নে কি দেখেছ? বল শুনি।

রাগিণী—রামকেলী, তাল—তেতালা ঠেকা

রাধিকা। ও হে বঁধু! কও দেখি সে নাগর কে!
স্বপনে আজ দে'খেছি যাকে,
সে কি তুমি না কি আমি, বঁধু, নিশ্চয় বল আমাকে।
তোমার মত অঙ্গের গড়ন, আমার মত গৌরবরণ,
সে যে, ব্রহ্মার দুর্ল্ভ হরিনাম,
বিলা'তেছে যা'কে তা'কে।
চতুর্ভুজ আদি যত, কাননে দে'খেছি কত,
আমার সে সব দিকে মন গেল না,
ভু'ল্‌লাম কেন তা'কে দে'খে।

তাল—খয়রা

"ও সে" অতুলনা রূপের কি দিব তুলনা,
জগতে মিলে না তাহার তুলনা;

ত্রিভুবন চেয়ে, দেখিলাম চিন্তিয়ে,
সেই ত তাহার রূপের তুলনা;
মনে চাঁদের তুলনা যখন দিতে চায়,
তখন অম্‌নি নয়ন—সুবিবেচক নয়ন,—
গোরাচাঁদ পানে চায়, চাঁদ পানে চায়,
দেখে, চাঁদে যে কলঙ্ক আছে;
অম্‌নি নয়ন বলে—
ছি! ছি! চাঁদ কি গোরাচাঁদের কাছে?
ও রে অবোধ মন, গোরাচাঁদের কাছে,
ছি! ছি! চাঁদের তুলনা তু'লোনা তু'লোনা।

তাল—তেতালা ঠেকা

সে রূপ র'য়ে র'য়ে পড়ে মনে, পাসরিতে নারি তা'কে।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! স্বপ্নে যে রূপ দেখেছ, সে আমারই রূপ।

রাধিকা। নাথ! তোমার এ ভুবনমোহন শ্যামরূপ গোপন ক'রে গৌররূপ ধারণের কারণ কি?

কৃষ্ণ। (সুরে) দর্পণাস্থে হেরি, প্রিয়ে, আপন মাধুরী;
আস্বাদিতে সাধ করি, আস্বাদিতে নারি।
তোমার স্বরূপ বিনে নহে আস্বাদন;
এই হেতু হ'তে হবে গৌরবরণ।

রাগিণী—খাম্বাজ-মিশ্র, তাল—একতালা

প্রিয়ে! জীব নিস্তারিতে, নদীয়া-পুরীতে,
হ'তে হবে মোর গৌরবরণ।

শুন, কই স্বরূপে, তব ঐ স্বরূপে,
স্বরূপে সে রূপ করিব ধারণ।
নিয়ে মম নিত্য পরিকরগ্রামে,
শচীগর্ভে, পিতা পুরন্দর-ধামে,
জনমিব আমি, প্রিয়ে, তব ধামে,
নিজ শ্যামধামে করি আবরণ।
প্রেমময়ী ! তব প্রেমের গৌরব,
তাহে যে মাধুর্য্য কর অনুভব,
"সেই" মাধুর্য্যাস্বাদনে, প্রিয়ে, তব মনে
হয় প্রতিক্ষণে যে সুখ-উদ্ভব ;
লুব্ধ মন মম জানিতে সে ভাবে,
ভাবিত হইবে তোমার স্বভাবে,
"কলির" জীবের সাধন, প্রেম সাধন,
হরিনাম-ধন কর্‌ব বিতরণ।

—(জীবের ঘরে ঘরে—শ্রীচৈতন্য অবতারে)—

রাধিকা। প্রাণনাথ ! স্বপ্নে দৃষ্ট তোমার সেই অপরূপ গৌররূপ দে'খ্‌বার জন্যে আমার মনে অতিশয় ইচ্ছা হয়েছে।

কৃষ্ণ। প্রিয়তমে ! তুমি কি নিতান্তই সে রূপ দে'খ্‌বে ? তবে আমার এই বক্ষঃস্থ কৌস্তুভে দৃষ্টিপাত কর।

(রাধিকার কৌস্তুভে দৃষ্টিক্ষেপ ও গৌরদর্শন)

নবদ্বীপ দৃশ্য

(নগরপথে সংকীর্ত্তন)

গৌর,-সগণ।

রাগিণী—জংলাট, তাল—রূপক

সেই মোহন-বেশে একবার দেও দেখা মদনমোহন;
বংশীবদন, হরে কংসারে মুরারে।
কোথা রাধে! শ্রীরাধে! জয় রাধে!
সর্ব্বারাধ্যে, আদ্যে, সাধ্যে, পরে!
একবার দেখা দেও হৃদয়-মাঝারে।

নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ।

তাল—ধামাল

বাজে ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ তান্।
—(গৌরসংকীর্ত্তনে মৃদঙ্গ বাজে)—
বাজে, ধিগতি ধিগতি ধিগতি তান্।
বাজে, ধিক্ কোটি-কোটি, ধিক্ কোটি-কোটি,
কোটি কোটি কোটি ধিক্ তান্।
বলে, ধিক্ কান্ ধিক্ কান্ ধিক্ কান্?—
যারা, না ভজিল গৌরচন্দ্র, না বুঝিল রাধাশ্যাম;
যারা, মজিল বিষয়কূপে না করিল হরিনাম।

তাল—রূপক

বল্ রে হরিবোল্ হরিবোল্ হরিবোল্ ;
বল্ রে হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে।

(দৃশ্য অন্তর্হিত)

রাধিকা। আহা! মরি মরি! নাথ! কি চমৎকার দৃশ্য আজ আমাকে দেখা'লে! দে'খ্‌লাম, যমুনোপম সুরধুনীতীরে এই বৃন্দাবনসম অতি-রমণীয় নবদ্বীপ ধাম; সেথায় হরিনাম-সংকীর্ত্তন-রত ভক্তগণে পরিবেষ্টিত এক মনোহর হিরণ্ময় পুরুষ—প্রেমাবতার,—আমার স্বপ্ন-পুরুষ, গৌরকিশোর কখন "হা রাধে" কখনও বা "হা! কৃষ্ণ" ব'লে বিলাপ করতঃ প্রেমাশ্রু-জলে যেন ধরাতল প্লাবিত ক'র্‌ছেন। আহা! শুন্‌লাম কি অশ্রুতপূর্ব্ব মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন-ধ্বনি! তালে তালে খোল-করতালের মধুর রোল, সেই সঙ্গে সাঙ্গোপাঙ্গ ভক্তগণের হৃদয়-তল হ'তে "হরিবোল" "হরিবোল" ধ্বনি অবিরল উত্থিত হ'চ্ছে; বোধ হয়, যেন গগনভেদী গভীর গর্জ্জনসহকারে সংকীর্ত্তনের প্রবল বাত্যায় জগতের পাপরাশি দূরীভূত হ'য়েছে! ধন্য চৈতন্যাবতার!

রাগিণী—রামকেলি, তাল—কাওয়ালি

ধন্য ধন্য চৈতন্য অবতারে,
অগণ্য অবতারে অনন্যভাবে তারে,
কোন্ অন্য অবতারে, যারে তারে তারে তারে।

অকুল ভব-পাথারে, পড়ে যে ভুলে সাঁতারে,
হেলায় ডাকিলে তারে, সে তারে তারে ;—
যে ভাবে যে ভাবে তারে, সে ভাবে সে ভাবে তারে,
কেহ যারে নাহি তারে, তারে তারে তারে তারে।

দিব্যোন্মাদ

বা

রাই-উন্মাদিনী

দিব্যোন্মাদ

বা

রাই-উন্মাদিনী।

গৌরচন্দ্র।

রাগিণী বেহাগ, তাল—ধ্রুপদ

চিন্ত চিত্ত শ্রীচৈতন্য, বদান্যপ্রধান মান্য,
শরণ্য-বরেণ্য-গণ্য, কারুণ্যৈকসিন্ধু ধন্য।
করিতে জীব নিস্তার, করুণা ক'রে বিস্তার,
তারয়ে ভব দুস্তর, আপনি হয়ে প্রসন্ন।

তাল—রুদ্র

প্রেম-চিন্তামণি-ধনী গৌরমণি,
এমনি দাতা-শিরোমণি কে ভুবনে।
শিব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত-ধনে, অসাধনে,
যেচে যেচে কৈল বিতরণে দীনজনে!

তাল—একতালা

না স্মরি, পাসরি গৌর-কিশোর,
দিবানিশি বসি করিছ কি সোর,
জাননা ব্রজের যশোদা-কিশোর,

তাল – ধ্রুপদ

জীব তরাইতে অবতীর্ণ।

তাল—শোয়ারি

তিন ভাব মনে করি, স্বাদিতে নিজ মাধুরী,
রাধার স্বরূপ ধরি, নবদ্বীপে অবতরি,
নিজ ভাব পরিহরি, নাম ধরি গৌরহরি,
হরির বিরহে হরি কাঁদে ব'লে হরি হরি।

তাল—ধ্রুপদ

"দুটি চক্ষে" ধারা বহে অনিবার, দুঃখে বলে বার বার,
সে রূপ স্বরূপ দেখা রে একবার, নতুবা এবার মরি।

তাল—একতালা

ক্ষণে গোরাচাঁদ হ'য়ে দিব্যোন্মাদ,
উদ্দীপন ভাবে, ভেবে কালাচাঁদ,

তাল—ধ্রুপদ

ধ'রতে যায় করিয়ে দৈন্য।

প্রস্তাবনা

যে অবধি ব্রজে নন্দ, হ'য়ে এল নিরানন্দ,
গোবিন্দ রাখিয়ে মধুপুরে।
সে অবধি যত দুঃখ, কহিলে সহস্রমুখ,
সে দুঃখ বর্ণিতে নাহি পারে॥
ব্রজেশ্বরী ব্রজেশ্বরে, করে ক'রে ক্ষীরসরে,
উচ্চৈঃস্বরে ব'লে "গোপাল আয়"।
শোকে জ্বলে দিবারাত্র, ক্ষান্ত নহে ক্ষণ মাত্র,
নেত্রজলে গাত্র ভেসে যায়॥
ক্ষণে করেন ক্রন্দন, ক্ষণে হ'য়ে নিস্পন্দন,
নন্দন-চরিত্র চিন্তি চিতে।
উৎকণ্ঠায় হ'য়ে পূর্ত্তি, স্বপ্নে দেখে সেই মূর্ত্তি,
বাহ্যস্ফূর্ত্তি হয় আচম্বিতে॥
কৃষ্ণশূন্য শয্যা হেরি, উঠে হাহাকার করি,
হরি হরি কে হরি হরিল।
বিষাদে যশোদারাণী, নিজ শিরে হানি পাণি
বিধাতারে কহিতে লাগিল॥

শ্রীনন্দালয়

যশোদা ও সখীগণ

রাগিণী—মালকোষ, তাল—খয়রা

যশোদা।	ওরে রে দারুণ বিধি, তোর এ দারুণ বিধি,
	বিধি হ'য়ে অবিধি করিলি,
	কেন দত্ত-অপহারী হ'লি।
	ত্রিভুবনে যার নাহি প্রতিনিধি,
	কৃপা করি দিলি হেন গুণনিধি,
"দিয়ে"	দুঃখ নিরবধি, দুঃখিনীরে বধি,
	কি বাদ সাধি নিধি হ'রে নিলি।
"কত"	শিবেরি সাধন, গৌরী আরাধন,
"ক'রে"	প্রাণভরা ধন, কোলে পেয়েছিলেম ;
"পেয়ে"	ধনের মত ধন, মনের মত ধন,
	কি দোষে সে ধন হারাইলেম।
	বিনে কৃষ্ণ-ধন, আছে আর কি ধন,
	জুড়াব জীবন, হেরিয়ে কি ধন,
	আমার বাছাধন, জগৎ-বাছা ধন,
	কি ব'লে সে ধনে বঞ্চনা করিলি !
"ছিল"	তোর সনে কি বাদ, সেধে রে সে বাদ,
"নিয়ে"	গোকুলের চাঁদ, মধুপুরে দিলি ;

"আমার" যত ছিল সাধ, না পূরিল আধ,
সাধে কি বিষাদ ঘটাইলি।
যদি বল হরি হরিল অক্রূর,
বৃথা কেন মোরে, কহ এত ক্রূর,
"বলি" তুই অতিক্রূর হইয়ে অক্রূর,
সুখের ব্রজ-পুর শূন্য করিলি!

সখীগণ। গাম্ভীর্য্যে সাগর তুমি, ধৈর্য্যে বসুমতী,
ত্রিভুবনে তব সম নাহি বুদ্ধিমতী।
ধরণী কাঁপিলে স্থির নহে কোনজন,
তেমনি তোমার দুঃখে দুঃখী সর্ব্বজন।
পাষাণ গলিত হয় শুনিলে বিলাপ,
ধৈর্য্য ধর, ব্রজেশ্বরি! যাবে মনস্তাপ!

যশোদা। সখি! আমি কি ক'রে ধৈর্য্য ধরি?
আমি যে আপন দোষে আমার নীলমণি হারিয়েছি।

রাগিণী ললিত যোগিয়া, তাল আড়া

হায়! আমি কি করিলেম, পেয়ে রতন হারাইলেম,
পরের কথায় ঘরে দিলেম অনল গো।
অক্রূর বা কোথাকার কে, সে আমাসবাকার কে,
তাহাকে বা চিনে কে, সে কেন নীলমণিকে
হরে নিল গো।

তাল—একতালা

"আমায়" কি বল্‌বে বা লোকে, হায় যে বালকে,
পলকে পলকে শতবার হারাই ;
হেন শশধরে, কোন প্রাণ ধ'রে,
করে ধ'রে বিদায় ক'রে ঘরে যাই।

তাল—আড়া

এ ঘর হ'তে ও ঘর যেতে, অঞ্চল ধ'রে সাথে সাথে,
ব'ল্‌তো দে মা ননী খেতে,
সে নবনী অবনীতে প'ড়ে র'ল গো।

ব্রজ-পথ

সুবল

সুবল। (সুরে)
আয় রে প্রাণের শ্রীদাম ভাই, দাম বসুদাম সুদাম ভাই,
ত্বরায় তোরা আয় ভাই সবাই,ভাই কানাই নিয়ে বনে যাই।

(শ্রীদাম প্রভৃতি রাখালগণের প্রবেশ)

রাগিণী ভৈরবী—তাল রূপক

রাখালগণ। প্রাণের ভাই সুবল, বল রে তাই বল,
ভাই ব'লে, ভাই, বল, মিছে আর ডাকিস্ কি কারণ।
যে হ'তে নাই রাম-কানাই-বল, বসিলে উঠিতে নাই বল,
কার বলে আর বনে যাই বল্, ক'র্‌তে সুখের গোচারণ।

তাল—যৎ

শ্রীদাম। বিনে কৃষ্ণ-গুণধাম, সুখের বৃন্দাবন-ধাম,
হ'য়েছে ক্রন্দন-ধাম, শ্রীহীন শ্রীধাম ;
কি ডাকিস ভাই, ব'লে শ্রীদাম,
শ্রীদাম আর কি আছে শ্রীদাম,
শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম, জীবন মাত্র আছে নাম।

তাল—ধ্রুপদ

রাখালগণ। যত ধেনু বৎসগণ, দুঃখেতে হ'য়ে মগন,
মুখেতে না ধরে তৃণ, ঐ দেখ্ ধরায় প'ড়ে অচেতন।

তাল—যদ্

কৈ কৈ সে প্রাণ কানাই, কৈ কৈ সে দাদা বলাই,
কৈ কৈ সে সবের সে বল, কৈ কৈ সে দিন কৈ।
কা'রে ল'য়ে বনে যাব, কারে বনফুলে সাজাব,
কা'রে দেখে প্রাণ জুড়া'ব, কারে দুঃখের কথা কই।

তাল—রূপক

গেলে কাননে সকলে, ঘিরিলে ভাই দাবানলে,
মরিলে সব বিষজলে, বল্ কে বাঁচাবে জীবন।

সুবল। শুন ওহে সখাগণ, বলি সব বিবরণ,
আজ মোদের রাখালের জীবন ;
জুড়া'তে রাখালের জীবন,
এসে এই বৃন্দাবন, দিলে মোরে দরশন।

রাগিণী যোগিয়া মিশ্র—লোভা

আজি নিশি অবসানে, রাখালরাজে করি মনে,
অচেতনে ছিলেম কতক্ষণ ;
দেখি সেই কালশশী, মোর কাছে আসি বসি,
করে চাপি ধরিল নয়ন।
বদন দিয়ে শ্রবণে, কহে মোরে কাণে কাণে,
"বল্ সুবল আমি কোন্ জন" ;
দু'করে ধরিয়া কর, দেখি অতি কোমল কর,
বল্লেম "তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন"।
তখনি সম্মুখে আসি, আলিঙ্গিয়ে হাসি হাসি,
ব্রজবাসীর শুভ সুধাইল ;
স্পর্শেতে চেতন পেয়ে, সহর্ষে দেখিলেম চেয়ে,
সে কালীয়া কোথা লুকাইল!
না দেখে ভাবিলেম মনে, প্রিয় সখাগণ সনে,
সাক্ষাৎ করিতে বুঝি গেল ;
"তাই" সুধাই ভাই তোদের ঠাঁই, দেখেছিস্ কি ভাই কানাই,
দেখা দিয়ে কেন হেন কৈল।
শ্রীদাম। শুন ওহে সুবল ভাই, তোর ভাগ্যের সীমা নাই,
তোরে দেখা দিল সে ত্রিভঙ্গ ;
আলিঙ্গনে পেলি স্পর্শ, আয় ভাই তোরে করি স্পর্শ,
তোর স্পর্শে জুড়াইব অঙ্গ।

জানা গেল যে সম্প্রতি, সব হইতে তোর প্রতি,
অতি প্রীতি করে কালাচাঁদ ;
দেখে তোরে সকাতর, আসি প্রাণসখা তোর,
দেখা দিয়ে নাশিল বিষাদ।

রাগিণী—টোরি, তাল মধ্যমান

রাখালগণ। তাই বলিরে ভাই রে সুবল,
তুই ত কানাই পেয়েছিলি ;
না বুঝে তার চতুরালী, হারাধন পেয়ে হারালি।
যখন শ্যাম-সুধাকরে, নয়ন ধ'রেছিল করে,
তখনি' তার 'ধ'রে করে, মোদের কেন না ডাকিলি ?
পুনঃ যদি কোন ক্ষণে, দেখা দেয় কমলেক্ষণে,
যতনে করি রক্ষণে, জানা'বি তৎক্ষণে,—
কেউ ধ'রব তার কমল করে, কেউ থা'কব তার চরণ ধ'রে,
তবে আর আমাদের ছেড়ে, যেতে না'র্‌বে বনমালী।

(সকলের প্রস্থান)

(প্রভাতে উঠিয়ে রাধার প্রিয়সখীগণ।
সকলে মিলিয়ে এল শ্রীরাধাসদন ॥
দেখে বিধুমুখী ব'সে অধোমুখী হ'য়ে।
জিজ্ঞাসা করেন সবে রাই সম্বোধিয়ে ॥)

শ্রীরাধাসদন।

শ্রীরাধিকা বিষন্ন বদনে উপবিষ্ট

(সখীগণের প্রবেশ)

সখীগণ। উঠ উঠ বিনোদিনি, কথা বলগো শুনি,
কেন কমলিনি! হ'য়েছ মলিনী,
কি ভাব গো ব'সে একাকিনী ?

রাধিকা। এস সবে মোর প্রিয় নর্ম্মসহচরি,
বঁধু ত এল না ব্রজে বল কি আচরি।

রাগিণী ঝিংঝিট, তাল একতালা

মরি হায় কি হইল।
সই কি করি বল, বিচার করেই বল্,
ছিল যার বলেতে, আমার করী-বল,
ও সে, হরি-বলকে বল্ কে হরিল!

তাল ঐ

"আমার" মনসাধ না পূরিতে, শ্যাম গেল মধুপুরীতে,
ত্বরিতে আসার আশা দিয়ে—প্রাণসজনি গো।

"আমার" প্রাণ র'ল তার আশা-বদ্ধ, হ'ল গো তার আসা বন্ধ,
—(সে যে আস্‌বো বলে, আর ত ব্রজে এল না গো)—
বুঝি কার আশা-বদ্ধ হ'য়ে,—প্রাণসজনি গো।

তাল—একতালা

শুন ওগো বিশাখিকে, মন বিনে দুঃখের সাখী কে,
সেবিয়ে কল্পশাখীকে, আমার কল্পনা অল্প না পূরিল।
—(আমার কপাল দোষে সই)—

তাল—যদ্

"বঁধুর" দুরূহ বিরহদাহে, অহরহঃ মন দহে,
বন দহে যেন দাবানলে,—প্রাণসজনি গো।
শ্যামজলদ অভাবে, বল সে অনল কে নিবাবে,
বুঝি ভাবে ম'র্‌তে হবে জ্বলে।—প্রাণসজনি গো।

তাল একতালা

যেমন ক্ষুধিত ফণী, উগারিল নিজ মণি,
ভেকে ভুকিল অমনি, সে মণি-শোকে মরিল ফণী,
আমার তাই যে হ'ল!
(সুরে) শুন প্রাণসখি মোর দুঃখের নিদান,
প্রাণনাথ গেল তবু নাহি যায় প্রাণ।
ওরে অভাগীর প্রাণ, তোরে তাই বলি,
শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ হ'য়ে কোন্ কাযে র'লি ?

রাগিণী ঝিঁঝিট, তাল একতালা

কি কাজ, নিলাজ প্রাণ, তোরে আর,
এ দুঃখে কি সুখে অন্তরে রলি ?
"ওরে" যখন শ্যামরায়, গেল মথুরায়,
তুই কেন তার সনে, নাহি বাহির হ'লি ?
—(অভাগিনীর প্রাণ তখন)
কংসারি বিরহে, সংসারই অসার,
প্রশংসা-বিরহে থেকে কি সুসার,
ত্য'জে সুধাসার, ভুঞ্জে কে বিষ আর,
"এখন" বুঝে সারাসার সার সার বলি।
যার আদরে তোর ছিল শতাদর,
সে যদি ত্যজিল ক'রে হতাদর,
"এখন" কার আদরে বল্ হবে সমাদর,
থাকিয়ে কি ফল, হ'য়ে অনাদর ;
যে প্রাণবল্লভ, কোটি প্রাণাধিক,
জগতে কি আছে তাহার অধিক,
ধিক্ ধিক্ হিয়ে, কি কাজ রহিয়ে,
এখনও ফাটিয়ে কেন না পড়িলি।
সে সব কি তব নাহি পড়ে মনে,
ধৈর্য্য ধ'রে র'লি কি ভাবিয়ে মনে,
"আমি" পাব ব'লে মন দিয়ে প্রাণমন,
দাসী হ'য়েছিলেম সে রাঙ্গা চরণে ;

প্রাণনাথ যখন ক'রেছে গমন,
তার পাছে পাছে গেছে মোর মন,
তুই রে কেমন, না ক'রে গমন,
এ দেহে থাকিয়ে কি সুখ পাইলি।
—(অভাগিনীর পরাণ ওরে)—

বিশাখা। ভেবনা ভেবনা ধনি বসিয়ে বিরলে,
উদ্বেগ কলহ কণ্ডু বাড়য়ে সেবিলে।

রাধিকা। মনোদুঃখ কারে কই কেবা বোঝে সই ?
কি ছিলেম কি হ'লেম, আর কি বা হই।

রাগিণী—মনোহরসহি তাল—খয়রা

সখি ! শ্যামপ্রেমসুখ-সাগরে,
সদা আমি মীনের মত ডুবে রইতেম।
তখন আমি দুঃখের বেদন জান্‌তেম না গো।
—(সুখ-সাগরে ডুবে রইতেম)—
ভাব্‌তেম এ সাগর কি শুকাইবে.;
আমার এমনি ভাবে জনম যাবে।
—(এই বৃন্দাবন মাঝে)—,
যখন উঠিত মানের তরঙ্গ,
তখন কতই বা বাড়িত রঙ্গ।
—(বঁধুর মনে, আমার মনে তখন)—

তাল—খয়রা

"ছিল" প্রখর মুখর দুর্জ্জননিকর, শরদভাস্কর প্রায় গো।
"হয়ে" প্রবল প্রতাপ, সদা দিত তাপ,
"আমার" লা'গ্‌তো না সে তাপ গায় গো।

তাল—লোভা

"তাহে" কৃষ্ণ-নবজলধরে, "সদা" থাকৃত শীতল ছায়া করে;
"সে যে" লীলামৃত বরষিয়ে, "আমার" জুড়াইত তাপিত হিয়ে।
—(তাদের সে তাপ লাগ্‌বে বা কেন)—

তাল—খয়রা

"ছিল" প্রেমবিবাদিনী, পাপ-ননদিনী,
কুম্ভীরিণীর মত ফি'র্‌ত—(সে সাগরের মাঝে)—
"সদা" থাকৃত তাকে বাকে, দে'খ্‌ত তা'কে বা কে,
আপনি বিপাকে প'ড়্‌ত—(সে পাপ ননদিনী)—

তাল – লোভা

আমি ভাসিয়ে বেড়াইতেম সখি,
একবার চাইতেম না পালটি আঁখি।
—(শ্যাম-গরবে গরব ক'রে)—
—(পাপ ননদিনীর পানে)—

তাল – খয়রা

"হায় এমন সময়"
"দারুণ" অক্রূর আসিয়ে, অগস্ত্য হইয়ে,
গণ্ডুষে গ্রাসিয়ে গেল গো।—(আমার সুখের সাগর) —

"সে যে" হ'রে নিল ইন্দু, শুকাইল সিন্ধু,
এক বিন্দু না রহিল গো ;—(আমার কপাল দোষে—

তাল—লোভা

সেই সুখের সাগর শুকাইল,
এখন আমার মেঘের পানে চাইতে হ'ল।
—(তৃষিত চাতকীর মত—এক বিন্দু বারির আশে)—

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

শুন শুন সখীগণ, শ্রীকৃষ্ণ হিয়ার ধন,
কোথা গেল মোরে উপেক্ষিয়ে ;
—(আমার প্রাণবল্লভ গো)—
কি হইল হায় হায়, প্রাণ মোর বাহিরায়,
কৃষ্ণ-মুখচন্দ্র না দেখিয়ে।
যাঁহা বিনে অতি অল্প কাল হয় যেন কল্প,
কত না উদ্বেগ হয় চিতে।
—(সে দুঃখ ব'লব কা'রে গো)—
না দেখিয়ে তার মুখ, বাড়িতেছে কত দুঃখ,
আর প্রাণ না পারি ধরিতে।
—(এখন তারে না দেখিলে গো)—
যদি ছাড়ি গেল সেহ, কি কায রাখিয়ে দেহ,
মনস্থির করা নাহি যায় ;
—(প্রাণবল্লভ বিনে গো)—

কি করিব কোথা যাব, কোথা গেলে কৃষ্ণ পাব,
সখীগণ বল না উপায়।

রাগিণী—মনোহরসহি তাল তেতালা ঠেকা

আমার উপায় ব'লে দে গো সই,
বঁধু বিনে কেমনে বাঁচিব।
আমি কোথা যাব কি করিব গো।
বঁধুর বিরহানলে, মন প্রাণ সদা জ্বলে,
জলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলে, কি দিয়ে নিবাব ;
"সখি," বনের অনল দেখে সবে, মনের অনল কে দেখিবে,
এনে ছুরী দে গো তবে, চিরিয়ে দেখাব ;
সজনি ! বল্ কিসে বা প্রাণ জুড়াব গো।
যে করে আমার অন্তরে,জানে আমারি অন্তরে,
জান্‌বে কে জনান্তরে, কা'রে বা জানাব ;
"সখি," না হেরে বঁধুর মুখ, বিদরিয়ে যায় বুক,
সে মুখবিমুখ-মুখ কোন্ মুখে দেখাব ;
আমি এখনি প্রাণ ত্যজিব গো।

বিশাখা। (সুরে) বলি শুন গো বিধুমুখি ! কাঁদিলে বল ফল কি ? বসিয়ে অরণ্যে, ওগো রাজকন্যে, কাঁদিস্ নে আর সে শঠের জন্যে।

রাগিণী—আলাইয়া—তাল রূপক

ধৈর্য্য ধর ওগো রাজনন্দিনি !
এখন কাঁদ্‌লে আর কি হবে বিনোদিনি !

শঠে প্রাণ দিয়ে, চিরকাল যাবে কাঁদিয়ে,
বলেছিলেম যাই, শুন্‌লে না, রাই, কাণ দিয়ে,
এখন ফ'ল্‌ল তাই সুধাকরবদনি ।

তাল—খয়রা

"তাই" বলি বার বার, ধৈর্য্য ধরিবার,
নৈলে কি এবার, প্রাণ হারা'বে ?
হ'ল যা হ'বার, চিন্তা কি পা'বার,
কৃপাপারাবার ঘরে ব'সে পা'বে !
সৌভাগ্য-পরবের উদয় হ'বে যবে,
সেই কৃপাসিন্ধু উথলিবে তবে,
শুন রাজকন্যে, হবে প্রেমের বন্যে,
এই বৃন্দারণ্যে পুনঃ ভাসাইবে।

তাল রূপক

সে রাধারমণ, রাই বলে যখন হ'বে মন,
ব্রজে তখনি হবে বঁধুর আগমন,
এখন তাই ভেবে মনস্থির কর কমলিনি ।
রাধিকা। (সুরে) শুন শুন সখীগণ, আমার এই নিবেদন,
যদি ছেড়ে গেল প্রাণের প্রিয়জন,
তবে আর আমার ছার প্রাণের কি প্রয়োজন ?

রাগিণী মনোহরসই, তাল লোভা

এখন আমার বেঁচে আর ফল কি বল্ সজনি !
আমার বিচ্ছেদ-জ্বালায়, প্রাণ জ্বালায়,
কিবা দিবা কি রজনী গো ।
কৃষ্ণ-শূন্য বৃন্দারণ্য, জীবন হ'ল প্রেমশূন্য,
আমার যথা গৃহ তথারণ্য, মরিলে বাঁচি এখনি গো ।

তাল—খয়রা

এই ব্রজমাঝে, রমণীসমাজে,
ছিলেম শ্যাম-গৌরবিনী গো ;—সজনি !
"হ'ল" দারুণ বিধি বাম, হারাইলেম শ্যাম,
"আমি" হ'লেম প্রেমকাঙ্গালিনী গো ;—সজনি ।

তাল—লোফা

"যখন" ছিলেম কৃষ্ণধনে ধনী, বল্‌ত মোরে কৃষ্ণধনী,
"এখন" সার হ'য়েছে কৃষ্ণধ্বনি, হারায়ে সে চিন্তামনি গো ।

তাল—খয়রা

"আমি" ধরি তব পায়, রচ সে উপায়,
কি উপায় করি মরি গো ।—সজনি ।
"আমার" বিনে শ্যামরায়, ভয় কি আর মরায়,
"আমি" মরিলে ত্বরায় তরি গো ।—সজনি ।

তাল—লোফা

গরল খাইয়ে মরি, কিম্বা বিষধর ধরি,
নেলে" অনলে প্রবেশ করি, ত্যজিব জীবন আপনি গো ।

বিশাখা। শুন শুন গো রাধিকে, তুই যে মোদের প্রাণাধিকে,
'মোরা' তোকে দেখে রেখেছি জীবন।
বলিয়ে দারুণ কথা, ব্যথার উপর দিস্‌নে ব্যথা,
বল্‌ গো কোথা যাবে গোপীগণ ?

কৃষ্ণ-শূন্য বৃন্দাবনে, তোর বিধুমুখ বিনে,
গোপীগণের জুড়াতে কি আছে ?
তুই যদি যাবি গো মরি, তোর সব সহচরী,
বল্‌ কিশোরি যাবে কার কাছে ?

জগতে না কার পতি, পরবাসে করে গতি,
কোন্‌ যুবতী পরাণ ত্যজেছে ?
হ'স না ধনি এত ব্যস্ত, পুনঃ পাবি সে সমস্ত,
উদয় অস্ত চিরদিনই আছে॥

না ক'রে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি, স্থির কর মন বুদ্ধি,
কার্য্য সিদ্ধি হবে ধৈর্য্য হ'লে!
চরণ ধরি, যূথেশ্বরী! আর বলিস্‌নে 'মরি মরি,'
'মরি মরি' শুনে প্রাণ জ্বলে!

চিত্রা। (সুরে) ওগো বিনোদিনি রাজ-নন্দিনি! তুই যে শ্যামের আহ্লাদিনী, জানি মোরা চির দিনই; তাই বলি রাই, ভাবনা কি তোর, অনুমানি, সে ত যায় নাই ধনি, এই ব্রজ ছেড়ে কোন দিনই।

রাগিণী—জংলাট, তাল একতালা।

বিধুমুখি ! শোন, বলি শোন, আমার এই নিবেদন।
হেন মনে লয়, কৃষ্ণ গুণালয়,
সুখের নন্দালয়, করিয়ে প্রলয়,
যায় নাই কংসালয়, তোর সে মুরলীবদন।
সে ত জানে কত মায়া, মোদের কত মায়া,
জানতে অক্রূরমায়া প্রকাশিল ;
"সখি" মন জানিবার আশে, শরদের রাসে,
এমনি ধারা সে ত ক'রেও ছিল ;
চল চল ধনি ! বিপিনে পশিয়ে,
দেখি যেয়ে সবে শ্যাম অন্বেষিয়ে,
বুঝি কোন্ কুঞ্জে, আছে বা বসিয়ে,
রসিক-শেখর মদন-মোহন।

রাগিণী—মল্লার, তাল একতালা।

রাধিকা। ভাল ভাল ত ব'লেছ সখি।
তোমার কথার ভাবে, আমার মনের ভাবে,
দুয়ের ভাবে ভাবে, একই হ'ল যে দেখি ;
—(সখি ! ভাল কথার মিছেও ভাল)—
তোর কথা শুনে প্রাণ জুড়াল দেখি।
বলি শোন দেখি, মনে ভেবে দেখি,
থাকিলে তারে বৃথা কি দেখি ;

শয়নে স্বপনে, কিবা জাগরণে,
ভবনে কি বনে দেখি ;
যখন, বিরলে বসিয়ে নয়ন মুদে থাকি,
—(তখন যেন প্রাণ সই গো)—
সে নটবর বেশে. দাঁড়ায় এসে,—দেখি ;
"দিয়ে" গলে পীতাম্বর, বলে পীতাম্বর,
("রাধে বিধুমুখি !
একবার বদন তুলে নয়ন মেলে দেখ দেখি")
"অমনি" দেখি ব'লে যদি আঁখি মেলে দেখি,
দেখি দেখি করি পুনঃ নাহি দেখি,
না দেখিলে দেখি, দেখিলে না দেখি,
এ কি দেখি বল দেখি ?
(সুরে) চল চল চল সখি, শ্যাম অন্বেষিয়ে দেখি।
(রাধিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান

কানন

(রাধিকা ও সখীগণের প্রবেশ)

রাধিকা। (কৃষ্ণ-উদ্দেশে)
কোথা রইলে প্রাণনাথ, নিঠুর মুরলীবদন !

বিশাখা। দেখ দেখি বিধুমুখীর প্রেমের মহিমা।
ত্রিভুবনে রাধাপ্রেমের কেবা পায় সীমা ?
বসিলে উঠিতে নারে কেহ না ধরিলে ;
কৃষ্ণ-অন্বেষণে সেও যায় সিংহবলে !
কিন্তু কৃষ্ণ-বিচ্ছেদেতে ক্ষীণ কলেবর,
দেখনা চলিতে প্যারী কাঁপে থর থর !
এলায়ে প'ড়েছে ধনীর সুদীঘল কেশ ;
অনুরাগে কমলিনীর পাগলিনী বেশ।
চকিত নয়নে ধনী চারিদিকে চায়,
ডেকে বলে প্রাণনাথ রহিলে কোথায়।

রাধিকা। কোথা রইলে প্রাণনাথ! নিঠুর মুরলীবদন !

বিশাখা। ললিতে! রাইকে ধর ধর, বারণ কর অমন ক'রে যেতে।

সখীগণ। রাই! ধীরে ধীরে চল্ গজগামিনি !
অমন ক'রে যা'স্‌নে য'াস্‌নে যাস্‌নে গো ধনি।
—(তোরে বারে বারে বারণ করি রাই)—
একে বিষাদে তোর কৃশ তনু ; (রাধে প্রেমময়ি !)
'মরি মরি' হাঁটিতে কাঁপিছে জানু গো।
তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণ পাবি ;-(চঞ্চলা হইলি কেন)
না জানি কোন্ গহন বনে প্রাণ হারা'বি গো।
কত কণ্টক আছে গো বনে,-(দেখে যাস্-গো কমলিনি !)
মরি মরি, ফুটিবে দুটি চরণে গো।

"কত" বিজাতি ভুজঙ্গ আছে, গহন কানন মাঝে ;
—(দেখিস্ ধনি দেখিস্ দেখিস্)—
কমল-পদে দংশে পাছে গো।
"হ'ল" নয়নধারায় পিছল পথ,—আর কাঁদিস্‌নে বিধুমুখি)—
যাস্‌নে রাধে এত দ্রুত গো।
"মোদের" কাঁধে দুটি বাহু থুয়ে,
—(আমরা ত তোর সঙ্গে যাব)—
কমলিনি, চল্ গো পথ নিরখিয়ে।

রাধিকা। সখি! আমার কণ্টকাদির ভয় নেই।

মনোহরসহি—লোভা

যখন নব অনুরাগে, হৃদয়ে লাগিল দাগে,
বিচারিলেম আগে, পাছের কাজে।
—(যা যা ক'র্‌তে হবে গো—আমার বঁধুর লাগি)—
প্রেম ক'রে রাখালের সনে, ফির্‌তে হবে বনে বনে,
ভুজঙ্গ-কণ্টক-পঙ্ক-মাঝে।
—(সখি! আমায় যেতে যে হবে গো—
—রাই ব'লে বাজিলে বাঁশী)—
অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অতি পিছল,
চলাচল তাহাতে করিতেম।
-(সখি! আমায় চ'ল্‌তে যে হবে গো—
—বঁধুর লাগি পিছল পথে)—

হইলে আঁধার রাতি, পথ মাঝে কাঁটা পাতি,
গতাগতি করিয়ে শিখিতেম।
—(সদা আমায় ফির্‌তে যে হবে গো, কণ্টক-কানন মাঝে)—
এনে বিষবৈদ্যগণে, বসিয়ে নির্জ্জন স্থানে,
তন্ত্র মন্ত্র শিখেছিলেম কত।
—(কত যতন ক'রে গো—ভুজঙ্গ দমন লাগি)—
বঁধুর লাগি কৈলেম যত, এক মুখে ক'ব কত,
হত বিধি সব ক'ল্লে হত।
—(সে সব বৃথা যে হ'ল গো—আমার করম দোষে)—
(অভিসার)

বন

রাধিকা ও সখাগণ

রাধিকা। (কাননে উপস্থিত হইয়া বনের অবস্থা দর্শন পূর্ব্বক সাক্ষেপে স্বরে) বলি বলি প্রাণ আলি! এ বনে বা কেন এলি? বিনে বনমালী, দেখ বনমালি, যেন ম্লান হয় দিয়েছে কেউ কালি ঢালি।

রাগিণী মনোহরসহি—লোভা

না দেখে সে বাঁকানন, কত সুখের বা কানন,
সে কানন কানন হ'য়েছে।
—(প্রাণবল্লভ বিনে গো—কত শোভার বৃন্দাবন)—
শুষ্কপ্রায় তরুলতা, নাহি কা'রও প্রফুল্লতা,
ফুল পাতা ঝরিয়ে প'ড়েছে ॥
—(হায় সে শোভাই ত' নাই গো)—
—(যার শোভা তার সঙ্গে গেছে)—
এই না বকুল কুঞ্জে, কুসুমিত লতা পুঞ্জে,
পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জে অলিরাজ গো।
—(অতি মধুর স্বরে গো)—
ভ্রমর ভ্রমরী সব, হ'য়ে আছে যেন শব,
মরি মরি কোথা রসরাজ গো।
—(দেখে ধৈরয ধরিতে নারি—বৃন্দাবনের দশা)—
দেখ যত শুকশারী, পাসরি সে সুখসারি,
'আছে' সারি সারি বসে অধোমুখে ;
—(অতি মনোদুঃখে গো)—
দেখে বৃন্দাবনের কুহূ, পিকগণ না বলে কুহু,
'উহুউহু' দেখে বাজে বুকে।
—(বুক ফেটে যায় গো—বৃন্দাবনের দশা দেখে)—
সকলে দেখি শোকার্ত্ত, দেহে যেন নাহি আত্মা,
বঁধুবার্ত্তা কা'রে বা সু'ধাব ?

—(সকলেরই আমার দশা গো)—

দেখ বংশীবট ওই, যাই তার নিকটে সই,

দুঃখ কই, তবে বুঝি পা'ব।

—(ত্বরায় চল্ গো সজনি)—

বিশাখা। ভাল, চল যাই।

রাধিকা। শুন শুন বৃক্ষরাজ, বল কোথা রসরাজ, না হেরে গোবিন্দে, মরে গোপীবৃন্দে, একবার দেখাও দেখাও সে মুখারবিন্দে।

রাগিণী সুরট, তাল আড়াঠেকা

বল বল বংশীবট, কোথা শঠশিরোমণি,

সে রমণী-লম্পট।

তুমি ত সুবংশী বট, নহত সামান্য বট,

আমা সবার মান্য বট।

তোমার ছায়াতে ব'সি, বাজায় বাঁশী কালশশী,

তাতেই তুমি নাম ধ'রেছ বংশীবট,

কাননে প্রশংসী বট, কৃষ্ণপ্রেমের অংশী বট।

তাল একতালা

তমাল তাল হিন্তাল ধব, রসাল শাল শিংশপ হে।

বলি, শুন হে সরল, তুমিত সরল,

বল বল কোথা কেশব হে॥

—(যদি দেখে থাক ব'লে দেও হে)—

তোমরা তীর্থবাসী পরহিতকর,
এ বিপদে মোদের পরহিতকর,
বল কোথা আছে ব্রজশীতকর,
গোপী-চকোর-নিকর-বল্লভ হে।

তাল—আড়া

মরে হে গোপিকা সবে, দেখাও হে তা'কে সবে,
না দেখিলে সে কেশবে, কে স'বে আর এ সঙ্কট।

তাল—একতালা

"ও গো" মালতি, জাতি, কুন্দলতিকে, যূথি কনকযূথিকে গো ;
"ও গো" লবঙ্গলতিকে, চপলমতিকে,
দেখেছ কি যেতে অন্তিকে গো।
অবশ্য দেখেছ বল্লভ রাধার,
মকরন্দ ছলে বহে অশ্রুধার,
"সবায়" দেখে প্রেমাঙ্কিত, ক'রনা বঞ্চিত,
নারী হ'য়ে নারীজাতিকে গো।

তাল—আড়া

যদি কেহ দেখে থাক, দেখাইয়ে প্রাণ রাখ,
—(নইলে প্রাণ আর বাঁচে না গো)—উচিত নহে কপট।

(সখীগণের প্রতি)

সখি! অভাগিনীর দুর্দ্দশা দেখে বংশাবট নীরব হ'য়ে রইল, কোন কথাই ব'ল্লে না। চল, সখি, কদম্ব কাননে যাই,

ললিতা। আমরা তোমার অনুগত, প্যারি! তুমি যেখানে যাবে সেই খানেই যাব, রাই! তবে চল যাই। (স্বগত) আহা! প্রেমময়ী প্রেমবিহ্বলা হ'য়ে বনের বৃক্ষলতাকে বঁধুর কথা জিজ্ঞাসা ক'রচেন! হায়! কৃষ্ণ-প্রেমের পরিণাম কি এই!—রাজনন্দিনী রাই উন্মাদিনী!

(সকলের প্রস্থান)

কদম্বকানন

(রাধিকা ও সখীগণের প্রবেশ)

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

রাধিকা। এই ত কাননে গো, এই ত কাননে,
সখি গো! এই ত কাননে, কানু চরাইত ধেনু।
এই ত কদম্বমূলে বাজাইত বেণু;
—(মনের কতই বা সুখে)—
বেণুরবে ধেনু চরাইত,—(কতই বা সুখে)—
"আমি" তোমা সবায় নিয়ে সনে,
"সদা" আস্‌তেম শ্যাম-দরশনে; (কতই বা সুখে)-

তাল—খয়রা

"এই" কদম্বের মূলে, নিয়ে গোপকুলে,

চাঁদের হাট মিলাইত গো ;

—(সে রূপ মনে জাগিল এই বনে এসে)—

"কভু" প্রিয় সখার অঙ্গে, হেলায়ে শ্রীঅঙ্গে,

ত্রিভঙ্গ হ'য়ে দাঁড়াইত গো।

—(বঁধু কতই রঙ্গে)—

"লয়ে" সহচর-দলে, ফুল-ফল-দলে,

কি কৌশলে সাজাইত গো ;

"তখন" সে মুরলীধরে, সে মুরলী ধ'রে,

নাম ধ'রে বাজাইত গো।

—(অভাগিনী রাধার—কলঙ্কিনী রাধার)—

তাল দশকুশী

"তখন" শুনিয়ে মুরলী ধ্বনি, "আমি" হ'তেম যেন পাগলিনী,

পথ বিপথ নাহি জানি ;

—(অমনি বে'র হতেম গো—বঁধুর লাগি সখি)—

চলিতে চরণে কত, বিষধর বেড়িত,

মণিময় নূপুর মানি।

—(ফিরে চে'তেম না গো—চরণ পানে)—

তাল—লোভা

আমি আসিতেম বাঁশীর টানে।

তখন কে বা চাইত পথ পানে ॥

তাল খয়রা

"এক দিন" চম্পকের ফুল, হেরিয়ে ব্যাকুল;
হইল গোকুলশশী গো ;
"অমনি" 'কোথা রাধা' ব'লে, পড়িল ভূতলে,
ধরিল সুবল আসি গো।
—(হায় কি হ'ল বলি)—
"সে যে" দেখে অচেতন, করিল যতন,
চেতন যদি না হ'ল গো ;
"তখন" বঁধুর সে বোল, যাইয়ে সুবল,
সকাতরে জানাইল গো।
—(আমায় কেঁদে কেঁদে)—

তাল দশকুশী

"তখন" শুনিয়ে বঁধুর কথা, "আমার" মরমে লাগিল ব্যথা,
উপায় না দেখি বিচারিয়ে।
—(হায় হায় কি ক'রব গো—বঁধুর লাগি)—
"তখন" আপন ভূষণ দিয়ে, সুবলকে রাই সাজাইয়ে,
গেলাম আমি সুবল সাজিয়ে!
—(ধড়াচূড়া প'রে গো—সুবলের)—
—(বৎস কোলে ল'য়ে গো—কাঁচলী ঢেকে)—
"দেখি" নীলগিরি ধূলায় প'ড়ে, অম্নি তুলে নিলেম ধূলা ঝেড়ে,
রাখিলেম শ্যাম হিয়ার উপরি।
—(কত যতন ক'রে গো সে যতনের ধনে)—

"আমার" পরশে চেতন পে'য়ে, বলে আমার মুখ চেয়ে,

'কোথা আমার পরাণ কিশোরী'।

—(সুবল বল্ বল্‌রে—কেঁদে কেঁদে বলে)—

তাল লোভা

ব'ল্‌লেম আমিই তোমার সেই দাসী,

—(নাথ ! আমায় বুঝি চেন নাই হে)—

"অমনি" হৃদয়ে ধরিল হাসি—(বঁধু কতই বা সুখে)—

(সুরে) নিকুঞ্জকানন সখি, ওই দেখা যায় :

নিকুঞ্জবিহারী হরি, বিহরে যথায়।

চল, সখি ! ওই কুঞ্জে করি অন্বেষণ ;

বুঝি বা বসিয়া আছে মুরলীবদন।

ললিতা। তবে চল রাই।

(সকলের প্রস্থান)

নিকুঞ্জবন

(রাধিকা ও সখীগণের প্রবেশ)

রাগিণী—সিন্ধু, তাল রূপক

রাধিকা। মরি হায় গো সখি !—এই ত নিভৃত নিকুঞ্জে।

কত সুখে নিশি কাটাইতেম,

দেখে মনে প'ল বঁধুর গুণ যে !

সেই কুঞ্জ শূন্য র'য়েছে,
শ্যাম গেছে তার চিহ্ন আছে,
"সখি!" দেখে কি পরাণ বাঁচে,
আমার দ্বিগুণ জ্বলে মনাগুন যে।

তাল—খয়রা

"বঁধু" চরণ দুখানি, পসারি সজনি,
এই খানে বসিত গো।
"কত" আদরে, বিনোদ নাগর আমারে,
উরু'পরে ক'রে বসাইত গো।
করে করি করীদশন চিরুণী,
আচরি চিকুর, বানাইত বেণী,
"সখি!" সে বেণী সম্বরি, বাঁধিত কবরী,
'আবার' মালতীর মালে বেড়াইত গো।

তাল—রূপক

কত সাজে সাজাইত, মুখ পানে চেয়ে র'ত,
"বঁধুর" বিধুবদন ভেসে যে'ত, দুটী নয়নের জলপুঞ্জে।

তাল—খয়রা

"বঁধু" আপন শ্রীকরে, কুসুম-নিকরে,
তুলিয়ে আনিত গো;
কত যতন ক'রে, মনের মতন ক'রে,
মনমথ-শয্যা নিরমিত গো।

শয়ন করিয়ে সে কুসুম-শেযে,
হৃদয়ের মাঝে রেখে মোরে সে যে,
কতই বা কৌতুকে, মনের উৎসুকে,
সারা নিশি জেগে পোহাইত গো।

তাল—রূপক

কি মোর পাষাণ হিয়ে, হেন বঁধু ছাড়া হ'য়ে,
যায় নাই কেন বিদরিয়ে, থাকিয়ে কি হ'ল গুণ যে।

(বিষণ্ণভাবে উপবেশন)

ললিতা। দেখনা বিশাখে! রাইয়ের কি ভাব হইল।
কি ভেবে নীরবে ধনী বসিয়ে রহিল!
শত মুখে কইতেছিল পূর্ব্ব সুখ কথা।
কহিতে কহিতে কিবা উপজিল ব্যথা!

বিশাখা। শুন গো ললিতে! রাধা প্রেমের সাগর!
ভাবের তরঙ্গ তাহে উঠে নিরন্তর।
সারস পক্ষীর ধ্বনি করিয়ে শ্রবণ,
মুরলীর ধ্বনি, ধনীর হ'ল উদ্দীপন!

রাগিণী—মনোহরসাই, তাল-লোভা

রাধিকা। অতি দূরে বুঝি সই, বাজে ঐ মুরলী।
—(তোরা শ্রবণ পাতিয়ে, শোন্ গো)—
ঐ শুন নাম ধ'রে বাজে বাঁশী,
সখি! চল্ গো একবার দেখে আসি।
—(ধৈরয না মানে প্রাণে)—

তাল—খয়রা

বল কে কে যাবে, চল গো যে যাবে,
শশিমুখে বাঁশী কতই বাজাবে !
গেলে কুল যাবে, ব'লে, যে না যাবে,
না যাবে না যাবে, আমার কি যাবে ?
কে যাবে না যাবে, ক'রে সময় যাবে,
বিলম্ব দেখিয়ে, সে রসময় যাবে,
যে যাবে সে যাবে, থাক্ যে না যাবে,
"এখন" না গেলে আমারই পরাণই যাবে।

তাল—লোভা

"বুঝি" এত দিন পরে বিধি,
"আমার" মিলাইল হারানিধি।

তাল—খয়রা

শোন গো নীরবে, বাজে ঐ কি রবে,
বল্ দেখি এ রবে কে ঘরে রবে ;
শুনে যে এ রবে, কুলের গৌরবে,
ঘরে রবে তবে, রবে রবে রবে।
গোকুলশশী ত্যজি' যে রাখে দু'কুল,
দুকুল দিয়ে বেঁধে রাখুক্ সে দু'কুল,
আমাদের দুকুল, কৃষ্ণ অনুকূল,
তা বিনে মোদের এ দুকুল কি রবে ?

তাল—লোভা

আমার বিলম্ব সহে না প্রাণে,
আমি বে'র হ'লেম শ্যাম-দরশনে।
—(তোরা লো সই যাস্ বা না যাস্)—
(গমন করিতে করিতে মেঘ দেখিয়া
নিস্পন্দভাবে অবস্থিতি)

ললিতা। ওগো বিশাখিকে! দেখিছিস্ বিধুমুখীকে
মেঘ দেখে ধনী কেন স্তব্ধ হ'য়ে র'ল ?

বিশাখা। ললিতে!

দেখ্ দেখি শ্রীরাধার, কিবা প্রেম অসাধার,
কত ধার বহে তিলে তিলে।
দেখে নবজলধর, ভেবেছে মুরলীধর,
অতঃপর আসি দেখা দিলে॥
ইন্দ্রধনু দেখে ধনী, ভাবে শিখীপুচ্ছশ্রেণী,
শোভে কিবা চূড়ার উপর।
বকশ্রেণী যায় চ'লে, ভাবে মুক্তাহার দোলে,
বিদ্যুৎ দেখি ভাবে পীতাম্বর॥
হেম তনু রোমাঞ্চিত, প্রফুল্লকদম্বজিত,
যথোচিত শোভিত হইল।
ক্ষুব্ধ দেহ লুব্ধ মনে, অনিমেষ দুনয়নে,
মেঘ পানে চাহিয়া রহিল॥

রাধিকা। (সখীগণের প্রতি সুরে) আয় আয় সজনি! একবার দেখ্ সজনি! সত্বর এসে এখনই, আমাদের চিন্তামণি, বুঝি বিধি দিলে আনি, দুঃখিনীদের সময় জানি।

রাগিণী ললিত, তাল—আড়া

আয় আয়, দেখ্ দেখি গো সবে এই সে,
(মোরা) যার উদ্দেশে, বনে এসে,
দুঃখের সাগরে ভেসে, দেখিলাম সই সকল;
(ঐ দেখ্) সে আমাদের ভাল বেসে,
আপনি এসে দেখা দিল।
এ যে বড় ভাগ্যোদয়, সে যে নিঠুর নিরদয়,
হ'য়েছে সদয়;—
জুড়াইতে তাপিত হৃদয়, বৃন্দাবনে উদয় হ'ল।
শুন গো প্রাণ-সজনি, আজ বুঝি গত রজনী,
হ'বে মোদের শুভ জানি, শুভক্ষণে পোহাইল।

তাল—খয়রা

বহু দিনে অরি করি পরাজয়,
ঘরে এল হরি হ'য়ে গো বিজয়,
সহচরিচয়, শুভ পরিচয়,
কর ব'লে সবে হরি জয় জয়।
হৃদয়ে করিয়ে কুঙ্কুম লেপন,
মুক্তাহার তাহে দিব আলেপন,

পয়োধরে করি ঘটের স্থাপন,
আম্র শাখা দিব (বঁধুর) কর-কিশলয়।

তাল—আড়া

হৃদাসনে বসাইয়ে, নয়ন জলে চরণ ধুয়ে,
দিব কেশে মুছাইয়ে, হেরিব মুখকমল।

তাল—খয়রা

"কিবা" দলিতকজ্জ্বল, কলিত উজ্জ্বল,
সজল জলদ শ্যামল সুন্দর ;
"যেন" বকালী সহিত, ইন্দ্রধনুযুত,
তড়িত-জড়িত নবজলধর।
স্থূল মুক্তাহার, দুলিতেছে গলে,
জ্ঞান হয় যেন বকপাঁতি চলে,
চূড়ায় শিখণ্ড, ইন্দ্রের কোদণ্ড,
সৌদামিনীকান্তি, ধরে পীতাম্বর।

তাল—আড়া

আমরা গোপিকা যত, তৃষিত চাতকীর মত,
চেয়ে আছি বঁধুর পথ, তাই ত লীলামৃত দিতে এল।

(কৃষ্ণভ্রমে মেঘের প্রতি সুরে)

এস এস গোপীর জীবন ! মনে প'ড়েছে বুঝি বন, এস
দেখে জুড়াই জীবন, যে হ'তে গে'ছ ত্যজি বন, তখন যেত

এ জীবন, ওষ্ঠাগত হ'য়েও জীবন, কেবল দেখ্‌ব ব'লে যায়নি জীবন। ওহে গোপীর জীবন।

রাগিণী ভৈরব, তাল—একতালা

কি ভাবিয়ে মনে, দাঁড়ায়ে ওখানে, এসহে,—
"একবার" নিকুঞ্জ কাননে, কর পদার্পণ।
"একবার" আসিয়ে সমক্ষে, দেখিলে স্বচক্ষে, জা'ন্‌বে,
"সবে" কত দুঃখে রক্ষে ক'রেছি জীবন॥
ভাল ভাল বঁধু! ভাল ত' আছিলে?
ভাল সময় ভাল এসে দেখা দিলে,
"আর" ক্ষণেক পরে দেখা, দিলে প্রাণ সখা, দেখা হ'ত না,
"তোমার" বিরহে সবার হ'ত যে মরণ॥
আমার মত তোমার অনেক রমণী,
তোমার মত আমার তুমিই গুণমণি,
যেমন দিনমণির কত কমলিনী,
"কিন্তু" কমলিনীগণের ঐ একই দিনমণি।
"দেখ" নেত্রপলকে যে নিন্দে বিধাতাকে,
এত ব্যাজে দেখা, সাজে কি হে তাকে;
"বঁধু" যা হ'ক্ দেখা হ'ল, দুঃখ দূরে গেল, যাক্ হে,
"এখন" গত কথার আর নাহি প্রয়োজন॥
"আমার" হৃদয়কমলে রাখিয়ে শ্রীপদ,
তিল আধ ব'স, ব'স হে শ্রীপদ,

না সেবিয়ে পদ, হ'ল যে বিপদ,
সে বিপদ ঘুচাইব সেবি পদ।
যদ্যপি বিরহে তাপিত হৃদয়,
তাহে তাপিত না হবে পদদ্বয়,
কোটী শশী সুশীতল, হ'তেও সুশীতল, তোমার পদতল,
একবার পরশে শীতল হইবে এখন॥

(কোনও উত্তর না পাইয়া)

রাগিণী সুরট যোগিয়া, তাল—আড়া

এই যে নব ভাব সব, দেখ'ালে শ্রীবৃন্দাবনে।
"বঁধু" মান ক'রে কি মৌনী হ'য়ে, দাঁড়া'য়ে র'লে ওখানে॥
মানে যে কাঁদায়েছিলেম, পায় ধ'রে সাধায়েছিলেম,
কেঁদে কি তা শোধ করিলেম,
এখন ধ'র্‌তে হবে কি চরণে?
বুঝি কোন নূতন যুবতী, হবে নূতন রসবতী,
নূতন পড়া পড়া'য়েছে পেয়ে নূতন ভূপতি।
পুরুষ হয়ে মান করে, নারী সাধে চরণ ধ'রে,
হবে না তা ব্রজপুরে, গোপী যদি মরে প্রাণে॥
নূতন রাজ্যের নূতন রীতি, নূতন রাজার নূতন প্রীতি,
নূতন প্রেয়সীর প্রতি, নূতন দেখাবে সম্প্রতি।
যেয়ে নূতন নূতন দেশে, উচিত নূতন প্রকাশে,
নূতন নূতন, নূতন এসে, মিশে কি সে পুরাতনে॥

(ধীরে ধীরে মেঘের গমন)

(শশব্যস্তে সখীগণের প্রতি)

রাগিণী মল্লার, তাল—কাওয়ালি।

"সখি" ধর ঝট পীতপট, নিপট কপট শঠ,
লম্পট-শিরোমণি যায়।
আসিয়ে নিকট, কোথা ঘুচাইবে সঙ্কট,
বিকট বিরহ যে ঘটায়॥
ঠেকে যে শঠের ঠাটে, ব্রজের অবলা পাটে,
গোঠে মাঠে ঘাটে বাটে, কাঁদিয়ে বেড়ায় গো,
"সে যে" হঠাৎ আসিয়ে হটে, দেখা দিয়ে পথে ঘাটে,
বাটে বাটে বাট্ পাড়ি করিয়ে পলায়॥
জাননা কি চোর থাটি, দেখা দিয়ে পরিপাটী,
ক'রে কত সাটী বাটী, বেড়াইত বাটী বাটী।
উহার বাঁশীটি না সিঁধকাটি,
নারী বুকে সিঁদ কাটি,
মরমের গাঁটি কাটি, নিয়েছে মন লুটি পাটি।
কাটাইয়ে কুটি নাটি, ক'রে মোদের কুলমাটি,
ত্যজিয়ে গোকুলমাটি, যাইবে কোথায় গো।
"সখি"! কটিতটে আঁটি সাঁটি, সবে মিলে মাল সাটি,
আঁটি সাটী দ্রুত হাঁটি, চল না ত্বরায়॥

(মেঘের প্রস্থান)

(সকাতরে)

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

গেল গেল, সখি ! হায় হায়, শ্যামকে ধরাত গেল না ।
ধরা গেল না, দুঃখ আর গেল না ;
গেল না গেল না তবু প্রাণ ত গেল না !
বঁধু গেল উপেখিয়ে, প্রাণ র'ল আর কি দেখিয়ে,
কি হবে জীবন রাখিয়ে ;—
মরি মরি সহচরি ! কি করি তাই বল না ।
বিধি যদি পাখা দিত, উড়ে গেলে ধরা যে'ত,
তা হ'লে কি বঁধু যেত ;
এমন দারুণ বিধি তাও ত দিল না ॥
(মেঘের গমনপথ পানে চাহিয়া)

রাগিণী মনোহরসহি মিশ্রিত, তাল—লোভা

ওহে তিলেক দাঁড়াও, দাঁড়াও হে,
অমন ক'রে যাওয়া উচিত নয় ।
দাঁড়াও হে দুঃখিনীর বঁধু ! তিলেক দাঁড়াও ।
যে যার শরণ লয়, নিঠুর বঁধু !
"বঁধু" তারে কি বধিতে হয় হে,—তিলেক দাঁড়াও ।

তাল—পোস্তা

এথা থাক্‌তে যদি মন না থাকে, তবে যেও সেথাকে :
যদি মনে মনরত, না হয় মনের মত,

কাঁদ্‌লে প্রেম আর কত বেড়ে থাকে ?
তা'তে যদি মোদের জীবন না থাকে,
না থাকে না থাকে, কপালে যা থাকে, তাই হবে ;
"বঁধু" যেথা যে না থাকে, তা'কে আর সেথা কে,
ধ'রে বেঁধে করে রেখে থাকে ?

তাল—লোভা

তুমি যেও যথা সুখ পাও,
অভাগিনীর দুটো মুখের কথা শুনে যাও হে ।

তাল—পোস্তা

"বঁধু" মোরা ম'রে যাই, তায় ক্ষতি নাই,
প্রেমের কলঙ্ক হবে ;
"বলি" শুন হে কেশব, ব'ল্‌বে লোকে সব,
প্রেম ক'রে ম'ল গোপিকা সবে ।
আর এক দুঃখ, শুন হে কই তবে,
অকৈতব ভাবে ঘটা'লে কৈতবে,
(এই হবে হে),—
"বঁধু" ! জম্বুনদ-হেম, সম যেই প্রেম,
হেন প্রেমের নাম আর কেউ না লবে ।

লোভা

মোরা মরিলে না দেখ্‌ব তাও,
দুঃখের সময় দুটো মুখের কথা ব'লে যাও হে ।

পোস্তা

"দাসীর" এই নিবেদন, মনের বেদন, শুন বংশীবদন।
"বঁধু" আমরা কুলনারী, কিঙ্করী তোমারই,
সইতে নারি দারুণ বিরহ বেদন।
হ'য়েছিল যখন সে মথুরায় আসা,
ব'লেছিলে তখন হবে ত্বরায় আসা, শ্যাম হে!
"মোদের" আশাপাশ দিয়ে, গিয়েছ বাঁধিয়ে,
নিরাশ্বাস দিয়ে করহে ছেদন।

লোভা

একবার বিধুবদন তুলে চাও,
—(জন্মের মত দেখে লই হে নাথ)—
গোপীগণের প্রেমের মরণ দেখে যাও হে।

(রাধিকার মূর্চ্ছা)

সখীগণ। (সকাতরে)

রাগিণী—আলাইয়া, তাল—রূপক

ও তোর চরণ ধরিয়ে বলি প্যারি! ধৈরয ধর।
নয়ন মেলে মোদের বচন ধর,
ও ত নয় তোর গিরিধর, চেয়ে দেখ্ ঐ বারিধর,
"মরি" দুটি নয়নধারায় ধরা ভাসাস্‌নে ধনি!
হেরে নবীন ধারাধর।

একতালা

"রাই গো!" অঙ্গের অম্বর সম্বর সম্বর,

"ও তুই" বাঁচ্‌লে পাবি তোর সে পীতাম্বর।

"বলি" শুন বিনোদিনি! গেছে এত দিনই—রাধে!

"কেন" উন্মাদিনী হ'য়ে ত্যজ্‌বি কলেবর ?—সে বঁধুর লাগি;

কেন মেঘ দেখে রাই এমন হলি—

—(কাল মেঘ বুঝি তোর কাল হইল)—

—(তোরে কেন বনে মোরা এনেছিলেম)—

—(বনে এনে বুঝি তোরে হারাইলেম)—

—(আগে জ'ান্‌লে বনে আ'ন্‌তেম্ না গো)

তাল খয়রা

এমনি ক'রে যদি পরাণ ত্যজিবি,

পেতে প্রেমের হাট কি আপনি ঘুচা'বি,

"ব্রজে" তব শোকানলে, মরিবে সকলে,—রাধে!

'কথা' শুন্‌লে কি আর সেথা বাঁচ্‌বে নটবর।

—(ও তোর মরণ কথা গো ধনি!)—

—(ও তুই বাঁচিলে তোর বঁধু পাবি)—

—(আবার তেম্‌নি তেম্‌নি তেম্‌নি হ'বি)—

—(আবার শ্যামচাঁদের বামে দাঁড়াইবি)—

যদি, শ্যাম-বিরহে, রাই! প্রাণ হারাবি,

ও তোর সাধের বঁধু কা'রে দিয়ে যা'বি।

—(তাই বলি বলি রাই! গা তোল্ ধনি!)

তাল—রূপক

কেন অধৈর্য্য হইলি গো—রাধে!

ও তুই হ'য়ে ধৈর্য্যের ধরাধর।

রাগিণী—ঝিঝিট

ললিতা। হায় হায় বিশাখে! ধনীর একি ধারা দেখি;
মূর্চ্ছাগত হ'ল কেন জলধর দেখি!
শুন গো, বিশাখে, সবে কর সুমন্ত্রণা;
যাহাতে রাধার শীঘ্র ঘুচে এ যন্ত্রণা।

বিশাখা। শুন গো ললিতে! তবে যে উপায় করি;
রাধার শ্রবণে আমি চেতন-মন্ত্র পড়ি।
তোমরা রাইকে ঘিরে কর কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন;
দেখিবে এখনি ধনী পাইবে চেতন।

সকলে। (সুরে) একবার নয়ন মেল বিনোদিনি!
দেখ দেখ কৃষ্ণগুণমণি!

(রূপমঞ্জরীর ক্রোড়ে শয়ানা
রাধিকার ধীরে ধীরে চৈতন্য সঞ্চার)

রাধিকা। এখানে বসিয়ে তোরা কে গো বল"দেখি?

সখীগণ। একি বল সুধামুখি! আমরা তব সখী!
—(রাই কি চিনলা চিনলা)—

রাধিকা। তোদের কোলেতে আমি কেবা কহ শুনি!

সখীগণ। একি বল, তুমি মোদের রাধা বিনোদিনী।
—(রাই কি ভুলেছ ভুলেছ—আপনা চিনিতে নার)—

রাধিকা। কোন্ রাধা হই আমি বল সখীগণ ;

সখীগণ। বৃষভানুসুতা তুমি মোদের প্রধান।

—(তা কি জাননা জাননা)—

রাধিকা। তবে বল দেখি সখি, এসেছি কোন্ স্থানে ;

সখীগণ। ভুলেছ কি বিধুমুখি ! এসেছ কাননে।

—(তা কি মনে নাই মনে নাই)—

রাধিকা। রাজকন্যা হয়ে আমি কি জন্যে বা বনে ?

সখীগণ। কৃষ্ণহারা হ'য়ে বনে এলে অন্বেষণে।

—(তা কি ভুলেছ ভুলেছ)—

রাধিকা। কোথা গেছে প্রাণনাথ আমারে ছাড়িয়ে ;

—(হায় হায় কি কহিলে গো)—

সখীগণ। মথুরায় নিয়ে গেছে অক্রূর হরিয়ে !

রাগিণী মনোহরসই, তাল—জলদ খয়রা

রাধিকা। কি শুনালি কি শুনালি গো প্রাণালি,

"আমার" বনমালী বুঝি ব্রজেতে নাই।

—(কি প্রমাদের কথা—আমার মরমে বেদনা দিলি)—

—(আমার নিবা অনল জ্বালাইলি)—

"তবে" প্রাণনাথ বিনে, কেন এত দিন এ,

বজ্রবুকীর প্রাণ বাহির হয় নাই।

—(প্রাণ কি পাষাণ হ'তেও কঠিন হ'ল)—

"আমি" মরেছিলেম, সে ত বেঁচেছিলেম আলি,

তোরা সখি আলি, কেন হেথা এলি,

এলি এলি, পুনঃ ক'রে চতুরালী,
কেন গো বাচালি বাঁচালি রাই।
যদি প্রাণনাথ মোরে ছেড়ে গেল ;
আমার বাঁচন হ'তে মরণ ভাল।

(রাধিকার পুনর্মূর্চ্ছা)

সখীগণ। (শশব্যস্তে)

রাগিণী বাহার, তাল—একতালা

মরি ! কি হ'ল কি হ'ল, হায় হায় সখি !
ত্বরা এসে তোরা দেখ্ দেখ্ দেখি,
ও মা ! এ কি দেখি, বুঝি বিধুমুখী,
দুঃখিনীগণে কি উপেখিয়ে যায় ;
খ'সে প'ল ধনীর বসন ভূষণ,
দেখনা লেগেছে দশনে দশন,
"প্যারী" প'ড়ে ধরাসনে, বিচ্ছেদ-হুতাশনে,
রসময়ীর রস নাই রসনায়।
শীর্ণ কলেবর, কাঁপে থরথর,
হ'ল এ কি জ্বর ! ক'র্লে জ্বরজ্বর !
দুনয়নে ধারা বহে দরদর,
সত্বর ইহার উপায় কর কর ;
"ধনীর" প্রতি লোমকূপ, যেন ব্রণরূপ,
রুধির উদগম তাহার উপর !
'গোবিন্দ' বলিতে চাহে উচ্চৈঃস্বরে,

মুখে নাহি সরে, কেবল "গো গো" করে,
বিধুমুখ হেরে, হৃদয় বিদরে,
আজ বুঝি রাধারে বাঁচান না যায়।
সুবর্ণ জিনিয়ে, যে সুবর্ণ ছিল,
দেখ সে সুবর্ণ, বিবর্ণ হইল,
কর্ণমূলে ধনীর না পশিল ধ্বনি,
কমলিনা নয়নকমল মুদিল ;
"হায় !" নিদারুণ বিধির, কি দারুণ বিধি,
দিয়ে রাধানিধি, বঞ্চনা করিল।
"বিধি" অক্রূর রূপ ধরি, হ'রে নিল হরি,
সেই শোকানলে, সবে জ্বলে মরি,
আছে প্রাণ কেবল, হেরিয়ে কিশোরী,
"আবার" মেঘরূপে ব'ধে গেল কি রাধায়।

(সুরে) একবার নয়ন মেল গো কিশোরি ! ব্রজের সুখের হাট কি ভেঙ্গে যাবি ! তুই কিসের লাগি ধূলায় প'ড়ে ! —গা তোল্ গো কিশোরি ! মোদের তোমা বিনা কে আর আছে, মোরা দাঁড়াব আর কার কাছে, মোরা তোর হ'য়ে আর কার হ'ব, কার মুখ দেখে প্রাণ জুড়া'ব ?

রঙ্গদেবী। হায় কি হ'ল ! কই সখি, রাই ত চাইল না !

রাগিণী—মনোহরসাই, তাল—তেতালা ঠেকা

প্যারি বুঝি পরাণ ত্যজিল ;
ও গো প্রাণ সজনি গো !

সখি। উপায় কি করি বল্ গো!
প্রাণসখি গো! ব্রজে দিবসে আঁধার হ'ল।
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-সাগরে, তরিবার আশা ক'রে,
ছিলেম রাই-তরণী ধ'রে, সে তরী ডুবিল;
বিধি যখন বাদে লাগে, যে ডাল ধরে সে ডাল ভাঙ্গে,
আমাদের কি কর্ম্মযোগে, তাই বুঝি ঘটিল;
মোদের এ কুল ও কুল দুকুল গেল গো,
মোদের শ্যাম গেছে, রাইও উপেক্ষিল।
বড় আশা ছিল মনে, আসিবে শ্যাম বৃন্দাবনে,
সবে যেয়ে বনে বনে, কুসুম তুলিব;
সাজা'য়ে রাই ল'য়ে সনে, বসাইব একাসনে,
শ্যাম সনে রাই দরশনে নয়ন জুড়াব;
মোদের সকল আশা ফুরাইল,
মোদের ভাঙ্গা কপাল ভেঙ্গে গেল।

তাল—খয়রা

চিত্রা। আর কি বৃন্দাবনে, তোমায় ক'রে মনে,
আ'স্‌বে সে কালশশী?
—(বলি কি ভেবে আজ এমন হ'লি কমলিনি!)—
—(তুই কি ব্রজলীলা সাঙ্গ দিলি আজ অবধি)—
"হায় হায়" আর কি বিধুমুখে, শ্যাম-সনে কৌতুকে,
দে'খ্‌ব না সে মধুর হাঁসি!

আর কি এ সবারে, ফুল আনিবারে,
ব'ল্‌বি না কাননে যেতে !
"হায়" আর কি সে শোভার, বৈজয়ন্তী হার,
গাঁথ্‌বি না শ্যামকে পরা'তে !

আর কি কদম-তলে, রাধা রাধা ব'লে,
বাজ্‌বে না বঁধুর বেণু !
"হায়" আর কি ক'রে ছল, নিয়ে সখীদল,
যাবি না ভেটিতে কানু।

আর কি বঁধু সনে, ব'সে একাসনে,
ব'ল্‌বি না রসের বাণী ;
—(মোদের সকল সাধ কি ঘুচাইলি) —
"মরি" আর কি নয়ন ভরি, যুগল-মাধুরী,
হে'র্‌ব না গো বিনোদিনি।

ললিতা। বিনে প্রাণের বিধুমুখী, যে দিকে ফিরাই আখি,
শূন্যময় দেখি ত্রিভুবনে ;
যেন হেন জ্ঞান হয়, ব্রজ কি হইল লয়,
রসময় রসময়ী বিনে।

বসুধা হইল সুধা, সুধাংশু হারা'ল সুধা,
সুধামুখী রাই যদি ম'ল ;
জ্ঞান হয় আজ অবধি, নিধিপতি হতনিধি,
রত্নাকর রত্ন-শূন্য হ'ল।

বিশাখা। আনিয়ে কমলতন্তু, নাসাগ্রে ধরিলাম কিন্তু,
দেখা গেল না চলে নিশ্বাস ;
দেখিলাম ধ'রে নাড়ী, লক্ষিতে নাহিক পারি,
তবে প্যারী বাঁচার কি বিশ্বাস।
—(ধনী বুঝি বাঁচে না বাঁচে না, দেখ কি আর ললিতে)—
রাই যদি ত্যজিল দেহ, মিছে কি কর সন্দেহ,
অনুমতি দেহ সবে মিলে ;
—(রাইকে যদি হারা'লেম ২—গহন কাননে এনে)—
লইয়ে কিশোরীর দেহ, চল যেয়ে ত্যজি দেহ,
ঝাঁপ দিয়ে শ্যামকুণ্ডের জলে।
—(প্রাণ আর রা'খ্‌ব না ২—শ্যাম-বিরহে রাই-বিরহে)—

চিত্রা। এত কি কপালে ছিল, রাধার মরণ দেখ্‌তে হ'ল,
ব'সে সবে রাধার সম্মুখে !
যখন হরি গেল ছেড়ে, তখন যদি যেতেম ম'রে,
এ শেল ত না পশিত বুকে।
শুনে রাধার বৃত্তান্ত, রাধা-শোকে রাধাকান্ত,
প্রাণান্ত ক'র্‌বে গো তখনি !
না শুনিতে তার সে তত্ত্ব, সবে হ'য়ে একচিত্ত,
আত্মঘাত ক'র্‌ব গো এখনি।

ললিতা। আন গো, বিশাখে ! বিষ খাইয়া মরিব।
প্যারী বিনে এ পরাণ কি কাজে রাখিব !

বিশাখা। আমি যেয়ে বিষহ্রদে পরাণ ত্যজিব।
শ্যাম-বিরহ রাই-বিরহ সহিতে নারিব!

চিত্রা। আমি ত এখনি সখি, অনলে পশিব;
এ ছার জীবন আর কি কাজে রাখিব।

—(প্রাণ আর রা'খ্‌ব না রা'খ্‌ব না—ওগো ২ ও বিশাখে)—

চম্পকলতা। আমিত যমুনা জলে ঝাঁপ দিয়ে মরিব;
এ পাপ পরাণ রেখে কি আর করিব।

—(প্রাণ আর রা'খ্‌ব না রা'খ্‌ব না - ওগো ২ ও চিত্রে)—

রঙ্গদেবী। আমিত এখনি যেয়ে ভুজঙ্গ ধরিব,
নতুবা পর্ব্বতে চড়ি অঙ্গ ঢেলে দিব।

—(প্রাণ আর রা'খ্‌ব না রাখ্‌ব না, ওগো চম্পকলতিকে)—

(শ্রীহরি-বিরহে রাধার শেষ দশা দেখি,
মুর্চ্ছাগত হ'ল যত প্রিয় নর্ম্ম সখী।
হেন কালে হঠাৎ আসিয়ে চন্দ্রাদূতী;
হেরিয়ে সবার দশা বিষণ্ণা যুবতী।)

(চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী। (সাশ্চর্য্যে)

ওমা! এ কি সর্ব্বনাশ আজ বিপিনে।
হায় হায়! একি বিপদ হেরি বিপিনে।

এ সব কনকপুতলী, পড়িয়াছে ঢ'লি,
বিপিনবিহারী শ্রীহরি বিনে।
গজোৎখাতে যেন কমল কানন,
মহাবাতে যেন হেম-রম্ভাবন,
সেই দশা দেখি হয় সম্ভাবন,
গোকুলের কুলযুবতীগণে।
(হায় হায়, কি ভাবে আজ এমন হ'ল—
কাননের মাঝে)—
"হায় হায়" কেন আচম্বিতে, ত্যজিয়ে সম্বিতে,
এ সব বনিতে, প'ড়ে অবনীতে,
—(এদের ভাব যে বুঝিতে নারি)—
হেরে বিপরীতে, ধৈরয ধরিতে,
নাহি পারি চিতে হ'ল কি মরিতে;
সহসা কি দশা হ'ল সবাকার,
শবাকার যেন দেখি সবাকার,
"হায়" হায় প্রতীকার, করে কে বা কা'র,
সে বাঁকার বুঝি এই ছিল মনে।
"দেখি" কলাবতীগণ, হ'য়েছে বিকলা.
অবিকলা যেন কলানিধির কলা,
সহজে সরলা, গোপকুলবালা,
পশ্চাৎ না গণি ঘটা'য়েছে জ্বালা;
কুটিল কালার প্রেম-ফুল-বনে,

বিচ্ছেদভুজঙ্গ ছিল তা' না জেনে,
কুসুমের লোভে, পশিয়ে সে বনে,
ভুজঙ্গ-দংশনে ম'ল কি প্রাণে।
"মরি"! যে রাধার রূপ, বাঞ্ছে শ্রীপার্ব্বতী,
যার সৌভাগ্য গুণ, বাঞ্ছে অরুন্ধতী,
যার স্থানে ব্রজ-যুবতী-সংহতি,
শিক্ষা করে কলাবিলাসসন্ততি;
যে রমণী রমণীর শিরোমণি,
শ্যাম গুণমণির হিয়ার হৈমমণি,
সে রমণীর দশা দেখিয়া এমনি,
কোন্ রমণী ধৈর্য্য ধরে বা প্রাণে।

তাল লোভা

হায় গো! যে ধনী আছিল শ্যামের হিয়ার হেমহার;
—(বঁধুর হিয়ার ধন আজ ধূলায় প'ড়ে গো)—
"মরি মরি" হরি-হারা হ'য়ে হেন দশা কি তাহার।
হায় গো! কুন্দন কনক জিনি তনুকান্তি ছিল;
—(সোণার বরণ কাল হ'ল গো কাল ভেবে দিবানিশি)-
হেম-কমলিনী কেন মলিনী হইল।
হায় গো! কোটীচন্দ্র জিনি ধনীর মুখচন্দ্র-শোভা!
—(দশা দেখে কি পরাণে মানে গো—বিনোদিনীর)—
সেই মুখচন্দ্র আজি দেখি হতপ্রভা।

হায় গো! নাটুয়া খঞ্জন জিনি নয়ন চঞ্চল;
—(নয়ন, মনোমোহনের মনোমোহন গো)
সে নেত্র যুগল দেখি হ'য়েছে অচল।

হায় গো! অতুল রাতুল কিবা চরণ দুখানি;
—(চরণ, কমল হ'তেও সুকোমল গো)—
আলতা পরা'ত বঁধু কতই বাখানি।

হায় গো! এ কোমল চরণে যখন চলিত হাঁটিয়ে,
—(বঁধুর দরশন লাগি গো—অনুরাগে)—
হেন বাঞ্ছা হ'ত তখন পাতিয়ে দি হিয়ে।

(স্বগতঃ)
দেখি সব সখী ধূলায় প'ড়ে অচেতন;
এ সবারে তুলি আগে করিয়ে যতন;
ইহাদের মুখে রাধার বৃত্তান্ত জানিব।
যে হয় কর্ত্তব্য তাহা পশ্চাতে করিব।

(সুরে) উঠগো ললিতে সখি, দেখ, নেত্র মেলি,
বল বল, কেন হেন হইল সকলি।
উঠগো বিশাখাসখি, দেখনা চাহিয়ে;
বল গো কি জন্যে সবে অরণ্যে পড়িয়ে।
—(কেন এমন বা হ'লি গো)—
উঠগো সুচিত্রে দেখ মেলিয়ে নয়ন;
বল সবার এই দশা হ'ল কি কারণ!

—(ভাব ত বুঝিতে নারি গো—
—কি ভেবে আজ এমন হ'লি)—
উঠগো চম্পকলতা বল কথা শুনি ;
কি ভেবে আজ বিনোদিনী হ'ল গো এমনি।
—(রাই কেন ধূলায় বা প'ড়ে গো—যতনের ধন)—
উঠ রঙ্গদেবি দেখ হইয়ে চেতন,
বল গো কি লাগি ধনীর ধরায় পতন।
(সখীগণের চৈতন্য ও ধীরে ধীরে উত্থান)

বিশাখা। (সকাতরে) ওগো চন্দ্রাসখি! রাইকে দেখ এসে কাছে;
রাই আমাদের আছে কি না আছে প্রাণে বেঁচে

রাগিণী ললিত ভৈরব, তাল যদ্

দেখ চন্দ্রাদূতি সতি, তুমি ত সুমতিমতী,
শ্রীমতী শ্রীমতী মোদের কি মতে এমতি হ'ল ;
হেরে নবজলধরে, নয়নে কি জল ধরে,
ভেবে শ্যামজলধরে, ধ'র্‌তে যেয়ে ধরায় প'ল !
ভেবেছিলাম রাইকে নিয়ে, গহন কাননে গিয়ে,
লীলা-স্থান দেখাইয়ে, করিব শীতল ;
ক'র্‌তে চাইলেম ভাল মনে,
ম'র্‌তে রাই আনিলেম সনে,
হত্যে কি করিলেম বনে, কি ক'র্‌তে কি ঘ'টে গেল।

ললিতা। দেখ রাধার সম্প্রতিক, হ'ল ব্যাধি কি গতিক,
কফাত্মিক বাতিক কি পৈত্তিক।
হ'ল কি সান্নিপাতিক, নতুবা কি সাংঘাতিক,
কি বা হ'ল অন্তিম সাত্বিক!

চন্দ্রা। ওগো! তোরা ব্যস্ত হ'স্‌নে, কোন চিন্তা নেই;
ব্যাধি নহে রাধিকার, এ যে সাত্বিক বিকার!

ললিতা। চন্দ্রে! তবে বল দেখি রাই বাঁচাবার উপায় কি?

চন্দ্রা। আমি একটি উপায় মনে ক'রেছি।
শোন বলি গো সজনি, চিত্রকারিণাকে আনি,
অচিরে রচিয়ে চিত্রপটে;
বৃথা কি বিলম্ব কর, আমার মন্ত্রণা ধর,
আনি ধর রাধার নিকটে।
—(তোরা ত্বরা এই কর্‌গো)—
কৃষ্ণ-অঙ্গ-পরিমল, মৃগমদ নীলোৎপল,
রাখ সখি নাসাঅগ্রে ধ'রে;
আমি রাইকে কোলে নিয়ে, শ্রবণে বদন দিয়ে,
'কৃষ্ণ দেখ' বলি উচ্চৈঃস্বরে।
—(চৈতন্য হবে গো কৃষ্ণ নাম শুনে)—
সবে কর জয়ধ্বনি, ধ্বনিতে বুঝিবে ধনী,
গুণমণি এ'ল বৃন্দাবনে;

"চেতন পেয়ে"—

যখন শ্যামকে দে'খ্‌তে চাবে, চিত্রপট দেখান যা'বে,

স্থির হ'বে সে রূপ দরশনে।

সখিগণ। চন্দ্রে ! এ বেস পরামর্শ, তাই করা যাক্‌।

(রাধিকার নাসাপ্রান্তে সৌগন্ধি-যোজনা

ও সম্মুখে চিত্রপট সংস্থাপন)

ও সম্মুখে চিত্রপট সংস্থাপন)

সকলে। জয় রাধাবল্লভের জয় ! জয় শ্যাম সুন্দরের জয় !

চন্দ্রা। (রাধিকার প্রতি)

(সুরে) ওগো চন্দ্রাননে। ওগো হরিণনয়নে !

হের হের মেলিয়ে নয়ন।

উঠাইয়ে বিধুমুখে, দেখ না তব সম্মুখে,

দাঁড়ায়েছে সে বংশীবদন॥

(রাধিকার চৈতন্য ও প্রেম-বিহ্বল ভাবে)

রাগিণী জয় জয়ন্তী, তাল একতালা

রাধিকা। কো কো কো কোথা গো, বি বি বি বিশাখে,

দে দে দে দেখা সে, ব ব ব বঁধুকে ;

না না না না দেখে, বি বি বিধুমুখে,

প প পরাণ যে যা যা যায় দুঃখে।

ম ম ম'রেছিলাম, হায় গো বিশাখা,

বাঁ বাঁচা'লি ব'লে দে দেখা'বি সখা,

দে দে দেখা সখা বি বি বি বিশাখা,
ধ ধ ধরি হরি, তা তা তাপিত বুকে।
ব বলিতে নার ললিতে সই,
ললিত ত্রিভঙ্গ ক ক ক ক কই,
চি চি চি চিত্রে, সে সুচিত্রে,
না হেরিয়ে চিত্তে মা মা মানে কই ;
কো কো কোথা বল চম্পকলতিকে,
লু লু লুকালি সে চঞ্চলমতিকে ;
একবার তা তা তাকে দে দে দে আমাকে,
নইলে মরি তো তো তোদেরই সম্মুখে।
শোন গো র র ররঙ্গদেবিকে,
শ্যাম-দর্শন-পণে রা রা রাই দেবিকে,
সু সু সু দেবিকে, কি কি কি নিবি কে,
দে দেখা'য়ে তারে কি কি কিন্ আমাকে ;
তু তু তু তু তুঙ্গবিদ্যে ইন্দুরেখে,
কি কি কি কি কাজ আর এ জীবন রেখে,
ম ম ম ম মরি, দে দে দেখা হরি,
জন্মের মত যা-যা যা যা যাই দেখে।
(স্থিরনেত্রে সম্মুখস্থ চিত্রের প্রতি)

(সুরে) ও ললিতে ! ও বিশাখিকে ! সবে দেখ্ এসে সখি ! প্রাণাধিকে ! আজ বুঝি সুপ্রভাত হ'য়েছিল, তা'তে দেখা হ'ল, দেখে বিধুবদন নয়ন মন জুড়াইল।

রাগিণী মনোহরসহি, তাল লোভা

এস এস নাথ! রাখি হিয়ার মাঝারে ভরিয়ে!
যদি দাসী ব'লে দেখা দিলে, দুটী নয়ন প্রহরী করিয়ে।
আসিয়ে কংসের চর, কাটিয়ে মোর এ পাঁজর,
বঁধু, তোমায় নিতে আর নারিবে হরিয়ে।
বঁধু, আমার হৃদয়মাঝে, বিচিত্র পালঙ্ক আছে,
তা'তে সুখে শয়ন কর তুমি;
দুটী শীতলচরণ সেবি আমি, বঁধু পরম যতন করিয়ে।
"বঁধু" তুমি আমার বক্ষের রতন, ধনে যেমন যক্ষের যতন,
ভুজঙ্গিনীর যেমন মণি, তুমি আমার হও তেমনি,
আর যে তোমায় প্রাণান্তে দিব না ছাড়িয়ে।

(চিত্রপট আলিঙ্গন)

(সখীগণের প্রতি)

রাগিণী জয়জয়ন্তী, তাল একতালা

হায় হায় সহচরি, কি করি কি করি,
হেরিলাম হরি কি হ'ল কি হ'ল!
"ও রূপ" দর্শনে যেমন, জুড়াইল মন, এ কেমন,—
"হায় হায়" পরশে তেমন কেন না হইল।
প্রাণ সখি! ও কি হ'ল গো, কি হ'ল,
বঁধু দেখা দিয়ে আবার কোথা লুকাইল,
ভাবলেম হারানিধি বিধি মিলাইল,
আমার কপাল দোষে পুনঃ হ'রে নিল।

যেমন তৃষ্ণাতুরে, মৃগতৃষ্ণা হেরে,
বারি জ্ঞান ক'রে, গেল গো সত্বরে,
"গিয়ে' না পাইল জল, হইল বিকল, মরিল,—
হায়-হায়" আমার কপালে তাই বুঝি ঘটিল।
সখি, তোরা ত দেখা'লি ব্রজেন্দ্রতনয়,
আমি, পরশিয়ে দেখি, সে ত এ ত নয়,
"আমার" দুঃখের সময়, আসি রসময়, জ্ঞান হয়,—
"ও সে" রসময়, বুঝি বিষময় হ'ল।
কি বা, এসে নাগর, আলি, কৈল নাগরালী,
নাকি চতুরালি, তোদের চতুরালী,
"তোরা" করিয়ে কপট, এনে চিত্রপট, সন্নিকট,—
"বুঝি" কহিলি লম্পট বৃন্দাবনে এল;

চন্দ্রা। রাধে! শান্ত হও, কান্ত পাবার উপায় করি।

রাধিকা। ওগো সখি! দেহ মোরে যোগিনী সাজা'য়ে।
বঁধু অন্বেষণ করি মধুপুরী যেয়ে॥
ভিক্ষা-ছলে বেড়াইব নগরে নগরে।
অবশ্য পাইব মোর বিনোদনাগরে॥

চন্দ্রা। (সুরে) কি কহিলি রাজকন্যে, তুই যাবি বঁধুর জন্যে,
যোগিনী হইয়ে, শুনিয়ে, দহিছে হিয়ে, মোরা মরি
নাই, রাই, এখনও আছি বাঁচিয়ে।

রাগিণী—মনোহরসই তাল লোভা

তুই যে মোদের রাই গরবিনী, ব্রজের রমণী মাঝে রাই ধনি!
তোর যে গরব শ্যামগরবে, মোদের গরব তোর গরবে,

ধনি তুই কেন মথুরা যাবি, যেয়ে সবার গরব ঘুচাইবি।

— (আমরা ত মরি নাই মরি নাই)—

মোরা তোর হ'য়ে মথুরায় যাব,

—(তুই রাজার মত থাক্‌না ব'সে)—

—(ভাবিস্ নে গো রাজ-নন্দিনী)—

ও তোর প্রাণনাথকে এনে দিব।

—(আবার পায় ধ'রে লোটাবে এসে)—

—(তেমনি ও ক'রে রাই রাখ রাই রাখ ব'লে)

রাধিকা। শুন গো চতুরা চন্দ্রে! আনিতে গোকুলচন্দ্রে,

সাজ তবে অবিলম্ব করি;

যাত্রা কর স্মরি হরি, মনের কপট পরিহরি,

হরি যেন ঘটান শ্রীহরি।

চন্দ্রা। ওগো রাধে চন্দ্রাননে! আন্‌তে নবঘনশ্যামে,

যাই তবে মথুরা ধামে।

রাগিণী—বেলড়, তাল একতালা

তবে যাই, রাই, যাই, মথুরা নগরে,

আন্‌তে তোমার বিনোদ নাগরে,

"যেয়ে" নগরে নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,

দেখ্‌ব অন্বেষণ ক'রে।

যেখানেতে পাব লম্পট মাধব,

রাধে! যেয়ে এনে যে দিব,

আমি চ'ল্লেম এ প্রতিজ্ঞা ক'রে।

তবে তোর আর ভাবনা কিসে,
রাধে ! প্রেমময়ী ! ভাবনা কি ? সে
ব'সে আছে তোর চরণ ধ'রে ॥
একবার হেসে কথা কও গো রাই,
অনেক দিন যে হাসি দেখি নাই,
বলি বলি যাত্রাকালে,—
তোর হাসি বদনখানি, দেখে যাই পুরে।

রাধিকা। (ঈষৎ হাস্যমুখে) তবে এখন যাও চন্দ্রে !

চন্দ্রা। তবে চ'ল্লেম।

(চন্দ্রার প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ)

রাধিকা। চন্দ্রে ! ফিরে এলে কেন ?

চন্দ্রা। রাই ! ফির্‌বার কারণ আছে।
একটী কথা মনে প'ল, তা'তে ফিরে আস্‌তে হ'ল,
দিয়েছিল দাসখত, স্বহস্তের দস্তখত,
আছে রাই তোর হস্তগত, প্রশস্ত মত,—
দে দেখি সে খৎখান মোরে,
—(যদি যেতেই হ'ল সে মথুরায়)—
তবে ল'য়ে যাই তাই হস্তে ক'রে।

রাধিকা। খৎ নিয়ে কি কর্‌বি চন্দ্রে ?

চন্দ্রা। রাই ! খৎ নিয়ে এই কর্‌ব,—
ব'লব আগে রীতিমত, তা'তে যদি না হয় রত,

দেখায়ে এই দাসখত, বাঁধ্‌ব আপন-জোরে ;—
লোকে যদি সুধায় মোরে, কেন বাঁধ রাজার করে,
তখন আমি ব'ল্‌ব গরব ক'রে,
"ব'ল্‌ব" আমাদের আমাদের আমাদের রাজার,
"রাজার" খতের খাতক নিলাম ধ'রে।
—(তারে মোদের ভয় কি ?—রাজা হ'ক্‌ না কেন)—
—(সে মথুরার রাজা হ'ক্‌ না কেন)—
—(সে ত আমাদের প্রাণবল্লভ বটে) —
"ব'ল্‌ব" খতের খাতক নিলাম ধ'রে।

রাধিকা। তবে চন্দ্রে ! এই খত নেও। (অর্পণ)

(চন্দ্রার হস্ত ধরিয়া)

তুমি চন্দ্রা সুচতুরা, নিশ্চয় যাবে মথুরা,
আনিতে মোর পরাণবল্লভে ;
আমার শপথ লাগে, বলি, সখি, তোমার আগে,
মোর এই কথাটি রাখিবে।
বেঁধনা তার কমল-করে, ভৎর্সনা ক'র না তারে,
মনে যেন নাহি পায় দুঃখ ;
আহা, যখন তা'রে মন্দ কবে, চন্দ্রমুখ মলিন হবে,
তাই ভেবে ফাটে মোর বুক।

চন্দ্রা। বলি রাধে !

সহিতে না পার যদি, ব'ল্লে কিছু কান্তে,
তবে কি বল গো তার চরণ ধ'রে আন্‌তে ?

রাধিকা। কি ব'ল্লে চতুরে? তার চরণ ধ'রবে? ছি ছি!
ভৎর্সনাও ক'র না চরণও ধ'র না।
ব্রজের বিপদ সব জানা'বে ভঙ্গীতে;
সেই মাত্র বুঝে, যেন না বুঝে সঙ্গীতে।
সভা বুঝে ক'বে কথা নইলে না কহিবে;
আসে কি না আসে হরি নিশ্চয় জানিবে।

চন্দ্রা। রাজনন্দিনী! আমি এখন যাই তবে,
ভাল, যা হয় তা করা যাবে।

(কাত্যায়নী স্তব)

মালসী

রাগিণী—খাম্বাজ, তাল একতালা

যোগেশ্বরি, জগদীশ্বরি, যোগমায়া জগদম্বে;
তোমায় স্মরণ করি, যাই যাত্রা করি,
পাই যেন শঙ্করি, হরি অবিলম্বে।
বৃন্দাবনে তব নাম কাত্যায়নী,
কৃষ্ণ-সুখের তুমি হও অত্যায়নী,
ওগো নারায়ণি, সর্ব্বপরায়ণি,
তোমাপরায়ণীর কি দুঃখ সম্ভবে।
জগদম্বালিকে, নগেন্দ্রবালিকে,
এ সব বালিকে, মা তব বালিকে,

তুমি মহামায়া মহেন্দ্রজালিকে,
মোহ নাহি হয় তবেন্দ্রজালে কে ?
কৃপা কর, নরমস্তকমালিকে,
ত্বরা যেন পাই সে বনমালীকে,
ওগো ত্রিকালিকে, তোমা বই কালিকে !
মনের কালীকে বল কে ঘুচাবে ?

(চন্দ্রার প্রস্থান)

মথুরাপুর

রাজপথ

(কলসী-কক্ষে নাগরীগণের গীত
গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

রাগিণী ঝিংঝিট, তাল একতালা

নাগরীগণ। চল্ নাগরী, নিয়ে গাগরী,
যমুনায় বারি আন্‌তে যাব।
"যা'ব" জলের ছলে, সবাই মিলে,
ভুবনমোহন রূপ দেখ্‌তে পাব।
—(আমাদের রাজার)—
"যা'ব" রাজগরবে গরব ক'রে,
রাজপথে কারে ভয় করিব ?
"দিব" ঘোম্‌টা টেনে, আড় নয়নে
লোকের পানে কেন চা'ব ?
—(মোরা গরব ক'রে)—

(প্রথম নাগরী নেপথ্যাভিমুখে চন্দ্রাকে দর্শন করিয়া
অপর নাগরীর প্রতি)

রাগিণী গৌরসারঙ্গ, তাল আড়া

ও মা ! দেখ্ নাগরী, ও কি হেরি,
এলো ভুবন আলো ক'রে।

মরি কি রূপমাধুরী, নিল মোদের মন হরি।
সৌদামিনী প'ল খসি, না কি অকলঙ্ক শশী,
উর্ব্বশী কি ও রূপসী পশিল মথুরাপুরে।
মরি! কত রূপের নারী আছে এত রূপের নারী,
দেখা থাক্ শুনি নাই, নারী রূপে নয়ন ধ'র্‌তে নারি;
এ নারী যে হরনারী বিনা নয় অপর নারী,
তা নৈলে কি হ'য়ে নারী, নারীর মন ভুলা'তে পারে।

(চন্দ্রার প্রবেশ)

নারীটির পরিচয় জিজ্ঞেস্ কর।

কীর্ত্তনীয় সুর—ঠুংরি

২ নাগরী। (চন্দ্রার প্রতি)

পরিচয় বল সতি, কি নাম, কোথা বসতি,
এখানে আগতি কি কারণ?
সধবা না কি বিধবা, অথবা হতবান্ধবা,
নতুবা সহায়হীনা কেন?
সজল দুটী নয়ন, চঞ্চল গমন মন,
বনদগ্ধে যেমন হরিণী;
যে দেখি রূপলাবণ্য, জ্ঞান হয় রাজকন্যা,
সেই ধন্যা যে তব জননী।

চন্দ্রা। প্রেমকাঙ্গালিনী নাম, কোথা পা'ব গ্রাম ধাম,
বনে বাস করি নিরবধি;

নহি সধবা বিধবা, নহি গো হতবান্ধবা,
(কিন্তু) অধবা ক'রেছে দারুণ বিধি।
আমি রাজকুমারী নই, রাজকুমারীর দাসী হই,
ত্রিভুবন জয়ী যাঁর রূপে!
তাঁ'র হ'য়েছে অচিন্ ব্যাধি, সে ব্যাধির মুখ্যৌষধি,
হেথা আছে, বল পাই কিরূপে?

১ নাগরী। সুরূপে! কি বল্লে? তোমার নাম প্রেমকাঙ্গালিনী?
আর রাজকুমারী নও, রাজকুমারীর দাসী? ওগো,
আবার কি শুন্‌লাম!—সধবা নও—বিধবা নও—
অধবা?

চন্দ্রা। হাঁ।

১ নাগরী। মরি মরি! এত রূপবতী যার দাসী!
না জানি সে রাজকন্যা কতই বা রূপসী!

২ নাগরী। ওগো! আর একটী কথা সুধাই।
সধবা বিধবা নারী এই মাত্র জানি।
অধবা কাহাকে কহে কভু নাহি শুনি!

চন্দ্রা। চিরপরবাসে থাকে যে যুবতীর পতি।
সে নারী অধবা তার বড়ই দুর্গতি।

১ নাগরী। ওগো বিজ্ঞে! কখনও যা শুনি নাই,
ভাল তুমি আজ শুনা'লে তাই,
যে ঔষধ চাও, তাহা আছে কার কাছে?

চন্দ্রা। ওগো! থুমরাতে যে নূতন ভূপতি হ'য়েছে।

১ নাগরী। সে কি গো কাঙ্গালিনী!
আমাদের মহারাজ, নহে কভু কবিরাজ,
ঔষধ পাইবে কি করিয়ে?

চন্দ্রা। ওগো! নহে যদি কবিরাজ, আসিয়ে মথুরা-মাঝ,
কুঁজীর কুঁজ কে দিল সারিয়ে?

১ নাগরী। (সাশ্চর্য্যে) ওমা! ওমা! হাঁ ত'! সত্যই ত বলেছ? (জনান্তিকে) সে কথাও যে জানে! (চন্দ্রার প্রতি) ওগো! তবে সেখানে যাও।

চন্দ্রা। ওগো ওগো নাগরী গো, আমাকে তাই ব'লে দে গো,
কেমন ক'রে রাজার কাছে যাব?
কোথা গেলে রাজার দেখা পাব?
ওগো বল্ দেখি তাই, কি সন্ধান ক'রে যাই?

১ নাগরী। যাবে যদি বিদেশিনি! রাজসন্নিধানে,
যাও তবে, সেই মতে, বলি যে সন্ধানে।
সম্মুখের সপ্তদ্বারে আছে দ্বারিগণ;
সে সব দ্বারে প্রবেশিতে নারিবে কখন।
অতএব যাও তুমি অন্তঃপুর-দ্বারে,
লক্ষ লক্ষ দাসী তথা যাতায়াত করে।
প্রবেশ করিও যেয়ে তাদের সঙ্গতি,
দেখিতে পাইবে যথা আছেন ভূপতি।

চন্দ্রা। তবে আমি চ'ল্লেম।

(চন্দ্রার প্রস্থান)

মথুরা রাজভবন

অন্তঃপুরের কক্ষ

(চন্দ্রাদূতীর প্রবেশ)

চন্দ্রা। (স্বগতঃ) ঐ ত কৃষ্ণ ব'সে আছেন। ভাল হয়েছে, কাছে কেউ নাই। হঠাৎ দেখা দিব না, আগে মনের ভাবটা দেখা উচিত। কি ক'রে জান্‌ব? একটু অন্তরালে থেকে রাধা নাম করি; দেখি, সে নাম কাণে গেলে তাঁর মনের ভাব উদ্বেলিত হয় কি না।

(প্রকাশ্যে)

"জয় রাধে শ্রীরাধে, জয় রাধে শ্রীরাধে"

কৃষ্ণ। (চমকিত ভাবে সিংহাসন হইতে অবতরণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করতঃ)

আহা! কি শুন্‌লাম! এ মথুরাপুরে রাধা নাম কে ক'রলে?

রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোভা

হায় কে শুনালে রে,
—মধুর মধুর মধুর স্বরে—
সুধামাখা সুধামুখী রাধার নাম;
রাধার নাম শুনে শ্রবণ জুড়াইলে।

যেন আমার হৃদয়-মরুস্থলে,
মরি মরি ও কে সুধা বরষিলে।

তাল ছোট দশকুশী

"ও নাম" শুনিয়ে মোর দুটী কর্ণ, সাধ করে কোটী কর্ণ,
দুটী বর্ণ ধরে কি মাধুর্য্য ;
—(প্রেমময় রাধানামের)—
ওষ্ঠাবলী চাহে ওষ্ঠ, হৃদয়ে হয়ে প্রবিষ্ট,
নষ্ট ক'র্‌লে সর্ব্বেন্দ্রিয়- কার্য্য।
—(নামের বালাই যে যাইরে)—

তাল—লোভা

বিধি কতই বা অমিয় ঢেলে,
না জানি এই দুটী বর্ণ নিরমিলে।

তাল ছোট দশকুশী

"আমার" বৃন্দাবন মনে প'ল, রাজ্যপদ তুচ্ছ হ'ল,
কোথা র'ল প্রাণের কিশোরী।
—(যার নামে প্রাণ মাতাইল রে)—
—(আর যে ধৈরয ধরিতে নারি কিশোরী বিনে)—
"কোথা" মা যশোদা পিতা নন্দ, কোথা সে সব সখাবৃন্দ,
সে আনন্দ র'য়েছি পাসরি।
—(ধিক্ ধিক্ মথুরারাজ্যে)—

তাল—লোভা

মরি রাধা নামটী যে বলিলে,—কতই বা অমিয় মাখা—
সে যে আমায় বিনা মূলে কিনে নিলে ।

চন্দ্রা । (স্বগতঃ) যা হ'ক্ জানা গেল ভোলে নাই,
এ সময় নিকটে যাই ।

(কৃষ্ণের নিকট গমন)

কৃষ্ণ । (চন্দ্রাকে দর্শন করিয়া)
কি নাম তোমার নারি ! কোথায় বসতি ?
কি কারণে, কহ মোরে, হেথায় আগতি ?

কীর্ত্তনীয় সুর—খয়রা

চন্দ্রা । মহারাজ ! নিকটে কি তব দিব পরিচয়,
মনেতে স্মরণ কিছু নাহি হয় ;
কি জানি দেশেতে কি জানি গ্রাম,
কি জানি রাজার কি জানি নাম !
—(আমি ভুলে যে গেলেম)—
—(হেথা এসে সব ভুলে যে গেলেম)—
কি জানি আমিত কাহার দাসী,
কি জানি কাযেতে এখানে আসি ;
কি জানি কহিতে কি জানি কই,
থাক্, পাওয়া যাবে ক্ষণেক বই ।
—(ভাল বলা যে যাবে)—

—(পরে মনে হ'লে কথা বলা যে যাবে)—
আমি কাঙ্গালিনী, তুমি মহারাজ,
এত পরিচয়ে আছে কিবা কায ?

কৃষ্ণ। কাঙ্গালিনি! হেথা এসে সব ভুলে গেলে ? ভাল,—
এক স্থান হ'তে যদি যায় অন্য স্থানে,
পূর্ব্ব কথা কিছুই কি তার নাহি থাকে মনে ?

চন্দ্রা। হাঁ মহারাজ! তাই ত বোধ হয়।
না জানি মথুরাপুরের আছে কি ক্ষমতা ;
যে এখানে আসে, সেই ভুলে পূর্ব্বকথা !

কৃষ্ণ। যা হ'ক্ কাঙ্গালিনি! আমি একটা কথা জিজ্ঞেস্ করি ;

চন্দ্রা। কর !

কৃষ্ণ। রসময় রাধানাম, অমিত অমৃতধাম,
কিরূপে তোমার জানা শোনা ?
—(এ নাম কোথা পেলে হে)—

চন্দ্রা। শুন বলি গুণধাম, রসময় রাধানাম,
আমা সবার হয় উপাসনা।
—(তাই তে জানা যে আছে হে—আমাদের সাধনের ধন)

কৃষ্ণ। তোমার কথায় বড় সন্তুষ্ট হ'লেম, তুমি যে ধন চাও তাই দিব।

চন্দ্রা। কি ধন দিবে মহারাজ ?

কৃষ্ণ। রজত, কাঞ্চন, মণি, যত চাও।

চন্দ্রা। (ঈষদ্ধাস্যে) মহাশয় !

রজত কাঞ্চন মণি, ধন ব'লে নাহি গণি,
চিন্তামণিভূমি মোদের দেশে !
কল্পতরু বৃক্ষ সব, কত রত্ন হয় প্রসব,
কি দিবে কেশব সবিশেষে ?
মহারাজ ! আমরা ধনের কাঙ্গালিনী নই ; কেবল দুটো কথা জান্‌তে এসে ছি !

কৃষ্ণ। কি কথা, বল !

চন্দ্রা। মহারাজ !
আমাদের যূথেশ্বরী, মন প্রাণ পণ করি,
কিনেছিল অমূল্য রতন ;
সাধ ক'রে পরিতেন বক্ষে, রাখিতেন সদা চক্ষে চক্ষে,
যক্ষে যেমন রক্ষে করে ধন !
যেয়ে দুষ্ট কংসচরে, দিবসে ডাকাতি ক'রে,
সে মাণিক হরিয়ে এনেছে ;
মাণিকশোকে সে রমণী, মণিহারা যেন ফণি,
উন্মাদিনী তেমনি হয়েছে।"
আপনার সুবিচার, সুপ্রচার সদাচার,
সমাচার পাইয়ে সে ধনী ;
পাঠায়ে দিলেন মোরে, মহারাজার সুবিচারে,
পাইতে পারেন কি না মণি ?

কৃষ্ণ। তোমাদের যে মাণিক, হয় যদি প্রামাণিক,
সে মাণিক পাইবে নিশ্চয় ;

চন্দ্রা। যে আজ্ঞা কৈলে রাজন্, দিব বহু নিদর্শন,
তবে তোমার হবে ত প্রত্যয় ?

কৃষ্ণ। হাঁ, তা হবে।

চন্দ্রা। ভাল ভাল পেলেম তবে।

শুন হে সুবিচারক, তুমি সর্ব্বসম্পাদক,
সে ধনীর খাতক একজনে ;
—(তাই বলি হে মহারাজ,—সে যে বড় দুঃখের কথা)—
হ'য়ে বিশ্বাসঘাতক, আপাততঃ পলাতক,
সে খাতক আছে এই স্থানে !
—(তা'রে দেখা'য়ে দিব হে)—
—(এখন আর পালাতে না'র্‌বে)—

তা'র দস্তখত খত, আছে মোর হস্তগত,
সাক্ষী যত রয়েছে জীবিত ;
—(কেউ ত' মরে নাই, মরে নাই—শুন ওহে বিচারক)—
নিবেদিলাম তব পায়, বল করি কি উপায়,
ধনী ধন পায় হে ত্বরিত।

—(ও তাই বল বল হে—তুমি ত চতুর বট)—

কৃষ্ণ। সুলোচনে ! সে খাতকের যথাসর্ব্বস্ব বেচে আদায় কর।

চন্দ্রা। ভাল, মহারাজ !

দেখ দেখি বিচার করে, সর্ব্বস্ব নিলেম ধ'রে,
তা'তেও যদি না হয় পরিশোধ ?

কৃষ্ণ। এই আজ্ঞা দিলেম তোমারে, বন্ধন করিয়ে তা'রে,
কারাগারে কর নিয়ে রোধ।

চন্দ্রা। যে আজ্ঞা, মহারাজ! যদি রাজ-পরিবারের কেহ হয়?

কৃষ্ণ। অবোধিনি! রাজাজ্ঞা কি কখনও লঙ্ঘন হয়? রাজ-
সম্পর্কীয় থাকুক্ যদি আমিও হই,তথাপি ঐ আজ্ঞা বলবতী।

চন্দ্রা। যে আজ্ঞা, মহারাজ! ভাল সুবিচার বটে; এখন
আমি একটী কথা জিজ্ঞেস্ করি;
দেখিলাম স্বসাক্ষাৎ, রাধানামে অশ্রুপাত,
কি জন্যে হইল মহাশয়?
না জানি সে রাধা কে! জান কি সে রাধা কে?
সে রাধা তোমার কেবা হয়।

কৃষ্ণ। চতুরে!
ত্রিলোকে পৃথিবী ধন্যা যাতে বৃন্দাবন;
তাহে গোপী মধ্যে রাধা আমার জীবন।
সে সম্বন্ধে গোপীগণ মোর হয় সব;
সহায়, গুরু, শিষ্য, দাসী, রমণী, বান্ধব!

চন্দ্রা। ভাল ভাল, রাধারমণ!
যদি এ মন, তবে কেন এমন?

কৃষ্ণ। দেখ কেমন?

চন্দ্রা। কথায় যেমন, কাজে নয় তেমন।

কৃষ্ণ। মুখরে! তুমি কথায় কথায় যে ব্যঙ্গ ক'রচ,
তোমায় যেন চিনি চিনি করি, কিন্তু চিনিতে না পারি।

চন্দ্রা। কি ব'ল্‌লে, সুশীল!

চিনিতে না পার কিন্তু কর চিনি চিনি!
চিটাতে মজা'লে মন কোথা পা'বে চিনি।
যখন তোমার মন ছিল হে চিনিতে,
জ্ঞান হয় তখন বুঝি পারিতে চিনিতে।

কৃষ্ণ। চপলে! যাই বল, তোমার সঙ্গে যেন কোথায় দেখা শুনা ছিল।

চন্দ্রা। সুধীর! আমাকে চিন্‌তে পার্‌চো না?

রাগিণী কালাংরা, তাল আড়া

এখন আমায় চিন্‌বে কেন, আর কি চিনার দিন র'য়েছে।
যে কালে চিনিতে শ্যাম, সেই কালেরে কালে খেয়েছে।
শুন বলি বাঁকা সোণা, যদি থাকে দেখা শোনা,
তবে হবেই চিনা শুনা, শুনাচিনার কি ফল আছে?
দেখে দুঃখে প্রাণ বাঁচে না, কে বা ব'সে দিবে চিনা,
যে চিনায় দুঃখ ঘুচে না, কাজ কি সে চিনা;—
যদি থাকে চিনার চিনা, তবে চিনা হবে পাছে।
কালস্য কুটিলা গতি, যেন ভুজঙ্গের গতি,
সদা করে গতাগতি, হয় কোথা স্থিতি।
সে কাল বিষম ভাবে, র'য়েছে যে সমভাবে,
কুব্জী কুবুঝি ভাবে, বুঝি ধূলপড়া দিয়েছে?

(খত দেখাইয়া)

মহারাজ !

দেখ দেখি এই খত, কা'র হাতের দস্তখত্ ?

কৃষ্ণ। হাঁ, এখন আমি তোমায় চিনেছি।

তুমি চন্দ্রা সুচতুরা থাক বৃন্দাবনে,

তা' নৈলে এমন কথা কহিতে কে জানে ?

চন্দ্রা সখি ! বল বল, বৃন্দাবনের সুমঙ্গল,

কুশলে ত আছে বন্ধুগণ ?

পিতা নন্দ মহাশয়, পরম করুণাময়,

কিরূপে বা রেখেছেন জীবন ?

মাতা মোর যশোমতি, যেন স্নেহ মূর্ত্তিমতী,

মন বেঁধে আছেন কি মতে ?

না দেখিয়া একক্ষণ, বৎসহারা ধেনু যেন,

কাঁদিয়ে ফিরিতেন পথে পথে।

কেমন আছে সখাগণ, যাদের সনে গোচারণ,

করিতেম কানন মাঝে সুখে ;

মরি ! তাদের কতই প্রীতি, ছিল যে আমার প্রতি,

খেয়ে ফল দিত মোর মুখে !

যত ব্রজ-গোপ-রামা, আমার পরাণসমা,

কেমন আছে আমাহারা হ'য়ে ?

কেমন আছে শ্রীরাধিকা, সে যে মোর প্রাণাধিকা,

হিয়ার হেমহার কোথা প্রিয়ে ?

চন্দ্রা। লম্পট! বৃথা কথায় প্রয়োজন কি?

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী, তাল একতালা

বলি, থাক্ ও সে সব কথা থাক্,
ও সে সুখে থাক্, কি বা দুঃখে থাক্,
বেঁচে থাক্, থাক্ বা না থাক্,
তা'তে তোমার কাজ কি?
তুমি ত শ্যাম সুখে আছে, পেয়ে পরের রাজকী।
চাতকিনী বারি বিনে, পিপাসায় মরিলেও প্রাণে,
চেয়ে থাকে মেঘেরই পানে;—
সে তাহারে বধে প্রাণে, শিরে পেড়ে বাজ্ কি?
তুল'না অবলার কথা, তার কথা কি বলার কথা,
কথায় কথায় বা'ড়্লে কথা, শু'ন্তে হয় দু'কথা;
সুখীর কাছে দুঃখীর কথা, কইলে লাগে বা কোথা;
র'য়েছ ভুলে যে কথা, কি ফল তু'লে সে কথা,
এ যে কথা কথারই কথা;—
আমায় দেখে, তোমার ব্রজের কথা মনে প'ল আজ কি?
যে গেছে সব তারই গেছে, কুল গেছে মান গেছে,
রূপ গেছে লাবণ্য গেছে, প্রাণ যেতে ব'সেছে;
তায় তোমার কি বোয়ে গেছে, আরও বিষয় বেড়েছে;
পাঁচ পদে যে ব্যাপার করে, এক পদে যদি সে হারে,
হানি কি সে জানিতে পারে;

সে কথা সুধাই তোমারে, বল রসরাজ কি।

ছিলে ধেনু-গোপের পাড়া, হেথা কত হাতী ঘোড়া,

সেখানে পরিতে ধড়া, হেথা জামা জোড়া;

রাই-পদে লোটান মাথায়, পাগড়ি বেঁধেছ তেড়া;

ছিলে নন্দের ধেনুর রাখাল,

তার পরে রাইরাজার কোটাল,

হেথা এসে হ'য়েছ ভূপাল;—

তাই বলি কপালীর কপাল, উচিত কথায় লাজ কি?

কৃষ্ণ। চন্দ্রে! তুমি আর আমায় বঞ্চনা ক'রনা! আমার আনন্দধাম ব্রজধামের প্রিয়জনবর্গ কে কেমন আছেন, তাই বল।

চন্দ্রা। শুন, নিঠুর বিদগ্ধ! বন যেন দাবদগ্ধ হে,

মুগ্ধপ্রায় পশুপক্ষিগণ;

—(তোমার বিরহেতে হে)—

শিশু আদি বৃদ্ধ যুবা, খেদান্বিত হ'য়ে কে বা হে,

দিবানিশি না করে রোদন।

—(দুঃখ আর ব'লব বা কতহে—ব্রজবাসিগণের)—

তব পিতা নন্দরাজে, না যান জনসমাজে,

গৃহমাঝে থাকেন অন্ধপ্রায় হে;

—(তোমায় হারা হ'য়ে হে)—

শোকেতে তব জননী, করে ক'রে ক্ষীর ননী,

'খা নীলমণি' ব'লে মূর্চ্ছা যায় হে।

শোন সখাগণ তত্ত্ব, সবে যেন উন্মত্ত হে,
তত্ত্ব ক'রে ফিরে বনে বনে ;
—(কানাই কানাই ব'লে হে)—
না শুনে তোমার বেণু—(রাখালরাজ হে)—
কাননে চরে না ধেনু, রেণু খেয়ে রেখেছে জীবনে।
(আছে ধরায় প'ড়ে হে—উঠিতে শকতি নাই)—
অনুগত গোপী যত, তাদের দুঃখ আর ব'লব কত,
ভাবে ধনী কখন জানি যায় হে ;
—(বিচ্ছেদ-সন্নিপাতে হে)—
"সবে" আহার নিদ্রা উপেক্ষিয়ে, রাধা-মুখ নিরখিয়ে,
দিবানিশি কাঁদিয়ে বেড়াই হে।
(বড় বিপদে আছি হে—বিধুমুখী রাইকে নিয়ে)—

সোণার ব্রজ ছারখার, দিবসেতে অন্ধকার হে,
হাহাকার ধ্বনিমাত্র শুনি !
—(সবাকার মুখে হে)—
যদি মনে ছিল এত, (নিদয় হে) তবে প্রেম বাড়ান এত,
উচিত না ছিল গুণমণি।
—(সবাকার প্রাণ বধিতে—ওহে নিঠুর নিরদয়)—

কৃষ্ণ। (সজলনয়নে) চন্দ্রে ! ধিক্ আমাকে ! ধিক্ ছার মথুরারাজ্যে ! চন্দ্রে ! জীবনাধিকা রাধিকা আমার কি ভাবে আছে ?

রাগিণী বাগেশ্রী, তাল একতালা

চন্দ্রা। সুধা সুধা সুধামুখী, রাধার কথা সুধাও কি,
আর ব্রজ-সুধাকর আমায় !
কইতে তার দুখ, মুখ হয় মূক,
মনে হ'লে রাধার বিমুখ ;
"বঁধু" ব'লব কি আর, দুঃখে বুক ফেটে যায় ।
হেম-কমলিনী, হ'য়েছে মলিনী,
দিনমণি বিনে যেন কমলিনী,
"সে যে" নিরপরাধিনী, চিরপরাধীনী,
প্রেমে পরাধীনী বঁধু হে,—
"তবে" কি অপরাধিনী হ'ল তব পায় ।
দিবানিশি ধনীর কি বা আগুন জ্বলে,
সে আগুন, জলে গেলেও দ্বিগুণ জ্বলে,
মরি জ্ব'লে জ্ব'লে, মন জ্বলে প্রাণ জ্বলে,
"ব'লে" ভেসে যায় দুটী নয়নের জলে,—
বিদ্যুত-লজ্জিতকৃত যে রূপসী !
সে রূপচ্ছেদক বিচ্ছেদরূপ অসি,
"মরি" কি দারুণ অসি, পশি কৈল মসী,
শশীরাশিজিত যে শশী ;—
"হ'ল" সে শশী অসিত-চতুর্দশীর প্রায় ।
"প্যারী" হেরে নিজকরে, নখরনিকরে,
ভেবে শশী করে আবরণ করে,

"পুনঃ" দেখি করতল, জেনে নবদল,
'একি হ'ল' বলি, দূরে ক্ষেপ করে ;
তাতে হয় পুনঃ কঙ্কণ-ঝঙ্কার,
শুনে ভ্রম হয় ভ্রমর-ঝঙ্কার,
"অমনি" করে 'উহু' রব, ভাবে কুহুরব ;—
"বলে" হ'ল দেখি এ কি কুহুরব ;—
"তখন" মূর্চ্ছাগত হ'য়ে ধরায় প'ড়ে যায়।
যে ভাবেতে রেখে এলেম রাধিকায়,
এতক্ষণ বুঝি ত্যজেছে সে কায়,
"হায়" বিধি নিরদয়, তোমার হৃদয়,
বজ্রে গঠে'ছিল বধিতে কি তায় ;
"যার' শ্বাসেতে না চলে কমলেরি আস্,
তবে কি তার আর বাঁচারই বিশ্বাস,

(ধনীর সহচরী সবে রাই ম'ল রাই ম'ল ব'লে)
"সবে" হ'য়েছে নিরাশ, প'ড়ে চারিপাশ,
নাহি কারও চেতন প্রকাশ ;—
"যদি" দে'খ্‌তে থাকে আশ, চল হে ত্বরায়।

কৃষ্ণ। শুন চন্দ্রে ! কথায় আর নাহি প্রয়োজন।
অবিলম্বে প্রিয়ার কাছে করহে গমন ॥
তুই এক মধ্যে আমি যাব বৃন্দাবন।
এ কথা অন্যথা মোর না হবে কখন ॥

চন্দ্রা। শঠশিরোমণি! কি ব'ল্লে ? দুই এক মধ্যে ?

দুই এক দিবস, কি মাস, কি বৎসর, কি যুগ ?

কৃষ্ণ। (ঈষদ্ধাস্যে) চন্দ্রে! আমি কালই যাব।

চন্দ্রা। ও হে কিতব, আর কি তব "কাল" বিশ্বাস করি ?

কাল যাব বলি আর না দিও আশ্বাস।

কালর কালেতে মোদের না হয় বিশ্বাস!

এক কাল ভেবে রাইয়ের সোণার বরণ কালা!

আবার কি বল শঠ, যাব সেই কালি ?

কৃষ্ণ। চন্দ্রে! আমিই কি স্বভাবে আছি ?

চন্দ্রা। ওহে! তোমার আর কি হ'য়েছে ? আরও দেখি চিক্‌না বেড়েছে! (সুরে) ওহে নিরদয় হে, এই বলি শোন হে,—যদি কাল বরণ তোমার গৌর হ'ত, রাধার চিন্তা তবে জানা যে'ত।

কৃষ্ণ। চন্দ্রে! ভাল ব'লেছ; আমারও অন্তরে যাই, তুমি দেখি ব'ল্লে তাই। আমার মনের কথা তোমায় বলি তবে, কাল ঘুচে এখন গৌর হ'তে হবে।

চন্দ্রা। ভাল ভাল দেখা যাবে, এখন বল কখন যা'বে।

কৃষ্ণ। (উঠিয়া) চন্দ্রে! তুমি যাও আমি আসছি! সেখানে দেখা পাবে!

চন্দ্রা। তবে আমি এখন চ'ল্লেম।

(সকলের প্রস্থান)

প্রস্তাবনা।

চন্দ্রামুখে ধনী কৃষ্ণ-আগমন শুনে।
আনন্দে আনন্দবারি বহে দুনয়নে॥
মনেতে উদয় হ'ল নানা ভাবোল্লাস।
অকস্মাৎ কুঞ্জদ্বারে দেখে পীতবাস॥
গোস্বামীসিদ্ধান্তমতে স্বয়ং ভগবান।
বৃন্দাবন ত্যজি' এক পদ নাহি যান॥
তবে যে গোপিকার হয় এতই বিষাদ।
তার হেতু প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা-রসাস্বাদ॥
স্ফূর্ত্তিরূপে মূর্ত্তি যখন দেখেন নয়নে।
তখনি ভাবেন বুঝি এল বৃন্দাবনে॥
অদর্শনে ভাবে কৃষ্ণ গেছে মধুপুরী।
এই রূপে কত দিন কাটেন কিশোরী॥
দন্তবক্র বধ করি ব্রজেতে আসিয়ে।
বসন্তে করিল রাস গোপীগণ ল'য়ে॥

নিকুঞ্জকানন

রাধিকা ও সখীগণ

(চন্দ্রাদূতীর প্রবেশ)

রাধিকা। তব পথ নিরখিয়ে, ব'সে আছি সই।
তুমি চন্দ্রা একা এলে, প্রাণনাথ কই ?

চন্দ্রা। রাধে ! প্রেমময়ি !
অঘটন ঘটা'তে পারি কৃপা হ'লে তোর।
ঘটন ঘটা'তে কি অসাধ্য হয় মোর ?
(সুরে) ধৈর্য্য ধর গো রাই বিনোদিনি !
পা'বি এখনি তোর সে গুণমণি !

(কুঞ্জদ্বারে কৃষ্ণ)

রাধিকা। (সখীগণের প্রতি)

রাগিণী মনোহরসহি, তাল লোভা

কুঞ্জের দ্বারে ঐ দাঁড়ায়ে কে ?
—(দেখ্ দেখি গো, ও বিশাখিকে)—
ও কি বারিধর কি গিরিধর !
ও কি নবীন মেঘের উদয় হ'ল।
—(দেখ্ দেখি গো, ও ললিতে)—
না কি মদনমোহন ঘরে এল ?

ও কি ইন্দ্রধনু যায় দেখা।
—(নবজলধরের মাঝে)—
না কি চূড়ার উপর ময়ুর পাখা ?
ও কি বকশ্রেণী যায় চ'লে !
—(নিশ্চয় করিতে নারি গো)—
না কি মুক্তামালা দোলে গলে ?
ও কি সৌদামিনী মেঘের গায় !
—(দেখ্ দেখি গো, সহচরি)—
না কি পীতবসন দেখা যায় ?
ও কি মেঘের গর্জ্জন শুনি !
—(বল্ দেখি গো ও সজনি)—
না কি প্রাণনাথের বংশীধ্বনি ?

বিশাখা। (কৃষ্ণের প্রতি) প্রাণবল্লভ ! ওখানে দাঁড়ায়ে কেন ?

(অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণের হস্তধারণ পূর্ব্বক)

এস এস, রাধানাথ ! দাঁড়াও রাধাসনে !
মন নয়ন জুড়াই মোরা যুগলদরশনে !!

(রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন)

সখীগণ। ও গো, দেখ্ সহচরি। যুগল মাধুরী,
শ্যামের বামে প্যারী, কিবা সেজেছে !
"রূপে" কিশোর যেমন, কিশোরী তেমন,
আর কি এমন, জগতে আছে ?

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে, দাঁড়াল ত্রিভঙ্গী,
দেখনা সঙ্গিনি, রঙ্গিনীর কি ভঙ্গী,
ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে মিলেছে ;—
"দেখ" উভয় উভয়াঙ্গে, হেলা'য়ে শ্রীঅঙ্গে,
শ্যামাঙ্গে হেমাঙ্গে ঝলক দিতেছে !!
উভয়ের নেত্র, উভয়েরি আস্যে,
সুহাস্য প্রকাশ্য, উভয়েরি আস্যে,
পীযূষে ঔদাস্য ক'রেছে ; —
"হের" তনুর সহিত, তনুর মিলন,
মনের সহ মন, নয়নে নয়ন,
মরি ! কি মিলন হ'য়েছে,—
"যেন" তৃষিত চকোরে, পেয়ে সুধাকরে,
সুধা পান ক'রে, ম'জে র'য়েছে !!
নবকাদম্বিনী সহ সৌদামিনী,
জম্বুনদহেম, মরকতমণি,
"সবে" এ রূপে উপমা দিয়েছে,—
নবঘনঘটায় কি লাবণ্য আভা ?
সৌদামিনী সেও হয় ক্ষণপ্রভা,
কিরূপে এ রূপে মিলেছে ;—
"সখি" হেম মরকত, কঠিন স্বভাবতঃ,
তা কি হয় গণিত, এ রূপের কাছে ?
মরি কিবা শ্যামরূপের মাধুর্য্য,

রাধা রূপ তাহে, মাধুর্য্যের ধুর্য্য,
হেরে মন অধৈর্য্য হ'য়েছে ;—
কোটী নেত্র যদি দিত জড়বিধি,
হেরিতাম ও রূপ, ব'সে নিরবধি,
বিধি তায় অবিধি ক'রেছে ;—
"যদি" দিল দুনয়ন, তাহে ক্ষণক্ষণ,
পলক-মিলন ক'রে রেখেছে !!

বিচিত্রবিলাস

বিচিত্রবিলাসের ভূমিকা।

ইদানীন্তন কৃতবিদ্য নব্যসম্প্রদায় মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাবৃত্ত-গত প্রবন্ধ অথবা আধুনিক কবিদিগের কপোলকল্পিত উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া প্রকৃতরূপে তাহার অভিনয় সাধন করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাতে প্রীতি লাভ করা অধিকাংশ লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না। কারণ অর্থসাধ্যতা প্রযুক্ত অভিনয়স্থলে প্রবেশ করিতে সাধারণের ক্ষমতা নাই। যদিও প্রচলিত অভিনয় (যাত্রা) অনায়াস দৃশ্য, কিন্তু তাহা সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিতান্ত বিরক্তিকর; কারণ অনভিজ্ঞ অভিনেতৃগণ সামান্য লোকের প্রীতিপ্রদ রহস্য সাধনের উদ্দেশে প্রবন্ধগত প্রকৃত ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসাময়িক অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ, নানা প্রকার কদর্য্য রঙ্গভঙ্গী ও নিতান্ত অবিধেয় বেশ বিন্যাস করিয়া থাকে। প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর গত হইল, আমি সাধারণের নির্দ্দোষ প্রীতিসাধনমানসে প্রকৃত প্রবন্ধের অনুগত হইয়া প্রথমতঃ "স্বপ্নবিলাস" তৎপর "দিব্যোন্মাদ" নামে ব্রজলীলাত্মক দুইখানি সঙ্গীত-বহুল নাটক রচনা করি; মুড়াপাড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এবং একরামপুর ও আবদুল্লাপুর নিবাসী মহোদয়গণের সমগ্র প্রযত্নে উহা অভিনীত ও তৎপরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। বোধ হয় ইহাতে সাধারণেরই প্রীতি সাধিত হইয়াছিল, নতুবা প্রায় বিংশতি সহস্র পুস্তক স্বল্পদিনের মধ্যে নিঃশেষিত হইবার সম্ভাবনা কি। অনন্তর আমি পুনর্ব্বার ঢাকানগরনিবাসী কৃতবিদ্য ধনী সঙ্গীতজ্ঞ মহোদয়গণের উৎসাহে

উত্তেজিত হইয়া প্রায় বর্ষত্রয় অতীত হইল পদকল্পতরু ও চমৎকার চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থদ্বয় অবলম্বন-পূর্ব্বক "বিচিত্র বিলাস" নামে এই নাটক খানি প্রণয়ন করি; কোণ্ডাবাসী কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণমণ্ডলী, ইহার অভিনয় ব্যাপার সুন্দররূপে সমাধা করিয়াছিলেন। এক্ষণে কতিপয় বন্ধুগণের পরামর্শে ইহাকে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। অভিনয়ানুরাগী সঙ্গীতজ্ঞ পাঠকবৃন্দের নিকট ইহা স্বপ্নবিলাস ও দিব্যোন্মাদের ন্যায় সমাদরে পরিগৃহীত হইলেই পূর্ণাভিলাষ হইতে পারি।

ভাজনঘাট।
জেলা নদীয়া।
সম্বৎ ১৯৩০

শ্রীকৃষ্ণকমল গোস্বামী।

বিচিত্রবিলাস

(ব্রজ-লীলা)

গৌরচন্দ্র

রাগিণী—বেহাগ, তাল ধ্রুপদ

মজরে মানস-ভৃঙ্গ, গৌরাঙ্গ-পদারবিন্দে।
বৃথা ভ্রম ভবারণ্যে বিষয়-কেতকীগন্ধে।
রাগ পরাগে হ'য়ে অন্ধ, মায়া-কাঁটায় হ'বি বন্ধ ;
ক্রমেতে ঘটিবে মন্দ, পা'বিনে সুখ-মকরন্দে।

রুদ্র—তাল

গৌর করুণাময় তরুণ অরুণ-কিরণ-নিন্দিত হেমবরণ ;
অরুণ-নয়ন অরুণবসন অরুণাঙ্গজভয়নিবারণ।

তাল সুরফাক

মাধুর্য্যেতে ইন্দু কোটি, গাম্ভীর্য্যেতে সিন্ধু কোটি ;
বাৎসল্যে জননী কোটি, বদান্যে কামধেনু কোটি।

তাল—ধ্রুপদ

দয়ালের শিরোমণি, যারে করে চিন্তা মুনি,
এ'সে সে প্রেম-চিন্তামণি বিলাইল ঘরে ঘরে।

তাল—সোয়ারি

ভাব-পারাবার গোরা, রাধাভাবে সদাই ভোরা,
দু'নয়নে বহে ধারা যেন সুরধুনির ধারা।

ব্রহ্ম-তাল

মান ভরে হরি পরিহরি, সহচরীগণ-করে ধরি,'
যেম্‌নি করি, বিলাপে কিশোরী;

তাল—সোয়ারি

তেম্‌নি করি' গৌরহরি কাঁদে উন্মাদের পারা।

তাল—যদ্‌

ক্ষণে বলে উচ্চরায়, ওহে স্বরূপ! রামরায়!
মরি মরি মরি! মম প্রাণহরি,
কোন্ কাননে ধেনু চরায়?
একবার দেখাইয়ে বাঁচাও ত্বরায়।

তাল—একতালা

ক্ষণে বলে, সখি! দেখ দেখ দেখি,
অপূর্ব্ব রূপসী কে আসিছে দেখি;
মান ভাঙ্গিবার আশে, এ নিবাসে আসে,—

তাল—যদ্‌

নারীবেশে শ্যামরায়।

তাল—ধ্রুপদ

ক্ষণে নাচে বাহু তু'লে, জিতং জিতং জিতং ব'লে,
ভেসে যায় নয়নের জলে, পরিপূর্ণ প্রেমানন্দে।

প্রস্তাবনা

শুন হে রসিকগণ ! রসামৃত আস্বাদন

কর, তর্ক-গরল ত্যজিয়ে ;

অভাজন জন ভাষে, রসাভাস দোষাভাসে,

শুধিবে করুণা প্রকাশিয়ে।

কৃষ্ণলীলা-পারাবার, সাধ্য কা'র বর্ণিবার,

অনন্ত না পায় অন্ত যার ;

আমি রাঙ্গা টুনি তা'তে, নিজ তৃষা ঘুচাইতে,

স্পর্শিমাত্র, সেও কৃপা তাঁর।

ব্রজপুর-পুরন্দর— নন্দন শ্যাম-সুন্দর,

প্রকট হইয়ে নন্দীশ্বরে ;

দাস, সখা, মাতা-পিতা, যত গোপের বনিতা,

সবাকার বাঞ্ছা পূর্ণ করে !

বৃন্দার সেবিত বন, নাম তা'র বৃন্দাবন,

নিত্য তথা করে গোচারণ।

সখা-সহ করে খেলা, গিরিকুঞ্জে করি' মেলা,

সুকৌশলে ল'য়ে গোপীগণ।

"একদা" না হইতে ভানূদয়, মিলে সখা সমুদয়,

মন্ত্রণা করয়ে বসি' সবে ;

নিত্য মোরা কানু ভাই, সেধে নিয়ে বনে যাই,

আজি কানু মোদের সাধিবে।

ব্রজ-পথ

শ্রীদাম, সুবল ও অন্যান্য রাখালগণ

শ্রীদাম। ঐ দেখ ভাই, সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিক্ রক্তবর্ণে রঞ্জিত ক'রে উদয় হ'য়েছেন ; তোমরা এখনও নিশ্চিন্ত র'য়েছ কেন ? শীঘ্র গোচারণে যা'বার উদ্যোগ কর।

সুবল। আজ ভাই, আমরা ভাই কানাইকে আন্‌তে নন্দালয়ে যা'ব না ; দেখি দিকি, ভাই কানাই এ'সে সবাইকে সেধে নিয়ে যায় কি না।

(নেপথ্যে শিঙ্গাধ্বনি)

শ্রীদাম। (সচকিতে) ঐ শুন, দাদা বলাই ঘন ঘন শিঙ্গাধ্বনি ক'চ্চেন ; সখাগণ ! আর বিলম্ব করা হ'বে না, দাদার রাগ ত জান।

রাগিণী ললিত, তাল—রূপক

চল যা'ই, ভাই, সবাই ভাই কানাইকে আন্‌তে।
দাদা হলধরে, ডাকে শিঙ্গা-স্বরে,
—তা'ত হ'বে মা'ন্‌তে।

তাল—খয়রা

আর কি সাজে ব্যাজ, ত্বরায় কর সাজ,
নিয়ে রাখালরাজ বিপিনেতে যাই ;
তা' নইলে ভাই আজ, রাখাল-সমাজ
হ'তে মেরে ধ'রে তাড়া'বে বলাই।

তাল—রূপক

সে রাঙ্গা-নয়নে, চাহে যার পানে,

সে পারে জা'ন্‌তে।

তাল—খয়রা

ও ভাই, কানাই মোদের প্রাণ,—

সে বিনে সে বনে কেবা রাখে প্রাণ ;—

তার প্রতি কি ফল বিফল অভিমানে ;

"যখন" বিষজল পান ক'রে গেল প্রাণ,

সে না দিলে প্রাণ, বাঁচিতাম কেমনে ?

তাল—রূপক

কর এই প্রতিজ্ঞা তবে, আজ যদি সাধা'বে,

ভিন্ন হ'ব সবে যেয়ে বনান্তে।

রাখালগণ। আচ্ছা ভাই, বেস্ কথা। এখন চল।

(সকলের প্রস্থান)

নন্দালয়-প্রাঙ্গণ

কৃষ্ণ

(রাখালগণের প্রবেশ)

শ্রীদাম। ভাই কানাই! এতক্ষণে কি তোমার ঘুম ভা'ঙ্গ্‌ল?

কৃষ্ণ। না ভাই! আমি অনেকক্ষণ ঘুমে থেকে উ'ঠেছি; তোমরা এখনও এলে না কেন তাই ভা'বছিলাম।

শ্রীদাম। কৈ ভাই, গোচারণে যা'বার ত কোন উদ্যোগ দেখ্‌ছিনে?

রাখালগণ। ভাই কানাই! আজ বুঝি তোর যা'বার ইচ্ছে নেই?

রাগিণী—ললিত-যোগিয়া, তাল—একতালা

আজ বনে যা'বি, কি না যা'বি কানাই, ও তাই জান্‌তে এসেছি!
এমন ভাবিস্‌নে মনে, তোরে নিতে এসেছি।
সেধে সেধে নিতুই নিতুই, না নিলে যা'বিনে কি তুই,
আমরা কি ভাই তোর এতই কেনা নফর হ'য়েছি?
উঠিল গগনে বেলা, ছুটিল সব ধেনু মেলা,
ব'য়ে গেল খেলার বেলা, এখনো ক'র্‌লিনে মেলা;
আজ কাননে গিয়ে গোপাল! ভিন্ন ক'রে দিব গোপাল,
দিনেক দুদিন একা গো পাল্, "সবে" এ মন্ত্রণা ক'রেছি।
কাননে কাল খেলায় হেরে, ব'য়েছিলে কাঁধে ক'রে,
সেই কথা কি মনে ক'রে বসিয়ে র'য়েছ ঘরে?
এ যে তোর অন্যায় ভারি, আমরাও ত ভাই, খেলায় হারি,
দশ দিন তোরে কাঁধে করি, না হয়, একদিন কাঁধে চ'ড়েছি!

সুবল। (সাভিমানে) ভাই কানাই! ঐ দেখ, গাভী বৎস সব বনে যাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে হাম্বারব ক'র্‌ছে, তুমি গোচারণে যাবে কি না, শীঘ্র বল।

শ্রীদামাদি। ঐ শুন, দাদা বলাই ঘন ঘন শিঙ্গার ধ্বনি ক'র্‌ছেন, আমি আর বিলম্ব কর্‌তে পারি নে।

কৃষ্ণ। (সানুনয়ে) অকারণে কেন ভাই, তোমরা আমার প্রতি রোষ প্রকাশ ক'র্‌ছ? তোমরা ত সকলই জান; মা আমাকে এক দণ্ড না দে'খ্‌লে পাগলিনীর মত হন্। আমি ভাই, শু'য়ে থেকে স্বপনেও তোমাদের সঙ্গে খেলা করি; তোমাদের সঙ্গে গোচারণে যা'ব, তা'তে কি আমার অসাধ?

রাগিণী—ঝিঁঝিট, তাল আড়া

সাধে কি বিলম্ব করি যাইতে কাননে।
"ভাই রে" বৃথা অনুযোগ কর সবে অকারণে।
মা যে আমায় দেয় না বিদায়,
ভাই রে সুবল, হ'ল কি দায়,
বুঝা'য়ে মায় নে ভাই আমায়,
তা' নইলে, বল্ যাই কেমনে।

তাল একতালা

জননীর বাঞ্ছা গৃহেতে রাখিতে,
ভাই রে, তোদের বাঞ্ছা কাননেতে নিতে;
কিন্তু আমার বাঞ্ছা সবার মন তুষিতে,
এক দেহে তা' বা ঘটে কি মতে?

তাল আড়া

যদি বলি, যাই মা গোঠে, অম্‌নি যে মা কেঁদে উঠে,
আবার না গেলে ভাই, তোমরা সবাই কত দুঃখ কর মনে।

শ্রীদাম। ভাই কানাই! তুমি যে উভয়-সঙ্কটে প'ড়েছ, তা' আমরা বেস্ বু'ঝেছি। আচ্ছা ভাই, মা যশোমতীকে বুঝায়ে তোমাকে নিয়ে যা'চ্ছি। তবে চল, সকলে অন্তঃপুরে যাই।

(সকলের প্রস্থান)

অন্তঃপুর

যশোদা

(কৃষ্ণ ও রাখালগণের প্রবেশ)

রাখালগণ। (যশোদাকে প্রণাম করতঃ) মা ব্রজেশ্বরি! আমরা প্রণাম করি।

যশোদা। (সস্নেহে) এস এস বাছা সকল, চিরজীবী হও! তোমরা আমার গোপালের সঙ্গে খেলা ক'র্‌তে এ'সেছ? তবে ভাটা কড়ি নিয়ে, ঘরে ব'সেই খেলা কর।

শ্রীদাম। না মা, আমরা ঘরে ব'সে খে'ল্‌ব না; বড় আশা ক'রে এ'সেছি, আজ ভাই কানাইকে নিয়ে গোচারণে যা'ব।

রাগিণী ভৈরবী, তাল রূপক

ও মা ব্রজেশ্বরি গো!—

তোমার নীলরতনে, দিতে মোদের সনে,

—ক'রোনা ক মনে কিছু ভয়!—

বেলা অবসান হ'লে, আনিয়ে দিব গোপালে,

মা, তোমার কাছে কহিলাম নিশ্চয়।

তাল একতালা

সঁপে দে গো মোদের হাতে, রাখ্‌ব সদা সাথে সাথে,

সেধে সেধে দিব খেতে ক্ষীর সর ননী;—

সকলে চরা'ব ধেনু, বাজাইয়ে শিঙ্গা বেণু,

ছায়াতে রাখিব কানু তাপিত হ'লে ধরণী।

তাল রূপক

শিলা-কণা কুশাঙ্কুরে, ল'ব সদাই কাঁধে ক'রে,

তাই করিব বনান্তরে, যা'তে সুখে র'য়।

যশোদা। বাপ্‌ শ্রীদাম রে! আমি প্রতিদিন গোপালকে বনে পাঠা'য়ে কেমন করে প্রাণ ধ'রে থাক্‌ব? বাছা সকল! আমি তোদের ক্ষীর সর ননী দিচ্ছি; তোরা আজ এই খানে ব'সে খেলা কর্‌।

শ্রীদাম। মা গো! তুমি ভাই কানাইকে গোচারণে পাঠা'তে কেন এমন ভীত হ'চ্ছ? তোমার গোপাল সামান্য ছেলে নয়! মাগো! কোন ভয় ক'রো না, হাঁসি মুখে ভাই কানাইকে সা'জায়ে দেও, আমরা বনে গিয়ে খেলা করি।

যশোদা। বাপ্‌রে! আমি গোপালকে বনে পাঠা'তে সাধে কি এমন করি! আমার যে কপাল মন্দ! তাই যদি না হ'বে, তবে অবোধ

কাঁচা ছেলের উপর কংস রাজা এরূপ নিষ্ঠুর কেন হ'বেন! কই, আমি ত মনেও কখন কারও মন্দ করি নি! হায়! যে 'মা, আমাকে চাঁদ ধ'রে দে' ব'লে কেঁদে উঠে, যে মা ব'লে আজও চেয়ে খেতে জানেনা, যে ভাল মন্দ কিছুই বুঝে না, তারও আবার শত্রু। বিধাতা এ অভাগিনী চির দুঃখিনীর ভাগ্যে কি সর্ব্বনাশ লি'খেছেন তা তিনিই জানেন।

শ্রীদাম। মা গো! তোমার গোপাল যদি সামান্য ছেলে হ'ত, আর মা কাত্যায়নী যদি সহায় না থাকৃতেন, তা হ'লে কি পুতনা, অঘাসুর প্রভৃতি নিদারুণ কংসচরদের হাতে রক্ষে ছিল? কিছু ভয় ক'রো না।

যশোদা। শ্রীদাম রে! আমি জগজ্জননী কাত্যায়নীর সাধনা ক'রেই বাছাধন গোপালকে পেয়েছি; মনে জানি যে, তাঁর দেওয়া ধন তিনিই রক্ষে ক'রবেন; তবু যে মন কেন বোঝে না, তা কেমন ক'রে ব'লব? বাছারে! আজ তোমরা গোপালকে রেখে যাও। কাল আমি বেস্ ক'রে সা'জায়ে দিব, তোমরা স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেও।

শ্রীদাম। মা গো! আমরা কেন যে ভাই কানাইকে নিবার জন্যে এত জিদ্ করি, তা কি তুমি জান না? যে দিন আমরা বিষজল পান ক'রে সকলে অচেতন হ'য়ে প'ড়েছিলাম, যদি ভাই কানাই সঙ্গে না থাকৃত, তবে সে দিন আমাদের কে বাঁচাত?

সুবল। মা গো! আমরা গোচারণে গিয়ে কোন গাছের তলায় সকলে মিলে খেলা করি, খেলা ক'রুতে বড় ক্ষুধা তৃষ্ণা পায়; অমনি ভাই কানাইকে বলি; তখনি সে জানি, কোথা হ'তে সুমিষ্ট ফল শীতল জল এনে সকলের জীবন রক্ষে করে। মাগো! এত গুণের কানাইকে ছেড়ে কেমন ক'রে বনে যাব।

সুদাম। মা গো! আমরা বনে গিয়ে সকলে খেলায় মত্ত হই; আমাদের গাভী বৎস সকল কে কোথায় যায়, তা আমরা কিছুই

দেখিনে। খেলা ভা'ঙ্গলে ভাই কানাই যেই বাঁশীর শব্দ করে, অমনি যে যেখানে থাক্ না কেন, সব গুলি উচ্চ-পুচ্ছ হ'য়ে হাম্বারব ক'র্‌তে ক'র্‌তে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়! মা গো, আমরা এই সকল গুণেই ভাই কানাইকে রাখালরাজ ব'লে ডাকি। (যশোদার চরণ ধরিয়া) তোমার পায়ে ধরি মা, তুমি আমাদের রাখালরাজকে ছেড়ে দেও, আমরা তা'কে রেখে কিছুতেই যেতে পার্‌ব না।

যশোদা। আচ্ছা রাখালগণ! যদি তোমরা নিতান্তই গোপালকে নিয়ে যেতে চাও, তবে বলাইকে ডাক।

(বলরামের প্রবেশ)

বলরাম। (দূর হইতে রাখালগণের প্রতি) কি হে! এত দেরি কেন?

যশোদা। এস বৎস, এস! না বাছা, আর বিলম্ব নাই;—(বলরামের করে কৃষ্ণকর ধারণপূর্ব্বক) বাপ্‌রে বলাই! অভাগিনীর প্রাণধন তোর হাতে স'পে দিলাম।

রাগিণী ভৈরবী, তাল একতালা

ধর্‌ নে বেণু-ধর,—
দে'খো, রে'খো বনে কাছে হলধর।
পলকে পলকে হারাই যে বালকে,
তিলে ননী খাওয়াই চাহিয়ে অধর।
তোরা ত বনে কানু নিবি রে,
যায় না যেন বাছা নিবিড়ে;
দে'খেছি স্বপন, ভীত হয় মন,
কংসচরে চরে নিবিড়ে;

তাই বলি হলি ! থে'কো সচকিত,
বনে যেন ঘটে না রে বিপরীত ;
"দিলাম" দুধের গোপালে, চরাতে গো-পালে,
না জানি কপালে কিবা ঘটে মোর।
গোঠে মাঠে যেয়ে ওরে বাছা রাম !
মাঝে মাঝে সবে করিবি বিরাম ;
প্রবল হ'লে রবি, তরুতলে র'বি,
অনিলেতে সবে হ'বি এক ঠাম ;
নিকটে নিকটে চরা'বি গোগণ,
ক্ষণে ক্ষণে বাছা ! দে'খো রে গগন,
যদি সাজে ঘন, সগণে সঘন,
নিয়ে ধেনু বৎস আসিবি রে ঘর।

শ্রীরাধা-নিকেতন

শ্রীরাধিকা ও সখীগণ

ললিতা। রাধে! ও বিধুমুখি! আজ্ যে বড় নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছিস্?

রাধিকা। বল্ সখি! তোরা আমাকে কি ক'র্‌তে বলিস্?

ললিতা। রাধে! অভিসারের যে সময় হ'ল।

বিশাখা। (সুরে) আমাদের বাক্য তবে শুন চন্দ্রাননে!

বঁধুর সময় হ'ল যাইতে কাননে।

বেণু শু'নে না ধরিবি ধৈরযের লেশ;

এখনি সাজাই আয় নটিনীর বেশ।

রাগিণী—মনোহরসাই, তাল লোভা

আয় আয় বিনোদিনি!—

বেস্ ক'রে বেশ ক'রে দিই গো তোরে।

তোরে এমনি ক'রে সাজাইব,

সে বেশ বারেক হে'রে, যেন মনোহরের মন হরে।

'কেন বলি', ও তুই শুনিলে সে মোহন বাঁশী,

অমনি হ'বি বনবাসী,

তখন, বসন-ভূষণ-রাশি, এ সব প'ড়ে র'বে গৃহান্তরে।

তাল—দশকুশী

ধনি! না বাজিতে কানুর বেণু, কুঙ্কুমে মাজিয়ে তনু,
'তোরে' রতন-ভূষণ পরাইব;
—(যে অঙ্গে যে সাজে সাজে গো)—
তোরে বেঁধে দিব লোটন-খোপা, পৃষ্ঠে দু'ল্‌বে দোলন-ঝাঁপা,
'তার' পাশে পাশে কনক-চাঁপা দিব।
—(শ্যাম-মন-মোহিনি গো!)—
ধনি! নটখঞ্জন-গঞ্জন, নয়নে দিব অঞ্জন,
শ্যাম-মনোরঞ্জন করিতে;
—(শ্যামের মন ভুলা'তে গো)—
তোর রাঙ্গা পায়ে যাবক দিয়ে, নীলাম্বরী পরাইয়ে,
তিলক রচিব নাসিকাতে।
—(রাই আর বিলম্ব করিস্‌নে)—

তাল—লোভা

ক্ষণেক ধৈরয ধ'রে, রত্নবেদীর উপরে,
এস এস অবিলম্বে শ্যাম-মনোহরে!
—(সখিগণের প্রতি)—

তাল—লোভা

শুন গো রূপমুঞ্জরী! তুমি বাঁধ গো কবরী,
সিন্দুর পরাও মঞ্জুনালী;
কস্তুরিকে! সাবধানে, কুণ্ডল পরাও কাণে,
হে'রে হৃষ্ট হ'বে বনমালী।

রতি ! পরাও মতিহার, রস ! দেও চুড়ী তার,
রত্নকাঞ্চী পরাও লবঙ্গ !
গুণ ! কমল-চরণ, যাবকে কর রঞ্জন,
দে'খে সুখী হবে সে ত্রিভঙ্গ ।
(না হইতে সাজ সারা, নগরে পড়িল সাড়া,
গোঠে যায় শ্যাম-সুধাকরে,
শুনিয়ে বেণুর ধ্বনি, ব্যাকুল হইয়ে ধনী,
কহিছে সখীর করে ধ'রে ।)

রাধিকা । (সচকিতে) সখীগণ ! ঐ শোন, কি মধুর বংশীধ্বনি হল ।

রাগিণী বেলোড়, তাল খয়রা

ঐ যায় গো, ঐ যায়,—
বিপিন-বিহারী হরি বিপিন-বিহারে ।
পাতিয়ে শ্রবণ, কর গো শ্রবণ,
নাম ধ'রে বাজিছে ঘন, বঁধুর বাঁশী মধুর স্বরে ।

তাল—খয়রা

"সখি !" ঝট পরিহর বেশ !
"চল" যাইয়ে সত্বরে, অট্টালিকা 'পরে,
হেরি মনোহরের মনোহর বেশ ।
যার প্রেমাবেশে বানাও এ বেশ,
এবে সে করে গো কাননে প্রবেশ ;
হ'য়েছে যে বেশ, সেই বেশ বেস,—সখিরে !
'আগে' দেখায়ে সে বেশ, শেষে ক'রো বেশ !

তাল—তিয়ট

ব্যাজ কি আর সাজে, কাষ কি আর সাজে ?
'সে ধন আমার' রাখাল মাঝে রাখাল-সাজে,
—চলে গো ভুবন আলো ক'রে !

(সখীগণ সহ সত্বর ছাদে আরোহণ)

—ঐ যায় গো, ঐ যায়,—
বিপিন-বিহারী হরি বিপিন-বিহারে।

(ললিতার স্কন্ধে বাহুস্থাপনপূর্ব্বক মূর্চ্ছিতপ্রায়)

ললিতা! ও মা! এ আবার কি!

রাগিণী ঝিঁঝিট, তাল একতালা

ও গো রাধে! রাধে।
ধনি। তোরে নিয়ে মোদের হ'ল একি বিষম দায়।
শ্যামকে, না দেখিলে ম'র্‌বি, দেখ্‌লেও এমন ক'র্‌বি, রাধে!
তবে, কিসে জীবন ধ'র্‌বি না দেখি উপায়।

শুনিয়ে মুরলী পাগলিনী হ'লি,
উপেখিয়ে বেশ, শ্যাম দেখিতে এলি;
ভাল, এলি এলি, নয়ন ভ'রে আলি! রাধে!—
কোথা, দেখ্‌বি বনমালী, কি হ'ল গো তায়।
মোরা ভাবি, শ্যামকে তোকে রা'খ্‌ব সুখে,
তার সুখে, তোর সুখে, আমরাও থা'ক্‌ব সুখে;

এত দুখে যদি পাওয়া গেছে সুখে,
ক্রমেই সুখের বৃদ্ধি হ'বে সুখে সুখে ;
কেবা জানে ধনি ! এমন দশা তোর,
দুখে সুখে হ'বি সমানই কাতর ;
তোর, দেখে দুখের কান্না, প্রাণ না কাঁদে কার না ?
কিন্তু, সুখের কান্না দে'খে অঙ্গ জ্বলে যায়।

বিশাখা। বলি রাই ! শ্যামরূপ দে'খে কোথা সুখী হ'বি তাতে এ আবার কি দেখি ?

রাধিকা। (সকাতরে) সখি ! আমার ধ্যান, জ্ঞান, সাধন সকলেরই ফল ঐ শ্যামরূপ দর্শন ; তাতে যে আমি কেন এমন হ'লাম, তা কি শুন্‌বি ? তবে বলি শোন্।

রাগিণী দেবগিরি, তাল একতালা

কি হেরিব শ্যামরূপ নিরুপম,—
—নয়ন ত মম মনোমত নয়।
যখন নয়নে নয়ন, মন-সহ মন—
—হ'তেছিল সম্মিলন ;
নয়ন, পলক দিলে সেই সুখের সময় !
"কৃষ্ণ"-দরশনের বাদী ত্রিবিধ বৈরী,
বল কেমন ক'রে প্রাণ ভ'রে হেরি,
আমার ঘরে গুরু লোক, নয়নে পলক,
—সুখে উপজয় শোক ;
আবার আনন্দ-মদন দুই হৃদয়ে জাগয়।

তাল—লোভা

বিধি জানে না বিধিমত সৃজন। (অরসিক বিধি)—
—(সখি ! নয়নের বা কি দোষ দিব)—
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তারে কোটি নেত্র না দেয় কেন গো ;
যদি দিল বা দুটি নয়ন, তাতে কেন দিল পক্ষ আচ্ছাদন।

তাল—দশকুশী

সখি ! কি তপ করিয়ে মীন, 'পেল' দুটি চক্ষু পক্ষহীন,
বলে দে গো নিশ্চয় করিয়ে ;
—(তোরা যদি জানিস্ মা।—মীনের তপের কথা)—
তবে, আমি সেই তপ করি, মীনের মত নেত্র ধরি,
হেরি হরি পরাণ ভরিয়ে।
—(অনিমিখ-দিঠে মা)—

তাল—একতালা

পক্ষ দিল, তাতে নাহি ছিল ক্ষতি,
যদি দিত আঁখির উড়িতে শকতি ;
তবে চকোরেরি মত, সে লাবণ্যামৃত,
উ'ড়ে উ'ড়ে পান করিত,—
আঁখির পিপাসা মিটিত, হেন মনে লয়।

———

গোচারণ—বন

কৃষ্ণ, সুবল ও মধুমঙ্গল

সুবল। ভাই কানাই! তোমার ভাব দে'খে বোধ হ'চ্ছে, তুমি যেন কি ভা'ব্ছ।

কৃষ্ণ। ভা'ব্ছি কি, তা' কি—

সুবল। থাক্, আর ব'ল্‌তে হ'বে না, বুঝেছি।

কৃষ্ণ। ভাই! যদি বু'ঝে থাক, তবে তার যুক্তি কি?

সুবল। (সহাস্যে) তোমার যুক্তি তুমিই কর।

কৃষ্ণ। ভাই সুবল! ভাই মধুমঙ্গল! আমি মনে মনে এই যুক্তি ক'রেছি যে, তোমরা সাবধান হ'য়ে গাভী বৎস সকল রক্ষে কর; আমি সঙ্কেত-কাননে প্রিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে যাই। এর মধ্যে মধু পান ক'রে, দাদা বলরাম যদি এ'সে তোমাদের জিজ্ঞেস্ করেন যে, কানাই কোথায়, তোমরা ছল ক'রে ব'লো যে, সে বনফল খেতে, জানি না, কোন্ বনে গেছে। তা' হ'লে দাদা আর কিছু সুধাবেন না।

মধু। (ঈষৎ হাস্যসহ) ভাই কানাই! তুমি ত যাও, তার পর, আমাদের যা' ব'ল্‌বার তা' বলুব এখন।

কৃষ্ণ। (হস্তধারণপূর্ব্বক) ভাই মধুমঙ্গল! তোমার ভাবভঙ্গী দেখে আমার ভাল বোধ হ'চ্ছে না, তুমি সত্য ক'রে বল, কি ব'ল্‌বে?

মধু। কি ব'ল্‌ব, তা' নিতান্তই শুন্‌বে? তবে বলি শুন।

সুধাইলে দাদা বলাই, উচিত ত সত্য বলাই,
মিথ্যা বলা হয় কি তাঁর কাছে?

"বল্'ব", পিপাসায় হ'য়ে কৃশ, রেখে ধেনু বৎস বৃষ—
ভানুসুতা সমীপে সে গেছে।
বহুগুণ যার পয়োধরে, দৃষ্টি মাত্র তুষ্ট করে,
পরশে শীতল করে অঙ্গ!
তাহার তরঙ্গ রঙ্গে, অন্তরঙ্গগণ সঙ্গে,
মহাসুখে আছে সে ত্রিভঙ্গ।

কৃষ্ণ। হাঁরে, ক্ষেপা! বলিস্ কি! এত এক রকম পষ্টই বলা।

মধু। তাইত বটে; আমি কি তাঁর সঙ্গে প্রতারণা ক'র্‌তে পারি? বাপ্‌রে! তাঁরে দে'খ্‌লে ভয়ে প্রাণ শু'কিয়ে যায়; কি জানি, শেষে কি ক'র্‌তে কি হ'বে! না ভাই, আমি পষ্ট কথাই ব'ল্‌ব।

কৃষ্ণ। কেন ভাই, আমি যে রকম ব'ল্‌লাম, তা' বল্‌তে আর তোমার ভয় কি? (হস্ত ধরিয়া) মধুমঙ্গল! ভাই, তোমার পায়ে পড়ি—

মধু। আচ্ছা, হ'য়েছে ভাই! পায় প'ড়্‌তে হবে না, তোমার ভয় নেই। কিন্তু একটী কথা কাণে কাণে বলি,—আমি ত ভাই, বামুনের ছেলে চিরকেলে পেটুক, পেট ভ'রে লাড়ু মিঠাই খেতে দিতে হ'বে।

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করতঃ) এই কথা? তার জন্যে আর ভাবনা কি? পেট ভ'রে কেন, প্রাণ ভ'রে—

মধু। (কৃষ্ণের মুখে হস্তার্পণ পূর্ব্বক) থাক্ থাক্, আর সকলের সাক্ষাতে গোল ক'রে কাজ নেই, সৎপথের অনেক কাঁটা, তবে তুমি যাও।

(কৃষ্ণের প্রস্থান)

শ্রীরাধানিকেতন

রাধিকা ও সখীগণ

রাধিকা। সখীগণ! আমার প্রাণবল্লভ কি কাননে গিয়েছেন?

ললিতা। তখন ভাল ক'রে দে'খ্‌লি নে, এখন কেন আর অমন করিস্‌? তিনি কি তোর জন্যে এখানে ব'সে থা'ক্‌বেন?

রাধিকা। ললিতে! এ অভাগিনীর জন্যে তিনি ব'সে থা'ক্‌বেন, তা' আমি ব'ল্‌চিনে; তিনি কি যা'বার সময় কিছু ব'লে গিয়েছেন?

ললিতা। (সুরে) সঙ্কেতে জানা'য়ে হরি গেলা গোচারণে;

মান-সরোবর-তটে হইবে মিলনে।

সুস্থির হইয়ে পর বসন ভূষণ;

ভাবনা কি? করাইব শ্যাম-দরশন।

রাধিকা। সখীগণ! আমার প্রাণ বড় অধৈর্য্য হ'য়ে উঠ্‌ল; তোরা যাস্‌ বা না যাস্‌, আমি চল্‌লাম। আমার আবার ভূষণে কি কাজ? আমার সকল ভূষণ সেই নীলকান্তমণি।

(অভিসার)

ললিতা। (বিশাখাদির প্রতি)—

রাগিণী প্রভাস, তাল একতালা

সখি। ঐ দেখ্‌ বঁধুর অনুরাগে ধনী বে'র হ'ল গো,

ঐ যায় শ্যাম-বিনোদিনী একাকিনী উন্মাদিনীর প্রায়।

অনুরাগের গতি, কি বিষম রীতি,

না মানে সম্প্রতি সঙ্গতি সহায়।

কুল, শীল, ভয়, ধর্ম্ম, লজ্জা, মান,
এ সকলে ভাবি তৃণের সমান,
যশ অপযশ, করি এক জ্ঞান,
দেখ, সবে যায় ঠেলিয়ে তুপায়।
ধনী, মনোরথে চড়াইয়ে মনোরথে,
রথের সারথি ক'রে মনমথে;
জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চ অশ্ব যুড়ি' তাতে,
হরি স্মরি যাত্রা করে বনপথে;
নিবারিতে প্রাতকূল দৃষ্টিপথ,
মন্ত্র তন্ত্র কত, পড়ে অবিরত,
বিঘ্ন শত শত করি পরাভূত,
প্যারী, জীবিত-বল্লভ-দরশনে যায়।

ও গো বিশাখিকে! ও চিত্রে! চম্পকলতিকে! যদি আমাদের রাজনন্দিনীই অধৈর্য্য হ'য়ে বে'র হ'ল, তবে আমরা আর কিসের জন্য ব'সে থাকি? চল, ঐ সঙ্গে আমরাও যাই।

সখীগণ। (অভিসারিকা রাধিকার প্রতি)—

রাগিণী সুহিনী-বাহার, তাল আড়া

চল চল চন্দ্রাননে! ধীরে গজেন্দ্র-গমনে!
গহন কাননে যদি যাবি শ্যাম-দরশনে।
ঝাঁপি বদন-কমল, আর চরণ-যুগল,
দংশে পাছে অলিকুল, ভেবে কমল,—
ঐ ভয় করি মনে!

তপনে তাপিত ধরা, না যায় তা'তে চরণ ধরা,
উচিত ছিল ধৈর্য্য ধরা, বুঝা'য়ে রাই নিজ মনে ;
ধনি ! তোর ঐ পদতলে, পেতে দিই গো শতদলে,
ছায়া করিয়ে অঞ্চলে, সকলে,—
নিবারি রবি-কিরণে।

বনের পথ যেমত দুর্গম, তা'ত জান ত,
স্থানে স্থানে নতোন্নত, পদ বাড়া'বি কেমনে ;
ছু'টেছে তোর মন বারণ, কেন মোরা ক'র্‌ব বারণ,
ক'রে মোদের কর ধারণ, বাড়াও গো চরণ,—
চেয়ে ধনি পথ পানে।

(সকলের প্রস্থান)

কানন—মানসরোবর তীর

কৃষ্ণ

(সখীগণ সহ রাধিকার প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (সাদরে)

ধনি! এস এস হে, এস আমার পরাণ প্রিয়ে।
আসার আশে আছি ব'সে,
তোমার আসাপথ নিরখিয়ে।
—(বলি, ভাল ত আছ হে,—বল বল, কুশল বল)—
তুমি ভাল সময় দেখা দিলে,
"বিধুমুখি!" দেখা দিয়ে আমায় বাঁচাইলে।
—(নইলে জীবন যে যেত হে,—আর ক্ষণেক
তোমায় না দেখিলে)—
প্রিয়ে! তুমি আমার নয়ন-তারা,
"তোমা বিনে" আমি হ'য়ে থাকি অন্ধের পারা।
(প্রেমবিহ্বলতায় বাহু প্রসারণপূর্ব্বক ললিতার প্রতি)

তাল - খয়রা

কই, কই, প্রেমময়ি।
এস এস হে কিশোরি! হৃদয়েতে ধরি,
অঙ্গ পরশিয়ে শীতল হই।

—(তোমার শীতল অঙ্গ)—

—(বড় জ্ব'লে যে আছি,—তোমায় না দেখিয়ে)—

এস, তোমারে লইয়ে, বিরলে বসিয়ে,

মরমের যত দুখ সুখ কই।

—(নইলে কা'রে বা ক'ব, প্রিয়ে! তোমা বিনে)—

ললিতা। (সহাস্যে) বলি বলি, ওকি কর হে বঁধু!

বলি, কা'রে ব'লে, কা'রে ধর হে বঁধু?

চক্ষে, লেগেছে কি রাধারূপের ধাঁধা,

তাইতে, যাকে দেখ, তাকে বল হে রাধা।

আমি ললিতা, তোমার রাই নই,

চেয়ে দেখ, দেখ দেখ,—

তোমার প্রেমময়ী রাই দাঁড়া'য়ে ঐ।

কৃষ্ণ। (বিশাখার প্রতি) কই কই প্রেমময়ী?

এস এস হে কিশোরি! হৃদয়েতে ধরি,

অঙ্গ পরশিয়ে শীতল হই।

বিশাখা। (সহাস্যে) ছি! ছি! ওকি কর হে বঁধু!

বলি কা'রে ব'লে, কা'রে ধর হে বঁধু?

ওহে! উন্মত্ত মাতালের পারা,

বলি, কিসে হ'লে এমন দিশেহারা?

আমি বিশাখা, তোমার রাই নই,

দেখ দেখ বঁধু! চেয়ে দেখ,—

তোমার প্রেমময়ী রাই দাঁড়া'য়ে ঐ!

কৃষ্ণ। (রঙ্গদেবীর প্রতি) কই কই প্রেমময়ী ?
এস এস হে কিশোরী ! হৃদয়েতে ধরি,
অঙ্গ পরশিয়ে শীতল হই।

রঙ্গদেবী। (সহাস্যে) লাজে মরি ! ও কি করহে বঁধু !
বলি, কা'রে ব'লে, কা'রে ধর হে বঁধু ?
ছি ! ছি ! হে নাগর ! এ কি রঙ্গ কর,
রাইকে দে'খেও কি হে, চি'ন্‌তে নার।
আমি রঙ্গদেবী, তোমার রাই নই,
দেখ, দেখ হে নাগর !
তোমার মনোমোহিনী দাঁড়া'য়ে ঐ।

কৃষ্ণ। (সুদেবীর প্রতি) কই কই প্রেমময়ী ?
এস এস হে কিশোরি ! হৃদয়েতে ধরি,
অঙ্গ পরশিয়ে শীতল হই।

সুদেবী। (সহাস্যে) ছি ! ছি ! ওকি কর হে বঁধু।
ভাল, ভাল, বড় হাসা'লে বঁধু।
বঁধু ! সবে ঘুরে প'ড়ে তব চক্রে,
আজ তুমি ঘুরিতেছ প'ড়ে রাধা-চক্রে,
আমি সুদেবী, তোমার রাই-নই,
দেখ দেখ হে নাগর !—
তোমার প্রেমময়ী রাই দাঁড়ায়ে ঐ।

কৃষ্ণ। (লজ্জাবনত মুখে) ওহে সখিগণ ! আমি রাধারূপ চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে নিদ্রিত হ'য়েছিলাম। তার পর তোমাদের পদ-শব্দে

হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হ'ল ; কিন্তু নিদ্রার ঘোর তখনও যায় নি ; সেই জন্যেই আমার এরূপ ভ্রম হ'য়েছিল ; তাতে আর হাসি কেন ?

ললিতা। (ঈষৎ হাস্য করতঃ) ওহে! বুঝা গিয়াছে ; এতে আর তোমার লজ্জা কি ? বলি, এখন সে ঘোর গিয়েছে কি না ? যাক্, আর কথায় কাজ নেই, এই নেও, তোমার রাই নেও।

কৃষ্ণ। (রাধিকার হস্তধারণ পূর্ব্বক)—

রাগিণী বেলড়, তাল দশকুশী

ধনি! বস মম উরূপরি, "তোমার" চরণ দুখানি হেরি,
কণ্টক বিঁধেছে কি হে পায় ;
—(এস এস প্রিয়ে! দেখি হে)—
একে, বনের কঠিন মাটি, "তাহে" সুকোমল পদ-দুটী,
কিরূপে হাঁটিয়ে এলে তায় ?
—(প্রিয়ে বল বল হে)—
ধনি! প্রখর রবির করে, সহিলে কেমন ক'রে,
নবনী জিনিয়ে মৃদু কায় ;
—(ধনি! বল বল হে প্রাণপ্রিয়ে)—
আহা! কতই বা পেয়েছ দুখ, ঘামিয়াছে বিধুমুখ,
দে'খে বুক বিদরিয়ে যায়।
—(এস, মুছায়ে দিই হে, তোমার চাঁদমুখ)—

রাধিকা। ওহে প্রাণবল্লভ! তোমার বিচ্ছেদে যত দুঃখ, আর সম্মিলনে যত সুখ, কারও সাধ্য নেই যে তার পরিসীমা করে।

সমস্ত বৃশ্চিক-সর্প-দংশে যত দুখ ;
তোমার বিচ্ছেদ কাছে সে সকল সুখ!

তোমার দর্শনে নাথ! যে আনন্দ হয়;
কোটি ব্রহ্মানন্দ তার এক বিন্দু নয়!

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! এস এস, আমার হৃদয়ের জ্বলন্ত আগুন নির্ব্বাণ কর।

রাধিকা। নাথ!

রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোভা

পাছে হ'বে অন্য কেলি, এস আগে পাশা খেলি,
সখী সবে মধ্যস্থ রাখিয়ে;
হারিলে এ হার দিব, জিনিলে মুরলী নিব,
এই পণ সুদৃঢ় করিয়ে।
কর এই ব্যবহার, মুরলী আর এই হার,
রাখা যা'ক্ মধ্যস্থের হাতে;
তোমার ছক্কা, আমার পঞ্জা, প'লে পাওয়া যা'বে পণ যা,
প্রবঞ্চনা না হইবে তাতে।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! ভাল ব'লেছ, এস তাই করি।

(উভয়ের খেলা ও সখীগণের আনন্দ-নৃত্য)

তাল আদ্ধা

শ্যাম, শ্যামমনোমোহিনী খেলে রে কি রঙ্গে।
ভাসিছে সঙ্গিনী সবে কৌতুক-তরঙ্গে।
কেউ বলে, 'জয় যূথেশ্বরী শ্যামসোহাগিনী রে.'
কেউ বলে, জয় গোপীবল্লভ রাধা-আধা অঙ্গে;
কেউ বলে, 'আমরা সই, যে জয়ী, তার দলে রই,
তাই বলি, জয় প্রেমময়ী, জয় শ্রীত্রিভঙ্গে।

কৃষ্ণ। (পাশাধারণপূর্ব্বক) ছক্কা ছক্কা (পাশা ক্ষেপণ)—এই ছক্কা।

রাধিকা। (সহাস্যে) এই দেখ নাথ! এই দেখ, তোমার ছক্কা পড়েনি। এখন আমার ভয় কি? পঞ্জা না পড়ে, শোধ যাবে। (পাশা ক্ষেপণ) পঞ্জা—এই দেখ পঞ্জা।

সখীগণ। (করতালি দিয়া) এই ত আমাদের যূথেশ্বরীর পঞ্জা প'ড়েছে। (কৃষ্ণের প্রতি)

রাগিণী জংলাট, তাল বরণ-খয়রা

ওমা! ছি ছি! নাগর, হা'র্‌লে।
ছি ছি! লাজে যে মলাম,—
ম'লাম্ ম'লাম্! ছি ছি! লাজে ম'লাম,—
তুমি, পুরুষ হ'য়ে, নারীর সনে, খেলাতে না পার্‌লে!
তোমার সর্ব্বস্ব-ধন মুরলীরতন, তাও ত রাখ্‌তে নার্‌লে।
যে মুরলী নিয়ে ফির্‌তে জাঁকে পাকে,
সে মুরলী আজ পড়িল বিপাকে;
বহুদিন সবে থেকে তাকে বাকে,
পাকে-জোকে তাঁকে সার্‌লে;
"এখন" কি দিয়ে ফিরাবে বনে ধেনুগণ?
কি দিয়ে করিবে নারী আকর্ষণ?
"তোমার" যত জারী জুরি গৌরব চাতুরী,
সকলি কিশোরী ভা'ঙ্‌লে।
যে মুরলী যোগিগণের যোগ ভাঙ্গে,
দেবীগণের নীবি খসায় পতি-আগে,

ছাড়ায় গোপীকুলের গৃহ-অনুরাগে,
"বুঝি" সকলের শাপ আজ্ লা'গ্‌লে ;
"এখন" স্থির মনে যোগিগণে করুক্ যোগ,
ঘুচুক্ দেবীগণের নীবিখসা রোগ,
সব গোপাঙ্গনা গুরুর গঞ্জনা
—যন্ত্রণা হ'তে আজ্ বাঁচ্‌লে।
"যেমন" চোরের মত বুদ্ধি, সবই সিঁদ-কাঠীতে,
তা' বিনে কখন নারে সিঁদ কাটিতে,
"তেমনি" তোমার বিদ্যে, যে বাঁশের কাঠীতে,
তা'ত আজ সাগরে ডা'র্‌লে ;
"যা'হক্" অনেকেরি আজ হ'ল উপকার,
কেবল দেখি, একা তোমার অপকার ;
হ'ল যা হ'বার, গেল যা যাবার,
বাঁশী পাবে না এবার আর কাঁদ্‌লে !

কৃষ্ণ। (অধোমুখে) ভাল সখীগণ ! বলি, যার কাছে প্রাণ মন, সব হে'রে আছি,—একটা বাঁশের বাঁশী কি তার কাছে এতই বড় হ'ল।

বিশাখা। (কৃষ্ণের চিবুক ধরিয়া) ওলো ললিতে ! দেখেছিস, বাঁশীটী হেরে কি ভাব হয়েছে ?

ললিতা। তাই ত গো ! ম'রে যাই ! বাঁশীর সঙ্গে যে হাসিও গেল !

চিত্রা। ও মা ! ও কি ! যেন নুনের জাহাজ ডুবেছে !

ললিতা। ওহে নাগর ! তুমি এতই ভাব্‌ছ কেন ? একটা কথা বলি শুন ;—কাল আমি রান্নার সময়, অম্‌নি ধারা একখানি বাঁশ

দেখেছিলাম ; যদি পুড়িয়ে না থাকি, তবে সেখানি তোমাকে এনে দেব এখন, ছি ছি ! কেঁদো না।

কৃষ্ণ। সখীগণ ! তোমরা সময় পেয়ে, কেন আর কাটা ঘায় নুনের ছিটে দেও ? বাঁশী যদি আমার সত্যের ধন হয়, তবে আপনি আমার হাতে আস্‌বে। (স্বগতঃ) আমি অস্পষ্টরূপে চন্দ্রাবলীর নাম করি, তা হ'লেই শ্রীমতী ক্রোধভরে মুরলী দূরে নিক্ষেপ কর্‌বেন, আর অম্‌নি আমি তুলে নেব।

(বংশালোভে বংশীধারী, শঠশিরোমণি হরি,
শ্রীরাধার মুখ নিরখিয়ে ;
বাহু দুটী ঊর্দ্ধ ক'রে, জৃম্ভন মোচন করে,
উচ্চৈঃস্বরে "হা চন্দ্রা" বলিয়ে।
তা শুনিয়ে বিধুমুখী, অম্‌নি হ'য়ে অধোমুখী,
কোপিনী সাপিনী-মত ফুলে ;
ক্রোধে চক্ষু রক্তময়, কম্পিত অধরদ্বয়,
বলিছেন সঙ্গিনী সকলে।)

কৃষ্ণ। (জৃম্ভনকরতঃ) হা-চন্দ্রা !

রাধিকা। (সকোপ মুরলী দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক) সখি ! তোরা শঠের ভঙ্গী দে'খ্‌লি ত ? শীঘ্র ক'রে, ঐ চন্দ্রাবলীর বল্লভ কপটকে, কুঞ্জ হ'তে বে'র ক'রে দে।

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

দে বের্‌ করে সখি ! শ্যামল সুন্দরে ;
আমি হের্‌ব না হের্‌ব না ও লম্পট শঠেরে।

বের করে শঠে, দে গো দ্বার এঁটে,
সে কি প্রেম জানে, যে জন সদা ফিরে মাঠে,
দেখ্ দেখ্ আলি ! শঠের নাগরালি,
আমার কাছে "চন্দ্রাবলী" বলি কেঁদে উঠে ;
আমি চিনেছি উহায়, ঠেকে ধরে পায়,
বিপক্ষ হাসায়, এমনি কপট এ ;
"হল" কাল-রূপ কাল-যেন, মম নয়ন-গোচরে।

কৃষ্ণ। রাধে ! প্রেমময়ি ! সুখের সময়, কেন একে আর ভেবে বিমুখী হ'লে।

রাগিণী— গাড়া-ভৈরবী, তাল—একতালা

প্রিয়ে ! অনিদান মান করে, বিধুমুখি !
—অধোমুখী হওয়ার কি ফল বল ?
"একবার" মেলিয়ে নয়ান, তুলিয়ে বয়ান,
"প্রিয়ে !" যা বলিয়ে ভালবাস, তাই বল।
প্রেমামৃত-ক্রীত এ নিজ কিঙ্করে,
বিরল গরল বিতর কি করে ?
শুন কমলিনি ! তোমায় মলিনী
হেরে চিত্ত-অলি নিতান্ত বিকল।
তব চন্দ্রাননে হেরে চন্দ্রাননে !
ঘৃণা মম উপজিল চন্দ্রাননে ;
ফুটিল প্রমোদ-কুমুদ কাননে,
হর্ষে জাড্যবাণী না সরে আননে;

সাধ হ'ল মনে, "চন্দ্রাননে !" বলি,
না পূরিল বাক্য, অর্দ্ধ "চন্দ্রা" বলি,
তা শুনে ভাবিলে বল্‌ব "চন্দ্রাবলী",
"কিন্তু" "চন্দ্রা" বলি "ননে" আননে রহিল।
"প্রিয়ে!" তোমায় হেরে যদি বলি "চন্দ্রাবলী",
তা কভু ভেবোনা, সেই 'চন্দ্রাবলী',
তব মুখে, নখে, হারে চন্দ্রাবলী,
দেখে সুখে মুখে বলি "চন্দ্রাবলী" ;
মানের ভরে প্রিয়ে ! যা' আমাকে বল;
তবু তুমি আমার সম্বল কেবল ;
তোমা বিনা ব্রজে আছে আর কে বল,
ভবনে কি বনে জীবনেরই বল।

রাধিকা। ললিতে! ও বিশাখে! তোরা যে বড় নিশ্চিন্ত হয়ে রলি। শঠের কপট বিনয় বাক্য আমার কাণে যেন বাণের মত বিঁধ্‌ছে; ত্বরা করে লম্পটকে বের করে দে ।

ললিতা। ওগো যূথেশ্বরি! আমরা তোদের ভাব কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে। আমরা তোর নিতান্ত অনুগত সহচরী, কাজেই যা বল্‌লি, তাই করি। (কৃষ্ণের প্রতি।) ওগো রাধারমণ! বুঝ্‌লে ত রাধার মন, এখন এস্থান হতে প্রস্থান কর।

কৃষ্ণ। ললিতে! বিশাখে! তোমরাও কঠিনা হ'লে?

(সুরে)—শুন চতুরা ললিতে! তব উচিত বলিতে,
আমার হয়ে রাইকে দুটো কথা ;

না বুঝিয়ে প্রাণেশ্বরী, অকারণ মান করি,
সাধে মোর দেন মনে ব্যথা।

ললিতা। ওহে নটবর! দুটো কেন, তোমার হয়ে দশটা বলছি! তুমি রাধার চরণ ধরে বসে থাক, আমি একবার সেধে দেখি,—না হয়, তুমিই কেন একবার সেধে দেখ না; তাও ত জান।

কৃষ্ণ। ললিতে! বেস্ বলেছ, তবে তাই করি। (রাধিকার চরণধারণপূর্ব্বক,—স্বরে)—

অয়ি রাধে! মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং;
—নিজ দাস বলে ক্ষমা দে রাই!

ললিতা। ওহে রাধাবল্লভ! বুঝেছি, এ সাধারণ মান নয়। একটু রও, আমি দুটো বলে দেখি। (রাধিকার প্রতি) ওগো রাধে! ও বিধুমুখি! বল্ দেখি, কি জন্য বজরবুকীর মত, অধোমুখী হয়ে বসে রলি? একবার বঁধুর পানে ফিরে, দেখ্ দেখি।

রাগিণী—সুরট, তাল—খয়রা

ও কি কেউ নয় গো, রাই তোর;—
কাঁদাস্ নে গো আর, দেখে ফাটে যে অন্তর।
ঐ দেখ্ করিল সিঞ্চন নয়ন-ধারায় ধরা,
দেখে কি ও মুখ, যায় ধৈর্য্য ধরা;
কাঁপে থর থর, শ্যাম কলেবর,
যেন রাহু-ভয়ে সুধাকর।
যার জন্য কুল-মান সমুদয়,উপেখিলি গুরুগঞ্জনার ভয়,
ও কি সে কি নয়? যদি হয়, একি উচিত হয়?

"ও তোর" সাধের গোকুলশশী কেঁদে যে আকুল,
এ মান-সাগরের নাই কি রাধে, কুল ?
শেষে, একুল ওকুল, হারাবি দুকুল,
মুখের দুকূল ফেলে নাথে ধর্ ধর্।

রাধিকা। ও গো ললিতে! ও অবোধিনি! তোরা মর্ম্ম না জেনে আল্‌গা সাধা আর সাধিস্ নে। তোরা যাই কেন বল্ না, আমি তোদের কথা শুন্‌ব না।

—ওযে বসিয়ে আমার কোলে, কাঁদে চন্দ্রাবলী বলে,
কি বলে দেখিব তার মুখ ;
একে দুখে মরি জ্বলে, তোরা আবার সে অনলে,
ঘৃত ঢেলে দেখিস্ কৌতুক।

ললিতা। ওহে নাগর! তোমার প্রেয়সীর কথা শুন্‌লে ত, আমার আর অপরাধ কি ?—(সুরে)—

—তোমার রোদন হল অরণ্যে রোদন ;
কিছুতে হের্‌বে না রাই তোমার বদন।
সে যদি না কাঁদে, তুমি যার লাগি কাঁদ ;
রোদন সম্বরি হরি, ধৈর্য্যে মন বাঁধ।

কৃষ্ণ। বিশাখে! তুমি যে দেখি, একটা কথাও বলছ না ?
(সুরে) কল্পলতিকা বিশাখা! তুমি কি হলে বিশাখা,
তাপিত সখারে ছায়াদানে ?
সময়েতে বন্ধু হয়, অসময়ে কেউ নয়,
রাহুগ্রস্ত শশীতে প্রমাণে !

কোথা দুটো বলে কয়ে, দিবে বিবাদ ভাঙ্গিয়ে,
তোমরা দেখি, নাচ সেই তালে ;
ধর্তে বল্লে বেঁধে আন, কত রঙ্গ কর্তে জান,
স্বর্গে তুলে, নেও হে পাতালে।
আকাশেতে ফাঁদ পেতে, পার চাঁদ ধরে দিতে,
কেড়ে নিতে পার পুনর্ব্বার ;
যাবৎ বুদ্ধির উদয়, চেষ্টা পেয়ে দেখ্তে হয়,
না হইলে দোষ কিবা কার।
এ খেদ রহিল ভারি, থাকৃতে তোমরা কাণ্ডারী,
কূলে তরী ডুবিল আমার।
কাছে থাক্‌তে ধন্বন্তরি, দন্তশূলে যদি মরি,
কে করিবে তার প্রতিকার ?

বিশাখা। (চিবুকে অঙ্গুলিপ্রদানপূর্ব্বক) ও মা! আমি কোথা যাব! ওহে শ্যামসুন্দর! আমাদের বৃথা অনুযোগ কর কেন? তোমরা সাধে সাধে দুজনে বিবাদ কর্‌বে, আমরা মাঝে থেকে অনুযোগের ভাগী হব, এও ত দেখি মন্দ নয়।

কৃষ্ণ। বিশাখে! তোমরা আমার মর্ম্ম জান বলেই তোমাদের কাছে এত করে বলি, তাতে কেও রাগ করো না ; তোমরা যা বল্‌বে, আমি তাই কর্‌ব। (স্বগতঃ) "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎপ্রাজ্ঞঃ কার্য্যধ্বংসেন মূর্খতা।" (প্রকাশ্যে) সখি! বল দেখি, আমি এখন কি কর্‌ব ?

বিশাখা। আর কি কর্‌বে ? ও চরণ সাধন বিনে আর গতি নাই।

কৃষ্ণ। তবে তোমরা এস, আমি রাধার চরণ ধরে সাধি।

(শ্রীরাধিকার চরণধারণপূর্ব্বক,— সুরে)—

অয়ি রাধে! মুঞ্চময়ি মানমনিদানং ;

—রাধে! অপরাধীর কি ক্ষমা নাই ?

বিশাখা। (রাধিকার প্রতি) ও গো মানময়ি। বলি, শ্যাম হতে কি তোর মানের মান এতই বড় হল ?

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী, তাল একতালা

বিবাদে ক্ষমা দে, ক্ষমা দে গো রাধে!—
—আমাদের কথা মান্ মান্।
ভাল নয়, ভাল নয় মেয়ের এত অপরিমাণ মান!
যার পায় সমর্পিলি কুল-মান,
সে ধরিলে পায়, আর কি থাকে মান ?
পরিহরি মান, রাখ হরির মান ;
ভাবিস্‌নে, ভাবিস্‌নে ধনি! শ্যামের সমান মান।
চরণতলে পড়ে শ্যামচাঁদ কাঁদে,
তা দেখে আমাদের মন প্রাণ কাঁদে,
কি করে কঠিনে! আছিস্ প্রাণ বেঁধে,
না জানি, কোন্ গ্রহ চড়েছে তোর কাঁধে ;
"এখন" মানের ভরে উপেখিলি প্রাণকান্তে,
কিন্তু, শেষে মরতে হবে কান্‌তে কান্‌তে ;
মানান্তে প্রাণান্তে আর পাবি নে কান্তে,
এখনও সম্বর ধনি! থাকিতে সম্মান মান।

যে হৃদয়ে তোর শ্যাম রাখিবার স্থান,
আজ কেন সে স্থানে মানের অবস্থান ;
কাঞ্চন রাখার স্থানে কাঁচকে দিলি স্থান,
তোর কি বিবেচনা করেছে প্রস্থান ?
পায়ের নুপুর পরিয়ে গলায়,
গলার হার কেবা পরে থাকে পায় ?
মানকে ঠেলে পায়, শ্যামকে ধর্ হিয়ায়,
দিবে না দিবে না কভু শ্যাম গেলে আর মান মান ।

রাধিকা। সখিগণ ! একটী কথা বলি শোন্, আমি অনেক বুঝি, তোরা আর আমাকে বুঝাস্ নে ; ও শঠের কথা আমার কাছে বলিস্ নে। আমি কাল-রূপ আর দেখ্‌ব না, ওর নামও শুন্‌ব না। দেখ,—

—সাধ করে সোণা কে না পরে থাকে নাকে ;
সে সোণা কাটিলে নাক, ত্যাগ করে না কে ?
তাতে যদি মোর দোষ হয়ে থাকে, হল,
আত্মজন হয়ে, সবে কেন এত বল ?

বিশাখা। ও লো ! ভাল ভাল, সকলই দেখা যাবে।

ললিতা। ও হে বংশীবদন ! স্বচক্ষেইত সব দেখ্‌লে ? এখন স্বস্থানে প্রস্থান কর ; আর মিছে সাধায় ফল কি ?

কৃষ্ণ। ললিতে ! নিতান্তই যেতে হল ? তবে কি বিধুমুখীর দয়া হবে না ?

বিশাখা। হ্যাঁ হে, তবে এস গিয়ে। (কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া কৃষ্ণের প্রত্যাগমন দর্শনে) ও কি বঁধু ! আবার যে এলে ?

কৃষ্ণ। বিশাখে! এই যে তুমি বল্লে, "এস গিয়ে।"

বিশাখা। ও হে রসরাজ! ছি! ছি! এখানে থেকে আর কাজ কি! তোমার কি লজ্জা নেই?

কৃষ্ণ। বিশাখে! তোমরা "এস গিয়ে" বল্লে, এতে থাকৃতে বল্লে না যেতে বল্লে, তা কি করে বুঝব?

(সুরে) শ্রীরাধার পদ ছাড়ি নাহি চলে পদ;
যেতে নারি, রইতে নারি, এ বড় বিপদ!
নয়নের নীরে পথ নিরখিতে নারি,
কেমনে যাইব বল, উপায় কি করি?

বিশাখা। আহা মরি মরি! প্রাণনাথ! চোখের জলে পথ দেখ্‌তে পাচ্ছ না? সে জন্যে চিন্তা কি? এস এস, আমরা না হয় তোমার হাত ধরে কত দূরে রেখে আস্‌ছি।

কৃষ্ণ। (সরোদনে বাহুদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক)

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

হায়! হায়! কোথা যাব রে,—
প্রেমময়ী রাই যদি আমায় উপেখিল।

(গদ্‌গদ্‌স্বরে)—ললিতে! বিশাখে! তোম্‌রা কি আমাকে ডাকৃছ?

ললিতা। না, আমরা ডাকি নি।

কৃষ্ণ। (পুনঃ) হায়! হায়! কোথা যাব রে,—
প্রেমময়ী রাই যদি, আমায় উপেখিল!
যদি উপেখিল বিধুমুখী;
তবে আমি কোথা যেয়ে হব সুখী।—

সখিগণ! তোমরা আমাকে কি জন্যে ডাক্‌লে? তবে কি আমি আস্‌ব?

বিশাখা। ওহে! আমরা আর কি জন্যে তোমাকে ডাক্‌ব? তুমি কি স্বপন দেখ্‌ছ?

কৃষ্ণ। (পুনঃ) হায়! হায়! কোথা যাব রে,—

প্রেমময়ী রাই যদি আমায় উপেখিল।

হায় রে! ত্রিভুবনে বিনে রাই,

আমার দাঁড়াবার আর স্থান নাই।

সখীগণ! তোমরা যেন, কাণে কাণে কি বলাবলি কর্‌ছ, বুঝেছি, আর আমাকে ডাক্‌তে হবে না, এই যে আমি আপনিই আস্‌ছি।

ললিতা। ওহে! তুমি কোথায় আস্‌বে? না হয়, আমরা তোমাকে ডাক্‌লামই বা; কিন্তু সে যে ভুলেও তোমার পানে চায় না।

কৃষ্ণ। (পুনঃ) হায়! হায়! কোথা যাব রে,—

প্রেমময়ী রাই যদি, আমায় উপেখিল।

আমি রাধাসরোবরে যাই,

জলে প্রবেশিয়ে প্রাণ জুড়াই।

সখি! আমার বোধ হচ্ছে, প্রেমময়ী আমাকে বিদায় দিয়ে এখন কাঁদ্‌ছেন; একবার দেখ দেখি; তা হলে আমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি।

ললিতা। না হে নাগর! সে পাষাণবুকীর মন এখনও নরম হয় নি।

কৃষ্ণ। (সরোদনে) সখিগণ! তবে বিদায় হলাম; আমার অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে।

দেখো দেখো রাইকে সবে রেখো সাবধানে;

আমার বিরহে যেন না ছাড়ে জীবনে।

(কৃষ্ণের প্রস্থান)

নিধুবন

রাধিকা ও সখীগণ

ললিতা। বিশাখে! হায় হায়! দেখ্‌লি ত, বিধুমুখীর কি নিষ্ঠুরতা!

বিশাখা। সখি! ও কথা আর বলিস্‌নে, এ সকল দেখে শুনে, আমার মন যে কেমন হয়েছে, তা আর বল্‌তে পারি নে। ছি! ছি! এমন কি কর্‌তে আছে? যা হক্‌, যদি সে ছার মানের উপরোধে, শ্যাম হেন ধনকে অনায়াসে বিদায় দিলে, তবে চল, আমরাও আজ ব'লে ক'য়ে বিদায় হইগে।

সখীগণ। (বিষণ্ণভাবে) ও গো! ভাল বলেছিস্‌; যার শরীরে দয়ামায়া নেই, তার কাছে কি থাক্‌তে আছে? (রাধিকার প্রতি) ও গো রাধে! তুমি কিন্তু আচ্ছা মেয়ে যা হক্‌; বলি হ্যাঁ গো! তুই এ পাহাড়ে মান কা'র কাছে শিখেছিস্‌?

রাগিণী—জংলাট, তাল—একতালা

কভু দেখি নাই, শুনি নাই,—
ও মা! মেয়ের এমন দারুণ জিদ্দী!
শ্যামকে কাঁদালি, কত পায়ে ধরে সাধালি,
ও মানিনি! তবু ক্ষমা কর্‌লি না মান;—
কেবল মানে মানে কর্‌লি মানেরই বৃদ্ধি।
প্রতি ঘরে ঘরে কেনা মান করে?
অল্প সাধাইয়ে, সবাই ক্ষমা করে,
—তা' কি জান্‌তে পারে পরে?

ও তুই, বিপক্ষ হাসালি, স্বপক্ষ ভাসালি,
তোরে কোন্ মানিনী দিয়েছিল এ বুদ্ধি ?
এ গোকুলে তোরে মানে যার মানে,
তারই অপমান ক'র্লি ছার মানে ;
চ'ড়ে মান-বিমানে, কথা যে না মানে,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ ! সে মানিনীর মানে।
তুমি থাক ধনি ! নিয়ে তোমার মানে,
আমরা এখন বিদায় হই গো মানে মানে,
—এ দুঃখ কি প্রাণে মানে ?
তুই, তুচ্ছ মানের দায়, শ্যাম দিলি বিদায়,
তোর ত হ'ল সমুদয় কামনা সিদ্ধি !

রাধিকা। (সচকিতে) সখীগণ ! কি ব'ল্লে ? আমার প্রাণবল্লভ কি মানে অপমান মনে ক'রে কুঞ্জ হ'তে চ'লে গিয়েছেন ? হায় ! তবে আমি কি করতে কি কর্লাম্।

ললিতা। রাই ! শাস্ত্রে বলে "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ", তোকে সুবোধিনী কে বলে ? আমিত দেখি, তোর মত অবোধিনী ত্রিভুবনে নেই। পুরুষ হ'ক্, মেয়ে হ'ক্, যে পরিণাম বিবেচনা না করে, তার আবার কিসের বুদ্ধি ?

রাধিকা। সখি ! আমি ত কাজ ভালই করিনি ; ভাল, তোরা আমার প্রাণসখি হ'য়ে, শ্যামকে ছেড়ে দিয়ে কি কাজ ভাল ক'রেছিস্ ? যা হ'ক্, এখন কৃষ্ণ বিনে আমার প্রাণ যায়, তাকে একবার দেখা'য়ে আমার প্রাণ দান কর্।

ললিতা। রাধে ! ও কপটিনি ! তোর মুখে এক খান, আবার মনে

এক থান, তা আমরা কি ক'রে জা'ন্‌ব? কই এমন কথা ত কিছুই বলিস্ নি যে, "আমি মানের ভরে যাই কেন করিনে, তোরা শ্যামকে ধ'রে বেঁধে রা'খ্‌বি।" আম্‌রা ত তোর পর নই, আমাদের কাছে মনের কথা খু'লে ব'ল্‌লে কি দোষ ছিল?

রাগিণী—জংলাট, তাল—লোভা

বল্ দেখি, ও বিধুমুখী!
আমাদের আর ক'র্‌তে বলিস্ বা কি?
ক'র্‌ব কি গো সখি! ক'র্‌বার আছে বা কি বাকী?
যখন যা ব'লে থাকিস্, তাই ত ক'রে থাকি;
যারে না দেখিলে প্রাণে মরিস্,
তারে দে'খ্‌লে কেন এমন করিস্, এ বা কি?

তাল—খয়রা

যখন বলিস্ মানের ভরে, শ্যামকে দে ব'ার ক'রে,
ও গো! ও মানিনি!—
কথা শুনে আমাদের প্রাণ বিদরে।
তখন করি কি তোর অনুরোধে,—
ও তোর কোপ দে'খে বলি, যাও হে,—
যাও হে যাও হে বঁধু!—
তোমার প্রেমময়ীর দয়া হ'বে না;
সে যে পণ ক'রেছে, কাল রূপ আর দে'খবে না,—
—ব'ল্‌লে কথা রা'খবে না;—নাগর যাও হে;

শুনে নয়ন জলে ভেসে যায়,—
তোর নীলগিরি,— তা কি সহ্য যায় ?
তবু, চোক কাণ মুদে, শ্যামকে দেওয়া গেছে বিদায়।
—(সে আদরের ধনে)—

তাল—লোভা

তখন উপেখিলি করে মান,
এখন বলিস্, শ্যামকে এনে বাঁচা প্রাণ, এ বা কি !

বিশাখা। ও মানিনি ! তোর মানে অপমানী হয়ে, শ্যামচাঁদ যদি বিদায় হ'লেন, তবে আমরাও তোকে প্রণাম করে, মানে মানে বিদায় হই।

রাধিকা। সখি ! তোরা আমাকে কি দোষে পরিত্যাগ কর্‌বি ?

ললিতা। কাজেই যে যেতে হল,—

মুক্তার সোহাগে সবে সূতা গলে পরে ;
মুক্তা বিনা শুধু সূতা কে আদর করে ?
শ্যামের আদরে ছিল আদর সবার ;
সে যদি চলিয়ে গেল, কি ফল থাকার ?

চিত্রা। রাধে ! যূথেশ্বরি ! প্রণাম হই, তবে এখন বিদায় হই।

লবঙ্গলতা। ওগো মানময়ি ! প্রণাম করি, তবে আমিও চল্‌লাম।

রাধিকা। (সরোদন) সঙ্গিনীগণ ! প্রাণবল্লভ আমায় ছেড়ে গেল, তোরাও দেখি, যাত্রা ক'রে পথে দাঁড়ালি, তবে ক্ষণেক বিলম্ব কর্, অভাগিনীর মানের মরণটা দেখে যা।

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। (সাশ্চর্য্যে) ও মা ! একি ! ললিতে ! আজ কুঞ্জের মধ্যে কিসের কান্নাকাটি দেখি ?

ললিতা। ওগো বৃন্দে ! ভাল সময় এসেছ ; ও কথা আর সুধাও কি, একি কান্নার মত কান্না ! এ সব সাধের মানের কান্না।

বৃন্দা। তবু ভাল, সাধের কান্না হলেই বাঁচি। (রাধিকার চিবুক ধরিয়া) রাধে ! সাধে সাধে এ কি ? বলি, মান না আছে কার্ না ? তাতে কেন কান্না ?

রাগিনী—সিন্দুড়া, তাল—খয়রা

বিধুমুখি ! একি দেখি ? ছি-ছি ! কাঁদিস্ কি কারণে ?
মান ক'রেছিস্ খুব ক'রেছিস,—
(তাতে ভয় কি ?—তাতে লাজ কি)
ধনি ! আপন নাথের সনে।
গেছে, যা'ক্ না কেন, কোথা বা য়াবে,
ক্ষণেক পরে তাকে দে'খতে পাবে ;
তেম্নি ক'রে আবার এ'সে লোটাবে ;
(রাই ! রাখ,—রাই ! রাখ ব'লে,—তোর চরণ ধ'রে)
অবলার কি বল আছে মান বিনে,
মান রাখিতে কারো মানাই যে মা'ন্‌বি নে ;
কদাচিৎ তাকে সেধে যে আন্‌বি নে,
তথাপি সে বঁধু তোর বিনে জা'ন্‌বি নে।

উপেক্ষিয়ে, পুনঃ তার অন্বেষণে,
মান ঘুচা'তে স্বয়ং কেন যা'বি বনে ?
"ক্ষণেক" ব'সে মানে মানে, আপন ভবনে,
দেখ্‌না কেন,—সে শঠের আচরণে।
পিরীতি-রতন, হ'লে পুরাতন,
আর কি তেমন, থাকে গো যতন ;
মানেতে সে প্রেম করে যে নূতন,
মকর-কেতন হয় সচেতন।
হেন মানে যে বা তুচ্ছ করি মানে,
সে পিরীতি-রীতি কিছুই না জানে ;
রসিকে কি মানে,—মানে অপমানে ?
ক্ষুধা বিনে সুধায় কে করে যতনে ?

(রাধা-উপেক্ষিত হরি রাধাকুণ্ডতীরে ;
রাধা রাধা বলি ভাসে নয়নের নীরে।
হেন কালে কুন্দলতা তথায় আসিল,
রাধাকান্তে দেখি কা'ন্‌তে বৃত্তান্ত পুছিল।)

রাধাকুণ্ডতীর

কৃষ্ণ ও কুন্দলতা

কুন্দ। দেবর! এ আবার কি ভাব দেখি? আহা! নয়ন জলে যে, শ্যামশরীর ভেসে গিয়েছে! এর কারণ কি বল দেখি?

কৃষ্ণ। ওগো কুন্দলতিকে! এস এস, তোমাকে দে'খে আমার অনেক ভরসা হ'ল।

রাগিণী—জয়জয়ন্তী, তাল—একতালা

ওগো কুন্দলতিকে! আজ কি গতিকে,
পা'ব শ্রীমতীকে, বল সে উপায়?
সে, না হ'লে প্রসন্ন, হৃদয় অবসন্ন,
হেরি সব শূন্য, প্রাণ বুঝি যায়।
আমার, মনে উপজয় যেরূপ তিতিক্ষা,
নাহি মানে প্রাণে সময় প্রতীক্ষা;
বরং, দিয়ে বক্ষে কর, তার পরীক্ষা কর,
জীবন রক্ষা কর মিলাইয়ে তায়।
মান শান্তির যত ছিল সদুপায়,
সে সব উপায় আজ হ'ল গো অপায়;
দে'খে নিরুপায় ধরিলাম দুপায়,
তবু ধনী নাহি মানে ক্ষমা পায়;
বিনা দোষে মোরে উপেখিল রাই,
তবু নিলাজ প্রাণ কাঁদে ব'লে রাই;

এখন, হা রাই! হা রাই! ক'রে প্রাণ যদি হারাই,
তা হ'লে বাঁচ্‌বে না যে রাই, ভাবি-তায়!
তুমি হও আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া,
জানি, আমার প্রতি তোমার বড় মায়া;
আজি, এ বিপদে হইয়ে সহায়া,
হ'বে প্রকাশিতে চিরগত মায়া;
তোমা বিনে মনোদুখ বলি কা'য়?
শপথিয়ে বলি ছু'য়ে তব কায়;
'এখন' রাধার মানের দায়, এ দেহ বিকায়,
জন্মের মত কিন, দিয়ে রাধিকায়।

কুন্দ। রসময়! স্থির হও, চিন্তা কি? আমি এখনই তার উপায় ক'র্‌ছি। কিন্তু তোমাকে অন্য বেশ ক'র্‌তে হ'বে।

কৃষ্ণ। ওগো, তুমি যা ব'ল্‌বে, আমি তাই ক'র্‌ব।

কুন্দ। তবে আর ভাবনা কি?

রাগিণী—জয়জয়ন্তী, তাল—খয়রা

বলি, শুন হে নাগর!—রসিক-সাগর!
নটবর-শিরোমণি!
সে মানিনীর মান, ভা'ঙ্‌তে এ সন্ধান,
সাজ্‌তে হবে তোমায় নবীনা রমণী।
চূড়া খু'লে চুলে বাঁধিয়ে কবরী,
সিঁথি পরাইব সীমন্ত উপরি;

"দিব" চন্দনের বিন্দু, নিন্দি শরদিন্দু,
"তাহে" সিন্দুরের বিন্দু জিনি দিনমনি।
পরিহর পরিহিত পীতাম্বর,
এ বিচিত্র সাটী পর পীতাম্বর!
কদম্ব-যুগলে করি পয়োধর,
কাঁচলি বাঁধিয়ে আবরণ কর;
বেণু ছাড়ি, বীণা করিয়ে ধারণ,
চল অগ্রে বাড়া'য়ে বাম চরণ;
দে'খো রসরাজ, চতুরা-সমাজ—
মাঝে যেন লাজ না পাই গুণমণি!

কৃষ্ণ। কুন্দবল্লি! ভাল, নারী সা'জ্‌লে যদি প্রাণেশ্বরী শ্রীরাধাকে পাই, তবে আমি এখনই তাই ক'রছি। নারী সা'জ্‌তে ত চূড়াবাঁশী লাগে না, তবে এ সকল এই তমালের শাখায় রেখে দি। (চূড়াবাঁশী স্থাপন পূর্ব্বক) এখন কি ক'র্‌তে হ'বে বল।

কুন্দ। নাগর! এ সকল ব্যস্ত হওয়ার কাজ নয়, অতি সাবধানে সা'জ্‌তে হ'বে, কারণ সেখানে তারা সকলেই চতুরা, হঠাৎ যেন বুঝ্‌তে না পারে। তবে এস, সাজ্‌'য়ে দি'গে।

(উভয়ের প্রস্থান)

কানন—মানসরোবরতীর

রাধিকা, বৃন্দা ও সখীগণ

রাধিকা। বৃন্দে! তুমি যে ব'লেছিলে, ক্ষণেক পরেই কৃষ্ণ আস্‌বে; অনেকক্ষণ হ'ল, কই, সেত এখনও এল না?

বৃন্দা। রাধে! তাইত ভাব্‌ছি, এত বিলম্ব হ'ল কেন!

রাধিকা। বৃন্দে! আমার মন কেন এমন অধৈর্য্য হ'য়ে উঠ্‌ল? (বৃন্দার হস্তধারণপূর্ব্বক)

রাগিণী—বসন্ত, তাল—মধ্যমান

যাও গো বৃন্দে! বৃন্দাবনে বঁধুর অন্বেষণে।
"আমার" বিলম্ব আর নাহি সহে, অনুক্ষণ মন দহে,
দুরূহ বিরহ হুতাশনে।
(আমি জ্ব'লে যে ম'লাম গো, ও সে শ্যামচন্দ্র বিনে)
যার গরবে গরব ক'রে সদা হই মানিনী;
"আমার" হ'য়েছিল কি কুমতি, তাহারি মিনতি নতি,
মানের ভরে মানিনী—মানি নি;
—আগে জা'ন্‌লে এ মান ক'র্‌তেম না গো,—
—আমি মানে মাধব হারা'লাম গো—
যে সুখের লাগি আমি সকলই হারা'লাম;
আমি এম্‌নি পাষাণবুকী, সে সুখে হ'য়ে বিমুখী,
মুখ তুলি বারেক না চাহিলাম।

—কত সেধে সেধে কেঁদে গেল,—
—কেন ফি'রে না চাহিলাম ; —
কেন সুধায় গরল মিশাইলাম।

বৃন্দা। (স্বগতঃ) যেরূপ ভাব দেখ্‌ছি, তাতে ত্বরায় শ্রীকৃষ্ণকে না পেলে অনায়াসে জীবন ত্যাগ ক'র্‌তে পারে। (প্রকাশ্যে) রাধে! এত অধৈর্য্য হ'স্‌ নে, আমি তোর শ্যাম আ'ন্‌তে চ'ল্‌লাম।

(বৃন্দার প্রস্থান)

নেপথ্যে গীত।

রাগিণী—জংলাট, তাল—খয়রা

ঢুঁড়ে বৃন্দা বৃন্দাবন-চন্দ্রে, বৃন্দাবনে বনে বনে।
—(ঐ যায় রে দূতী,—দাবদগ্ধ মৃগীর মত
দূতী ধা ধা করি ধায়, ইতি উতি চায়,
চপল চকিত নয়নে।
ঢুঁড়ে গিরি গোবর্দ্ধনে, নিকুঞ্জ কাননে,
মধুবনে নিধুবনে সঘনে।

বনপথ

(বৃন্দার প্রবেশ)

রাগিণী মনোহরসহি, তাল লোভা

বৃন্দা। কোথা রইলে হে ! এস রাধার প্রাণবল্লভ !

—আর মানিনীর মান নাই !

—(তোমার আর সাধ্‌তে হ'বে না হে,

—বঁধু ! ভয় নাই কিছু ব'ল্‌বে না হে)—

আগে উপেক্ষিল রাই মানের ভরে ;

এখন না দে'খে সে প্রাণে মরে।

— (সে যে তোমা বিনে জানে না হে)—

(বৃন্দার প্রস্থান)

(অন্বেষণ করি বৃন্দা গোবিন্দ না পেয়ে ;

যুগলকুণ্ডের তটে উত্তরিল গিয়ে !

শ্রমযুক্ত হ'য়ে বসি তমালের তলে ;

দেখে, চূড়া বাঁশী বাঁধা আছে তার ডালে।

দেখিয়ে বৃন্দার মনে সন্দেহ জন্মিল,

বৃন্দাবনচন্দ্র বুঝি, কুণ্ডে ঝাঁপ দিল।

হাহাকার ক'রে কাঁদে, 'কোথা কৃষ্ণ' ব'লে ;

ভাসিল বৃন্দার মুখ নয়নের জলে।)

রাধাকুণ্ড-তীর

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। (তমাল শাখায় চূড়াবাঁশী দেখিয়া) ও মা! এ আবার কি! তবে কি রাধাবল্লভ এই রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে জীবন ত্যাগ ক'রেছে! এই জন্যেই কি কোন খানে তার সন্ধান পেলাম না! হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ হ'ল! আহা! কৃষ্ণপ্রিয়ে রাধিকে! এতদিনে বুঝি, তোর সকল সৌভাগ্য ফুরা'ল!

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

কি বলিয়ে দাঁড়া'ব রে যেয়ে,—
প্রেমময়ী শ্রীরাধিকার সম্মুখে।
হায়! হায়! আমি নিতে এলাম শ্যামসুধাকরে,
—(রাইকে কতই আশা দিয়ে)—
এখন যেতে হ'ল শুধা—করে!

তাল—একতালা

যখন, সুধাইবে সুধামুখী রাই আমায়,
—মরি হায় রে!
তখন, কি ধন দিয়ে, আমি বুঝা'ব তাহায়!
রাধার প্রাণ জুড়ান ধন, সেই কৃষ্ণধন,
সে ধন বিনে, কি ধন আছে বসুধায়।

হায় হায়! আশাপথ চেয়ে, রাই র'য়েছে বসি,
"ভাব্‌ছে," কতক্ষণে বৃন্দা আন্‌বে কালশশী ;
তা'তে আমি অভাগিনী, হ'য়ে কাল-নাগিনী,
কেমনে দংশিব তারে কুঞ্জে পশি ?
না গেলে থাকিবে আমার আসার আশে,
যেতেও শঙ্কা করি, রাধার প্রাণনাশে ;
এই চূড়া বাঁশী হেরি', প্রাণ ত্যজিয়ে প্যারী,
এত সুখের হাট বুঝি, অকুলে ভাসায় !

তাল—লোভা

হায় রে ! আমি কি করিব, কি দিয়ে রাই বাঁচাইব ;
—(রাই বাঁচা'বার উপায় যে দেখিনে)—
—(হায় ! এবার বুঝি, কিশোরীকে বাঁচা'তে নারিলাম)—
হায় রে ! এখনই বজ্র পড়ুক্ আমার শিরে ;
—(কিশোরীর কাছে যেন যেতে আর হয় না)—
—(শ্যামসোহাগিনীর নিদানদশা যেন দেখ্‌তে হয় না)—
রাই যেন দেখে না এ অভাগিনীরে।

(স্বগতঃ) এখানে ব'সে আর কি করি ; যদি ব্রজের জীবন-ধন শ্যামচন্দ্রই অস্ত হয়, তবে শ্রীরাধিকার জীবন যা'বে, এ ভয়ই বা করি কেন ? আমরাই কোন্ বাঁচব ? কৃষ্ণশূন্য জীবন অপেক্ষা মরণই ভাল।

(চূড়াবাঁশী গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান)

মানসরোবরতীর

রাধিকা সখীগণসহ নিজ কুঞ্জে আসীনা

(বৃন্দার প্রবেশ)

রাধিকা। (বৃন্দাকে দেখিয়া শশব্যস্তে) বৃন্দে ! একি ! তুমি আমার প্রাণকান্তে আ'ন্‌তে গেলে, কেন কা'ন্‌তে কা'ন্‌তে ফিরে এলে ?

রাগিণী—সিন্ধুমল্লার, তাল—রূপক

ও তাই বল গো বৃন্দে !
আ'ন্‌তে প্রাণকান্তে, গেলি কাননান্তে,
কেন এলি কা'ন্‌তে কা'ন্‌তে,—
কোথা রেখে প্রাণগোবিন্দে ?
সহজে পুরুষ পরুষ-হৃদয়,
মোর দোষে রোষে হ'য়ে কি নির্দ্দয় ;
দিয়ে অন্তরে বেদন, ক'রেছে ভর্ৎসন,
বিরস বচনবৃন্দে।

তাল—একতালা

কেন চলিতে না চলে যুগলচরণ,
ব্যাধশরে বিদ্ধ হরিণী যেমন ;
অনিবার নেত্র-বারি-বিমোচন,
বিম্বাধর শুকা'য়েছে কি কারণ ?

তাল—রূপক

অনিষ্ট শঙ্কিত বন্ধুর হৃদয়,
দে'খে মনে হয় কতই ভাবোদয়,
"প্রকাশিয়ে" ব'ল্‌তে চাও, কিন্তু নার ব'ল্‌তে,
—বুঝি, না সরে মুখারবিন্দে।

বৃন্দা। (দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) রাধে! হায়-হায়!—

রাধিকা। (বৃন্দার হস্তধারণপূর্ব্বক) বৃন্দে! ও কি! ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে আবার মৌনী হ'লে কেন? তোমার ভাব দে'খে বোধ হচ্ছে, যেন কোন সর্ব্বনাশ ঘ'টেছে! বল, আমার প্রাণবল্লভকে কোথায় রেখে এলে, শীঘ্র বল।

বৃন্দা। (সরোদন) শ্যাম-সোহাগিনি! আর ব'ল্‌ব কি? এতদিনে বুঝি,সুখের বৃন্দাবন অন্ধকার হ'ল!—(সুরে)

কি সুধাও চন্দ্রাননে! ব'ল্‌তে না সরে আননে,
সে কথা কি বলিবার কথা?
ভাবি, না বলিলে নয়, বলিলে প্রমাদ হয়,
এ যে বড় সঙ্কটের কথা!
বৃন্দাবনে প্রতি বনে, ক'রে কৃষ্ণ অন্বেষণে,
কোন স্থানে দেখিতে না পেয়ে;
এসে রাধাকুণ্ডতটে, তমাল-তরু-নিকটে,
বসিলাম খেদান্বিত হ'য়ে।
দেখি, তমালের গাছে, চূড়া বাঁশী বাঁধা আছে,
কিন্তু নাই মুরলীবদন;

ভাবিলাম তবে হরি, গোকুল অনাথ করি,
রাধাকুণ্ডে ত্যজিল জীবন।
দেখে হল মনস্তাপ, দিলাম কুণ্ডেতে ঝাঁপ,
তাতে কোন চিহ্ন না পাইয়ে ;
দুখে বুক ফেটে যায়, হইলাম নিরুপায়,
এলাম এই চূড়াবাঁশী ল'য়ে।

রাধিকা। (স্থিরনেত্রে) হায় হায় বৃন্দে ! কি ব'ল্‌লে ! তবে কি—
(মূর্চ্ছিতা)

বৃন্দা। (শশব্যস্তে) রাধে ! ও প্রেমময়ি ! কি ব'ল্‌ছিলি বল্ ? হায় হায় ! যা ভা'বলাম্ তাই হ'ল !

রাগিণী—লুমঝিঁঝিট, তাল—একতালা

মরি হায় হায় হায় ! না দেখি উপায়,
এ কি দায় ! কি বিপদ ঘটিল !
এই যে অসাধার দুঃখে শ্রীরাধার,
প্রাণ বাঁচান ভার হইল !
কি অশুভক্ষণে ক'রেছিল মান,
কেন না রাখিল শ্যামের সম্মান,
হায় হায় ! সে মান, 'হ'য়ে' শমন-সমান,
'ধনীর' মান, প্রাণ, শ্যাম সব নাশিল।
হায় ! এ দারুণ দূতী কি কর্ম্ম করিল,
হায় ! বিসম্বাদে, কি সম্বাদ দিল !

হায়! কি সাধে আজ বিষাদ ঘটিল!
হায়! জগৎ ভরি কলঙ্ক রটিল!
হায় রে! আজ অবধি ভাং'ল্‌লে প্রেমের হাট!
ঘু'চে গেল মোদের সব ঠাট নাট;
হায় রে! সুখের ঘরে লাগিল কবাট!
অকূল দুঃখার্ণবে গোকুল ভাসিল।
হায়! প্রবল হ'য়ে বিচ্ছেদ-হুতাশন,
বিধুমুখীর শুকা'ল বিধুবদন।
হায়! লেগেছে যে দশনে দশন,
নাসায় না হয় শ্বাস নিঃসরণ!
হায় রে! যে রাই মোদের সবার নয়নতারা,
আজ স্থির হ'ল তার নয়নতারা!
এতদিনে সবে হ'লাম রাই-হারা,
দিয়ে নিধি, বিধি হরে কি নিল।

(শ্যামলার প্রবেশ)

ললিতা। কে গো শ্যামলা, এস এস, ভাল সময় এসেছ! আমরা আজ বড় বিপদে প'ড়েছি।

শ্যামলা। ললিতে! আজ যে কোন বিপদ ঘ'টেছে, তা আমি বাড়ী থেকে বের'তেই জান্‌তে পেরেছি। বাধার ফলটা, কি হাতে হাতেই পেলাম?

ললিতা। যূথেশ্বরি! কেমন ক'রে তুমি জান্‌তে পা'র্‌লে? তবে কি তুমি এই সম্বাদ শু'নেই—

শ্যামলা। না লো, তা নয়। সংসারের কাজকর্ম্ম সারা হ'ল, তখন—

ভাব্‌লাম্ প্রাণাধিকা রাই, সারাদিন দেখি নাই,

আ'স্‌ব ব'লে বাড়ালাম পা ;

টিক্‌টিকীটা পাছে থেকে, টিক্‌-টিক্‌ ক'রে উঠ্‌ল ডেকে,

তবু এলাম না মানিয়ে তা।

তাইতে বলে "বাধা, না ফলে ত আধা," সে যা হ'ক্‌ গোলযোগের কারণ কি শীঘ্র ক'রে বল।

ললিতা। ওগো! মান ক'রে মানিনী মাধবে উপেক্ষিল।

তার অন্বেষণে বৃন্দা বনে গিয়েছিল।

অন্বেষিয়ে কোন স্থানে কৃষ্ণ না পাইল ;

কুণ্ডারণ্য হ'তে চূড়া বাঁশী এনে দিল।

তা দেখিয়ে বিধুমুখী করে অনুভব ;

অনুরাগে তনু বুঝি, ত্য'জেছে মাধব।

শ্যামলা। এমন অনিশ্চিত শঙ্কা ক'রে, এত দূর শোকার্ত্ত হওয়া, ভাল হয় নি। তোমাদেরই বা দোষ কি ? মানুষের চিত্ত স্বভাবতঃই অনিষ্ট-শঙ্কিত ; ভাল হ'ক্‌ আর মন্দ হক্‌, মন্দটাই এ'সে আগে মনে উদয় হয়। যা হ'বার তা হ'য়েছে, এক কর্ম্ম কর,—আমি রাইকে কোলে করে বসি, তোমরা "রাধে তোমার প্রাণবল্লভ এ'সেছে" ব'লে উচ্চৈঃস্বরে ডাক ; তা হ'লে রাই এখনই সচেতন হ'বে!

ললিতা। বিশাখে! শ্যামলা বেস পরামর্শ ক'রছে ; যেমন বুদ্ধিমতী, তারই মত কথা বটে। তবে এস, তাই করা যাক্‌ :—

দেখ, শ্যামলার অঙ্গ শ্যাম গুণ ধরে,

পরশে বুঝিবে ধনী শ্যাম-কলেবরে।

কৃষ্ণগতপ্রাণা রাই, কৃষ্ণনাম শু'নে ;
অবশ্য চেতন হ'বে, হেন লয় মনে।

(শ্রীরাধার শ্রবণে বদন-সংস্থাপন ও কৃষ্ণ-নামোচ্চারণ)

সকলে। (সুরে)—

তাল—রূপক

গা তোল গো কমলিনি ! একবার নয়ন মেল ;
ও তোর জীবনবল্লভ শ্যামসুন্দর কুঞ্জে এল ।

রাধিকা। (কৃষ্ণনামে সংজ্ঞা-প্রাপ্ত হইয়া ব্যস্ততার সহিত) কই ? কই ? সই, আমার প্রাণবল্লভ কই ? দয়াময় ! অভাগিনীর কি এতই অপরাধ হ'য়েছিল ?

(চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া) কই,—আমার শ্যাম কই !

কি হ'ল, কি হ'ল !—
হায় ! কি হ'ল গো,—সজনি ! আমার !
বৃন্দা কি শুনা'ল, কি শুনাল, কি শুনা'ল,
হায় ! কি শুনা'ল গো ,
আমার প্রাণবল্লভ কোথা বা গেল গো ;
—(আমায় অনাথিনী ক'রে)—
আমি কি ভাবিলাম, কি হইল গো !
(শ্যাম ত পেলাম না গো,—বড় সাধে হাত বাড়া'লাম)
প্রেম-কল্পতরুবরে, বাড়া'বার তরে,
সেচিলাম মান-জলে বড় আশা ক'রে ;

আমি, ভাব্‌লাম এক, হ'ল আন, কপাল দোষে সেই মান,
হ'য়ে কুঠার সমান, সমূলেতে বিনাশিল।

—(বড় সাধের প্রেম-তরু)—

আমি, ভাসা'লাম সৌভাগ্য-তরী প্রেমের সাগরে,
আমার গূঢ় গরব মাস্তুলে, মানের বাদাম দিলাম তুলে,
আমার দুরদৃষ্ট হেন কালে, ঝঞ্ঝারূপে ডুবাইল।
আমি, রন্ধনের সাধে দিলাম ইন্ধনে অনল,
সে অনল প্রবল হ'য়ে দহিল সকল ;
আমার, মান গেল, প্রেম গেল, প্রাণবল্লভ শ্যামও গেল,—
তবে আর কি ভেবে বল, পাপ প্রাণ দেহে রইল !

ললিতা। প্রেমময়ি ! মনের মধ্যে বৃথা অনিষ্টের কল্পনা এনে, এত কাতর হ'স্ নে। ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য নারীর সর্ব্বস্ব-ধন, ধৈর্য্য ধ'রে থা'ক্‌লে, সকল আশাই পূর্ণ হ'তে পা'র্‌বে। এই নে, তোর প্রাণনাথের চূড়াবাঁশী নে ; যতন ক'রে রাখ্, অবশ্যই কৃষ্ণচন্দ্র সকল অন্ধকার দূর ক'রবেন।

(চূড়াবাঁশী প্রদান)

রাধিকা। মুরলি ! তুমি ত প্রাণনাথের চিরসঙ্গিনী ; বল দেখি, প্রাণবল্লভ আমার কোথায় গেল ?

রাগিণী—দেবগিরি, তাল—একতালা

কেন গো মুরলি ! বঁধু ছেড়ে র'লি—
কোথায় রইল আমার মুরলীবদন ?
আমার শিরঃ স্পর্শ ক'রে, বল্ গো, সত্য করে,

ব্রজসুধাকরে ব্রজ আঁধার ক'রে—
করে নাই ব্রজলীলা সম্বরণ ?
যখন, তোকে রেখে বাঁশি! প্রাণবল্লভ গেল,
এ দাসীর কথা কিবা ব'লেছিল,—
ওরে ও মুরলি! তাই বল্ রে—
যখন বজ্র পড়ে শিরে, তখন আর কি করে,
কালাকাল স্থানাস্থান বিবেচন ?

তাল—রূপক

আমা হ'তে, বঁধুর তুই অতি প্রেয়সী,
তোরে তিলার্দ্ধ না ছাড়ে কাল-শশী।
আমি যেন মান ক'রে হ'য়েছিলাম দোষা,
বলি, তো'কে শ্যাম উপেক্ষিল কি দোষে বল্ বাঁশি!

তাল—একতালা

"বঁধু" আমায় ছেড়ে গেছে, তোরেও ছেড়ে গেল,
তোর দশা মোর দশা দেখি একই হ'ল ;
—তাই বলি রে, ওরে ও মুরলি!
যদি, হ'ল অদর্শন, মুরলীবদন,
এস, দুজনেতে করি জীবন বিসর্জ্জন।

—(সরোদনে সখীগণের প্রতি)—

বিশাখে! ললিতে! আমার মানে অপমানিত হ'য়ে, মনের দুঃখে প্রাণবল্লভ প্রাণ পরিত্যাগ ক'রেছেন; আমার কি আর এ জগতে মুখ দেখা'তে আছে ? এ অভাগিনী পাপীয়সীর মুখ দে'খ্‌তে তোদেরও

মহাপাপ। তোদের বিনয় ক'রে ব'ল্‌ছি, তোরা শীঘ্র করে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে দে, প্রাণনাথের আদরের ধন এই মুরলীকে বুকে ক'রে, আমি সেই জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়ে, এ পাপ প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌ব।

শ্যামলা। (রাধিকার হস্তধারণ পূর্ব্বক) "ওগো রাধে! ও বিনোদিনি! তুমি এত বুদ্ধিমতী হ'য়ে কেন এমন অবোধিনী হ'লে? ভাল ক'রে জা'ন্‌লে না, শুন্‌লে না, একেবারে হতাশ হ'য়ে প্রাণত্যাগ ক'র্‌তে চ'ল্‌লে। ছি! ছি! এমন কাজ কখনও ক'রো না। আমার কাণে কাণে যেন কে ব'লে দিচ্ছে যে, তোমাদের প্রাণবল্লভ এলেন ব'লে, তোমরা অধৈর্য্য হ'য়ো না।" ভাল, রাধে! এটাও কেন ভেবে দেখ না যে, যে জগতের প্রাণ, তার প্রাণ পরিত্যাগ করা কি সাধারণ কথা!

রাগিণী—ঝিঁঝিঁট, তাল—একতালা

শ্যাম ত নয় গো, তোমার একার প্রাণ।
কেন তোমার মানের দায়ে, প্রাণবল্লভ দিবে প্রাণ?
সে যে ব্রজপতির প্রাণ, যশোমতীর প্রাণ,
সব গোপীর প্রাণ, ব্রজসখার প্রাণ,
দাসদাসীর প্রাণ, ব্রজবাসীর প্রাণ,
ধনি! জান, তার প্রাণ কি সামান্য প্রাণ?
সে কি, বধি সবার প্রাণ, ত্য'জ্‌তে পারে প্রাণ?
আমি, করি অনুমান, পেয়ে অপমান,
ভা'ঙ্‌তে তোমার অভিমান—
বুঝি, ক'রে থাক্‌বে তোমার মানের উপর মান।
যেমন, তুমি ক'রে মান, লওনা শ্যামের নাম,
তেম্‌নি, সেও ক'রে মান, ল'বে না তোমার নাম,

বংশী ত্যাগের হেতু, "সে যে" বলে রাধানাম,
'আবার' চূড়ায় শিখিপাখায় লেখা তোমার নাম ঃ
—(তাইতে চূড়া ত্যাগ করেছে)—
—(সে যে মানীর শিরোমণি)—
তুমি সুচতুরা, সখীরাও চতুরা,
তবে কেন সবে এত শোকাতুরা ;
কেন, না জেনে, না শু'নে, ত্য'জ্‌তে চাও প্রাণ ?

রাধিকা। শ্যামলে ! তোমার কথা শু'নে, আমি অনেক ভরসা পেলাম। এখন কাজেই আমাকে আশাপথ চেয়ে, আর দু'চার দিন থা'কৃতে হ'ল।

(সকলের প্রস্থান)

জাবটে—আয়ানগৃহ

রাধা-মন্দির

রাধিকা ও সখীগণ

রাধিকা। (নেপথ্যের দিকে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশপূর্ব্বক) ললিতে! ও বিশাখে! দেখ্ দেখ, একটী পরমা সুন্দরী যুবতী আমাদের এই দিকে আস্‌ছে!

বিশাখা। আবার দে'খেছিস্? হাতে একটী বীণা-যন্ত্র।

(নেপথ্যে গীত)

রাগিণী—সুরট-মল্লার, তাল—যদ

সদা "জয় রাধে, শ্রীরাধে রাধে রাধে" বল্ বীণে!
আমার প্রাণ বাঁচে না যে বোল বিনে,
সে বোল বিনে আর ব'ল্‌বি নে।
অন্যের যে অন্য বল, রাধা মোর অনন্যবল,
হ'য়েছি আজ শূন্যবল, শ্রীরাধার ঐ বল বিনে।
"আমি" মরি যে নাম শুনা বিণে, মোরে সে নাম শোনা বীণে,
তা বিনে আর শুনা'বি নে ও সোণা বীণে!
যে রাধানাম সুধাপানে, চায় না মন আর সুধা-পানে,
সেই নাম-সুধাদানে তিলার্দ্ধ ক্ষমা পা'বি নে।

"আমার" সঙ্গে রাধা অঙ্গে রাধা, রাধা আমার অঙ্গের আধা,
দেখনা হ'য়েছি আধা শ্রীরাধা বিনে ;
"আমি" আছি রাধার প্রেমে বাঁধা, যার লাগি বই নন্দের বাধা,
ঘুচা'বে কে মনের বাধা শ্রীরাধা-সাধন বিনে ?
"আমি" দীক্ষিত শ্রীরাধামন্ত্রে, শিক্ষিত শ্রীরাধাতন্ত্রে,
যন্ত্রিত শ্রীরাধাযন্ত্রে স্বতন্ত্র-গুণে ;—
রাধা মোর জীবনের জীবন, রাধা বিনে যায়রে জীবন,
যেমন যায় চাতকের জীবন জলধরের জল বিনে।

রাধিকা। আহা! কি আশ্চর্য্য রূপ সখি! দেখেছ? মরি মরি! এমন রূপ ত দেখি নি, চারিদিক যেন আলো ক'রে আস্‌ছে।

রাগিণী – সিন্ধুকাফি, তাল—খয়রা

প্রাণ সই! ঐ কি হেরি, নিরুপমা রূপ-মাধুরী,
এল কোথা হ'তে এ যুবতী সতী ?
সুধাও দেখি সুধামুখার কি নাম, কোথা বসতি।
এত রূপের নারী আছে ত্রিভুবনে,
কভু কারো মুখে শুনি নাই শ্রবণে ;
শচী, উমা, রমা, রম্ভা, তিলোত্তমা,
তা হ'তে উত্তমা এ যে রূপবতী।
"কিবা" অঙ্গের আভা হে'রে পয়োধর হারে,
হাসে যেন বক্ষে, পয়োধরে হারে!
জগতের শোভা করি সমাহারে,
কোন্ রসজ্ঞ বিধি গঠিল উহারে ?

কিবা শোভা করে মণি-চূড়ী করে,
পুরুষ থাক্ নারীর মনই চুরি করে ;
পরে বা না কেবা এমন চুড়ী করে,
করের গুণে করে চূড়ীর কি শকতি ।

"মরি !" যেন কতই রসে ভরা সব আকার,
তুল্য নহে শশী শারদ রাকার,
ব্রজমাঝে রূপ আছে সবাকার,
বল দেখি. সখি, এমন ধারা কার ?
হাস্য-সুধা ক্ষরে, বদন-সুধাকরে,
দে'খে লাজে লুকায় গগন-সুধাকরে,
বয়সে নবীনা, করে শোভে বীণা,
"বুঝি," সঙ্গীত প্রবীণা হবে রসবতী !
"সখি," এ কি দৈবমায়া ত্রিলোক-মোহিনী,
কিবা শিব-মনোমোহিনী মোহিনী,
নারীরূপে কভু নারীর মন মোহেনি,
এ মোহিনী বুঝি, জানে কি মোহিনী !
দেখ না যেরূপ রূপসী রমণী,
একে যদি দেখে লম্পট-শিরোমণি,
এ ব্রজরমণী ত্যজিয়ে অমনি,
এ রমণীর সনে করিবে সে গতি ।

ললিতা । ওগো ! দেখ দেখি, ঐ রমণীর পাছে পাছে আমাদের কুন্দলতা আস্‌ছে না ?

বিশাখা। হাঁ ! কুন্দলতাই বটে।

রাধিকা। আমার বোধ হয়, কুন্দলতার সঙ্গে ও রমণীর বিশেষ পরিচয় থাক্‌তে পারে।

(কুন্দলতা ও কলাবতীর প্রবেশ)

রাগিণী—গৌরসারঙ্গ, তাল—আড়া

এস কুন্দলতে ! হেথা, কোথা হতে আসা হ'ল ?
তোমার সঙ্গিনী, ধনি ! এ রঙ্গিনা কে গো, বল ?
জানিতে এই অভিলাষ, কোন কুলে হ'লেন প্রকাশ,
কোথা বা তাঁর আবাস, ক'রেছেন্ কার কুলোজ্জ্বল ?
জন্ম কি এই অবনীতে, অবনীতে কার বনিতে,
"এমন" ভাগ্যবতী কার বনিতে, যে জঠরে ধ'রেছিল ;
কি আশাতে পদব্রজে, দিলেন আসি পদ ব্রজে ?
সৌভাগ্য-সম্পদ ব্রজের এত দিনে জানা গেল।
আকৃতিপ্রকৃতি হেরি, বোধ হয় যেন বংশীধারী,
চূড়া বাঁশী পরিহরি, রমণী-সাজে সাজিল।
'বিধি' বিরল করিয়ে সার, নব নবনীতসার,—
নিয়ে, এ সৌন্দর্য্য-সার, মানসে কি গ'ঠেছিল !

কুন্দলতা। ও গো রাধে ! এ যুবতীর সঙ্গে আমার অনেক দিনের চেনা শুনা।—

নাম ইহার কলাবতী, মথুরাপুরে বসতি,
জ'ন্মেছেন দ্বিজরাজ-বংশে ;

অশেষ গুণের খনি, সঙ্গীতেতে শিরোমণি,
রূপে গুণে কেবা না প্রশংসে।
পুরন্দর-পুরোহিত, করিতে ইঁহার হিত,
বীণা যন্ত্রে গীত শিখাইল;
তোমার স্থানে পরিচিতা, হ'তে এই সুচরিতা,
মোরে সঙ্গে ক'রে হেথা এল।

রাধিকা। কুন্দলতে! আজ আমার বড় সুপ্রভাত! জন্মান্তরের পুণ্যবলেই এঁর দর্শন পেলাম, অথবা বিধাতা নিজ দয়াগুণে, অসাধনে, এই অমূল্য চিন্তামণি আমাকে মিল্'য়ে দিলেন। যদি দয়া ক'রে, এ দুঃখিনীর কুঞ্জে পদার্পণ ক'রেছেন, তবে কিছু—

কুন্দ। তা বল না, তাতে আর এত সঙ্কুচিত হ'চ্ছ কেন?—কিছু গান বাদ্য শু'ন্‌বে বুঝি?

কলাবতী। (ঈষৎ হাস্যকরতঃ) রাজনন্দিনি! আমি শু'নেছি যে, আপনারা বড় সুরসিকা, কেমন ক'রে মানীর মান রা'খ্‌তে হয়, তা আপনারা বেশ জানেন। তাই যদি না হ'বে, তবে জগৎ-চিন্তামণি কেন আপনাদের প্রেমে আবদ্ধ হ'বেন? আমি বড় সাধ ক'রে এ'সেছি যে, আপনাদের সঙ্গে মন খু'লে আমোদ-প্রমোদ ক'রব; কিন্তু আমার বড় দুর্ভাগ্য! নইলে, আপনারা আমার কাছে এত সঙ্কুচিত হ'বেন কেন? যা হ'ক্, চন্দ্রাননে! তবে যথাসাধ্য কিছু বলি।

রাগিণী—সুরট-মল্লার, তাল—কাওয়ালি

ধনি শুন মন দিয়ে মম গীত;
সঙ্গীত রীতিমত, প্রীতি লাগা'য়ে সবে,
ক্রমাগত দ্রবীভূত হ'বে তব চিত।

নাদের্-দের্ তোম-দের্-দের্ তাদের্-তোম
তানা-দেরে-তানি,
তাদের-তানা-দেরে-দানি, নি-তারে-তারে-দানি
সা রে গা রে গা ম্মা গা রে সা,
গা রে সা গা রে সা রে সা,
নি ধা পা মা গা রে সা, গাওয়ে ত্বরিত।
গুণিগণ-বন্দ্য প্রবন্ধ ছন্দগত,
কত কত তাল রসাল মনোমত,
মনমথ-উনমতকারী ;
ধুম-কেটেতাক্ ধাকেটেতাক্ ধেম্মা,
ধেরে-কেটে-ধেম্মা তেরে কেটে তাক্,
ধুম কেটে-তাক্-ধেম্মা, ধাকেটে-কেটে তাক্-ধেম্মা,
গরজা স্বরজা সোবা মুরজা মৃদঙ্গা,
রঙ্গে ভঙ্গে হারা হরখা সঙ্গীত।

রাধিকা। আহা মরি মরি! কি চমৎকার গানই শু'নলাম! ওগো বিশাখে! এ কলাবতী সামান্য নারী নয়; একাধারে এত রূপগুণ কি মানবীতে সম্ভবে?

বিশাখা। তাই ত গো! এমন রূপও কখন দেখিনি, এমন গানও কখন শুনি নি! রাজনন্দিনি! ইহাকে উপযুক্ত পারিতোষিক দিতে হবে।

রাধিকা। সখি! আমার এই গজমুক্তা-হার আর এই কাঁচলি দিলে ভাল হয় না?

ললিতা। রাধে! ভালই বিবেচনা ক'রেছ, তবে তাই দেও।

বিশাখা। (শ্রীরাধার নিকট হইতে মুক্তাহার ও কাঁচলি লইয়া) ও গো কলাবতি! আমাদের রাজকুমারী আপনার গান শু'নে, বড় সন্তুষ্ট হ'য়ে, এই পারিতোষিক দিয়েছেন, অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন।

কলাবতী। সে কি গো! আমি তোমাদের রাজকুমারীর সন্তোষ ভিন্ন অন্য বাঞ্ছা করি নে। তিনি যে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হ'য়েছেন, সেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।

রাগিণী সিন্ধুপরজ,—তাল—যদ্

"ও গো সখি!" এ কি! এতে কি প্রয়োজন?
শুন কই সই আমার যে মনন।
আমি হই দ্বিজনন্দিনী, নহি ত ব্যবসায়িনী,
"যদি" তুষ্ট হ'য়ে থাকেন ধনী, "তবে" দিতে উচিত আলিঙ্গন।
শিক্ষিত হইয়ে গীতে, পারি নাই পরীক্ষা দিতে,
শুনিলাম নাই পৃথিবীতে রাধা-সম গুণজ্ঞ জন;
"আজ" গুণের পরীক্ষা হ'ল, দেখেও নয়ন জুড়া'ল,
'এখন' পরশ হ'লে সফল, "আমার" হ'তে পারে এ জীবন।

ললিতা। ও গো কুন্দলতে! ইনি তোমার বিশেষ পরিচিত, এ'র ভাব ত তোমার ভাল ক'রেই জানা আছে; তাই জিজ্ঞেস করি যে, রাজকুমারী বড় আহ্লাদ ক'রে পারিতোষিক দিলেন, তা ইনি কেন গ্রহণ ক'চ্ছেন না? উপযুক্ত পারিতোষিক নয় ব'লে?

কুন্দ। (ঈষৎ হাস্যকরতঃ) ওগো! তা নয়, ইনি ভারি লজ্জাশীলা, গায়ের কাপড় খু'লে, সকলের সাক্ষাতে কাঁচলি পর্‌তে সঙ্কুচিত হন। তা আমি বলি কি, রাধিকা ওঁকে আলিঙ্গন ক'রে, ওঁর হাতে কাঁচলি হার দিন; উনি, না হয়, বাড়ী গিয়ে প'র্‌বেন।

রাধিকা। ও গো কুন্দবল্লি! এ যে বড় নূতন ব'ল্লি! বলি, নারীর কাছে আবার নারীর লজ্জা কি গো? ভাল, নূতন দেখা ব'লে যদি লজ্জা হ'য়ে থাকে, তা নয়, সে লজ্জা ভেঙ্গেই দিচ্ছি।

কুন্দ। (স্বগতঃ) এত যে কৌশল ক'র্‌লাম, এতক্ষণের পর বুঝি, সব প্রকাশ হয়, তা হ'লে ত দেখি, বড়ই লজ্জা। (প্রকাশ্যে) রাধে! আজ না হয় থাক্‌লই বা, এখন ত উনি নিত্যই আস্‌বেন, লজ্জা আপনা হ'তেই ভেঙ্গে যাবে।

রাধিকা। ও গো! পোড়া লজ্জা কেন আমাদের সুখের বাদী হবে? লজ্জা ভাঙ্গাভাঙ্গি না হলে কি ভালবাসাবাসি হয়?

(সখিগণের প্রতি) সখি! তোমরা কলাবতীকে কাঁচলি-হার পরা'য়ে দেও।

সখীগণ। (কলাবতীর পরিহিত কাঁচলি খুলিবামাত্র, স্তনস্থানীয় কদম্বপুষ্পদ্বয়ের পতন-দর্শনে সহাস্য করতালিকাপ্রদানপূর্ব্বক) এ আবার কি! ও গো রাধে! দে'খে যা-দে'খে যা—বড় হাসির কথা!

রাধিকা। তাইত গো! (কুন্দলতার প্রতি) ও গো কুন্দলতে! এ কি? বড় যে মাথা হেঁট ক'রে রইলে? ভাল, মনের মতন দেবর পেয়ে, কি এম্‌নি ক'রেই চলা'তে হয়?—ধর্ম্মের কল যে বাতাসে নড়ে জান তা?

রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—একতালা

ভাল, ভাল কুন্দলতা! তোমার আশালতা,
প্রায় ত ফলিতা হ'য়ে উ'ঠেছিল।
"তাতে", কৃত্রিম পয়োধর, হ'য়ে পয়োধর,
লজ্জা-বজ্রাঘাতে চূর্ণ করিল।

যন্ত্রণা ঘটিল মন্ত্রণার দোষে,
সাধে সাধে অধোমুখী হ'লে শেষে ;
শ্যাম ত নহে তব পর, আপন দেবর,
"তাঁকে' হেন পয়োধর কেন দেওয়া হ'ল।
করী ধরে যারা মাকরের জালে,
তারা কি কখন ভুলে ইন্দ্রজালে,
ভুলাইতে, ভাল বাড়া'লে জঞ্জালে,
বাঁধ্‌তে এ'সে বন্দী হ'লে আপন জালে ;
ব্রজের মাঝে তোমায় জান্‌তেম্‌ অতি সাধ্বী,
জানা গেল এখন সকল বুদ্ধি সুদ্ধি ;
তুমি আজ জিনিলে, দেবর সনে মি'লে,
জয়-ধ্বজা তুলে, ত্বরায় গৃহে চল।

কুন্দলতা। বিচ্ছেদ-জ্বালায় জ্ব'লে ম'র্‌তেছিল রাই ;
পোড়া প্রাণ কেন কেঁদে উ'ঠ্‌ল শুনে তাই।
প্রাণনাথ দিয়ে তার বাঁচাইতে প্রাণ ;
এখন ঘৃণায় মরি, যায় মোর প্রাণ।
যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর ;
কালধর্ম্মে, বিধি ! এ কি অবিচার তোর।

কলাবতী। কুন্দলতে ! তুমি কেন এত লজ্জিত হ'য়েছ ? মানীর মান ভগবানই রা'খ্‌বেন। আমি এই বেশেই রাধার মান ভেঙ্গে, তোমার মান রক্ষা ক'র্‌ব। তুমি ধৈর্য্য ধ'রে এখানে ব'সে থাক ; আমি যাব আর আস্‌ব।

রাগিণী—জংলাট, তাল—একতালা

শুন ব্রজনারী! প্রতিজ্ঞা আমারি,
নারীবেশে এ'সে, ভা'ঙ্‌ব নারীর মান।
জানা যা'বে তোরা কেমন স্থচতুরা,
ত্বরিতে করিতে হ'ল সে সন্ধান।
যে না পারে আমার নাম-গন্ধ সহিতে,
এখনি আসিব তাহারই সহিতে,
"যখন" ব'লে হিতাহিতে, আমার সহিতে,
যত্ন পা'বে ধনী মিলাতে,—
"তখন" মান ত্যজে, মা'ন্‌তে যে হ'বেই সে বিধান।

কুন্দ। দেবর! সখীদের উপহাস আর সহ্য হয় না। এমনই ইচ্ছে হ'চ্ছে যে, জলে গিয়ে ঝাঁপ দি! কেমন ক'রে কি ক'র্‌বে, বল দেখি?

কলাবতী। কুন্দলতে! যা ক'র্‌ব, তা এখনই দেখা'চ্ছি।

জটীলার ঘর

জটীলা

(কলাবতীর প্রবেশ)

কলাবতী। (কপটভাবে রোদন করিতে করিতে) আর্য্যে ! প্রণাম করি

জটীলা। কে গো তুমি ? কোথা হ'তে হ'ল আগমন ?
কি দুঃখ পেয়ে বা এত করিছ রোদন ?
রোদন সম্বরি বাছা ! বল সবিশেষ ;
তোমার এ ভাব দে'খে, হ'ল বড ক্লেশ।

কলাবতী। (সাশ্রুনয়নে)—
শুন তবে বলি আর্য্যে ! তোমার বধূর কার্য্যে,
আজ যে বড় বেজেছে অন্তরে ;
সে সব তোমারে ব'লে, ঝাঁপ দি' যমুনাজলে,
এ জীবন ত্যজিব সত্বরে।
কলাবতী মোর নাম, বর্ষাণে জনকধাম,
মাতৃস্বসা কীর্ত্তিদা আমার ;
কি ক্ষণেতে সেইখানে, দেখা ছিল রাধাসনে,
তদবধি ইচ্ছা দেখিবার।
বহুদিন পতিঘরে, অতি দুঃখে বাস করে,
পিতৃঘরে এসেছি কাল রাত্রে ;

আজ অতি সংগোপনে, এলাম রাধা-দরশনে,
জুড়াইব তনু মন নেত্রে।
তাহার উচিত শাস্তি, করিল যৎপরোনাস্তি,
অকারণে রাধিকা আমার;
এখনি মা, এ জীবনে, ত্যজিব পশি জীবনে,
যদি তুমি না কর বিচার।

জটীলা। (নাসাগ্রে তর্জ্জনীপ্রদানপূর্ব্বক) ও মা! সে কি গো! বৌর কি বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে? কুটুম্ব মাথার মণি, শিরোধার্য্য, সেই কুটুম্বের মেয়ের কি অনাদর ক'র্‌তে আছে? কি লজ্জার কথা! এ কলঙ্ক যে ম'লেও যা'বে না! বাছা! তুমি মনে কোন দুঃখ ক'রো না, এস, আমার সঙ্গে এস—

এখনি তোমারে নিয়ে বৌর কাছে যা'ব;
সকল বিবাদ গিয়ে সমাধা করিব।
করা'ব তোমার সঙ্গে বৌর আলিঙ্গন;
রজনীতে এক সঙ্গে করা'ব শয়ন।

কলাবতী। ও গো! তিনি আমার মাসীর মেয়ে, মামার বাড়ীতে দুজনে সর্ব্বদা এক সঙ্গে খেলা ক'র্‌তাম্, এমন কি, কেও কা'কে এক দণ্ড না দে'খ্‌লে থাক্‌তে পার্‌তাম্ না; আজ যে তিনি কেন এমন ব্যাভার ক'র্‌লেন, তা বল্‌তে পারি নে! আমি যে, তাঁর উপর রাগ ক'রেছি, তা নয়, তবে মনে বড় দুঃখ বোধ হ'য়েছে।

জটীলা। কেন মা! তাতে আর দুঃখ কি? এস মা, আমার সঙ্গে এস।

(উভয়ের প্রস্থান)

শ্রীরাধা-মন্দির

রাধিকা ও সখীগণ

(জটীলা ও কলাবতীর প্রবেশ)

জটীলা। (ললিতার প্রতি) বলি, হ্যাঁ গো! এ সব কি শু'ন্‌তে পাই? ছি! ছি! লোকে শু'ন্‌লে ব'ল্‌বে কি? এ যে 'হা'স্‌তে হা'স্‌তে কপাল ব্যথা' তাই হ'ল!—

শুন গো ললিতে! মোর বৌয়ের স্বভাব,
দেখি নাই, শুনি নাই, ছি! ছি! এ কি ভাব?
এই কলাবতী, তার সম্পর্কে ভগিনী;
গোপনে আহ্লাদে এল দেখিতে আপনি।
বহুদিন পরে দেখা, বাড়িবে আহ্লাদ;
তা না, এ কি! সাধে সাধে ঘটা'ল বিবাদ।

কুন্দ। (স্বগতঃ) যা হ'ক্, দেবর আমার খুব্ এক খেলা খে'লেছে। (প্রকাশ্যে) না মা, রাধিকার এ কাজটী ভালই হয় নি!

জটীলা। যা হ'বার, তা হ'য়েছে, (রাধিকার হস্তধারণপূর্ব্বক) এখন আ!—

আমার শপথ বাছা! উঠ গো সত্বর;
কলাবতী-সঙ্গে বাছা আলিঙ্গন কর।
নির্জ্জনে দুজনে কর সুখে আলাপন;
একত্র ভোজন আর একত্র শয়ন!

রাগিণী—বাগেশ্রী, তাল—ঠুংরি

তোমার কি ক্ষমা বই সাজে ? ভাল নয় হেন মান ;
রূপে গুণে, প্রশংসিতা, কে আছে তোমার সমান।
তুমি বাছা রাজার ঝি, তোমায় আর শিখা'ব কি ?
কিসে যশ অপযশ, তা'ত সকলই জান।
সম্বন্ধে তব ভগিনী হয় এই সুভগিনী,
তাতে, এ'সেছে আপনি, ক'র্‌তে হয় কি অপমান ?
বলি মা তোর ধ'রে কর, হেসে আলিঙ্গন কর,
দিনেক দুদিন রেখে কর কলাবতীকে সম্মান।

রাধিকা। (স্বগতঃ) প্রাণনাথ! ভাল চতুরালি ক'রেছ! (প্রকাশ্যে) যে আজ্ঞা, আর্য্যে! আপনি ঘরে যান, কার সাধ্য যে, আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে!

জটীলা। বাছা! তবে আমি চ'ল্‌লাম, দে'খো মা, আর যেন কিছু শু'ন্‌তে না হয়। (প্রস্থান)

সখীগণ। প্রাণনাথ! তোমার মনস্কামনা ত সিদ্ধ হ'ল; এখন আমাদের সাধ পূর্ণ কর।

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

মোদের অনেক দিনের সাধ পূরা'তে হ'বে হে শ্যামরায়।
—(যদি আপনা হ'তে সাধের সোপান হ'য়েছে হে)—
শ্রীরাধাকে নাগর করি, তোমায় সাজা'য়ে নাগরী,
"একবার" বসা'ব কিশোরীর বামে, দেখ্‌ব কেমন দেখা যায়।

এখন তুমি ত সেজেছ নারী,
—(তোমায় আর সাজা'তে হ'বেনা হে)—
কেবল রাইকে সাজাই বংশীধারী,
দেখ্‌ব কেমন শোভা পায়।
রাইয়ের হাতে বিনোদবাঁশী, মাথায় মোহনচূড়া,
দে'খ্‌ব তাতেই বা কি শোভা হয়;
শু'ন্‌ব, মুরলী বা কার গুণ গায়।
—(সে শ্যাম বলে, কি রাধা বলে,—
রাধার করে থেকে)—

(নাগর সাজিয়ে, দাঁড়াল নাগরী,
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম ঠামে;
হরি প্রেমাবেশে, রমণীর বেশে,
দাঁড়া'লেন তার বামে।
চৌদিকে সঙ্গিনী, রঙ্গিনী রঙ্গেতে,
কেহ নাচে কেহ গায়;
জয় যূথেশ্বরী, শ্রীরাধা সুন্দরী,—
জয় জয় শ্যামরায়।)

মিলন গীত।

রাগিণী—মুলতান, তাল—কাওয়ালি

সখীগণ। ধন্য-ধন্য-ধন্য ! তোমার মহিমা অপার !
তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু তব প্রেম অসাধার।
আমরা অবলা নারী, চাতুরী বুঝিতে নারি,
নারীবেশে হ'লে নারীর মান-সিন্ধু পার।
যারা অতি প্রতিপক্ষ, তারাই হ'য়ে সপক্ষ,
শপথিয়ে লক্ষ লক্ষ, মিলা'ল করে সৎকার ;
কি চিত্র বিচিত্রবিলাস ! সদা দেখিতে অভিলাষ,
করিয়ে করুণা, কর বাঞ্ছা-পারাবার পার।
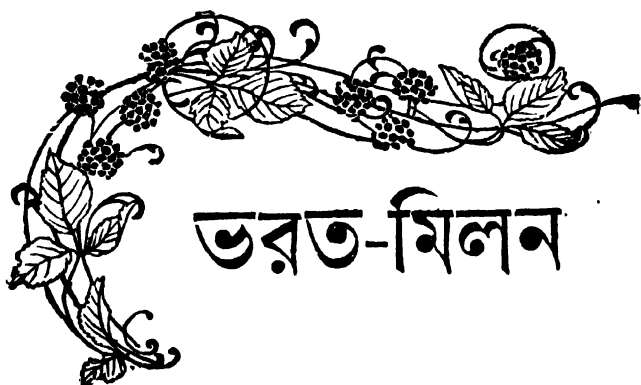
ভরত-মিলন

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন	...	...	অযোধ্যাধিপতি দশরথতনয়।
বশিষ্ঠ মুনি	...	...	রাজকুল-পুরোহিত।
সুমন্ত্র	...	...	রাজমন্ত্রী।
গুহক	...	...	নিষাদরাজ ও রামমিত্র।
হনুমান্, বিভীষণ, জাম্বুবান্ ইত্যাদি	...	...	রামভক্ত।

গুহকরাজমন্ত্রী, একজন মুনি ও বনবাসিগণ।

স্ত্রীগণ

কৌশল্যা—রামমাতা	...	...	দশরথপত্নী।
সুমিত্রা—লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নমাতা		...	ঐ
কৈকেয়ী—ভরতমাতা	...	...	ঐ
সীতা (জানকী)	...	...	রামপত্নী।
ঊর্ম্মিলা	... ...	...	লক্ষ্মণপত্নী।
মাণ্ডবী	... ...	...	ভরতপত্নী।
শ্রুতকীর্ত্তি	... ...	...	শত্রুঘ্নপত্নী।
বিচিত্রা	... ...	...	কৈকেয়ীর দাসী।

চারিজন নর্ত্তকী।

ভরত-মিলন

গৌরচন্দ্র

রাগিণী—টোড়ী-ভৈরবী, তাল—একতালা

কি ভাবে কিসের অভাবে গৌর আমার কোথায় গেল।
নবদ্বীপ-চন্দ্র বিনে নবদ্বীপ আঁধার হ'ল !
আমি অতি দুঃখিনী রে, "আমায়" ভাসাইয়ে দুঃখনীরে,
সে হেন গুণ-খনিরে কেন বিধি হ'রে নিল।

তাল-একতালা

কোথা হ'তে এ'সে কেশব-ভারতী ;
না জানি শুনা'ল কি সব ভারতী ;
সেই হ'তে বাছার ফি'রে গেল রতি,
না মানিল কারো প্রবোধ-ভারতী ;
জ্বলন্ত অগিনি বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ে,
সে অগিনি অভাগিনীর বক্ষে দিয়ে,
ত্যজি' গৃহবাস, করিল সন্ন্যাস,
জ্ব'লে মরি, কিবা দিবা, কিবা রাতি।

তাল—চৌতাল

গৌরাঙ্গ-চাঁদের উদ্দেশে, যা'ব আমি কোন্ দেশে ?
কৌশল্যার দশা কি শেষে আমার কপালে ঘটিল।

নান্দী

উল্লঙ্ঘ্য জননী-বাক্যং ত্যক্ত্বা রাজ্যমুপস্থিতম্।
যোঽগচ্ছদ্রামমানেতুং সোঽস্মান্ শ্রীভরতোঽবতু।

প্রস্তাবনা

নন্দীগ্রাম হ'তে আসি ভরত গুণাধার,
করিলেন যেই দিন পিতার সৎকার,
তার পরদিন প্রাতে বশিষ্ঠ তপোধন,
সভাতে আসিলেন সঙ্গে মন্ত্রি-প্রজাগণ ;
ভরতে আনিয়া সেই সভার ভিতরে,
সময় উচিত কথা কহেন সাদরে।

ভরত-মিলন

প্রথমাঙ্ক

প্রথম-দৃশ্য

অযোধ্যা-রাজসভা—বশিষ্ঠ, ভরত, সুমন্ত্র ও সভ্যগণ।

বশিষ্ঠ। বৎস ভরত! যা হ'বার তা হ'য়েছে; দৈববল অতিক্রম করে, কার সাধ্য? দেখ—

"অবশ্যম্ভাবিনো ভাবাঃ ভবন্তি মহতামপি।
নগ্নত্বং নীলকণ্ঠস্য মহাহি-শয়নং হরেঃ॥"

অদৃষ্টে যা' লেখা আছে, তা ঘ'ট্‌বেই ঘ'টবে; মহৎব্যক্তি-দিগেরও তা খণ্ডা'বার নয়; তার দৃষ্টান্ত নীলকণ্ঠ, দেবাদিদেব মহাদেব হ'য়েও উলঙ্গ, এবং স্বয়ং ভগবান্ হরি, ক্ষীরোদ-সমুদ্রে অনন্ত-শয্যায় শয়ান। তাই বলি, রামের অদৃষ্টে ছিল যে, মাতা কৈকেয়ীর দুর্ম্মতিবশতঃ বনবাসে যেতে হ'বে; অতএব সে বিষয়ে আর শোক ক'রোনা, এখনকার যা কর্ত্তব্য বৎস, তাই কর।

ভরত। গুরুদেব, কি কর্ত্তব্য, আজ্ঞা করুন।

বশিষ্ঠ। বৎস, তোমার জননীর প্রার্থনায় তোমার পিতা তোমাকেই এই রাজ্য দিয়ে গিয়েছেন, অতএব—

রাগিণী—যোগিয়া-আশা, তাল—একতালা

শুন ভরত, আমার বচন।
রাজা হ'য়ে এই রাজ্য করহ পালন।
অরাজক হ'য়েছে রাজ্য, প্রজারা না মানে ধৈর্য্য,
ছাড়ি' নিজ নিজ কার্য্য, হ'য়েছে উন্মাদ হেন;
আমার বচন ধর, করি' নিজ মন স্থির,
শিষ্ট তুষি, দুষ্ট জনে করহ দমন।
তুমি বিচক্ষণ অতি, সুবুদ্ধি শান্ত সুমতি,
তাহে সব রাজনীতি সবিশেষরূপে জান;
অতএব রাজ্য করি, সকলের দুঃখ হরি',
পুত্র সম প্রজাবর্গ করহ পালন।

—আরও দেখ, রামচন্দ্রেরও এ বিষয়ে কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

ভরত। (সরোদন) গুরুদেব, আপনি এ কি অনুমতি ক'র্‌চেন্। এ কথায় যে আমার মর্ম্মান্তিক দুঃখ হ'ল, আপনি অন্তর্য্যামী হ'য়ে তা কি জান্‌তে পা'র্‌চেন্ না?

রাগিণী—ভৈরবী, তাল—একতালা

ওহে তপোধন, করি নিবেদন, কেন বলেন অবিধান?
"একে" রাম-বিরহানলে সদা হিয়ে জ্বলে,
তাহে কেন করেন আহুতি প্রদান?
আপনি হন্ মোদের কুল-পুরোহিত,
জানেন্ পূর্ব্বাপর যে আছে বিহিত;

'আমা" অনুজ হ'তে হবে এ রাজ্য শাসিত,
"মোদের" দাদা গুণধাম রাম থাক্‌তে বর্ত্তমান্‌ ?
আমি নাকি হই দুর্ভাগ্যতনয়,
তাতেই ভাবেন, এ সব অনুচিত নয় ;
কিন্তু রাম-ত্যজ্য ত্রিভুবন রাজ্য,
ভরতের গ্রাহ্য কদাচ না হয়।
যে রাজ্য লাগিয়ে শ্রীরাম বনবাসী,
ত্যজিলেন জীবন পিতা স্নেহরাশি,
"হায় হায় !" সেই নৃপাসন সে রাজ্য-শাসন,
"আমার" জ্ঞান হয় সব গরল-সমান।
চলুন্‌ সবে মিলি যাইয়ে কাননে,
প্রাণপণে তাঁরে আনিব ভবনে ;
এই নৃপাসনে, বসা'য়ে রামধনে,
"বরং" তাঁর প্রতিনিধি আমি যাব বনে।
এতেও যদি প্রভু না আসেন ফিরে,
রাজ্য দূরে থাক্‌, কি কাজ শরীরে ;
"তবে" তাঁহার সাক্ষাতে, অনশন-ব্রতে,
"আমার" নিশ্চয় ত্যজিতে হবে যে পরাণ।

বশিষ্ঠ। বৎস, চিরজীবি হও ; তোমার কথা শুনে বড়ই সন্তুষ্ট হ'লাম। এই ত ভ্রাত্রোচিত কার্য্য !

ভরত। সুমন্ত্র !

সুমন্ত্র। আজ্ঞা করুন্‌ যুবরাজ !

ভরত। মন্ত্রিবর! এখন আমায় "যুবরাজ" ব'লে সম্বোধন ক'রো না। যদি দাদা রামচন্দ্রকে এ'নে সিংহাসনে বসা'তে পারি, তবেই আমি যুবরাজ; নইলে আমিও সন্ন্যাসী বনবাসী, অথবা জীবনেরও প্রত্যাশী নই, জানি না অদৃষ্টে কি আছে! যা হ'ক, তুমি এখন সৈন্য-সামন্ত সকলকে প্রস্তুত হ'তে বল, পথে সম্বল যা' যা' আবশ্যক, সংগ্রহ কর, আর দূত-কর্তৃক রাজ্যে ঘোষণা দেও যে, মাতা কৈকেয়ী ভিন্ন, যার যার শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শনের অভিলাষ, তারা শীঘ্র প্রস্তুত হউক্।

সুমন্ত্র। যে আজ্ঞে।

ভরত। (বশিষ্ঠের প্রতি) দেব! চলুন্ তবে, এখন একবার বড় মার কাছে যাই! (সকলের প্রস্থান)

২য় দৃশ্য

অন্তঃপুর—কৈকেয়ী-মন্দির—কৈকেয়ী ও বিচিত্রা।

কৈকেয়ী। হায়! বিচিত্রে, আমি এত দূর ক'রেছিলাম, ভরতের সুখের জন্য; কিন্তু আমার ভাগ্যে যে, তার বিপরীত ফল ঘ'টে উঠ্‌বে, তা আমি স্বপ্নেও জানি নি।

রাগিণী—সোহিনী বাহার, তাল—আড়াঠেকা

হায়! আমি কি করিলাম, আগে কেন না বুঝিলাম,
—ভরতের লাগি বৃথা অপযশের ভাগী হ'লাম।
ছিলাম আমি রাজমহিষী, তবু হয়ে লোভের দাসী,
অপার শোক-সাগরে সকলেরে ডুবাইলাম।

তাল—একতালা

জানি রামপ্রতি, ভরতের যে প্রীতি,
তবু, কেন হেন হইল কুমতি,
কুব্জীর কুমন্ত্রণা ঘটা'ল যন্ত্রণা,
কেন না শুনিলাম পতির মিনতি।

তাল—আড়াঠেকা

রামধনে দিয়ে বনে, পতি হারা'লাম ভবনে,
ভরতের সরল মনে গরল ঢালিয়ে দিলাম।

তাল—একতালা

পরম সুন্দরী জানকীর সনে,
রাজা হ'য়ে রাম ব'সৃত সিংহাসনে,
অনুজ লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন,
ছত্রাদি ধরিত প্রফুল্লিত-মনে।

তাল—আড়াঠেকা

হ'ত যে আনন্দ শোভা, ত্রিভুবন মনোলোভা,
হায়! আমি কি অভাগিনী, তাহে ব্যাঘাত করিলাম!

বিচি। আবার, নগরের পথে পথে দূতে কি ঘোষণা দি'চ্চে, তা কি শুনেচেন?

কৈকে। কি ঘোষণা লো?

বিচি। আর কি দেবি! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!

কৈকে। সে কি লো। কি সর্ব্বনাশ? কিসের ঘোষণা?

বিচি। ঘোষণার কথা বল্‌ব আর কি! আমার মাথা মুণ্ডু! দূত ব'লে বেড়া'চ্চে যে, যুবরাজ নাকি একলা তোমাকে এই পুরীতে রেখে, সবাইকে নিয়ে, বনে রামচন্দ্রের কাছে যাবেন; সকলকে শীগ্‌গির তৈয়ের হ'তে ব'লেচেন্।

কৈকে। বিচিত্রে! কি ব'ল্‌লি! আমি কি তবে আমার জীবনধন ভরতের মন থেকেও গেলাম! হায়! আমি কি ক'র্‌লাম! কি ক'র্‌ব! কোথা যাব! (রোদন)

বিচি। দেবি! স্থির হ'ন্, উতলা হ'বেন না।

কৈকে। ওলো! আমি কি ক'রে স্থির হ'ব? আমার যে দুকুল গেল! আমি যে, অকুলে প'লাম! এখন বল দেখি, কি উপায় করি?

বিচি। দেবি! সত্যিই কি তাই হ'বে? বড় রাণী দয়ার সাগর; একবার তাঁকে গিয়ে ভাল ক'রে বলুন্।

কৈকে। আমি তবে, এখনই যাই, দেখি গে', যদি বড় দিদির হাতে পায়ে ধ'রে, তাঁর দ্বারায়, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে ভরতকে সম্মত ক'র্‌তে পারি। (প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য

কৌশল্যা-মন্দির

কৌশল্যা রোরুদ্যমানা, সুমিত্রা বিষণ্ণ আসীনা।

(কৈকেয়ীর প্রবেশ)

সুমি। দিদি! ভরতের মা এ'সেচেন্।

কৌশ। (কৈকেয়ীর প্রতি) এস বোন্। এখন আর এস না কেন ? কি মনে ক'রে এ'সেছ ?

কৈকে। (সরোদন) আর কোন্ মুখে আ'সব দিদি !

রাগিণী—সিন্ধু-ভৈরবী, তাল—আড়াঠেকা

কি আর কহিব দিদি ! না সরে আমার আননে ;
শত দোষে দোষী আমি হ'য়েছি তব চরণে।
ক'রেছি যে অপকাজ, পেয়েছি তার মত লাজ,
মনে ভাবি শিরেতে বাজ দেবরাজ কেন না হানে।

তাল—একতালা

জানি দিদি ! তুমি অতি কৃপান্বিতা,
সাহস ক'রে তাই এ'সেছি গো হেথা,
নতুবা দিয়েছি মরমে যে ব্যথা,
মুখ দেখাইতে "মোর" না হয় যোগ্যতা।

তাল—আড়াঠেকা

কুব্জীর কুমন্ত্রণা শুনি, ভবিষ্যত নাহি গণি,
অশেষ বিশেষ হানি করিলাম অকারণে !

তাল—একতালা

ঘোষণা হ'য়েছে আসিলাম শুনে,
আমাকে রাখিয়ে এ শূন্য ভবনে ;
রাম আনিতে সবে ভরতের সনে,
করিবে পয়াান গহন কাননে।

তাল—আড়াঠেকা

সদয় হ'য়ে মোর প্রতি, ভরতেরে অনুমতি,
কর গো দিদি! সম্প্রতি, আমায় নিয়ে যেতে বনে।

—তোমার পায়ে ধরি দিদি! আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমার হ'য়ে দুটো কথা ভরতকে বল, আমি জানি, সে তোমার কথা কখনই লঙ্ঘন ক'র্‌তে পার্‌বে না। (রোদন)

কৌশ। (কৈকেয়ীর হস্ত ধরিয়া) কেঁদো না ভগিনি! উঠ, সে জন্যে চিন্তে কি? আমি ভরতকে ব'ল্‌ব এখন। তা'ও কি কখনও হয়? তোমায় কি একা রেখে যাওয়া হয়?

(বশিষ্ঠের সহিত ভরতের প্রবেশ)

—(উত্থান পূর্ব্বক সকলের বশিষ্ঠপদে প্রণামান্তর)—

বৎস ভরত! তোমার মাকে এই পুরীতে রে'খে, তুমি নাকি সকলকে নিয়ে, বনে রামের কাছে যেতে মনস্থ ক'রেছ? এ কথা শু'নে তিনি বড় কাতর হ'য়েছেন। যদি সকলের যাওঁয়া হয়, তবে বাছা! আমি অনুরোধ করি, তোমার মাকেও সঙ্গে নিতে হ'বে।

ভরত। এতো বন-ভ্রমণ ক'র্‌তে যাওয়া হ'চ্ছে না,—আমার প্রভু রামচন্দ্রকে দে'খ্‌বার জন্য যাঁদের প্রাণ কাঁদ্‌'চে, তাঁদেরই যা'বার প্রয়োজন।

বশিষ্ঠ। এ কথায় কে না যাবে? বৎস! তোমার মাকে সঙ্গে লও, ইহাও আমার অভিপ্রায়, কারণ এক তো বড় রাণীর

অনুরোধ ; আরও আমি দিব্যচক্ষে দে'খ্‌তে পা'চ্চি যে, দৈব-সংঘটিত বর্ত্তমান দুর্ঘটনার নিমিত্তমাত্র হ'য়ে, তোমার মার অন্ত করণে বস্তুতই এখন প্রবল অনুতাপের অনল জ্ব'লে উ'ঠেছে।

ভরত। আপনাদের যেমন ইচ্ছা, সেই প্রকারই হ'বে। তবে, বড় মা! আপনারা সত্বর প্রস্তুত হউন্, দাদা শ্রীরামচন্দ্রের চরণ-দর্শনের জন্যে প্রাণ অতিশয় উৎকণ্ঠিত হ'য়েছে! চলুন্ ভগবান্! আমরাও যাই,—প্রস্তুত হই।

দ্বিতীয়াঙ্ক

১ম দৃশ্য—চণ্ডালগড় গুহকরাজ-ভবন

গুহকরাজ ও মন্ত্রী

গুহ। মন্ত্রি! একটা জনরব শুনা যাচ্চে, আমাদের বনে কি কোন রাজা মৃগয়া ক'র্‌তে এলেন, না বনমধ্যে দাবানল জ্ব'লে উ'ঠল! যাও দেখি, একটু বাহিরে গিয়ে, কোলাহলের কারণটা জেনে এস।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে। (প্রস্থান ও প্রত্যাগমনানন্তর)—দে'খে এলাম, দাবানল বা আর কোন বিপদ-হেতু বোধ হ'ল না, তবে অযোধ্যানাথের ধ্বজা দেখা গেল।

গুহ। তা হ'লে, নিশ্চয় যুবরাজ ভরত এ'সেছেন; বোধ করি, অগ্রজ রামচন্দ্রের অন্বেষণে এ'সেছেন; চল যাই, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গে'। (উভয়ের প্রস্থান)

২য় দৃশ্য—নগর-প্রান্তবর্ত্তী বন

ভরত সুমন্ত্রাদি সহিত উপস্থিত।

ভরত। মন্ত্রিবর! নিষাদরাজ গুহক মহাশয়ের রাজধানী আর কত দূরে?

সুমন্ত্র। এই ত, সম্মুখেই।

ভরত। তবে এখানেই আমরা থাকি, তুমি গিয়ে গুহক মহাশয়কে আমাদের আগমনবার্ত্তা জানাও।

সুমন্ত্র। যে আজ্ঞে। (প্রস্থান ও ক্ষণকাল পরেই প্রত্যাবর্ত্তন)

ভরত। এখনই ফিরে এলে যে? কিছু বক্তব্য আছে?

সুমন্ত্র। না,—তাঁর বাড়ী পর্য্যন্ত যা'বার প্রয়োজন হয় নি; তিনি আপনার আগমন আগেই বু'ঝ্‌তে পেরে একজন অমাত্যসঙ্গে, আপনাকে দর্শন ক'র্‌বার জন্যে বের্‌'য়েছিলেন; নিকটেই অবস্থান ক'র্‌চেন, আপনার আদেশ পেলেই এ'সে দেখা করেন।

ভরত। সে কি সুমন্ত্র! চল যাই তাঁকে দেখি-গে, তিনি প্রভু রামচন্দ্রের পরম ভক্ত, তাঁকে দর্শন ক'র্‌লে আমার শ্রীরামদর্শনের ফল। চল, সাদর সম্ভাষণ ক'রে তাঁকে নিয়ে আসি।

সুমন্ত্র। আপনি বসুন, আমি যাই—তাঁকে এখানে নিয়ে আসি। (প্রস্থান ও গুহকের সহিত পুনঃপ্রবেশ)

ভরত। (গুহকের অভ্যর্থনার্থে দণ্ডায়মান হইয়া) আসুন্ আসুন্ (প্রণামোদ্যত গুহকের হস্তধারণপূর্ব্বক) এ কি ! এ কি দাদা ! আপনি প্রভু শ্রীরামের পরম-ভক্ত—মিত্র, আপনার দর্শনমাত্রে আমি পবিত্র হ'য়েছি, আসুন্, আপনাকে একবার স্পর্শ ক'রে প্রাণের সন্তাপ নষ্ট করি। (উভয়ের আলিঙ্গন)

গুহক। যুবরাজ ! এখানে এখন আগমনের কারণ কি ?

ভরত ! সুমন্ত্রের মুখে অবগত হ'লাম যে, অগ্রজ মহাশয় নাকি আপনার এই স্থানে একদিন অবস্থান ক'রে গেছেন, তাই আপনার কাছে তাঁর বার্ত্তা শু'ন্‌তে এলাম।

রাগিণী—মল্লার-মিশ্র, তাল—রূপক

বল হে নিষাদরাজ, জান কি জানকীনাথের বিবরণ ?
মোরা রাম-বিরহানলে, সকলে মরি জ্বলে,
ও তাঁর শুভসংবাদজলে কর হে নিবারণ।
শুনিলাম তব বাসে, জটিল তপস্বি-বেশে,
সেই গুণধাম এ'সে, তোমাকে ক'রে গেছেন সম্ভাষণ !

তাল—জলদ-তেতালা

হেথা এ'সে গুণাধার, ক'রেছেন কি ব্যবহার,
কি দ্রব্য করি' আহার, করিলেন সে দিন যাপন ?
কোথা বা কেমন ক'রে, সঙ্গে নিয়ে জানকীরে,
কি শয্যায় শয়ন করে, করিলেন সে নিশি ক্ষেপণ ?

তাল—রূপক

প্রাণাধিক প্রিয়বর, সেই অনুজ ধনুর্দ্ধর,
সঙ্গে থেকে নিরন্তর, কি ভাবে সেবেন প্রভুর শ্রীচরণ !

তাল—জলদ-তেতালা

পতিব্রতা-শিরোমণি জনকরাজ-নন্দিনী,
সেই দিন সে যামিনী, কি ভাবে কর্'লেন যাপন ?
হেন অনুমান করি, পতিপ্রাণা সেই সুন্দরী,
পতির সে দুঃখ হেরি, সর্ব্বদাই করেন রোদন।

তাল—রূপক

হায়-হায় ! চন্দ্রাননীর যখন, অশ্রুজলে ভাসে বদন,
না জানি, তখন কেমন অধৈর্য্য হ'ন্ সেই রঘুনন্দন !

গুহক। (সরোদন)

রাগিণী—ললিত—গৌরী

ভাই ভরত রে !
কি কব দুঃখের কথা, মরমে লাগয়ে ব্যথা,
মনে হ'লে প্রভুর আচরণ ;
অপরাহ্নে রঘুনাথ, জানকী-লক্ষ্মণ-সাথ,
করিলেন এখানে পদার্পণ।
ও ভাই ভরত রে !
অনেক যতন করি, প্রভুর চরণ ধরি,
সাধিলাম নিতে স্বভবনে ;

তাহাতে শ্রীরঘুপতি, প্রকাশিলেন অসম্মতি,
ধর্ম্মভয় বাসি' মনে মনে।
ও ভাই ভরত রে !
ভক্ষ্যদ্রব্য আনয়ন, করিলাম প্রভুর কারণ,
তাহা কিছু না কৈল গ্রহণ ;
লক্ষ্মণ আ'ন্‌লেন গঙ্গাবারি, তাহামাত্র পান করি,
সে দিন প্রভু করিলেন যাপন।

ও ভাই ভরত রে !
দেখ ঐ তরুতলে, কুশশয্যা পেতে দিলে,
ভার্য্যা-সহ করিলেন শয়ন ;
প্রভু নিদ্রাগত হ'লে, দেখ ঐ তরুতলে,
স্থিরচিত্তে বসিলেন লক্ষ্মণ।

ভরত। (সরোদন)
রাগিণী—ললিত-গৌরী, তাল—একতালা।
হায় রে ! আমার নিলাজ হিয়ে, কি কাজ রহিয়ে,
এখনও যে বিদরিয়ে কেন না পড়িল।
প্রভুর এত দুঃখ শু'নে, ধৈর্য্য ধ'রে র'ল কেনে,
পাষাণ হ'তেও কি এক্ষণে কঠিন হইল !
"হায় !" যে অঙ্গে শোভিত রতন-ভূষণ,
কটিতটে ছিল বিচিত্র বসন ;
সে সব ত্যজিয়ে, বাকল পরিয়ে,
গহন কাননে করি'ছেন ভ্রমণ !

কটু তিক্ত ফল করিয়ে ভক্ষণ,
কুশের শয্যায় করেন শয়ন ;
"কত" যতনের ধন সে রাজনন্দন,
তাঁর কি ছিল এই কপালের লিখন !
আমার জীবন-ধারণ হল প্রভুর দুঃখের কারণ,
জনমমাত্রে মরণ আমার কেন না হইল !
শিরীষকুসুম জিনি সুকোমল,
যে জনকসুতার চরণকমল ;
সেই সুকুমারী, হায় ! কেমন করি,
পদব্রজে করেন বনে চলাচল ।
ননী জিনি যাঁর মৃদু কলেবর,
দেখে নাই কভু যাঁরে দিবাকর,
সে রাজনন্দিনী, কেমনে না জানি,
সহে তার অসহ্য কিরণ প্রবল !
অনুজের উচিত কার্য্য, অগ্রজ-সেবার সাহায্য,
লক্ষ্মণ করি'ছে সে কার্য্য আমার না ঘটিল !
—আর সহ্য হয় না ! হা প্রভো ! রঘুনন্দন ! কোথায় রইলে !

(পতন ও মূর্চ্ছা)

শত্রুঘ্ন। (শশব্যস্তে) হায়-হায় ! একি হ'ল ! দাদা ! কেন এমন হ'লে ? দাদা গুহক ! দাদার কেন এমন হ'ল !—(ভরতের পদপ্রান্তে বসিয়া) দাদা !—

রাগিণী—লম্বী মল্লার, তাল—একতালা

হায়! কি হুতাশে, দগ্ধ হ'য়ে শেষে,
প্রিয় ভ্রাতা আজি ধরায় পড়িলে?
শ্রীমুখ মলিন নেত্র স্পন্দহীন,
নিশ্বাস-পবন কেন বহে ঘন,
এ সব দেখিয়ে নাহি মানে হিয়ে,
হ'তেছে আকুল ডুবি' শোকানলে।

তাল জলদ-তেতালা

তব চিরদাস আমি, অনুদিন অনুগামী,
তবে, কি দোষে আমাকে উপেখিবে তুমি?
তোমার চরণে ধরি, কাতরে মিনতি করি,
একবার চাও হে,—ওহে জীবন-সর্ব্বস্বধন!

একবার চাও হে!

নইলে যে করে প্রাণ, জানেন অন্তর্যামী।

তাল—একতালা

দেখি তব দুখ, বিদরিছে বুক,
উত্তর প্রদানে হ'য়োনা বিমুখ;
যাহাতে প্রবৃত্তি হ'য়েছে সম্প্রতি,
আমা-অভাগারে "কেন" সঙ্গী না করিলে?

তাল—জলদ-তেতালা

অগ্রজ রাম, লক্ষ্মণ করিল বনে গমন,
সে শোকে জনক মোদের ত্যজিল প্রিয়জীবন;

তোমাকে আশ্রয় করি, সে সব দুঃখ পাসরি,
ছিলাম প্রাণ ধ'রে, ওহে করুণা-সাগর!
আজি আমার দৈবদোষে তুমি হলে কৃপাহীন।

তাল—একতালা

হারা হই যদি ও পদ-সম্বল,
এ ছার জীবন রেখে কিবা ফল?
অনলে এ প্রাণ করিব অর্পণ,
নতুবা নিশ্চয় পশিব সলিলে। (রোদন)

গুহ। ভাই শত্রুঘ্ন! স্থির হও। আমি তোমাকে নিশ্চিত ব'ল্ছি, ভরতের কোন অত্যাহিত হয় নি। বোধ করি, একটু যত্ন ও চেষ্টা ক'রলেই চেতন হ'বেন এখন। আহা! ধন্য ভরত রাম-গত-জীবন! ধন্য সৌভ্রাত্র্য! ধন্য তোমার প্রেম! জগতে যা কেও কখনও দেখেনি, তা' তোমরা দেখালে!

রাগিণী—টোড়ী ভৈরবী, তাল—রূপক

ওহে যুবরাজ! কি ভাবে, কি ভাবিয়ে আজ,
এমন নিদারুণ বাজ শিরে অকস্মাৎ হানিলে।
একে রাম-বিরহ-দহনে দহিছে দেহ,—
তাহে কেন আর তুমি দেহ পুনঃ ঘৃত ঢেলে।

তাল—একতালা

ধন্য তব প্রীতি, শ্রীরামের প্রতি,
শ্রবণ মাত্র যাঁর দুঃখের বিবৃতি;

অচেতন হ'য়ে ধরায় পড়িয়ে,
নয়নের জলে ভাসাইলে ক্ষিতি।
কিন্তু হায়! আমার কি পাষাণ হৃদয়!
যিনি মিত্র বলি' দিলেন পরিচয়,
অকাতরে তাঁর দুঃখ সমুদয়,
বলিলাম আমি তোমাকে সম্প্রতি।

তাল—রূপক

তুমি-মাত্র ভাই! এখন সকলের অবলম্বন,
তাহে তুমি আজ হ'লে এমন, তাদের বুঝা'ব কি ব'লে?

তাল—একতালা

উঠ উঠ, দেখ মেলিয়ে নয়ন,
প্রাণাধিক প্রিয় অনুজ শত্রুঘ্ন,
তব বিচ্ছেদ-ভয়ে কাতর হইয়ে,
অতি দীন-স্বরে করিছে রোদন।
চল চল সবে মিলিয়ে এখন,
করি গিয়ে বনে প্রভুর অন্বেষণ,
হেরিলে সে মুখ, দূরে যা'বে দুখ,
আনন্দ-সাগরে হইবে মগন।

তাল—রূপক

স্বতন্ত্র ঈশ্বর সেই রাম-রঘুবর,
অনিষ্ট-চিন্তন তাঁর কি হ'বে করিলে?

(কৌশল্যা ও কৈকেয়ীর প্রবেশ)

কৈকে। (সরোদন) ওগো! আমার কি হ'ল! আমার ভরত কেন এমন হ'ল গো? হায়! হায়! আমার রাজ্যলাভের প্রতিফল কি এই হ'ল! ওগো দিদি! আমি কারে কি ব'ল্‌ব! আমি যে বুঝ্‌তে পার্‌চি, এ সমস্ত দুর্ঘটনার মূল আমি! হায়! একমাত্র আমার স্বার্থপরতার অপরাধে, জগদ্বাসীর আনন্দ-নিধান রাম, বল-বীর্য্যের আধার লক্ষ্মণ, সর্ব্বগুণখনি জানকী বনবাসী হ'লেন, পতি হারা'লাম! হায়! আবার কি পুত্রও হারাই? হে ধর্ম্মরাজ! হে শমন! এ পতিঘাতিনী পুত্রঘাতিনীকে তুমিও বুঝি ঘৃণা কর! (রোদন)

কৌশ। (সরোদন) ওরে ও বাপ ভরত! কেন এরূপ ভাবে র'য়েছ? নয়ন মেল, মা ব'লে ডাক।—

রাগিণী ভৈরবী, মনোহরসহি, তাল লোভা

হায় রে ভরত!—
এই কি মনোরথ ছিল বাছারে! তোর মনে মনে!
রামকে নিতে এ'সে বনে—(মোঁদের কত আশা
দিয়ে—বাপ)—ত্যজিবি দুঃখিনীগণে;
উঠ উঠ বাছাধন! বারেক মেল নয়ন,
শূন্যময় ত্রিভুবন—(আজি তোমার দশা দেখে বাপ)
—হেরি রে বাপ! তোমা বিনে!

তাল—দশকুশী

রাম এল বনবাসে, পতি গেল স্বর্গবাসে,
শেষে কি কাননে এসে, তোমায় হারা'লাম গুহকের বাসে ;

তাল - লোভা

শোকে শোকে একে মোরা, হয়েছি জীয়ন্তে মরা,
তাহে পুনঃ তোমায় হারা হলে কি আর জীব প্রাণে !

তাল—দশকুশী

বড় আশা করে মনে, এসেছিলাম তোমা-সনে,
রামমুখ দরশনে মোরা জুড়াব তাপিত প্রাণে।
—(সকল আশা কি আজ ফুরাইল রে)—
অকরুণ চতুর্ম্মুখ দুঃখের উপরে দুঃখ,—
দিয়েও হয় না বিমুখ, মোদের বধিলে কি পাবে সুখ।

তাল—লোভা

বিধিকে কি দোষ দিব ! কপালের দোষ সব ;
"হায়" আরও কত দুঃখ স'ব, তা'বা কে নিশ্চয় জানে !

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল— লোভা

ও বাপ্ ভরত রে ! উঠ রে জীবনধন,—
—উঠ রে জীবন।
ও তুই কেন হলি অচেতন ?—উঠ রে !
ও তুই কি শুনিয়ে এমন হ'লি রে ! (গুহকের মুখে)

তাই ব'লে মোদের প্রাণ কর শীতল।
ও তাই ভেবে যে মরি বাপ! কেন এমন হ'লি?
উঠে বল্ রে! কি শুনিয়ে এমন হ'লি?
উঠে ব'ল্ রে! নইলে প্রাণে মরি রে!—
বল্ রে বাছা! গুহক তোরে কি শুনা'ল?
না জানি, কি ঘটেছে রে! এই কাননের মাঝে,
—বল্ রে! গুহক তোরে কি শুনাইল?
আমার রাম লক্ষ্মণ ত আছে ভাল?—
—বল্ রে! আমার জানকী ত আছে ভাল?

শত্রুঘ্ন। দাদা! উঠুন, বড় মা বড়ই অস্থির হ'য়েচেন।

(ভরতের উত্থান)

ভরত। (গুহকের প্রতি) দাদা! প্রভু রঘুবর কোথায় ব'সেছিলেন, কোন্ খানে শয়ন ক'রেছিলেন, একবার সেই স্থানগুলি আমাকে দেখান।

গুহক। এস ভাই দেখা'চ্ছি। (ভরতসহ অগ্রসর হইয়া) এই দেখ ভাই, এই খানে এসে ব'সেছিলেন, তার পর, এই স্থানে শু'য়েছিলেন, সে কুশশয্যা এই দেখ, এখনও রয়েছে।

ভরত। (সরোদন)—

সুর—মনোহরসহি, তাল—লোভা

এই তৃণ-শয্যা'পরে শু'য়েছিলেন রঘুবরে!
হায় হায়! জনকনন্দিনী সঙ্গে ক'রে!
—হায়! সে যে রামচন্দ্র রাজনন্দন রে!

প্রভু আমার কত ক্লেশে নিশি কাটা'য়েছেন রে!
প্রভুর এত দুঃখ দে'খে প্রাণ যায় না কেন রে!
—প্রাণ যাবেই বা কেন! (পাষাণ মোর প্রাণ—
আমি সেই বজ্জরবুকীর তনয়!—আমি যে সেই
চণ্ডালিনীর তনয়!—যে চণ্ডালিনী, ও যে বজ্রবুকী
আমার রামকে বনে পাঠা'য়েছে রে!)—
দুখে বুক ফেটে যায় রে!—হায় হায় কি হবে রে!
যদি আমার লাগি, সেই দীনদয়াল প্রভুর
—এতই কষ্ট হ'ল রে!
তবে কেন আমার জনম-মাত্রে মরণ হ'ল না রে!
হায় রে দারুণ বিধি! তোর মনে কি এই ছিল রে!

রাগিণী—মল্লার মনোহরসহি, তাল একতালা

হায় রে দারুণ বিধি! কি আর ব'ল্‌ব তোরে।
ও তুই কোন্ প্রাণে ধ'রে—
রামশশধরের ললাটে, এ দুঃখ-নিকরে,
ও তুই কেমন ক'রে লি'খেছিলি অকাতরে!
"হায়!" বিচিত্র আগারে, দিব্য শয্যা'পরে,
যখন সুখে শয়ন ক'র্‌তেন রঘুবরে,
"তখন" কত দাসীগণ পদ-সম্বাহন,
চামর ব্যজন ক'র্‌ত নিরন্তরে;
সে সুখ-সম্পদ করি' পরিহার,
তরুতলে শয্যা এখন তাঁহার,

"সে যে" রাজার কুমার অশেষ গুণাধার,—
কি দোষে ভাসা'লি দুঃখের পাথারে ?
ত্রিভুবন-জন দুঃখী যাঁর দুঃখে,
তাঁকে কেন বিধি ! না রাখিল সুখে ?
"ও তুই" কিসে বেঁধে হিয়ে, তাঁকে দুঃখ দিয়ে,
নিন্দার ভাজন কেবল হ'লি রে সংসারে !
"হায় !" জনম অবধি দুঃখের বেদন,
যে রাজকুমারী জানে না কখন,
"ও তুই" পাষাণ হ'য়ে কি রে ! সেই জানকীরে,
অকুল দুঃখনীরে করিলি মগন !
মলয়জ, যাঁর শ্রীঅঙ্গ সেবিয়ে,
তৃপ্ত, আপনাকে কৃতার্থ মানিয়ে ;
সেই সুবদনী কি কষ্টে না জানি,
এই তৃণশয্যায় করিলেন শয়ন !
ও রে বিধি ! তোরে দিব কত ধিক্,
তত অধিক মম জীবনেও ধিক্,
"ও যে" এ সব দুখ হে'রে, কেন ধৈর্য্য ধ'রে,
এখনও র'য়েছে দেহের অভ্যন্তরে।

রাগিণী—মল্লার-মনোহরসহি

যত দিন দাদা আমার না আসিবেন ঘরে ;
তত দিন শোব আমি কুশের উপরে।

জল কিম্বা ফল-মূল ভোজন করিব ;
চীর-বাস কিম্বা বৃক্ষ-বাকল পরিব।
শত্রুঘ্ন বট-ক্ষীর কর আহরণ ;
এখনি করিব আমি জটা বিরচন।
—প্রাণের ভাই রে ! প্রাণের ভাইরে ! ভাই রে !
আমায় যোগী সাজাইয়ে দেরে ভাই !—
আমি যোগিবেশে শ্রীরাম-দরশনে যাব রে—

রাগিণী —মনোহরসহি, তাল—লোভা

এখন আমায় যোগী সাজায়ে দে রে ভাই !—
আর যে আমার রাজবেশে কাজ নাই রে !
যদি যোগী হ'লেন রঘুবর,
তবে আমাকেও ভাই যোগী কর ;—
—আমার রাজবেশে কাজ নাই রে !

তাল—খয়রা

ভাই শত্রুঘ্ন কর রে ধারণ,
এই গজমতি-হার,
"আমার" হিয়ার আভরণ শ্রীরামচরণ,
এ ছার হারে কি কাজ আর !
এই লও ধর, বলয় কেয়ূর,
ইথে নাই প্রয়োজন,
"আমার" করের ভূষণ অমূল্য রতন,
শ্রীরাম-পদ-সেবন।

রতন-উজ্জ্বল কুণ্ডল-যুগল,

করিলাম পরিহার,

শ্রীরামগুণগান, সে নাম শ্রবণ,

"আমার" শ্রবণের অলঙ্কার।

তাল—লোভা

আমার মণি-মুকুট খু'লে নে—

আমার শিরে জটা বেঁধে দে—

আমার রাজবেশে কাজ নাই রে।

প্রভুর শীতল-চরণ পরশ পেয়ে,

আছে পথের ধূলা শীতল হ'য়ে ;—

আমার অঙ্গে মেখে দেও ভাই রে!

(ভরতের যোগীবেশ ধারণ)

শত্রুঘ্ন। দাদা! যদি আপনি যোগীর বেশ ধ'র্‌লেন, তবে আমি কেন রাজবেশ ধারণ করি? দাসকে অনুমতি করুন, রাজ-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ ক'রে যোগীবেশ ধারণ করি।

ভরত। হাঁ ভাই! আমরা সকলেই প্রভু রামচন্দ্রের কিঙ্কর, বিম্বপ্রতিবিম্বের মত, তাঁর আমরা চিরানুগত; অতএব, যখন তিনি যোগিবেশে বনে বনে ভ্রমণ ক'র্‌চেন, তখন নিঃসন্দেহ আমাদেরও তাই করা কর্ত্তব্য।

শত্রুঘ্ন। যে আজ্ঞে।—(যোগিবেশ-ধারণ)

কৌশ। বৎস! তোমাদের এ সাজ যে, আমরা দে'খ্‌তে

পারি নে! বাপ্‌রে! চোখের উপর এ সাজ সেজে, আর কেন সাজার উপর সাজা দাও ?

ভরত। (সকাতরে করযোড়ে) আর কিছু আজ্ঞা ক'র্‌বেন না মা। এই বেশ ধ'রে প্রভু রাম বনে বাস ক'র্‌চেন, ভাগ্যবান্ লক্ষ্মণ এই বেশ ধ'রে প্রভুর সেবা ক'রচেন, এখন এই বেশই আমাদের যোগ্য, রাজবেশে সেই দীনদয়াল প্রভুর দর্শন-লাভ অসম্ভব বোধ করি।

বশিষ্ঠ। আর এখানে বিলম্ব করার আবশ্যক নাই। বোধ করি, রাম চিত্রকূটে আছেন; চল আমরা সেইখানে যাই।

ভরত। যে আজ্ঞে, দেব! চলুন, রামদর্শনের জন্য প্রাণ অতিশয় ব্যাকুল হ'য়েছে। দাদা গুহক! আপনার অভিপ্রেত কি ?

গুহক। আমিও আপনাদের সঙ্গে যা'ব। আর যখন ব'ল্‌চেন, "প্রাণ ব্যাকুল হ'য়েছে" তখন বেশ বুঝা যা'চ্চে যে, চিত্রকূট পর্ব্বতেই রামের দর্শন পাওয়া যা'বে; কেন না, আমি বেশ জানি যে, ব্যাকুলতা তাঁর দর্শন লাভের পূর্ব্ব-লক্ষণ।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয়াঙ্ক

১ম দৃশ্য—বনপথ

(কৌশল্যাদি মহিষীগণ, বশিষ্ঠ, ভরত, সুমন্ত্রাদি)

কৌশ। বাছা সুমন্ত্র! এই কি গহন বন?

সুমন্ত্র। (স্বগতঃ) আহা! মা-আমার রাজনন্দিনী, রাজমহিষী, বন কা'কে বলে তা'তো কখন জানেন না, তাই জিজ্ঞাসা করচেন "এই কি গহন বন?" (প্রকাশ্যে) হাঁ মা! এরই নাম গহন বন।

কৌশ। সুমন্ত্র রে! তবে কি আমার রাম, লক্ষ্মণ, জানকী এই পথ দিয়ে হেঁটে গিয়েছে? এই ভয়ঙ্কর বনের ভিতর প্রবেশ ক'রেছে? তবেই হ'য়েছে! হায়! না জানি কি প্রমাদই ঘ'টেছে! তাদিগে' বুঝি, আর পেলাম্ না! বাছা রাম! বাছা লক্ষ্মণ! মাগো জানকি! তোরা কোথায় র'লি?

রাগিণী—দেবগিরি বিভাস, তাল—একতালা

হেন লয় মনে, বাছা রামধনে,
পেলাম না'কো আমি বু'ঝি যেন আর!
পা'ব বলি আশা করি যে, দুরাশা,
আশার বাসা ঝিধি ভেঙ্গেছে আমার।

বাজে অঙ্গে যার কুসুমের শেষে,
এ দারুণ পথে কেমনে বা সে যে,
ক'রেছে গমন, ভাবি অনুক্ষণ,—তাই বল্‌রে !
"হায় !" কত না যাতনা হ'য়েছে বাছার !—
—(সুমন্ত্র রে ! রাম আমার বুঝি প্রাণে নাই রে !)
কৃতান্তের সম সিংহ ভুজঙ্গম,—কাননে,—
"কত" দুরন্ত রাক্ষস করে বিচরণ ;
দৃষ্টিমাত্র হায় ! দে'খে অসহায়,—ভাবি তাই রে,—
"আমার" বাছাদের প্রাণ ক'রেছে হরণ !
কিম্বা, ক্ষুধায় অন্ন তৃষ্ণায় জল বিনে,
দুর্ব্বল হইয়ে প'ড়ে কোন খানে,
"বুঝি" ডেকেছে মা ব'লে, কত না কাতরে,—অভাগিনীরে,—
"শেষে" ক'রেছে সকলে প্রাণ পরিহার !
—(সুমন্ত্র রে ! বুঝি আমার ভাঙ্গা কপাল ভেঙ্গেছে রে)—
সুমন্ত্র ! এখন, সুমন্ত্রণা শুন—আর আমায়,—
"বাছা" নিয়ে গহন বনে, ক'রো না গমন,
"যদি" বিপদ ঘ'টে থাকে, দেখি আপন চক্ষে,—তা' হ'লে—
"আমি" ম'লেও যে, সে দুঃখ যা'বে না কখন।
বরং এথা হ'তে অযোধ্যাতে গিয়ে,
রাম, লক্ষ্মণ, সীতার মঙ্গল ভাবিয়ে,
রাম ! রাম ! ব'লে, সরযূর জলে,—পশিয়ে,—
"আমি" ত্যজি-গে' এ ছার জীবন আমার !

বশিষ্ঠ। মা গো! মিছে কেন এত কাতর হ'চ্চেন? দেখুন, শাস্ত্রে আছে,—

"শোকস্থানং সহস্রাণি ভয়স্থানং শতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্॥"

এই সংসারে শোকের সহস্র সহস্র স্থান আছে এবং ভয়েরও শত শত স্থান র'য়েছে, কিন্তু তাহারা অবিবেচক ব্যক্তিকেই অভিভূত করে, পণ্ডিত লোক কখনই তাতে অভিভূত হ'ন্ না। তাই বলি, রাম-জননি! আপনি জ্ঞানবতী হ'য়ে কি জন্য অনর্থক শোক করেন? আমি আপনাকে নিশ্চিত ব'ল্‌ছি যে, আপনার রামের কোন অমঙ্গল ঘটে নি;—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। চিত্রকূট আর বেশী দূরে নয়, চলুন, শীঘ্রই রাম-মুখ দে'খ্‌তে পাবেন।

ভরত। (কিয়দ্দূর গমনানন্তর) ঐ যে সম্মুখে ধূমাকার দেখা যাচ্চে, এই কি চিত্রকূট গিরি?

বশিষ্ঠ। হাঁ বৎস! নিকটেই এ'সেছ।

ভরত। তবে আমি ইচ্ছা করি যে, সৈন্য-সামন্ত সব এইখানেই থাকুক্; যদি আপনার সম্মতি হয়, তা হ'লে আমি, গুহক দাদা, সুমন্ত্র ও শত্রুঘ্নকে সঙ্গে ক'রে কিঞ্চিৎ অগ্রেই যাই। আর গুরুদেব, আপনি মাতৃগণকে সমভিব্যাহারে নিয়ে ধীরে ধীরে আসুন।

বশিষ্ঠ। হাঁ বৎস! এ সৎপরামর্শই বটে; কেন না, এ প্রকার জনসমারোহ ক'রে গে'লে রামের মনে সহসা কোন্

প্রকার সন্দেহ আ'সৃতে পারে, অশান্তিরও সম্ভাবনা। বৎস! চিত্রকূট এখনও দূরে, নিকটস্থ হ'য়ে তাই করা যা'বে।

২য় দৃশ্য — চিত্রকূটগিরি শিখর

(কুটিরাভ্যন্তরে সীতা, বাহিরে রাম ও লক্ষ্মণ)

রাম। লক্ষ্মণ! একটু অগ্রসর হ'য়ে দেখ দেখি, নীচে বনমধ্যে একটা কিসের জনরব শুনা যা'চ্চে?

লক্ষ্মণ। হাঁ-দাদা! আমিও শু'নেছি; তবে যাই,— (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া নিরীক্ষণকরতঃ স্বগতঃ) ঐ ত অযোধ্যা-রাজের ধ্বজা দেখা যাচ্চে! (প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক ব্যস্ততার সহিত) দাদা! আর কি! সৈন্য সামন্ত সঙ্গে ক'রে সমর-সজ্জায় ভরত এ'সেছে। যদি ভাল ভাবে আ'সৃত, তবে এত লোক সঙ্গে কেন? এতে এই বোধ হ'চ্চে যে, কোন দুরভিসন্ধি ক'রেই এ'সেছে। যাই হোক, দাদা! আপনি এখানে থেকে আর্য্যা জানকীকে রক্ষা করুন্! (ধনুর্ব্বাণগ্রহণপূর্ব্বক) প্রভো, আদেশ করুন্, আপনার আদেশ-বলে এ দাস একাকী সকলকে পরাজিত ক'র্‌তে সক্ষম। আজ রণে এই বনস্থল রক্তাভিষিক্ত ক'র্‌ব; আমাদের সেই দয়ামূর্ত্তি দেবী কৌশল্যা মার হৃদয়ে যে নৃশংসা পিশাচী চৌদ্দ বৎসরের জন্য শোকাগুন জ্বেলেছে,

সেই কৈকেয়ীর হৃদয়ে,—তারে মা ব'ল্‌তে ঘৃণা করে,—চির-দিনের জন্য পুত্রশোকের আগুন জ্বেলে দিব!

রাম। বৎস স্থির হও, উদ্ধত হ'য়ো না। দেখ, ভরত এমন কি অনিষ্ট ক'রেছে যে, তুমি তার প্রাণ বধ ক'র্‌তে চাও? আমার বেশ প্রতীতি হ'চ্চে যে, সে নিতান্ত কাতর হ'য়েছে, আমাদিগকে ঘরে ফির্‌'য়ে নিয়ে যাওয়ার মনস্থ ক'রেই এ'সেছে।

(লক্ষ্মণের লজ্জাবনতমুখে অবস্থিতি)

৩য় দৃশ্য—গিরি-নিম্নস্থ বন

(ভরত, শত্রুঘ্ন, সুমন্ত্র, গুহক, বশিষ্ঠ ও মহিষীগণ উপস্থিত)

রাগিণী—মঙ্গল-বিভাস, তাল—একতালা

ভরত। (সকাতরে)—

কোথা রইলে দাদা আমার রঘুকুল-পূর্ণচন্দ্র।
সুখের আলয়, অযোধ্যালয়, ক'রে প্রলয়, গুণালয় হে,—
গেলে সবে শোকার্ণবে ভাসাইয়ে প্রজাবৃন্দ!

(কয়েক বনবাসীর আগমন)

—(বনবাসীগণের প্রতি—স্বরে)

শুন বনবাসিগণ, দেখেছ কি তিন জন,
এই পথে যাইতে কখন?

দুটী পুরুষ একটী নারী, পুরুষ দুটী জটাধারী,
নারীর রূপ জগৎ-মোহন।
যিনি দুর্ব্বাদল-শ্যাম, শ্রীরাম তাঁহার নাম,
তপ্ত হেম-কান্তি শ্রীলক্ষ্মণ ;
শ্রীরামপ্রিয়া ভামিনী, যেন স্থির সৌদামিনী,
"যাঁর" মৃগ-জিনি যুগল নয়ন।
আমি তাঁদের অন্বেষণে, ফিরিতেছি বনে বনে,
কোন খানে না পাই দরশন ;
যদি কেহ দে'খে থাক, বলে, আমার প্রাণ রাখ,
অন্যথা যে সংশয় জীবন।

বনবাসী। না ঠাকুর! এমন মানুষ ত দেখি নি।

ভরত। (পুনর্গীত)

কোথা র'লে দাদা আমার রঘুকুল-পূর্ণচন্দ্র!

তাল—জলদ-তেতালা

ধরিয়ে রাহু দুরাচার, জননী কৈকেয়ী-আকার,
গুপ্ত বেশে রাজ-বাসে ছিল,—না জানি।

তাল—একতালা

পেয়ে সময়, গ্রাসি তোমায়, নিরখিয়ে পূর্ণোদয় হে,
ত্রিসংসার কৈল আঁধার, কি আনন্দে নিরানন্দ!

তাল—জলদ-তেতালা

শ্রীরামচন্দ্র রঘুমণি, আর্য্যা জনকনন্দিনী,
ভরতের আরাধ্য ধন, জানে ত্রিভুবন।

তাল—একতালা

নিজ দাসে, হায় ! কি দোষে, উপেখিলে দয়াময় হে !
কি শয়নে, জাগরণে, জানি কেবল ঐ পদারবিন্দ !

কৌশ। (স্বগতঃ) এই ত কত বনই দে'খ্‌লাম, আমার বাছাদের খোঁজ খবর এখন ত পেলেম না ! বনবাসীরাও ব'ল্‌লে "দেখি নি"; দেখ্‌লে অবিশ্যি বল্‌ত ! সে রূপ যে একটী বার দে'খেছে, তার মন থেকে ত ছু'ট্‌বার নয়। হায় ! যদি এ বনে রামের দেখা না পাই, তবে আর কোথায় যাব ? কি ক'র্‌ব ? না—মুনিবর বশিষ্ঠ দেব ব'ল্‌চেন, রাম চিত্রকূটে আছেন; তাঁরা ও জানি, সকলই জা'ন্‌তে পারেন্—তাঁদের কথা ত কখনও মিছে হয় না, তবে পোড়াকপালীর কপালদোষ ! (প্রকাশ্যে—সরোদন) কোন্ বনে লুক্'য়ে আছিস্ ও বাপ রামধন আমার ? তোর দুঃখিনী মা যে তোর জন্যে পাগলিনী হ'য়ে বনে বনে কেঁদে বেড়াচ্চে। তোর মনে কি মা ব'লে একটি বারও স্মরণ হ'চ্চে না ?

রাগিণী—ঝিঁঝিঁট, তাল—খয়রা

কোথা র'লি রে ! ও দুঃখিনীর তনয় !
দুঃখিনীর এই দুঃখের সময়, চাঁদ-বদনে একবার আয়,
মা ব'লে বাপ, কোলে আয় !
আমি অনাথিনী হ'য়ে, তোদের মুখ না হেরিয়ে,
দুঃখের উপর দুঃখের হিয়ে দুঃখানলে জ্ব'লে যায়।

আমার সাগর-সেচা-ধন বাছাধন রে, তোরে,—
কত আরাধনা ক'রে পেয়েছিলাম ;
আমি কারে ক'ব মন্দ, কপাল আমার মন্দ,
দৈব প্রতিবন্ধ হ'ল রে !
ও তাই যতনের ধন তুই রে রামরতন,
"বুঝি" অযতন করে হারাইলাম।
একবার এসে অভাগীরে, জন্মের মত দেখে যা রে,
আর যে যারে দে'খ্‌বি না রে, মা যদি তোর ম'রে যায়।
ভরত। (শ্রীরামের পদ-চিহ্ন দর্শন করতঃ)—

সুর—মনোহর সহি, তাল—লোভা

দেখ হে মন্ত্রিবর সুমন্ত্র !—
এই কি প্রভুর চরণ চিহ্ন প'ড়ে এখানে ?
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-রেখা দেখি, যেন হেন লয় মনে।
—(ওহে এনা চিহ্ন তোমার আছে চেনা)—

তাল—একতালা

আমার অশ্রুজলে পূর্ণ হ'ল যে নয়ন,
স্পষ্টরূপে চিহ্ন না হয় দরশন ;
তুমি এ'সে দেখ দেখি, যথার্থ এ নাকি,—সুমন্ত্র হে,—
সেই গুণধাম রামের শ্রীপাদ-লাঞ্ছন ?
প্রতিকূল বিধি হ'য়ে অনুকূল,
অকূল শোকাকুলে বুঝি, দিতে কূল ;

হেন, অনুমান করি, ভবার্ণব-তরী,—সুমন্ত্র হে,—
প্রভুর, এ পদাঙ্ক-তরী করিল অর্পণ !

তাল—লোভা

এই তরী লক্ষ্য করি, চল প্রভু আছেন যেখানে।
—(সুমন্ত্র হে, আর এখানে মোদের ব্যাজে কাজ নাই)—

তাল—একতালা

আজ, বুঝি মোদের হ'য়েছিল সুপ্রভাত,
দুটী নয়ন ভ'রে দে'খ্‌ব প্রভু রঘুনাথ ;
আমার, জুড়াবে শরীর মন হ'বে স্থির, সুমন্ত্র হে,—
যদি, কৃপা ক'রে প্রভু করেন দৃষ্টিপাত।
পরে প্রাণপণে, করিয়ে যতনে,
সাধিব তাঁহাকে যাইতে ভবনে ;
তাহে, যদি অসম্মতি প্রকাশেন্ শ্রীপতি—সুমন্ত্র হে—
আমি, তাঁহারি সাক্ষাতে ক'র্‌ব আত্মঘাত।

তাল—লোভা

সৌভাগ্য-কানন আমার কুসুমিত হ'ল এক্ষণে।
(সুমন্ত্র হে, কানন বুঝি সফল হ'তে পারে হে)

সুমন্ত্র। (চরণচিহ্ন সন্দর্শন পূর্ব্বক) হাঁ, এস্থে সেই পদেরই চিহ্ন ব'লে বোধ হ'চ্চে। এ চিহ্ন দে'খে বোধ হয় যে, তিনি এই জলাশয়ে অবগাহনাদি ক'রে চিত্রকূটশিখরে উ'ঠেছেন।

গুহক। ভাল, আমি একবার দেখি। (দৃষ্টিকরতঃ) হাঁ, যা'বে কোথায় ঠাকুর? এই ত ধরা পড়েছ! ভাই ভরত! আর সন্ধ নেই। (চরণচিহ্নে প্রণতি)

ভরত। তবে, একবার এখানকার ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে, দেহ পবিত্র করি, প্রাণ শীতল করি। (প্রণিপাত পূর্ব্বক শরীরাবলুণ্ঠন)

বশিষ্ঠ। বৎস, এখন ত লক্ষ্য পাওয়া গেল; তোমরা চিত্তকে শান্ত কর, ধীরে ধীরে গিরিশৃঙ্গে উত্তরণ কর। সৈন্য-সামন্ত গজ-বাজি-রথাদি যেখানে আছে, আপাততঃ সেই খানেই থাকুক। ভরত, তোমরা দুভাই, সুমন্ত্র আর গুহককে নিয়ে, আগে যাও। মহিষী ও বধূমাতাদিগকে নিয়ে সাবধানে পর্ব্বতে উঠ্‌তে হবে, আমি তাঁহাদিগকে সঙ্গে ক'রে পশ্চাৎ যাচ্ছি।

চতুর্থাঙ্ক

১ দৃশ্য—চিত্রকূটগিরি-শৃঙ্গ

কুটীর মধ্যে সীতাদেবী, বহির্ভাগে রাম ও লক্ষ্মণ আসীন।

(ভরত, শত্রুঘ্ন, সুমন্ত্র ও গুহক উপস্থিত)

ভরত। (পথিমধ্যে স্বগতঃ) চিত্রকূটের কি মনোবাচক রমণীয়তা! সুগন্ধ শীতল সমীরণ প্রাণে যেন কতই আরাম এনে

দি'চ্চে ; এ সমীরণ নিশ্চয় আমার প্রভু রামচন্দ্রের চরণ-কমল-স্পৃষ্ট। এখানে আর এক আশ্চর্য্য ! নিম্ন-বনোত্থ নানাজাতীয় পক্ষীর বিবিধ ধ্বনি,—যাবতীয় জন-কোলাহল-ধ্বনি, যেন এক রামনামে পরিণাম প্রাপ্ত হ'য়ে মনোমধ্যে অপূর্ব্ব শান্তি উৎপাদন ক'র্চে। (দূরতঃ রাম-রূপ দর্শনপূর্ব্বক) আহা ! নয়ন সার্থক হ'ল ! ঐ দেখ ভাই শত্রুঘ্ন ! আমাদের প্রভু, যোগীর বেশে গিরিশিখর আলো ক'রে, ব'সে আছেন ! (সাক্ষেপে) হা প্রভো ! তোমাতে চিত্তের ধারণা হ'লে যোগীর যোগ-সিদ্ধ হয়, জানি না, তুমি কোন্ বস্তুতে চিত্তধারণ করতে যোগী হ'য়েছ ! আহা ! দেখ ভাই শত্রুঘ্ন ! কত শত তপনের প্রতাপ আমাদের তপস্বি-বেশী প্রভুর পদতলে প্রণত ! বোধ হ'চ্ছে জগতের যাবতীয় জ্যোতির প্রবাহ ঐ পাদমূল হ'তে ! আবার দেখ কুটীরাভ্যন্তর হ'তে আমাদের জননী জনকরাজ-নন্দিনীর কোটি-চন্দ্র-বিনিন্দিত সৌন্দর্য্যের ছটা প্রভু রামচন্দ্রের শরীরে এ'সে প'ড়েছে,—আহা ! এ শোভার আর তুলনা নাই ! বোধ হয়, ত্রিভুবনের সমুদয় সৌন্দর্য্যের প্রভব এই দেবীর শ্রীপাদপদ্ম হ'তে। হে দেব ! আজ এই চিত্রকূটে এনে এ দাসকে কি অপূর্ব্ব চিদ্ঘন আনন্দ-স্বরূপ দেখালে ? প্রভো ! তোমার এ স্বরূপ ত আমি কখন কোন খানে দেখি নি ! যেন ব্রহ্মাণ্ড ছেড়ে কোথায় এলাম ; এখানে জাগতিক তাপ আস্তে পারে না,—অভয়, শান্তি, আনন্দ,—এ ছাড়া এখানে আর কিছু নাই ! ভাই ! আনন্দভরে আমার পা চলে না ; দাদা গুহক ! তোমরা আমায় ধ'রে প্রভুর

পাদমূলে নিয়ে যাও। (শত্রুঘ্ন ও গুহকের স্কন্ধে বাহুদ্বয় স্থাপনপূর্ব্বক ভরতের রাম-সমীপে উপস্থিতি ও সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি এবং তৎসমভিব্যাহারে শত্রুঘ্নাদির রাম-চরণে প্রণতি)

রাম। (সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদনপূর্ব্বক) এস ভাই ভরত ! এস, একবার তোমাদিগকে আলিঙ্গন করি। (আলিঙ্গন-পূর্ব্বক) আজ ভাই, তোমাদের কথা অনেকবার মনে ক'রেছি, দে'খ্‌বার জন্যেও বাসনা হ'য়েছে।

ভরত। (সরোদন) দাদা ! এ নরাধমকে আর 'ভাই' ব'লে কেন সম্বোধন করেন্ ? আমি আপনার এই বনবাস-ক্লেশের হেতু। কারণ, আমার জন্যই আমার সেই নর-পিশাচী পাষাণী মার এ প্রকার মতি হ'য়েছিল।

রাম। ছি ! ছি ! ভাই ভরত ! মাকে এমত কথা বল্‌তে নেই ; ছোট মার কেন দোষ দাও ?—সকলই জীবের কর্ম্মানুবন্ধ। আমি জানি, তিনি চিরদিন আমাকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে স্নেহ ক'রে থাকেন। ভাই ! তুমি আমার প্রাণের ভাই, ত্রিজগৎ-ভিতরে আদর্শ ভাই, তোমাকে "ভাই" ব'ল্‌ব না ত কারে ব'ল্‌ব ! সে যা হোক্, ভাই ভরত ! তোমাদের মুখ দে'খে আজ বড় সুখ হ'ল, কিন্তু এই যোগি-বেশ দে'খে মনে কষ্ট বোধ হ'চ্চে। এ বেশ কেন ?

ভরত। (সরোদন) দাদা ! আপনি আমাদের প্রভু যখন এই বেশ ধারণ ক'রেছেন, তখন আপনার চিরানুগত

দাসের এ বেশ সম্বন্ধে আর কি জন্যে 'কেন' জিজ্ঞেস্ ক'রচেন ?

রাম। আশ্রমের অবিহিত বেশ ধারণ কর্ত্তব্য নয়। (সুমন্ত্রের প্রতি) মন্ত্রিবর, মিতা গুহকের সঙ্গ কোথায় পেলে ?

সুমন্ত্র। আপনার সন্ধান জা'ন্‌বার জন্যে আমরা প্রথমে তাঁরই আলয়ে গিয়েছিলাম। জানি যে, তিনি আপনার পরম ভক্ত, এই নিবিড় বনে তিনি বই আর কে আপনার পথের সন্ধান ব'লে দিবে। সকলের আর্ত্তি দে'খে, তিনি নিজের স্বভাবসিদ্ধ দয়াগুণে আমাদের সঙ্গে ক'রে আপনার স্থানে পৌঁছে দিলেন।

রাম। যা-হোক্, মিতে! তোমায় পেয়ে বড় সন্তুষ্ট হ'লাম।

গুহক। (ঈষৎ হাস্য-সহ) কখনই বা তুমি অসন্তুষ্ট ?

রাম। ভাই ভরত! এখন অযোধ্যার সমাচার বল, মা আমার কেমন, কুশলে ত আছেন ?

ভরত।

রাগিণী—জয়জয়ন্তী মল্লার—তাল—আড়াঠেকা

কি সুধাও কুশল প্রভু! কি করিব নিবেদন,
তোমার বিয়োগ দুঃখে সবারি সংশয় জীবন।
আবাল-বৃদ্ধবনিতা, সবে হ'য়ে শোকান্বিতা,
ঘরে বসি' দিবানিশি সতত করে রোদন।

তাল – একতালা

কাননের যত পশু-পক্ষিগণ,
সদাকাল থাকে দুঃখেতে মগন ;
না করে আহার, না করে বিহার,
অনিবার করে অশ্রু-বিসর্জ্জন।
যত উপবন উদ্যান কানন,
দাবানলে যেন ক'রেছে দাহন ;
হেরি' এ সকল, হ'য়েছি বিকল,
কেমনে করিব ধৈরয-ধারণ !

তাল—আড়াঠেকা

শূন্য সবাকার আগার, জ্ঞান হয় কারাগার,
কেবল মাত্র হাহাকার বিনে না হয় শ্রবণ !

তাল—একতালা

বড় মার কথা কহন না যায়,
হ'য়েছেন কেঁদে কেঁদে অন্ধপ্রায় ;
তবে যে এখনো রেখেছেন জীবন,
"কেবল" এ বিধুবদন দে'খ্‌বার অভিপ্রায়।
হৃত-বৎসা ধেনুর মত মা যখন,
ধরাতলে পড়ি' করিয়ে লুণ্ঠন,
"রাম ! রাম !" ক'রে ডাকেন আর্ত্তস্বরে
জ্ঞান হয় তখন পাষাণ গ'লে যায়।

তাল—আড়াঠেকা

যদি কেহ বুঝাইতে, বসে মার নিকটেতে,
সে বিলাপে মনস্তাপে তারো না সরে বচন।

রাম। ভাই! তুমি সকলের কথা, যা'হোক্ এক রকম ব'ল্‌লে, কিন্তু আমাদের স্নেহময় পিতার সম্বন্ধে কোন কথাই ব'ল্‌চ না, এর কারণ কি? (ভরতের সরোদন অধোবদনে অবস্থান দেখিয়া উচ্চৈঃক্রন্দন সহকারে) ভাই ভরত রে। আর ব'ল্‌তে হ'বে না,—বুঝেচি! হা পিতঃ! হা-দেব! আমার শোকে কি জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক'র্‌লেন! হায়! এই হতভাগ্য সন্তান পিতার মৃত্যুহেতু হ'ল!

ভরত। (সকাতর) দাদা! বু'ঝ্‌লাম, সত্যই পিতার রামগত প্রাণ; সে প্রাণ কিজন্য সে রামশূন্য রাজভবনে অবস্থিতি ক'র্‌বে! তাই সেই স্নেহাধার পিতার কোমল প্রাণ অনায়াসে তাঁর দেহ সম্বন্ধ পরিত্যাগ ক'রেছে! (সরোদন) কিন্তু আমার এ কঠিন প্রাণ সেই রামশূন্য গৃহে প্রবেশ ক'রে এ দেহ হ'তে বাহির হ'ল না।

রাগিণী—বিভাস

রাম। (সরোদন)—
ভাই! কি কহিলে কথা, দিলে রে বড়ই ব্যথ
—শেল হেন পশিল অন্তরে;

বড় দুরদৃষ্ট মোরা, জনকে হইনু হারা,
অতি অল্প দিবস ভিতরে !
হায় হায়! কি হইল! ক্রূর বিধি কি করিল,
নৃপবরে কোথা ল'য়ে গেল ?
আর কভু সে চরণ, না করিব দরশন,
সব লোক অন্ধকার হ'ল !
চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে, তাঁর আজ্ঞা অনুসারে,
ভবনে যাইতে ছিল মন ;
কিন্তু আর কেন যা'ব ? যেয়ে কোথা দাঁড়াইব,
কে কহিবে সে মিষ্ট বচন ?
হায় আমি মন্দভাগী, মোর পিতা মোর লাগি,
মরিলেন শোকাতুরচিতে !
পিতার অন্ত্যেষ্টি কর্ম্ম, পুত্রের অবশ্য ধর্ম্ম,
না পাইনু তাহাও করিতে !
কি শুনালি ও ভাই ভরত রে !

পিতার প্রাণান্ত সময়ে, একবার দেখ্‌লাম না রে !
মুনি পেয়ে মনস্তাপ, দিয়েছিলেন অভিশাপ,
সে শাপ কি কাল-সাপ হ'য়ে দংশিল কি তাঁরে !
আমার অন্তরে বলে, পিতা আমার শোকানলে,
চির দিন আর জ্ব'ল্‌বেন না ব'লে,—
ত্বরায় ত্যজিলেন জীবন, না জানি রে তখন,
কত "রাম রাম" ব'লে, ডেকেছেন আমারে !

পিতাকে প্রণাম ক'রে, যখন যাই বনান্তরে,
তখন তিনি ধরায় প'ড়ে, শোকে ছিলেন অচেতন;
সে বেদন শেল সমান, হ'য়ে র'য়েছে অন্তরে!

(লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর ক্রন্দন)

সুম। যুবরাজ! আপনারা কেহই অজ্ঞান নন; আমি আর কি কথা ব'লে বুঝা'ব? তবে সময় অনুসারে বল্‌তে হয়। দেখুন, দৈব বা অদৃষ্টের গতি কে রোধ ক'র্‌তে পারে? জন্ম-ধারণ ক'রে কিছুদিন অবস্থিতি, তার পর মৃত্যু, এতো জীবের চিরন্তন নিয়ম; সে জন্য অজ্ঞ ব্যক্তি শোক-মোহে অভিভূত হ'য়ে থাকে, আপনাদের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি কেন সেরূপ হ'বেন? কেহ কারও মৃত্যুর হেতু হয় না; শোক-মোহে বহির্দৃষ্টিতে যা কিছু হেতু মনে করি, সে কেবল উপলক্ষ মাত্র। এক কথা বলা যায় যে, জন্মই মৃত্যু-হেতু,—কেন ম'রেছেন? যে হেতু জ'ন্মেছিলেন। যা'ক্, এ বিষয়ে অধিক বলা ভাল দেখায় না, আপনারা এখন নিজ বোধ দ্বারাই প্রবুদ্ধ হোন্। বড়-রাণী, মধ্যম-রাণী, ছোট রাণী ও বধূগণ সকলেই এ'সেছেন।

রাম। মা এ'সেছেন? তাঁরা সব কোথায়?

সুম। ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের সঙ্গে আ'স্‌চেন!

২য় দৃশ্য—চিত্রকূট গিরি নিম্নদেশ

(বশিষ্ঠ, কৌশল্যাদি মহিষীগণ ও বধূগণ)

বশিষ্ঠ। (স্বগতঃ) আহা! কি সুন্দর! কেমন রমণীয় শান্তিময় স্থান চিত্রকূট! বোধ হয় যেন, যোগিগণের ধ্যান-সমাহিত চিত্তের লয়-স্থান অচল—সুনির্ম্মল চিদাকাশ-ধাম এই চিত্রকূটাচলের উপমাস্থল; এবং যেন বোধ হ'চ্চে, সেই বিমল সত্বাশ্রিত চিত্তে ভাসমান প্রপঞ্চাতীত, শুদ্ধবোধগম্য কূটস্থ চৈতন্যচ্ছবি প্রপঞ্চ-লোচনের গোচর করতঃ, হে বিশ্বাত্মন্ রাম! তুমি এই চিত্রকূটাচলে অবস্থান ক'র্‌চ। হে জীব! এই চিত্র-কূটস্থ রাম-রূপ সন্দর্শন কর, চিত্তে কূটস্থ চৈতন্য জাগ্রত হ'বে, ভব-বন্ধন ছিন্ন হ'বে—নিত্যানন্দ রসে ডুবে যাবে! (প্রকাশ্যে) দে'খো মা সকল! দুরূহ পাহাড়ে পথ,এদিক্-ওদিক্ দৃষ্টি ক'রো না,পথ-পানে নজর রে'খো, খুব সাবধানে ধীরে ধীরে পা ফে'লে উপরে উঠ।

কৌশ। (সশঙ্কিতভাবে) ঠাকুর মহাশয়! পাহাড়ের উপর যেন আমার রামের ক্রন্দন-শব্দ শু'ন্‌লাম; কেন জানি, মনের মধ্যে কত খানাই কু-ভাবনা এ'সে প'ড়্‌চে। দেব! গিয়ে নাকি আপনার কৃপায় আমার লক্ষ্মণ, আমার বৌ-মা, সকল-গুলিকে মঙ্গল-মত দে'খ্‌ব'?

বশিষ্ঠ। সকলেই ভাল আছেন, কোন শঙ্কা নাই। বু'ঝ্‌তে পার্‌চেন না? ভরতের মুখে মহারাজের পরলোক-প্রাপ্তির কথা শু'নে রামচন্দ্র রোদন ক'র্‌ছিলেন! চলুন্ আমরাও যাই।

কৌশ। (দূর হইতে রাম প্রভৃতি দেখিয়া) আহা! বাছাদের মুখ দে'খে বাঁচ্‌লাম! (কৈকেয়ীকে লজ্জিত-বিষণ্ণ-ভাবে অবস্থিতা দেখিয়া) এ কি ভগিনি? তুমি এখানে দাঁড়া'য়ে রইলে কেন?

কৈকে। (সকাতরে) দিদি! তোমরা যাও!

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা

তোমরা সবে দিদি! রাম-সুধানিধি,
নিকটেতে যেয়ে কর দরশন;
আমি দূরে থেকে, বিধুমুখ দে'খে,
জুড়াইব আমার তাপিত জীবন।
"রাম, বনে যাও" ব'লেছি যে মুখে,
কি লাজে এখন আর দেখা'ব সে মুখে?
বাছার সম্মুখে যা'ব আর কোন্ মুখে?
উচিত এই মুখে দিতে হুতাশন!
দেখ দেখি দিদি! ত্রিভুবনে চাই,
মম সম এমন পামরী কেও নাই;
আমি অভাগিনী হ'য়ে কালনাগিনী,
সবারি মরমে ক'রেছি দংশন।
জুড়াইতে বিধি জগতের বুক,
বিরচিল রাম-জানকীর মুখ;
সে মুখে বিমুখ, ক'রেছে এ মুখ,
অকারণে করি বিষ বরিষণ।

কৌশ। ভগিনি! দেখ, সকলই দৈব-নির্ব্বন্ধ, তোমার দোষ কি? চল, ভয় বা লজ্জার কোন কারণ নেই। আমি জানি, তোমার উপর, আমার রামের ভক্তি সমানই আছে।

কৈকে। কি ক'র্ব দিদি? আমার পা এগুচ্চে না! (করজোড়ে) ক্ষমা কর দিদি! তোমরা যাও, আমি এখানে একটু কাল থাকি। (কৈকেয়ী ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য—চিত্রকূটগিরিশিখর

কুটীরে সীতা, বাহিরে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, ও গুহক

(কৌশল্যাদির সহিত বশিষ্ঠের প্রবেশ)

রাম। (বশিষ্ঠকে দর্শনপূর্ব্বক সসম্ভ্রমে অগ্রসর হইয়া)—আ'স্‌তে আজ্ঞা হোক্, ভগবান্! দাস ব'লে মনে প'ড়েছে; চরণ দর্শনে কৃতার্থ হ'লাম। (দণ্ডবৎ)

বশিষ্ঠ। নারায়ণায়। (স্বগতঃ) নমস্কর্ত্তা, নমস্কৃত্য, সকলই তুমি। (প্রকাশ্যে—রাম-মাতাকে প্রদর্শনকরতঃ) বৎস রাম! তোমার জননী এ'সেছেন, প্রণাম কর।

রাম। (জননীকে দেখিয়া বশিষ্ঠদেবের প্রতি সকাতর) গুরো! জানি যে, পিতা এই জগতের অপরিহার্য্য চিরন্তন বিধির বশবর্ত্তী হ'য়েই নশ্বর দেহ পরিহার ক'রেছেন, কিন্তু তথাপি, কেন জানি, আমার সেই রাজরাজেশ্বরী জননীর এই যতীবেশ দে'খে মন ব্যথিত হ'চ্চে! (জননীর প্রতি) মা! আপনার এই হতভাগ্য সন্তানই আপনার সকল দুঃখের হেতু। (প্রণাম)

কৌশ। (সরোদন) বাপ্ রাম রে! কতদিন তোর চাঁদমুখের সুধা-মাখা "মা"—ডাকটা শুনি নি!

রাগিণী—দেবগিরি, তাল—খয়রা

আয় রে! ও বাপ্, করি কোলে ও যাদুমণি।
অনেক দিনের পরে, কোলে করি' তোরে,
ও বাপ্ রামধন আমার! জুড়াই রে তাপিত প্রাণী।
তুমি যে আমার জীবনের জীবন,
অঞ্চলের নিধি, দরিদ্রের ধন;
যদি তোমায় হারা হ'য়ে আছি রে বাঁচিয়ে,
আয় বাপ্ রামধন আমার! দেখি রে চাঁদ-বদনখানি
"কত" অসাধ্য-সাধন, দেব-আরাধন,—ক'রে,
"আমি" পেয়েছিলাম বাছা! তোমা হেন ধন!
"তাহে" নিদারুণ বিধির কি দারুণ বিধি.
মোরে প্রাণে বধি হরিল সে ধন;
পুত্রধন মায়ের কত দুঃখের ধন,
যা'র হ'য়েছে, সেই জানে সে বেদন,
একবার, দে'খ্‌লে পুত্রমুখ, দূরে যায় দুঃখ,
সুধার্ণবে ভাসে সতত জননী!
তোদের হারা হ'য়ে, অযোধ্যায় রহিয়ে,—ভাব্‌তাম—
"যেন" সহায়-বন্ধু-শূন্য অরণ্যে আছি;
"এখন" তোদের পেয়ে বনে, জ্ঞান হয় মনে,
"যেন" মহেন্দ্র-ভবনে বাস ক'রেছি;

অনল জ্বেলে দিয়ে রাজ্যসুখের মুখে,
তোদের নিয়ে বুকে, থা'ক্‌ব মনের সুখে,
বনের পশু-পক্ষীগণ, তারাই বন্ধুজন,
ও বাপ্ রামধন-আমার! এই কাননই ভবন জানি।

রাম। (সুমিত্রাকে প্রণামানন্তর) মা গো! আপনারা ত সকলেই এ'সেছেন, কিন্তু ছোট মা কই?

কৌশ। তিনিও এসেচেন্—(অঙ্গুলি-নির্দ্দেশপূর্ব্বক) ঐ যে দূরে ব'সে আছেন; আহা! তাঁর মনে এখন অত্যন্ত অনুতাপ হ'য়েছে! ওখান থেকে তোমাদের দে'খেই ব'সে প'লেন; ব'ল্‌লেন, "দিদি! তোমরা যাও, আমি এখান থেকেই দেখি, আর কোন্ মুখে এ মুখ দেখাব?" কি ক'র্‌ব? অনেক ক'রে বুঝা'লাম, অনুরোধ ক'র্‌লাম, এলেন না।

রাম। সে কি! দৈব-বিহিতে অনুতাপের হেতু কি আছে? ভাল, আমি যাই, ছোট মাকে নিয়ে আসি। (গমন ও কৈকেয়ীর সহিত প্রত্যাগমন) মা! আপনারা একস্থানে বসুন, আমার সকল মার চরণ একত্র দর্শনের বাসনা হ'য়েছে, একত্র সকল মার চরণে একবার প্রণিপাত করি।

(সকলের উপবেশনান্তে প্রণাম)

(তৎপরে সীতা ও লক্ষ্মণের বশিষ্ঠ ও মাতৃগণকে প্রণাম)

কৌশ। (সীতার প্রতি সাক্ষেপে) আহা! মাগো, কপালে কি এত দুঃখ ছিল! রাজার মেয়ে, রাজার বৌ হ'য়ে, না জানি বনে কত কষ্টই পা'চ্ছ!'

সীতা। না মা, আর কোন ক্লেশ নেই, কেবল আপনাদের চরণ-সেবায় বঞ্চিত হ'য়েছি, এই ক্লেশ।

কৌশ। (স্বগতঃ) আহা! সতীলক্ষ্মীর কথা শুন! (সীতার প্রতি) যাও মা, তোমার ভগিনীদের নিয়ে কুটীরে গিয়ে ব'স।

সীতা। যে আজ্ঞে। (ঊর্ম্মিলাদির সহিত কুটীরে উপবেশন)

লক্ষ্মণ। (সরোষ-কটাক্ষে দৃষ্টিকরতঃ কৈকেয়ীর প্রতি, স্বগতঃ) আঃ! বেটীকে দেখ্‌লে গা জ্বলে যায়! মনের শান্তি যেন কোথায় চ'লে যায়! এই না সেই সাপিনী, যার বিষে সকল জগৎ জর্জ্জরিত! পিতা আমাদের প্রাণত্যাগ ক'রেচেন! এ না সেই পতিঘাতিনী, যার মুখ দেখ্‌লে প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে হয়! দূরে ছিল, বেস্ ছিল; দাদা আবার সেধে এনে কাছে বসা'লেন! সব দোষ এক কথায় সেরে নিলেন,—ব'ল্‌লেন সব দৈববিধান। তবে ত মানুষের পাপপুণ্য সর্ব্বৈব মিথ্যা,—চুরি করুক, ডাকাতি কি খুন করুক, সবই দৈববিধান! তবে আর এত দণ্ডবিধি কেন? যা হোক্, দাদা আমার দয়ার সাগর, ক্ষমার তরঙ্গে জগতের দোষ ভাগ ঠে'লে ফেলে দেন।

কৌশ। বাছা লক্ষ্মণ! কেন বাপ্ তোমার মুখখানি এমন ভার ভার, যেন বিষণ্ন? ম'রে যাই! না জানি, বনবাসে বাছার কত কষ্ট হচ্চে।

লক্ষ্মণ। মা গো! জানেন ত, লক্ষ্মণের দেহ, মন, প্রাণ, সুখ, দুঃখ, শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে সমর্পিত; আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তাঁর সেবায় জীবন কাটা'তে পারি।

সুমিত্রা। ধন্য বৎস! তোমার মা হ'য়ে আমিও ধন্য হ'লাম।

বশিষ্ঠ। আহা! মাতা ও পুত্রের রামের প্রতি সমানই নিঃস্বার্থ প্রীতি! তোমাদের যশোকীর্ত্তি ত্রিজগতে কীর্ত্তিত হবে।

সীতা। (শ্রুতকীর্ত্তির প্রতি সাদরে) আহা! শ্রুতোর আমার মুখখানি শুকিয়ে গেছে! কেঁদে কেঁদে বুঝি. চোক্ ফুলিয়েছিস?

শ্রুত। (সরোদন) বড় দিদি! তোমায় ছেড়ে আর ঘরে মন তিষ্ঠে না! বিয়ে না হ'তে মনে ক'রতাম, যদি আর কোন ঘরে পড়ি, তবে বড় দিদিকে ছেড়ে কি ক'রে থাক্‌ব!

ঊর্ম্মি। তা.—বিধাতা আমাদের মন জেনে এক ঘরেই দিছিলেন, তার পর ছোটঠাকুরুণ্‌কে দিয়ে যে এমন ঘট্‌বে তা কে জানে! (রোদন)

সীতা। কারও দোষ নয় বোন্! সব আমার কপালের দোষ!

ঊর্ম্মি। (সরোদন) দিদি! তুমি ঘরে নেই, ঘর বাড়ী পুরী সব যেন শ্রীহীন হ'য়েছে! কি ক'রে যে তোমায় ছেড়ে, ঘরে আছি, তা পরমেশ্বর জানেন! দিদি! তুমি যে, জন্মে কোনও দিন দুঃখের খবর জান নি, কি ক'রে বনে র'য়েছ?

সীতা। সকলই আমার অদৃষ্টের ফল! (সুরে) ও গো ঊর্ম্মিলে গো! আমার দুঃখের কথা আর কতই ব'ল্‌ব!—

"মাতা ধরিত্রী জনকঃ পিতা মে,
পতিশ্চ রামো জগতামধীশঃ।
তথাপি দুঃখার্ণব-মধ্য-মগ্না,
নিবার্য্যতে কেন ললাট-লেখা॥"

রাগিণী—ঝিঁঝিট, তাল—একতালা

সুধাও কি গো ভগিনি! সুধাংশুবদনি,
দুঃখের কাহিনী বল্‌ব কি।
বিধি দুঃখ আহরিয়ে, বিষ মিশাইয়ে,
গ'ঠেছিল দুঃখের মূরতি জানকী।
ক'রে, হরধনুভঙ্গ জনক-প্রতিজ্ঞায়,
পরে, শ্রীরাম আমায় ক'র্‌লেন পরিণয়;
পথে পরশুরামে যুদ্ধে করি' জয়,
অভাগীরে নিয়ে এলেন অযোধ্যায়;
প্রভু, আমায় এনে ঘরে, রামরঘুবরে,
এক দিনের তরেও হ'লেন নাকো সুখী!
যখন, ক্ষিতিপতি হ'বেন রাম রঘুমণি,
আমি অভাগিনী হ'ব রাজরাণী;
কপালের লেখা স্বপনেও না জানি,
রাজমহিষী হ'তে হ'লাম কাঙ্গালিনী!
দেখ, তরুতলে বাস, ত্য'জে রাজবাস,
কেবল, বনফল খেয়ে এ জীবন রাখি।
আমি, দেখি নাই জন্মিয়ে জননী কখন,
আমার ধরণী জননী, জানে সর্ব্বজন;
বিধাতার বিধি না যায় খণ্ডন,
না জানি কপালে আছে কি লিখন।

দে'খে, প্রভুর শ্রীচরণ, দেবর-বদন,
সকল দুঃখ আমি নিবারিয়ে থাকি।

ভরত। (রামের প্রতি) দাদা! এখন দাসের নিবেদন শুনুন্—

রাগিণী—মল্লার, মনোহরসহিমিশ্র

বনবাস ত্যজি প্রভু, যাইয়ে ভবন,
রাজা হ'য়ে কর সব প্রজার পালন।
অনুগত নিজ দাসের এই ত প্রার্থন ;
একবার কর কৃপা-কটাক্ষ-পাতন।
যদি মোর বচন না শুন ঘৃণা করি,
আমিও রহিব তবে কানন ভিতরি।
ও চরণ ছাড়ি, কভু রহিতে নারিব ;
তুমি যদি ত্যজ, তবে প্রাণ না রাখিব।

লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ) যখন সত্য-পালন ক'র্‌তে বনে এ'সেছেন, তখন প্রভু ঘরে ত যাবেনই না ; পাছে ভরতকে বলেন, 'তুমিও আমার সঙ্গে থাক।" হাজার হোক্, কৈকেয়ীর ত ছেলে, বিশ্বাস ক'রে একেবারে গা ঢেলে না দিলেই ভাল হয়। আবার মায়ে পোয়ে কি অভিপ্রায়ে এ'সেছেন, তা কে জানে? (প্রকাশ্যে) আর কা'রও এখানে থা'কবার আবশ্যক নেই, আমি একাই সেবার কাজ চালা'তে পা'র্‌ব।

রাম। লক্ষ্মণ! তোমার কোন কথার প্রয়োজন নেই,—তুমি বস।

লক্ষ্মণ। যে আজ্ঞে! (উপবেশন)

রাম। (ভরতের প্রতি) ভাই ভরত! অবশ্য তোমার এ প্রকার প্রার্থনা ভ্রাতৃযোগ্যচিত বটে, কিন্তু বিবেচনা ক'রে দেখ ভাই,—

রাগিণী—মল্লার, মনোহরসহিমিশ্র

পিতা মহাগুরু, তাহে শুদ্ধধর্ম্মময়,
উল্লঙ্ঘিলে তাঁর বাক্য ধর্ম্মনাশ হয়।
অতএব পিতৃ-আজ্ঞা যাহা মো-সবারে,
তাই ভাই করণীয় ধর্ম্ম-অনুসারে।
গৃহে গিয়ে কর তুমি প্রজার পালন,
আমি, বনে থেকে করি "পিতার" প্রতিজ্ঞা-রক্ষণ।

রাগিণী—ঝিঁঝিট, তাল—একতালা

ভরত। কি আজ্ঞা করিলেন প্রভু!
এ তো কভু হ'বার নয়।
অনুগত দাসে এত নির্দ্দয় কি হ'তে হয়?
নিতান্ত জানি ও পদ, আমার সকল সম্পদ,
তা বিনে যে ইন্দ্রপদ তৃণতুল্য জ্ঞান হয়।
কত আশা ক'রে এসেছি কাননে,
আপনাকে নিয়ে যাইয়ে ভবনে,
মা জানকী সনে, রত্ন-সিংহাসনে,
বসা'ব আমরা প্রফুল্লিত মনে;
সেই সাধে যদি ঘটিল বিষাদ,
তবে গৃহে যেতে মোর নাহি সাধ,

ইচ্ছা যার যেথা, যা'ক্ সেই সেথা,
আমি থাকি হেথা, সেবি শ্রীচরণে।
ইথে যদি অনুমতি নাহি করেন রঘুপতি,
তবে এখনি সম্মুখে ত্যজিব জীবন নিশ্চয়।

রাম। ভাই ভরত! রাজ্য ছার অনিত্য-পদার্থ; ধর্ম্মই মনুষ্যজীবনের সার এবং নিত্য বস্তু। দেখ, পিতার উপার্জ্জিত এই দেহদ্বারা, তাঁহার সত্যপালনরূপ যে মহান্ ধর্ম্ম, যদি তা রক্ষা ক'র্‌তে না পারি, তা হ'লে তাঁকে পতিত—নিজকেও নরকস্থ করা হয়।

ভরত। প্রভো! ভৃত্যের দ্বারা সাধিত কার্য্যের ফল প্রভুই ভোগ করে থাকেন। তবে, এ দাসকে অনুমতি করুন, আপনার প্রতি পিতার আদিষ্ট যে বনবাস, তা, এই দাসের দ্বারাই সম্পাদিত হোক্। আপনি অযোধ্যায় গিয়ে, মা জানকীর সহিত, অযোধ্যার সিংহাসন অলঙ্কৃত করুন; আমি বনে বাস ক'রে, মনোমধ্যে সেই রূপ ধ্যানকরতঃ পরম সুখ অনুভব ক'র্‌ব।

রাম। ভাই, তুমি শুদ্ধ মমতানুরোধে এরূপ কথা ব'ল্‌চ। বিবেচনা ক'রে দেখ, আমাদের এ শরীরে পিতার সত্ত্ব; তিনি যে দেহটীতে যে কার্য্য নির্দ্দেশ ক'রেছেন, তাকে সেই কার্য্যেই নিয়োগ করা চাই। তোমার ঐ দেহদ্বারা রাজ্যশাসন, আর আমার এই দেহে বনবাস,—তাঁর সত্যাদেশ; এই সত্যাদেশ পালন করাই আমাদের জীবনের ব্রত। এ ব্রত পালনে যদি

শরীর পাত হয়, তা' হ'লেও জীবন সার্থক। এ ব্রতে বরাত চলে না।

ভরত। যা ব'ল্‌ছেন্ সত্য ; কিন্তু প্রভো! শরীর ত মনের অধীন, প্রাণের বলে বলীয়ান্। এ দাসের মন, প্রাণ ত আপনার শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত, তবে, কার বশে, কিসের বলে এ শরীর দ্বারা রাজকার্য্য সম্পাদিত হ'বে?

রাম। ভরত! অজ্ঞ জীব মনের অধীন হ'য়ে কার্য্য করে; কিন্তু জ্ঞানবান্ লোকের কার্য্য জ্ঞানের অধীন। অনাসক্ত হ'য়ে কর্ত্তব্য জ্ঞানে অযোধ্যায় গিয়ে রাজকার্য্য কর। দেখ, সুখ বা দুঃখ, রাজভবনে বা বনে, অথবা কোন কালবিশেষে বা দ্রব্যবিশেষে সম্বন্ধ নয়; দুইই কল্পনার ব্যাপার, কল্পনাময় মনের সহিত সম্বন্ধ। যা'ক, আর বেশি কথার প্রয়োজন নেই, যদি আমাকে সুখী করাই, তোমার অভিলাষ হয়, তবে আমার কথা রাখ,—পিতার সত্যাদেশ পালন কর।

ভরত। (সরোদন) দাদা! আমি আপনার চরণ ছেড়ে কি ক'রে থা'ক্‌ব! যদি নিতান্তই গৃহে না যান, তবে, দাসকে অনুমতি করুন্, এ দাস বনে আপনার চরণমূলে থেকে আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হ'য়ে রাজকার্য্য করুক্. এতে ক্ষতি কি?

রাম। তা হ'লে এই বনই ত নগর হ'য়ে প'ল।—

ভাই পুনঃ পুনঃ কন্দল না কর আর ইথে;
চন্দনেও উঠে অগ্নি ঘষিতে ঘষিতে।

তোমার শপথ মোর লক্ষ্মণ সীতার,
শীঘ্র গৃহে যাও, গৌণ নাহি কর আর !

ভরত। দাদা ! কেন দিব্বি দি'চ্ছেন্ ? আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য ; কিন্তু রাজনীতি সম্বন্ধে আমি অনভিজ্ঞ, আপনার অযোধ্যা রাজ্যই পালন কি আমার দ্বারা সম্ভব ?

রাম। আমি জানি, তুমি বুদ্ধিমান ; অযোধ্যা কেন, ত্রিভুবনের রাজ্যশাসনে সক্ষম ; তথাপি ভাই ! আমার এই উপদেশটী মনে রেখো,—

"পরস্ত্রী মাতেব, ক্বচিদপি ন লোভঃ পরধনে,
ন মর্য্যাদাভঙ্গঃ ক্ষণমপি ন নীচেষ্বভিরুচিঃ।
রিপৌ শৌর্য্যং ধৈর্য্যং বিপদি বিনয়ঃ সম্পদি সতা-
মিদং বত্ম ভ্রাতর্ভরত ! নিয়তং যাস্যসি সদা ॥
বাঞ্ছা সজ্জনসঙ্গমে, পরগুণে প্রীতি গুরৌ নম্রতা,
বিদ্যাসু ব্যসনং, স্বযোষিতি রতির্লোকাপবাদাদ্ভয়ং।
ভক্তিঃ শূলিনি, শক্তিরাত্মদমনে সংসর্গমুক্তিঃ খলে-
ষ্বেতে যেষু বসতি নির্ম্মলগুণাস্তেভ্যো নরেভ্যো নমঃ" ॥

—রাজগণের এই গুণগুলি থাকা আবশ্যক !

"সামান্যোঽয়ং ধর্ম্মসেতুর্নরাণাং
কালে কালে পালনীয়ো ভবদ্ভিঃ।
নত্বা নত্বা ভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্রান্
ভূয়োভূয়ঃ যাচতে রামচন্দ্রঃ ॥"

বশি। বৎস রাম ! ভরতের প্রতি,—কেবল ভরতের প্রতি কেন,—সমস্ত জগতের প্রতি তোমার এই উপদেশ বাক্য

শু'নে আমি বড় সন্তুষ্ট হ'লাম। এতো শুধু রাজনীতি নয়, —রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, এবং জীবমাত্রের শ্রেয়োমার্গ। বৎস ভরত! বু'ঝ্‌লাম, তোমার প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের নিরতিশয় স্নেহ। তুমি এখন এই রামাজ্ঞা হৃদয়ে ধারণ ক'রে অযোধ্যায় গিয়ে রাজকার্য্য কর, তাঁর বাক্য ও তিনি পৃথক্‌ নহেন; তিনি যন্ত্রী, তুমি যন্ত্র। মনকে নিরন্তর শ্রীরামপদে রেখে, শরীর দ্বারা তাঁর অনুশাসিত কর্ম্ম কর, তোমার শ্রেয়ঃ হ'বে, ভবনে থেকেও বনে রাম-সহবাস হবে।

কৌশল্যা। (সরোদন) ওরে বাছা রাম! আমরা যে বড় মনে আশা ক'রে, ভরতের সঙ্গে এ'সেছি -ভরত তোমাকে ঘরে নিয়ে যা'বে; বাপ্‌! একি ব'ল্‌লি?

রাগিণী—দেবগিরি-বিভাস, তাল খয়রা

নিয়ে জানকীরে,—আর কি ঘরে ফি'রে,
যা'বি না রে বাপ্‌—দুঃখিনীর জীবন?
আমি, তোদের রেখে বনে,—যাইব ভবনে,
সে যে আমার বড় অসহ্য বেদন।
আর কিরে বাছা! দে'খ্‌ব না তোমাকে,
আর কি মা ব'লে ডাক্‌বি নে আমাকে?
তাকি জান না রে, জগত-মাঝারে, তোমা-বিহনে
আমার আর কি ধন আছে ওরে বাছাধন!
যখন যেয়ে ঘরে, দে'খ্‌ব থরে, থরে, আছে রে—

কত রত্ন আভরণ,—তোর বিচিত্র বসন ;
তখন, কি ব'লে কি দিয়ে, মনকে প্রবোধিয়ে, তাই বল্‌রে,—
আমি কেমনে করিব ধৈরয ধারণ ?
(তোমার সকল চিহ্ন প'ড়ে আছে বাপ্ !—কেবল তুমি নাই)
আমার ভাগ্যে কি রাম ! হ'য়ে পরশুরাম,
জনকের বাক্যে বধিবি মায়ের প্রাণ ?
তা হ'লে স্বহস্তে, নিয়ে তীক্ষ্ণ অস্ত্রে,—অভাগিনীরে,—
অবিলম্বে বাছা কর রে নিধন !

রাম। মা! আপনি জ্ঞানবতী, আমি আপনার বালক, আপনাকে আমি কি বুঝা'ব ? পিতার সত্য বৃত্তান্ত ত সকলই জানেন। (জননীর চরণ ধারণ পূর্ব্বক) মা! আপনার চরণ ধ'রে বলি, আমাকে এখন ঘরে যেতে অনুমতি ক'র্‌বেন না, আপনার আজ্ঞা আমার অলঙ্ঘনীয় ; কিন্তু পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'র্‌লে তাঁর সত্যভঙ্গ হ'বে, আমাদেরও নরকগামী হ'তে হ'বে। আশীর্ব্বাদ করুন্, যেন আপনার কৃপায় নিরাপদে পিতৃ-সত্য পালন ক'রে, ফি'রে ঘরে এ'সে, আবার আপনার কোলে ব'স্‌তে পারি।

কৌশল্যা। (সরোদন)

রাগিণী—যোগিয়া, তাল—একতালা

এই ছিল কি মোর কপালের লিখন !—(রাম রে !
কোথা, রাজমহিষী আমি, রাজার মা হইব,
সাধ ক'রেছিলাম মনে,—

কোথা, রামধন দিয়ে বনে, অযোধ্যা-ভবনে,
হ'তে হ'ল কাঙ্গালিনী এখন !
—(কত আরাধনের ধন রামধন হারাইয়ে)—
দণ্ডে দশবার না হেরিলে যা'য়,
জ্ঞান হয়, যেন বুক ফেটে যায় ;
চৌদ্দ বৎসর তায়, না দে'খে তোমায়,
কেমনে বাঁচিবে এ দুঃখিনী মায় !
তোমার শোকে যদি মরণ না হয়,
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হ'ব রে নিশ্চয়,
একবার এস বাছাধন, ও বিধুবদন,
জন্মের মত হেরি থাকিতে নয়ন।
—(আমি ম'লে ত আর দে'খ্‌ব না বাপ্‌ !)—
অভাগিনীর গর্ভে যদি না জন্মিতে,
তবে ত হ'ত না কাননে আসিতে ;
মো-সমান পাষাণী কে আছে জগতে,
কোন্ মা পুত্র ছাড়ে জীবন থাকিতে ?
"আমি" বন্ধ্যা হ'য়ে ছিলাম, সেও ভাল ছিলাম,
পুত্রশোকের জ্বালা নাহি জেনেছিলাম ;
'তাহে', তোমা-হেন নিধি, দিয়েছিল বিধি,
পুনঃ মোরে বধি করিল হরণ !
—(হায় ! সেই দারুণ বিধি,—মোরে বধিতে কি,
নিধি দিয়েছিল !)—

রাম। মা! আর বিলাপ ক'র্‌বেন না; সত্যের পানে চেয়ে থাকুন। সত্যই ধর্ম্ম সত্যই ভগবান্, সত্যই আমার সেই সুদিন এনে দিবেন। আপনার আশীর্ব্বাদে চৌদ্দ বৎসর চৌদ্দ দণ্ডের ন্যায় চ'লে যাবে। মা! ভরতকে দে'খ্‌বেন,—ভরতকে আমার স্বরূপ ব'লে মনে ক'র্‌বেন!

(ভরতের প্রতি)

রাগিণী—বিভাস, তাল—একতালা

প্রাণের ভরত রে! তুমি আমার মাকে দে'খো।
মা যেন না মরেন্ প্রাণে, সদা সাবধানে রে'খো।
মা যখন ব'সে বিরলে, কাঁদ্‌বেন্ রে ভাই! রাম রাম ব'লে,
তুমি যেয়ে মায়ের কোলে, চাঁদমুখে মা ব'লে ডে'কো।
আমি ভাই মায়ের এমনি কুসন্তান,
দূরে থাক্ তাঁর সুখ-সম্প্রদান,
জনম অবধি, কেবল নিরবধি,
হইলাম তাঁর দুঃখের নিদান!
যদি তাঁর গর্ভে আমি অভাজন,
না করিতাম ভাই, জনম ধারণ,
তা হ'লে কখন; থাকিতে জীবন,
"তাঁর" পুত্রশোকানলে দহিত না প্রাণ।
চৌদ্দ বৎসর পরে, যদি ফি'রে আসি ঘরে,
তখন মার সেবা ক'রে, করিব জীবন সার্থক

বশিষ্ঠ। বৎস ভরত! যখন তোমার অগ্রজের আদেশ ত্বরায় অযোধ্যায় যেতে, তখন এখানে বিলম্ব কর্ত্তব্য নয়। এখন গমনের জন্যে প্রস্তুত হও; রাজ্য,—রাজধানী একপ্রকার শূন্য হ'য়ে রয়েছে।

(কুশপাদুকাদ্বয়-সহ একটি মুনির প্রবেশ)

মুনি। (হস্তোত্তলন-পূর্ব্বক) সত্য-সনাতনধর্ম্মপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীরামচন্দ্রের জয় হউক, শ্রীরামানুজ যুবরাজ ভরতচন্দ্রের জয় হউক। (বশিষ্ঠদেবকে প্রণামপূর্ব্বক) মুনিবর, আপনার আদেশ অনুসারে এই কুশপাদুকা প্রস্তুত ক'রে এনেছি, গ্রহণ করুন্। (কুশপাদুকা প্রদান)

বশিষ্ঠ। বৎস ভরত! এই কুশপাদুকা গ্রহণ কর, এখনই এই পাদুকা তোমার অগ্রজের চরণে একবার পরা'য়ে শিরে ধারণপূর্ব্বক নিয়ে চল। সমুদয় রাজ্যে এই ঘোষণা হোক যে, শ্রীরামচন্দ্রই অযোধ্যার যথার্থ অধিপতি; তিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য যাবৎ বনে বাস ক'র্‌বেন, তাবৎ তাঁর পাদুকা তাঁর প্রতিনিধি রূপে অযোধ্যার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হ'ল; আর ভরত সেই শ্রীরাম-পাদুকার সেবক এবং অধীন কর্ম্মচারি-রূপে নিযুক্ত। রামচন্দ্রের অযোধ্যা-প্রত্যাগমন-কাল পর্য্যন্ত রাজকার্য্য এই ভাবে সম্পন্ন হ'বে। (পাদুকা-প্রদান)

মুনি, সুমন্ত্র ও গুহক। ধন্য ভরত! আজ তুমি যথার্থ ধন্য হ'লে। জয়,—দশরথাত্মজ কৈকেয়ীসুত শ্রীরামানুজ পরম-ভক্ত যুবরাজ ভরতচন্দ্রের জয় হউক!

বশিষ্ঠ। ভরত! তোমার এই বিধান পৃথিবীতে গৃহিমাত্রের আদর্শ হবে। গৃহী ভক্ত তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব গুরু-রূপী প্রভুর পাদপদ্মে সমর্পণ ক'রে গৃহমধ্যে গুরু-পাদুকা প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক প্রতিদিন ভক্তিভাবে পূজা করবেন্ এবং আপনাকে প্রভুর অধীন জ্ঞান ক'রে গৃহকার্য্য ক'র্বেন। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষেও এইরূপ বিধান। তিনি তাঁহার দেহ গুরুপদে অর্পণ ক'রে গুরুদত্ত নাম-রূপ পাদুকা হৃদয়-মন্দিরে প্রাণময় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত সেই নাম স্মরণ ক'র্বেন, এই তাঁর পূজা এবং সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরাধীন হ'য়ে দেহ-কার্য্য ক'র্বেন।

ভরত। (রামপদে পাদুকা পরাইয়া তাহা গ্রহণপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ এবং রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করতঃ)—

"মনোঽভিরামং নয়নাভিরামং
বচোঽভিরামং শ্রবণাভিরামম্।
সদাভিরামং সততাভিরামং
বন্দে সদা দাশরথিঞ্চ রামম্॥
শ্রীরামচন্দ্রো ভুবিবিস্তৃতকীর্ত্তিচন্দ্রঃ
স্মৈরাস্যচন্দ্রো রজনীচরপদ্মচন্দ্রঃ।
আনন্দচন্দ্রোরঘুবংশ-সমুদ্র-চন্দ্রঃ,
সীতামনঃকুমুদচন্দ্রো নমোনমস্তে॥"

দাদা! আপনার আজ্ঞা শিরে ধারণ ক'রে গৃহে চ'ল্লাম, কিন্তু আমার মন আপনার চরণে বাঁধা রল! প্রভো! চৌদ্দ

বৎসরান্তে পাঁচ দিন আপনার আগমন প্রতীক্ষা ক'র্‌ব, ষষ্ঠ দিনে, যদি এ চরণ-দর্শন না পাই, তবে নিশ্চয় এ প্রাণ বিসর্জ্জন ক'র্‌ব। (প্রণাম)

রাম। তথাস্তু। (বশিষ্ঠ ও মাতৃগণের চরণে প্রণতি)

(তৎপরে লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, সীতা প্রভৃতি সকলের গুরুজন-পদে প্রণাম ও প্রস্থান)

পঞ্চমাঙ্ক

প্রস্তাবনা

রাগিণী—মূলতানী

ভরতে বিদায় দিয়ে, জানকী-লক্ষ্মণে নিয়ে,
গেলেন প্রভু পঞ্চবটী বনে ;
সূর্পনখার নাসাকর্ণ, কাটিলেন শ্রীলক্ষ্মণ,
শু'নে সীতা হরিল রাবণে।
সুগ্রীব আর হনুমান, বিভীষণ আর জাম্বুবান্,
এ সবার সঙ্গে সম্মিলন ;
বালিকে বধিয়ে প্রাণে, সিন্ধু বাঁধিয়ে পাষাণে,
লঙ্কাপুরে করিলেন গমন।

সবংশে রাবণে মারি',   শ্রীজানকীরে উদ্ধারি',
পুনঃ তাঁকে পরীক্ষা করিয়ে,
চতুর্দ্দশ বর্ষ-পরে,   আসিলেন অযোধ্যাপুরে,
গণ-সহ হরষিত হ'য়ে।

১ম দৃশ্য—অযোধ্যা-রাজভবন বহির্ব্বাটী

(ভরত, সুমন্ত্র, ও শত্রুঘ্ন উপবিষ্ট)

ভরত। সুমন্ত্র! ভাই শত্রুঘ্ন! প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসরূপ যে পিতৃসত্য তা তো সমাপ্ত হ'য়েছে। চৌদ্দ-বৎসর অতীত হ'য়ে আজ ষষ্ঠ দিবস, কিন্তু আমাদের প্রভু এখনও এলেন না, কারও মুখে তাঁর সংবাদও পেলাম না! তাঁর কি কোন অনিষ্ট ঘট্‌ল! না,—যাঁর নামে জীবের অনিষ্ট ভয় থাকে না, তাঁর অনিষ্ট শঙ্কাই বা কেন করি? বুঝ্‌লাম, এ হতভাগ্য অধমের পাপ-চক্ষু প্রভুর সে রূপ দর্শনের যোগ্য নয়, এ পাপ হস্ত সেই পুণ্যময় চরণস্পর্শের উপযোগী নয়। যাই হোক, প্রভুর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করেছি, "চৌদ্দবৎসরান্তে পাঁচ দিন প্রভুর আসা-পথ' চেয়ে থা'কব; ষষ্ঠদিনে, যদি দর্শন না পাই, এ প্রাণ পরিত্যাগ ক'রব!" তবে ভাই শত্রুঘ্ন! আর কেন এ পাপশরীর ধারণ করি! তোমরা শীঘ্র অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত কর, আমি তাতে আমার এ ভৌতিক দেহ আহুতি দিয়ে জীবন-ব্রত সমাপণ করি।

সুমন্ত্র। যুবরাজ! ধৈর্য্য ধরুন, ক্ষান্ত হউন্! "সহসা বিদধীত ন ক্রিয়া"; বিবেচনা ক'রে দেখুন, আপনি এরূপ কাজ কর্'লে, রাণীগণ, এই শত্রুঘ্ন, যাঁরা রামবিরহে কেবল আপনার মুখপানে চেয়ে আছেন, এঁরা কেও জীবনধারণ ক'র্তে পা'রবেন না! আমার বেশ বোধ হ'চ্চে, রামচন্দ্র সত্বরই আ'স্বেন; তবে কোন না কোন কারণবশতঃ পাঁচ দিনের স্থলে দুই একদিন অগ্র পশ্চাৎ লোকের হ'য়েই থাকে, তাতে অধৈর্য্য হওয়া উচিত নয়। আত্মহত্যা শাস্ত্রে পাপ বলে উক্ত হ'য়েছে, তা'ত জানেন।

ভরত। মন্ত্রিবর! তোমরা আর আমাকে জীবনানুরোধ ক'রো না। রঘুকুলের সত্যই ধর্ম্ম, সত্যই প্রাণ;—দেখ, পিতা সত্যানুরোধে প্রাণাধিক প্রিয়তম রামচন্দ্রকে বনে দিয়ে নিজের প্রাণ পরিত্যাগ ক'রেছেন। যে দিন সেই চিত্রকূটে, প্রভু রামচন্দ্র ঘরে ফি'রে আস্তে অস্বীকার ক'র্লেন, সেই দিনই এ ছার প্রাণ, তাঁর সম্মুখে, পরিত্যাগ ক'র্তাম, কিন্তু প্রভুর আজ্ঞায় এত দিন ধারণ ক'র্লাম, আর পারি নে। প্রভুর নিকটে সত্য ক'রেছি, চৌদ্দ বৎসরান্তে ষষ্ঠ দিনে, যদি শ্রীপাদপদ্মের দর্শন না পাই, নিশ্চয় প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্ব; আশা করি, এই সত্যবলে প্রভুর নিত্যপদ লাভ ক'র্ব। সত্যই সকলকে রক্ষা ক'র্বেন। আরও দেখ, চৌদ্দ বৎসর প্রভুর বিরহতাপে, জীবের সহিত দেহাদির যে সন্ধি ছিল, সে সন্ধির বিচ্ছেদ হ'য়ে গেছে: এখন আমি [illegible]সেই ম'রতে পা'র্ব।-

ভাই শত্রুঘ্ন! আর বিলম্ব ক'রো না, অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত কর, আমি আমার নশ্বর দেহ আহুতি দিয়ে, প্রভুর নিত্যপদে শুভযাত্রা করি!

শত্রুঘ্ন। (সরোদন) দাদা! দাসের প্রতি এ কি সর্ব্বনেশে আদেশ ক'র্‌চেন! আপনার এ কথা শু'নে যে, আমার বুক ফেটে যা'চ্চে! (রোদন)

ভরত। বু'ঝ্‌লাম, অন্য কারও দ্বারা এ কার্য্য হ'বে না, আমাকে নিজেই প্রস্তুত ক'রে নিতে হ'বে।

(অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান)

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা।

কোথা রইলে হে প্রভু রাম গুণধাম!
—(কোথা রইলে হে জানকীবল্লভ! তোমায় না
দেখিয়ে তোমার ভরত মরে)—
একবার এ সময়,—(আমি চ'ল্লেম হে, জনমের মত)—
ও হে কৃপাময়! হইয়ে সদয়,
আমার হৃদয়মাঝে উদয় হ'য়ে পূরাও মনস্কাম।

তাল—একতালা

চিত্রকূট হ'তে বিদায়ের কালে,
শ্রীমুখে আপনি আজ্ঞা ক'রেছিলে,
চৌদ্দ বৎসর'পরে, পঞ্চম বাসরে,
দেখা দিবে মোরে, তা' কি পাসরিলে?

তাল—লোভা

তুমি এ'লে না, দেখা হ'ল না, সাধ পূরিল না,
দুঃখ গেল না, ও তা হ'ল না যা ভেবেছিলাম।
—আমার বড় দুঃখ মনে রইল,—
আমার মরণকালে দেখা না হইল!

(হনূমানের প্রবেশ)

হনূ। (দূরতঃ) যুবরাজ! ক্ষান্ত হউন্, শান্ত হউন, এই যে, আমি প্রভুর আগমনবার্ত্তা নিয়ে এ'সেচি!

ভরত। কে? বৎস হনূমান! শীঘ্র বল প্রভুর সমাচার কি?

হনূ। (প্রণামপূর্ব্বক) সব কুশল, তিনি সকলকে সঙ্গে ক'রে আ'স্‌চেন; আপনাকে সংবাদ জানা'তে, আমাকে আগে পাঠা'লেন্।

ভরত। বৎস! বড় ভাল সময় এ'সে সংবাদ দিলে! আর ক্ষণবিলম্ব হ'লে আমাকে এ জগতে দে'খ্‌তে পেতে না;—এই দেখ হনূমান্, এই অগ্নিকুণ্ডে প্রভুর উপেক্ষিত দেহ আহুতি ক'র্‌বার সঙ্কল্প ক'রেছিলাম।

হনূ। দেব! এ কথা প্রভু জেনেই আমাকে আগে পাঠিয়েছেন, আমি তাঁর ভাব বরাবর দে'খে আস্‌ছি, এই রকম জ্ব'লে, পু'ড়ে মরো-মরো হ'লে, তবে দেখা দেন। কেন না, তা হ'লেই লোকে সেই দুষ্প্রাপ্য পরম ধনের আদর ক'র্‌বে।

ভরত। হনূমান্! ঠিক কথাই ব'লেছ, এও তাঁর দয়ার পরিচয়! (সুমন্ত্রের প্রতি) মন্ত্রীবর! শাস্ত্র বড় মাকে এ

সমাচার জানাও, তিনি নীরাজনের আয়োজন করুন্। নগরে ঘোষণা দেও, সকলে মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হোক্।

সুমন্ত্র। যে আজ্ঞে! (প্রস্থান)

(বিভীষণ, জাম্বুবান্ প্রভৃতির প্রবেশ)

বিভী, জাম্বু. প্রভৃতি।

রাগিণী—মুলতান, তাল—ঢিমা-তেতালা

কৈ কৈ কৈ মোদের জননী কৈকেয়ী কৈ ?
জগতের হিতৈষিণী কে আছে মা, তোমা বই ?
কেহ পশুনিশাচর, কেহ বনের বানর,
আমরা দুর্ল্লভ পদ পরশের যোগ্য নই।
মা তোমার করুণাবলে, আমরা পামর সকলে,
শ্রীরামপদ-কমলে কিঙ্কর হইয়ে রই ;
এস মাগো ! সবার আগে তোমাকে প্রণত হই !

ভরত। শত্রুঘ্ন ! এদিগকে নিয়ে অন্তঃপুরে যাও।

শত্রুঘ্ন। যে আজ্ঞে। (হনুমান্ জাম্বুবান্ সহ প্রস্থান)

(সকলের আনন্দগীতি)

রাগিণী—মুলতান, তাল—একতালা

রামচন্দ্র দেশ আওয়ে বাজত বাধাই
সব পুরনরনারী আয়ে, রামচন্দ্র-মুখ তাকায়ে,
কহা হাসা-হাসা, কোটি বরষা জিয়ে মেরে রঘুরাই !
বন বন সব পাছীগণ, মধুর মধুর বোলত ঘন
যেতি দেবগণ বৈঠি গগন ফুলন বরখাই।

জয় জয় জয় জয় রঘুবর, শবদ উঠত চারুতর,
আজি অযোধ্যাপুরীক শোভা বরণন নহি যাই।

২য় দৃশ্য—অযোধ্যা—রাজসভা

(সিংহাসনে রাম বামভাগে সীতা সহিত আসীন, লক্ষ্মণ ছত্রধর, ভরত ও শত্রুঘ্ন চামরধর দণ্ডায়মান, এবং সুমন্ত্র হনূমান্ প্রভৃতি উপস্থিত)

সকলে।— (আনন্দগীতি)

রাগিণী—ধানশী, তাল—কাওয়ালি

কি আনন্দ উদয় আজি অযোধ্যা ভবনে।
রাজ্যেশ্বর হ'য়ে রাম ব'স্‌লেন সিংহাসনে।
দুঃখ গেল অস্ত, পুরজন ব্যস্ত,
আনন্দ উৎসব আর মঙ্গলাচরণে॥

তাল—একতালা

জয় জয় রাম, নয়নাভিরাম, রূপগুণধাম পরম শুচি,
নব জলধর জিনি কলেবর, সুলক্ষণধর মধুর রুচি।

তাল—কাওয়ালি

স্থির সৌদামিনী রামাসনে।

সুম। (রামের প্রতি) মহারাজ! আজ আপনার রাজ্যাভিষেকের সমাচার পেয়ে বহুতর দীনদুঃখী দ্বারে উপস্থিত; সকলে জানে যে আজ রামচন্দ্র কল্পতরু, কারও মনস্কাম অপূর্ণ থাকবে না।

রাম। মন্ত্রিবর! দরিদ্রদিগকে কোষ হ'তে প্রার্থনাতিরিক্ত ধন বিতরণ কর; যদি কেহ অন্ধ থাকে, বল যে, আমি তাকে দিব্যচক্ষু দিব; পিতৃমাতৃহীনের আমিই পিতামাতা, পুত্রহীনের আমিই পুত্র, সহায়বন্ধুহীনের আমিই সহায় ও বন্ধু হয়ে থাকব, এইরূপ সকলের অভাব মোচন ক'রব।

সুম। আহা! ধন্য তোমার দয়া! এই জন্যেই তোমাকে দয়ার ঠাকুর ব'লে থাকে।

রাম। বৎস হনূ! তোমার সেবার ও উপকারের প্রতি-শোধ আমি কোন কালেই করতে পারব না, তথাপি আজ তোমাকে কিছু পারিতোষিক দিতে ইচ্ছা হচ্ছে; বৎস! তোমার যেমন ইচ্ছা, বর প্রার্থনা কর।

হনূমান। প্রভু! ঐ পাদপদ্মের নিত্য সেবা ছাড়া, দাসের ত আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই।

রাম। বৎস, তাত আছেই, তবু আর একটী বর লও।

হনূ। বলুন্ প্রভু! কত রকম বর চাইবার আছে?

রাম। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ,—এই চারি প্রকার।

হনুমান। হাঁ! শু'নেছি চতুর্ব্বর্গ ফল, প্রভু, তোমার চতুর্ভুজরূপ কল্পতরুতে ফলে। ধর্ম্ম,—হুঁ, এ ফলটী খেলে কিছু কাল একটু ভাল থাকা যায়, কিন্তু তার পর আবার যে—সেই। অর্থ,—এ ফলটী দেখতে একটু ভাল—যেন মাকাল, রস-কস কিছুই নেই। তারপর কাম-ফল; এ ফলটী ত এক রকম আন্দাজ

কেবল আঁটি আর চামড়া, পরিণাম বুকজ্বালা আর শূল, প্রাণ করে আকুল। মোক্ষ,—প্রভু! সে জিনিষটে কি?

রাম। মোক্ষ পাঁচ প্রকার, প্রথম,—সামীপ্য—কিনা, আমার কাছে নিরন্তর থাকা।

হনূমান। ভাল, এ কথা মন্দ নয়। তার পর?

রাম। আর এক প্রকার,—সার্ষ্টি—কিনা, আমার মত ঐশ্বর্য্য লাভ হয়।

হনূমান। যে ঐশ্বর্য্যমদে মানুষ মত্ত হয়?—মদ বিশেষ, তাতে কাজ নেই। তার পর?

রাম। সারূপ্য—আমার সমান রূপ।

হনূমান। না প্রভু! তা চাইনে; তা হ'লে লোকে আমাকে তোমার দাস ব'লে চিন্‌তে পা'র্‌বে না। আমার রূপে কায নেই, আমার পোড়ামুখ বানুরে রূপে যে, তোমার দাসত্বের পরিচয় আছে, আমি এতেই আপনাকে সুন্দর রূপবান্ মনে করি। যাক্, এই ত হ'ল তিন প্রকার,—আর কি?

রাম। চতুর্থ প্রকার—সালোক্য,—কি না, আমার নিত্য-ধাম যে বৈকুণ্ঠলোক সেখানে বাস। সেখানে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর চতুর্ভুজ, নব জলধর শ্যাম-কান্তি রমা-সেবিত আমার রূপ!

হনূমান। প্রভু! আমি বুঝি যে, তুমি নিত্য, তোমার সকলই নিত্য; তুমি যেখানে থাক সেই বৈকুণ্ঠধাম, এই ধনুর্ব্বাণধর দ্বিভুজ নবদূর্ব্বাদল শ্যামকান্তি রূপ বই আর কোন

রূপ হনুর মনে স্থান পায় না। রমা কি আমার মা জানকীর উপমা ? থাক্, তার পর পঞ্চম প্রকারটী কি ?

রাম। সেটীর নাম সাযুজ্য, অর্থাৎ যেমন সাগরে অন্য জল মিশে যায়, তেম্‌নি তুমি, আমার যে পর ব্রহ্ম স্বরূপ, তা'তে মি'শে যা'বে।

রাগিণী—পূরবী,—তাল—একতালা

হনুমান। কি কায আমার সেই মুক্তি-পদে,
যে পদে শ্রীপদের সেবাসুখ নাই ?
শুন রঘুবর ! দেও এই বর,
যেন নিরন্তর ও চরণ পাই।
তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার দাস,
ইহাতে উপজে মনে যে উল্লাস ;
সে হেন উল্লাস যা'তে হয় নাশ,
তা'তে অভিলাষ কদাচ না চাই।

তাল—জদ্

ন যাচে ন যাচে পদং সার্ব্বভৌমং
ন চৈন্দ্র্যং ন চৈক্যং ন বৈকুণ্ঠধাম
ভবেদং সুদূর্ব্বাদলশ্যামরূপং
সদা তুষ্টচিত্তে মমৈব প্রভাতু।

তাল—একতালা

কর্ম্মবশে জন্ম যথা তথা হউক,
সুখে রহুক দেহ, কিম্বা দুঃখে রহুক

কি রাজ-ভবনে, কিম্বা থাকি বনে,
"যেন" ও পদ-সেবনে জীবন গোঁয়াই।

রাম। বৎস হনূ! তোমার এ নিষ্ঠা ভক্তিতে আমি চিরদিনের জন্য তোমার কাছে বাঁধা আছি। সে যাহা হোক, এই গজমুক্তার হার ছড়াটী তোমার গলে দিতে আমার বড় সাধ হ'য়েছে। (হার প্রদান)

হনূমান। (এক একটি মুক্তা দন্ত দ্বারা ভাঙ্গিয়া দূরে নিক্ষেপ করতঃ) কই? এতে কিছুই পেলাম না।

লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ) লোকে সাধে কি বলে যে, 'বান্দরে' বুদ্ধি! গজমুক্তার মর্য্যাদা কি বু'ঝ্‌বে? (প্রকাশ্যে সহাস্য) কিহে হনূমান্! মুক্তা-ফলে বুঝি, রস পেলে না? আজ প্রভু কল্পতরু শু'নে মনে ক'রেছিলে, যেমন তরু হ'তে কলা, বেগুন, আম, জাম পাওয়া যায়, তেম্‌নি এও একটা ফল; তা' হ'ল না, কাযেই ফে'লে দিলে। কেমন, এই না?

হনূ। না দেব! দে'খ্‌লাম, এতে প্রভুর রামনাম নেই, বরং সে নাম ভুলিয়ে দিবার শক্তি আছে; অতএব বহুমূল্য হ'লেও এমন মুক্তায় আমার কায নেই।

লক্ষ্মণ। ভাল, হনূ! তোমার শরীরে

হনূ। দেব! একি কথা ব'ল্‌চেন্? শরীরে—শিরায় শিরায়,—মজ্জায় মজ্জায়, প্রাণের স্তরে স্তরে যদি রামনাম না থাকে, তবে এখনই এ শরীর পরিত্যাগ ক'রব!

লক্ষ্মণ। ধন্য হনূমান্! তুমিই প্রভুর যথার্থ নিত্যদাস, তোমার কৃপাই প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পদ-প্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ।

সকলে। (উচ্চৈঃস্বরে)

ভক্ত মহাবীর হনুমান-জীর জয়।

"কল্যাণানাং নিধনং কলিমলমথনং জীবনং সজ্জনানাং
পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদিপরপদপ্রাপ্তয়ে প্রস্থিতস্য।
বিশ্রামস্থানমেকং কবিবরবচসাং পাবনং পাবনানাং
বীজং ধর্ম্মদ্রুমাণাং প্রভবতু ভবতাম্ভূতয়ে রামনাম।"

রাগিণী—সুরট-মল্লার, তাল—চৌতাল

জয় জয় নয়নাভিরাম রাম রঘুবর।
কৌশল্যাজঠর-ক্ষীরনীরধি-সমুদ্ভব-সুধাকর।
উদ্ধর্ম্ম-শর্ব্বরীহর, সদ্ধর্ম্মাব্ধি-বৃদ্ধিকর,
মুনিগণ-মন-কুমুদকানন-প্রমোদ প্রফুল্লকর।

তাল—একতালা

বিপক্ষ-পক্ষ যক্ষ-রক্ষ দনুজ-মনুজ লক্ষ লক্ষ
রমণীগণ-উরোজ-নিচয়-কোক-শোককারী ;
দীন-করুণা-বরুণালয়, বারয় অরুণাঙ্গজভয়,
সংসার-সহস্রকিরণ-অজস্র-তাপিত-তাপহারী

তাল—চৌতাল

কিবা লীলা প্রকাশিলা, সলিলে ভাসিলা শিলা;
মানবী করিলা অহল্যাশিলা নাশিলা দশকন্ধর;

(চারিজন নর্ত্তকীর প্রবেশ ও সনৃত্য-গীত)

রাগিণী—পুরবী, তাল—কাওয়ালি

তাদেরে না দিম্ দিম, তাদেরে দানি দিম,
তানাদের দের্ দের্ দিম্, ও দের তানা দেরে না।
ধা ধা কেটে তাক্ তাক্ ধুমকেটে তাক্ কাত্তা গেরে নাক্
ধা ধা, ধেৎলাং থুঙ্গা, ধাগি তেটে ধুমাকেটে,—
তাক্ ধেলাং তাক্ ধুমাকেটে তাক, গাদিগেনে
—গাদি গেনে,—ও দের্ তানা দেরে না।
ও দানিতা নিতা দারা, দিম্ দারা দিম্ দারা,
দিম্ দিম্ তোম্ তোম্ তিয়ানারে তোম্ তানা,
আলাল্লি আলালোম্ আলালিয়া আলালিয়া ;—
—ও দের্ তানা দেরে না ;
ক্রেধেত্তা কেটেতাক্, তাক্ কেটে কেটে তাক্
তাক্ তেটে ধূমাকেটে কেটেতাক্ তাক্তেটে,
ক্রেতেক্রাং ধেতেক্রাং ক্রেধাত্তিতাক্রাং ধা,
তেরেকেটে তাক্ তাক্ তেরে-কেটে তাক্,
তেরেকেট্ধা, তেরেকেট্ ধা,—ও দের্ তানা দেরে না
গাগা-পাপা-পাপা-পা-ধা-ধা-সা-সা-সা-সা-সা
সা-গা-রে-গা-রেরে, সাসা-নিনি-ধা-পা,—
প্রসন্ন হ'য়ে সবে শুন এই যুগলবন্দনা,—
—ও দের্ তানা দেরে না।

ভরত-মিলন সমাপ্ত

গন্ধর্ব্ব-মিলন

গন্ধর্ব্ব-মিলন

গৌরচন্দ্র

রাগ—ভায়রো, তাল—চৌতাল

ভাব মন নিরবধি ভাব-নিধি গৌরচন্দ্র।
যে ভাবে যে ভাবে তা'রে, সে ভাবে সে পা'বে সে পাদ-দ্বন্দ্ব!
যার গুণ অসাধার, অপার-করুণাধার,
ভবার্ণব-কর্ণধার, ভাবিলে ঘুচিবে এ ভববন্ধ।

তাল—একতালা

যে ভাবনা নাশে অশেষ ভাবনা,
সে ভাবনা কেন ভাবনা—ভাবনা;
ত্য'জে সে ভাবনা, যা' কর ভাবনা,
জান না কি, সে সব অসার ভাবনা?

তাল—চৌতাল

এসেছ ভবে কি ভাবে, ম'জে বা রইলে কি ভাবে,
সে ভাবের অভাবে ভবে, স্বভাবে স্বভাবে হইলে অন্ধ।

তাল—একতালা

পুরা ব্রজে ব্রজপুর-পুরন্দর-
নন্দন যে ছিল,—শ্যামল সুন্দর
এবে নবদ্বীপে মিশ্র-পুরন্দর
গৃহে অবতীর্ণ;—গৌরাঙ্গ-সুন্দর।

তাল—চৌতাল

মগ্ন হ'য়ে রাধা-ভাবে, আপনাকে রাধা ভাবে,
কৃষ্ণভাবে, সদা ভাবে, কোথা সে আমার প্রাণ-গোবিন্দ!

প্রস্তাবনা

শুন সভাসদ-জন, মম এই নিবেদন,
যুগ্ম-করে বলি সবাকারে ;
শ্রীরূপ-কৃত প্রবন্ধ, গীতচ্ছন্দে করি বন্ধ,
প্রকাশিতে বাসনা অন্তরে।
আমি ত লঘু-প্রকৃতি, কৃষ্ণগুণময়ী কৃতি,
আমা হ'তে প্রকাশিত হবে ;
তাহে সিদ্ধান্ত-সিদ্ধ্যর্থ —বিধানে হ'বে সমর্থ,
কদাচিত অনর্থ নহিবে।
অধম পুলিন্দগণে, কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘরষণে,
উত্থাপিত করে যে অনল ;
তাহে কনক-নিকরে, কেহ যদি দগ্ধ করে,
নাশিতে কি নারে অন্তর্ম্মল ?
অত্যন্ত নিষ্ঠুর-ক্রূর, কংস-প্রেরিত অক্রূর,
ব্রজপুর-মাঝেতে আসিল ;
দ্বীপশূন্য শোকার্ণবে, ভাসা'য়ে গোকুলে সবে,
কেশবে হরিয়ে নিয়ে গেল।
শো[illegible] ব্রজ-গোপিকার, যত কষ্ট হা[illegible]কার,
সাধ্য কা'র বর্ণিবারে পারে !
[illegible]মলের মন, বজ্র হ'তে সুকঠিন,
তাই বর্ণিতে লেখনী ধরে !

রাগিণী—ভৈরবী, তাল —চৌতাল

বৃন্দারণ্য শূন্য করি, হরি-হরি! হরি হরিল অক্রূর!
শোকে পরিপূর্ণ হ'ল সুখময় ব্রজপুর।
ব্রজের জীবন শ্রীহরি, ব্রজের সব শ্রী হরি,
মথুরায় ক'র্‌লেন শ্রীহরি, হা! শ্রীহরি-ধ্বনি উঠিল প্রচুর।

তাল—সোয়ারি

যতক্ষণ ঈক্ষণ-পথ-গত হইল সেই রথ,
ততক্ষণ না ছাড়িল গোপীগণ মনোরথ;
চিত্র-পুত্তলিকা-মত, নয়ন পলক-হত,
যেন, মন প্রাণ নিয়ে গেল মন্মথ-মন্মথ।

তাল—চৌতাল

কি ক'ব গোপীর ব্যগ্রতা, যেন বাতাহতা লতা,
পশু-পক্ষী-তরু-লতা সকলে নিষ্ঠুর বিরহে আতুর।

প্রথমাঙ্ক

বৃন্দাবন

পৌর্ণমাসী ও বৃন্দা

রাগিণী—ললিত-যোগিয়া, তাল—আড়াঠেকা

পৌর্ণ। হায় গো বৃন্দে! প্রাণগোবিন্দের অকূল-বিরহার্ণবে
গোকুল ডুবিল।
উদ্ধারের বিধি বুঝি, বিধি না রচিল!
অক্রূর-বেশে রাহু আসি, নন্দের ভবনে পশি,
গরাসিল গোকুল-শশী, সব অন্ধকার হ'ল।

তাল—একতালা

বিধি কি অক্রূর-মন্দর রচিয়ে,
ব্রজ-দুগ্ধসিন্ধু মন্থন করিয়ে,
গোকুল-সুধাকরে, গোকুল শুধা ক'রে,
প্রেম-সুধা-সহ নিল গো তুলিয়ে।
বিচ্ছেদ-কালকূট ক'রে উত্থাপন,
গোপাঙ্গনাগণে করিল অর্পণ;
গোপী, নহে মৃত্যুঞ্জয়, কিসে, মৃত্যু জয়
করিবে? নিশ্চয় মরিবে জ্বলিয়ে!

তাল—আড়াঠেকা

অবাধ্য বিধি-নির্ব্বন্ধ, নন্দকে করিল অন্ধ,
রইল না সুখের গন্ধ দুঃখের প্রবন্ধ বাড়িল !

তাল—একতালা

হায় ! ভাবিনীর ভাবী-দশা ভাবি তাই,
কেমনে বাঁচিবে চকোরিণী রাই,
পলক-বিরহ যার অতি দুঃসহ,
এ চির-বিরহ কিরূপে সহাই ?
এই বড় দুঃখ মরমে রহিল,
সিন্ধু বেঁধে প্রেমের হাট পেতেছিল,
ভরা হাটে বিধি অনল জ্বেলে দিল,
সে অনলে জ্ব'লে মরিব সবাই।

তাল—আড়াঠেকা

একবার গিয়ে রাধার কাছে, দেখি সে কি ভাবে আছে,
যদি প্যারী নাহি বাঁচে, জন্মের মত দেখি,—চল।

বৃন্দা। যে আজ্ঞে দেবি!—চলুন। (যাইতে যাইতে বনের অবস্থা দেখিয়া)—

রাগিণী—ললিত, তাল—লোভা

এই অরবিন্দগণ, প্রফুল্লিত অনুক্ষণ,
ভৃঙ্গ নাহি করে মধুপান ;
কৃষ্ণের বিহার-স্থানে, ময়ূর-ময়ূরীগণে,
নাহি করে নৃত্যের বিধান !

আহা! বৃন্দাবন দেখি কাঁদে প্রাণ!

চক্রবাকগণ যত, প্রিয়াতে না হয় রত,

দিবস রজনী নাহি জ্ঞান!

কোকিল-কোকিলা যত, সবে হ'ল মৌনীব্রত,

কুঞ্জে আর নাহি করে গান;

ধেনু হম্বা হম্বা রবে, পথ-পানে চায় সবে,

বৎস নাহি করে দুগ্ধ পান!

কুঞ্জে বৃক্ষলতা যত, কেহ নহে পল্লবিত,

সকল হইল শুষ্কপ্রায়;

হরিণ-হরিণীগণ, আঁখি ঝরে অনুক্ষণ,

তৃণ-জল কেহ নাহি খায়!

যত ব্রজবাসি-জন, বিষাদে ব্যাকুল-মন,

দুঃখের সাগরে দিল ঝাঁপ,

এমন করিয়া হরি, কেন গেলা মধুপুরী,

ব্রজ-জনে দিয়ে মনস্তাপ!

পৌর্ণ। বৃন্দে! দেখ দেখি, ঐ মথুরার পথে কি দেখা য়া'চ্চে? আমার বোধ হ'চ্চে, ওখানে সহচরী-সঙ্গে রাধিকা। যাও,—দ্রুতগতি গিয়ে দেখ। (বৃন্দার দ্রুতগতি গমন)

পথ

রাধিকা—মূর্চ্ছিতা-পতিতা

ললিতাদি সখীগণ পার্শ্বে নিঃসংজ্ঞাপ্রায় আসীনা

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। দেবি! শীঘ্র আসুন,—দেখুন এসে কি ঘ'টেছে, হায়! হায়!

(পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

রাগিণী—ললিত, তাল আড়াঠেকা

এই দেখ গো জননি! মোদের ননীর পুথলি ধনী,
কমলিনী কি ভাবে রয়েছে!
রথচক্র-লক্ষ্যোপরে বক্ষ দিয়ে প'ড়ে আছে।
যেই রমণী-রতন, বঁধুর হিয়ার ধন,
তার এই বিড়ম্বন দে'খে কি পরাণ বাঁচে!

তাল রূপক

চারিদিকে সখীগণ, বিরহে হ'য়ে মগন,
কাহারো নাহি চেতন, "সবার" মৃতপ্রায় ধরায় পতন
আহা মরি! এ কি দশা! সকলের একই দশা,
না জানি কি হ'বে দশা দশমী দশা যেমন।

তাল আড়াঠেকা

মনে বলে শ্যামরায়, যখন যায় গো মথুরায়,
তখনই এ সবার কায় ত্যজিয়ে জীবন গেছে !

পৌর্ণ। (সখীদিগের হস্তধারণপূর্ব্বক তুলিয়া) ও গো! তোমরা এমন অধৈর্য্য বা কাতর হ'লে চ'ল্‌বে না. সকলে মি'লে যা'তে রাই বাঁচে. তাই কর।

বৃন্দা। (রাধিকাকে অঙ্কে স্থাপনপূর্ব্বক বসিয়া—সুরে)—

নয়ন মেল গো কিশোরি! তুই কি বঁধুর লাগি প্রাণ হারাবি?—নয়ন মেল গো—তুই কি সুখের হাট ভেঙ্গে যাবি!—নয়ন মেল গো—কমলিনি !

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

ধৈর্য্য ধর গো কিশোরি! বিধুমুখি! ধৈর্য্য ধর।
বঁধুর শোকানলে অঙ্গ ঢে'লে দিলি,—ধৈর্য্য ধর।
যদি ধৈর্য্যময়ি! অধৈর্য্য হ'বে—
তবে, আমরা কিসে ধৈর্য্য ধরি সবে,—ধৈর্য্য ধর।

তাল—দশকুশী

জগতে বা কার পতি, বিদেশে না করে গতি,
কোন্ যুবতী ছাড়য়ে জীবন?
—(এমন কোথায় বা দেখেছ)—
পতি আসিবার আশা থাকে, সে আশায় জীবন রাখে,
পুনঃ তা'কে করায় মিলন।
—(সব দুঃখ দূরে যায় গো—পতির মুখ হেরে)—

তাল—লোভা

সে ত দূতের মুখে, আসার আশা দিয়ে,
কমলিনি! গেছে সবে প্রবোধিয়ে,—ধৈর্য্য ধর।

তাল—কাওয়ালি

রাধে! আপহি ঘাতি রমণীগণে ঘাতবি,
ঘাতবি শ্যামরুচন্দ্রে গো;
জগভরি বিপুল কলঙ্ক এক ঘোষব,
দোষব করম-নিবন্ধে গো।

তাল—লোভা

তোর মরণ-কথা যখন শ্যাম শুনিবে,
তোর প্রাণবল্লভ কি প্রাণ রাখিবে?—ধৈর্য্যধর!

রাধিকা। (সখীগণের মুখপানে চাহিয়া—সুরে—) সখি রে!—
কোথায় সে প্রাণবল্লভ মুরলীবদন।
তাহারে না দেখি' মোর না রহে জীবন।

রাগিণী—গৌড়-মল্লার, তাল—একতালা

কোথা সে নন্দকুলজ-চন্দ্র,যা'বিনে অন্ধকার বৃন্দাবন?
কোথা সে গোপিকা-কুমুদ-বান্ধব,
অভাগিনী-রাধা-চকোরী-জীবন?
কোথা সেই শিখি-চন্দ্রিকালঙ্কৃতি,
কোথা সে ত্রিভঙ্গ-সুমধুরাকৃতি;
কোথা সে কনক-মকর-আকৃতি
কুণ্ডল-মণ্ডিত-গণ্ড,—সুচিকন?

যা'বিনে ভাবিনে ভাবি নে কখন,
সে বিনে সেবি নে সে বিনে-স্বজন,
প্রতিক্ষণ করি তারই প্রতীক্ষণ,
নাহি মানে প্রাণে সময় প্রতীক্ষণ।
কোথা রইল মোর সেই প্রাণসখা,
দেখা দেখা একবার এনে গো বিশাখা,
"আর" যায় না প্রাণ রাখা, হ'য়ে গো বি-সখা,
শাখি-শাখা বিনে লতিকা যেমন !
ব্রজে নাই বলে কি মদনমোহন,
হানে প্রাণে বাণ মদন,—মোহন ?
অনুক্ষণ মোরে করে বিমোহন,
সহে না সহে না দারুণ দাহন ;
শুন সহচরি ! ধরি তব পায়,
ত্বরা করি কর মরণ-উপায়,
"এখন" মরণ হ'লে আমার প্রাণ ত্রাণ পায়,
দে'খ্‌লাম নিরুপায় না হ'লে মরণ।

রাগিণী মনোহরসহি—তাল—লোভা.

কৃষ্ণের কৌশল বাণী, স্বচ্ছন্দ হইয়ে আমি,
শ্রুতি-পুটে পান না করিনু ;
প্রিয়মুখ-ইন্দীবর, তার কান্তি মনোহর.
নির্ভয় হইয়ে না দেখিনু !
সখি হে ! কি কহিব দুঃখের বিশেষ ;

নীলমণি-কান্তিহর, কৃষ্ণ-বক্ষ-পরিসর,
না পাইনু তাহার আশ্লেষ ।
সে মুখ-মধুর-হাসি, মরমে রহিল পশি,
না হেরিনু নয়ন ভরিয়ে ;
মোহন মুরলী-গান, আর কি শুনিবে কাণ,
এই ধ্যানে বিদরয়ে হিয়ে !

বিশাখা । (সুরে)

শুন বৃন্দাবনেশ্বরি ! করি নিবেদন ;
কৃষ্ণের সন্দেশ-বাক্য শুনিলে এখন ।
মো-সবার বাঁচিবার উপায় সৃজিল ;
দূত-মুখে আসিবার আশা প্রকাশিল ।
তথাপি বেদনানলে আত্ম বিয়োগিয়ে,
সখিগণে প্রাণে কেন মার দগধিয়ে ।

রাধিকা । (সুরে)

কৃষ্ণের বিরহ-শর, না যায় সহন,
বলবান, মোর মর্ম্ম করিল ভেদন !
পুটপাক্ হ'তে অতি উত্তপ্ত সে হয়,
গরল সমূহ হ'তে ক্ষোভ প্রকাশয় !
বজ্র হইতেও অতিশয় অকরুণ,
হিয়া-বিদ্ধ শেল হ'তে দুঃখদ দারুণ !
বিসূচিকা হ'তে তীব্র পীড়া দেয় মোরে
উপশম নাহি সদা বাড়য়ে অন্তরে !

ললিতা।—(সুরে)

শুন বিনোদিনি রাধে! করি নিবেদন,
কদম্ব-শিখরে দেখ,—কাক বিচক্ষণ।
মথুরা গমনে বুঝি উৎকণ্ঠিত হয়;
বিয়োগিনী সমূহের কুটুম্ব নিশ্চয়।

রাধিকা। (কাককে লক্ষ্য করিয়া)—

রাগিণী—দেবগিরি, তাল—রূপক

তাই বল হে বায়স! সুচঞ্চল মানস
তোমায় হেরি; তুমি কি, মধুপুরী যে'তে ক'রেছ মন?
বিধি তব প্রতি সপক্ষ, হ'য়ে দিয়েছেন দুটী পক্ষ,
—আহা কি শুভ পক্ষ,—
তাহাতে নাই কোন পক্ষের প্রতিপক্ষ বারণ।

তাল—একতালা

আমরা অভাগিনী, নাই স্বপক্ষ বল,
তাই, বিপক্ষ বিধি দেয় নাই পক্ষবল,
ঘরে পরে দেখি বিপক্ষ কেবল;
মোদের মনোদুঃখ বুঝিবে কে,—বল;
সব দুঃখ নিবারিতাম যেই বলে,
দারুণ বিধি হ'রে নিয়েছে সেই বলে,
ভাল কথা মোদের, বল, আর কে বলে?
দুর্ব্বলের দুঃখ ক্রমে হয় প্রবল!

তাল—রূপক

বিধি যদি দিত পাখা, উ'ড়ে যেয়ে প্রাণসখা-

সনে ক'র্‌তাম দেখা ;—

তাই হ'লে, বুঝি রে, রাখা যে'ত জীবন।

তাল—একতালা

ত্বরায় শুভযাত্রা কর তথাকার,

ব্যাজে কায নাই আর এ ব্রজে থাকার ;

আমা সবাকার কর উপকার,

নইলে গোপিকার নাহি প্রতীকার ;

"বঁধু" যা'বার কালে আসার আশা-রজ্জু দিয়ে,

প্রাণ-পশু দেহে রেখেছে বাঁধিয়ে ;

বিরহ-অনল তাহে দিল জ্বেলে,

"এখন" বাঁধা-পশু জ্ব'লে মরে অনিবার।

তাল—রূপক

মোদের এই সমাচারে, বলো তাহার গোচরে,

—"যেন" এসে অনল নির্ব্বাণ করে,—

কিম্বা, করে সেই আশা-বন্ধন-মোচন।

বিশাখা। (স্বগতঃ) হায়! হায়! রাই বুঝি, শ্যাম-শোকে পাগলিনী হ'ল! (প্রকাশ্যে)—ললিতে,—

রাধার পরাণ নাশে বিরহ বিষম ;

হেন যুক্তি কর যা'তে হয় উপশম।

ললিতা।—

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল-যদ্

শুন বিনোদিনি! কেন বিরহিনী? মনে অনুমান করি,
প্রণয় বুঝিতে, পরিহাস রীতে, কুঞ্জে লুকা'ল হরি।
সজনি! নানা কলা জানে রসরাজ;
মায়া প্রকটিয়া, অক্রূর রচিয়া, আনিল গোকুল-মাঝ।
এই বৃন্দাবন, যমুনা-পুলিন, সদা সুখ দেয় তারে;
ব্রজের বসতি, গোপীর পিরীতি, হরি কি ছাড়িতে পারে?
চল সখীগণ, করি অন্বেষণ, লভিব গোকুল চাঁদ;
চরণে ধরিয়া, রাখিব বাঁধিয়া, পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ।

রাধিকা। যা কহিলে সখি! ইহা অসম্ভব নয়;
রসিক নাগর নানা রঙ্গ প্রকাশয়।

পৌর্ণ। চল বৃন্দে! আমরা যাই।

বৃন্দা। যে আজ্ঞে। রাধে! তবে এখন আমরা যাই?

রাধিকা। দেবীর যেমন ইচ্ছা। ভগবতি! প্রণাম করি।

পৌর্ণ। আশীর্ব্বাদ করি, মঙ্গল হউক্।

(বৃন্দার সহিত প্রস্থান)

রাধিকা। (পথে এক হরিণী দেখিয়া)—

ওগো সখি কৃষ্ণপত্নি! এথায় আছিলা;
নয়নের কোণে বুঝি, কৃষ্ণকে দেখিলা?
প্রেম-নেত্র দেখি' হেন অনুমান করি,
দেখা দিয়ে এই পথে গিয়েছেন হরি।

বিশাখা। (কিঞ্চিৎ দূরে একছড়া গুঞ্জমালা একটী কুঞ্জের দ্বারে পতিত দেখিয়া) বিনোদিনি! দেখ দেখ, তোমার গাঁথা গুঞ্জহার কুঞ্জদ্বারে প'ড়ে র'য়েছে!

রাধিকা। (গুঞ্জমালা তুলিয়া লইয়া তাহাতে কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধ আঘ্রাণকরতঃ প্রেমাবেশে)

শুন গুঞ্জাবলি সখি! করি নিবেদন;
কৃষ্ণ-বক্ষঃস্থল তুমি করিতে ভূষণ!
এবে কেন ভূমে লুণ্ঠ আকুল হইয়া?
নিকুঞ্জের পথে আছ কৃষ্ণ ধেয়াইয়া!

ললিতা। প্যারি! চল বনান্তরে যাই।

(সকলের গমন)

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ

ললিতা। রাধে! এই সেই সখিস্থলী।

রাধিকা। সখি! 'এখন একবার আমার প্রাণেশ্বরের অতি প্রিয়তমা চন্দ্রাবলীকে এনে দেখাও।

বিশাখা। আমি যে তাঁ'কে, তাঁ'র ঘরে শাশুড়ীর নিকট, ব'সে আছেন দেখে এ'সেছি।

রাধিকা। (কিঞ্চিদ্দূরে গিয়া গোবর্দ্ধনস্থ স্ফটিক-প্রস্তরে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া) বিশাখে! কেন মিছে কথা ব'ল্লে? এই ত চন্দ্রাবলী।—(প্রতিবিম্ব-প্রতি)—

রাগিণী-জংলাট, তাল—আড়াঠেকা

তাই বলি চন্দ্রাবলি! সখি, সত্য ক'রে বল্ দেখি,
তব কুঞ্জে বিহরে কি, নিকুঞ্জবিহারী হরি?
"সে যে" মায়া অক্রূর বিরচিয়ে, আমা-সবায় প্রবঞ্চিয়ে,
আছে কোথায় লুকাইয়ে, না দেখিয়ে প্রাণে মরি!
তোমার আমার একই ভাব, তা'তে আবার এ কি ভাব?
ত্য'জে প্রতিপক্ষ ভাব, সবাকে স্বপক্ষ ভাব;
শ্যাম যদি তোমার কুঞ্জে, তোমা-সহ সুখ ভুঞ্জে,
তা'তে আমি শতগুণ যে, সুখ অনুভব করি।

রাগিণী—মনোহর সহি, তাল—লোভা

একবার তারে দেখাও—দেখাও চন্দ্রাবলি!—
দিদি, একবার দেখাও—দেখাও!
একবার দেখাও—দেখাও দিদি, বংশীধারী;
তাকে না দেখিলে আমরা প্রাণে মরি।
একবার দেখাইয়ে মোদের প্রাণ রাখ;
তোমার বল্লভ ল'য়ে তোমার কুঞ্জে থাক
একবার দেখাও তোমার প্রাণ-বন্ধুরে;
দে'খে মোদের মনের ধাঁধা যা'ক্ দূরে।

—(বাহু-প্রসারণ পূর্ব্বক)—দিদি !
কৃষ্ণকণ্ঠে যেই ভুজ কর প্রসারণ ;
সেই ভুজদ্বন্দ্বে মোরে কর আলিঙ্গন।

ললিতা। হায়, হায় ! রাই, তুমি বাউলী হইলা ;
আপনার প্রতিবিম্ব চিনিতে নারিলা ?
স্ফটিক শিলাতে তব অঙ্গছটা হয় ;
জানিও নিশ্চয়, এ ত চন্দ্রাবলী নয়।

রাধিকা। তাই ত সই ; আমার ভ্রম হ'য়েছিল !—চল যাই, কৃষ্ণ অন্বেষণ করি। (কতক দূর যাইয়া নব-মেঘ-দর্শনপূর্ব্বক) আহা মরি মরি ! কি আশ্চর্য্য দেখি !

দেখ লো ললিতে, মোর ভাগ্য উপজিল !
বুঝিলাম আর প্রাণ ছাড়িতে না হ'ল।
দেখ সখি, দূরে কৃষ্ণ করয়ে বিহার ;
চঞ্চল হইয়া পড়ে চন্দ্রক চূড়ার।
গৌরাঙ্গী সকল সুখে করি আলিঙ্গন ;
বিলাস করেন দেখ শ্যাম-নবঘন।

ললিতা। এ ত নহে শ্যাম তব,—নবজলধর !
ইন্দ্রধনু, সৌদামিনী শোভে নিরন্তর !

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

রাধিকা। নিরখিনু কুঞ্জবন, যাহাতে চঞ্চল মন,
বৃন্দাটবি সকল দেখিনু ;

অনেক নির্ব্বন্ধ করি', বৃক্ষ-লতামূলে ফিরি',
ভাণ্ডীরের ভূমে অন্বেষিনু।
হে ললিতে! কর মোর উপায় রচন।
কোথা সে প্রাণ-কেশব, গন্ধ নহে অনুভব,
কেমনে পাইব দরশন?
এই গিরি গোবর্দ্ধনে, পুনঃ পুনঃ অন্বেষণে,
প্রতি অঙ্গে দেখিনু ভ্রমিয়ে;
গোপনীয় স্থান যত, দেখিলাম কত শত,
সখীসঙ্গে যতন করিয়ে!
এবে আর কোথা যা'ব, কেমনে গোবিন্দ পা'ব,
কোথা সে রসিক-চূড়ামণি?
হরি সে গুণের নিধি, জীবনের মহৌষধি,
না হেরিলে মরিব এখনি!

ললিতা। ঐ দেখ, গোমণ্ডলী দেখা যা'চ্চে; বোধ করি, ঐখানেই রাখালরাজ কৃষ্ণকে পা'ব এখন।

সত্বরে এস গো রাধে, প্রাণ-সহচরি!
নয়ন ভরিয়ে হেরি গোচারণে হরি।

(সকলের গমন)

গোমণ্ডলী

রাধিকা। হায়-সখি! দেখি বড় দুঃখ উপজিল;
কৃষ্ণের সকল ধেনু বিশীর্ণ হইল।
অগ্রে দেখ তৃণরাশি, কেহ নাহি খায়,
নয়ন-যুগলে জলধারা ব'য়ে যায়!
দুগ্ধ না পাইয়া, বৎস পড়িছে ঘুরিয়া;
তবু না লেহন করে—মুখ নিরখিয়া;

—আহা! দে'খে বুক ফেটে যায়! কই সই? শ্যাম ত এখানেও নাই। তবে আর কোথা যা'ব—কোথা গেলে প্রাণনাথকে পা'ব?—(সকম্প)—হা-নাথ!—হা-দয়িত!—(মূর্চ্ছিতা-পতনোন্মুখী)—

ললিতা ও সখিগণ। (ত্রস্ততা ও ব্যস্ততার সহিত রাধিকাকে ধারণ-পূর্ব্বক অঙ্কে শুয়াইয়া)—

রাগিণী—লগ্নী, তাল—একতালা

ও মা! ধনীর কি হইল আচম্বিত—গো!
ধনীর কি হইল আচম্বিত-গো! ধনীর কি হইল আচম্বিত।
কেন, ধরণী-শয়ানে, উত্তান নয়নে,
—হেমগিরি যেন ধূলায় লুণ্ঠিত।
না জানি কি ব্যাধি হ'ল রাধিকার,

কোটি-প্রাণাধিকা রাই যে সবাকার,
রাই বিনে কি বল আর আছে গোপিকার ?
—কিসে প্রতীকার হ'বে গো ত্বরিত ?
কোটি-বিধু জিনি, যে বিধু-বদন,
বৃন্দাবন-বিধুর আনন্দ-সদন,
হে'রে যে বদন, মোহিত মদন,
লাজে বুঝি, অঙ্গ ক'র্ল বিসর্জ্জন !
সে বদন কেন মলিন হইল ?
সুখের ঘরে বিধি অনল জ্বে'লে দিল !
বল বল সখি ! সত্বরে তাই বল,
—কি করিলে ধনীর হ'বে গো সম্বিত ?

ললিতা। (শ্রীরাধার কর্ণে কৃষ্ণনাম শুনাইয়া)
কৃষ্ণ ব'লে উঠ রাধে ! কৃষ্ণ দিন দিবে ;
ধৈর্য্য ধর বিনোদিনী ! দুঃখ দূরে যা'বে।

রাধিকা। (নয়নোন্মীলন পূর্ব্বক গগনে সূর্য্যদেবকে দর্শন করিয়া—করপুটে)—
অহো দেব দিবাকর ! করি নমস্কার ;
ত্বরিত অভীষ্ট সিদ্ধি করহ আমার।

বিশাখা। বৃষভানুসুতে ! আমার বেস্ বোধ হ'চ্চে, এই সহস্র-কিরণ সূর্য্যদেব তোমার শুভ-বিধান ক'র্বেন ; এখন চল যাই,— ভানু-তনয়া যমুনা-তীরে।

(সকলের গমন)

যমুনা-তীর

রাধিকা। (ভূতলে কৃষ্ণপদ-চিহ্ন দেখিয়া) দেখ দেখ প্রাণসখি! এ আমার প্রাণবল্লভের চরণচিহ্ন!

ললিতা। হাঁ,—এই ত ঊনবিংশতি চিহ্ন-চিহ্নিত, সেই চরণচিহ্নই বটে।

রাধিকা। এই পদচিহ্নকে জিজ্ঞাসা ক'র্লেই আমার প্রাণবল্লভের সংবাদ পাওয়া যাবে।

রাগিণী—দেবগিরি, তাল—একতালা

তাই বল হে পদাঙ্ক! দে'খে বিপদাঙ্ক,
সতত সশঙ্ক হ'তেছে হৃদয়।
'সেই' শ্যামল শশাঙ্ক, হ'য়ে নিরাশঙ্ক, পদাঙ্ক রে!
হ'ল, কোন্ রমণীর অঙ্কগগনে উদয়?
মোদের পরিহরি' বিচ্ছেদ-কারাগারে,
বিহরিল হরি সুখে কা'র আগারে?
'যদি' তা'রই ভাল বাসে, থেকে' ভালবাসে, ক্ষতি নাই,
শু'ন্লে শ্যাম-সুখে মোদের হ'বে সুখোদয়।
কেন, মৌনী হ'য়ে রহ, উত্তর না দেহ,
পর ভেবে বুঝি, কর হে সন্দেহ?
যে পদের অঙ্ক, তুমি হে পদাঙ্ক!
"আমরা" সে পদে স'পেছি মন প্রাণ-দেহ,

আর এক শুন, রহস্য-সম্বন্ধ,
সে সম্বন্ধে নাই প্রতিকূল-গন্ধ,
"মোদের" উরজ-সরোজে, সে পদ-সরোজে, সহজে,
আছে, সরোজে সরোজে মৈত্র-সমুদয়।
বিপদ বিনাশে যে পদ স্মরণে,
চিন্তা নাহি থাকে মরণে, কি রণে,
হ'য়ে সে পদ-লাঞ্ছন, ক'রো না লাঞ্ছন,
হ'য়ো না কৃপণ বাঞ্ছন-পূরণে ;
দৈবযোগে বটে ঘটে যোগাযোগ,
তবু লোকে করে পরে অনুযোগ,
"হ'ল" দারুণ বিধি বাম, শ্যাম হইল বাম, হায়রে !
হ'লে তুমিও কি বাম দেখে দুঃসময়।

সকলে।—(বিলাপ)—

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

কোথা ওহে ব্রজনাথ ! গোপীনাথ ! রাধানাথ হে !
কোথা ওহে প্রাণবল্লভ ! প্রাণ যায় হে !
তোমায় না দেখিয়ে, প্রাণবল্লভ ! প্রাণ যায় হে।
একবার দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ, প্রাণ যায় হে !

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

রাধিকা। সখি ! এই না কালিন্দীর তীরে,
বঁধু কতই সুখে বিহরিল,
সখি লয়ে ব্রজের কুলবালা, প্রকাশিল কত লীলা,

মধুর অধরামৃত পান করাইল,
পুনঃ আলিঙ্গনে, সবে আনন্দিত করিল।
এবে কেন অকরুণ হ'ল গোপীগণে,—
তারে না দেখিয়ে, আমরা মরি প্রাণে।
সব লীলাস্থান শূন্য হ'ল ;—
আমার প্রাণবল্লভ কোথায় গেল !
আমি ম'লাম ম'লাম গো, বঁধু নাহি হেরি,—
আমি আর যে ধৈরয ধরিতে নারি।

—(মূর্চ্ছিতা)—

সখীগণ। (আস্তে ব্যস্তে) হায় হায়! কি হ'ল ! রাধে ! প্রেমময়ি ! কেন এমন হ'লি ! হায় হায় ! আমাদের প্যারী বুঝি, হরি-শোকানলে প্রাণ বিসর্জ্জন ক'র্‌ল ! হায় রে ! শ্যাম-প্রেমের কি এই পরিণাম রে ! হে কৃষ্ণ ! তোমার মনে কি এই ছিল !

(রাধিকার পাশে উপবেশন)

ললিতা।—

রাগিণী—প্রভাস, তাল—একতালা

দেখ দেখ সখি ! শ্রীরাধিকার, প্রেমের বিকার,
—অতি চমৎকার !
রাধার প্রেমের মহিমা যে, এই মহী-মাঝে,
—সীমা পায় এমন সাধ্য আছে কার ?

কালকূট-কটু গর্ব্ব-বিমোচন,
সুধার মাধুর্য্য-মদ-বিনাশন,
দহন-দাহন-দর্প-নিরসন,
কোটী শশী হ'তেও শীতলতা যার ;
"সখি" ! সে প্রেম-মহিমা মোদের বুঝা ভার !
সদ্য বিকশিত সরসিজ-দলে,
শয্যা বিরচিয়ে শীতল ভূতলে,
চন্দনের পঙ্কে ঢালিয়ে তদঙ্কে,
শুয়াইলাম রাইকে জুড়াইবে ব'লে ;
এমনি সন্তাপিত তনু রাধিকার,
স্পর্শ মাত্র শয্যা হ'ল ভস্মাকার !
স্বেদ কম্প হয় একত্র প্রচার,
দেখি নাই সখি কভু এ প্রকার ;—
'হায় হায়' কি করিলে হ'বে ইহার প্রতীকার।

বিশাখা। (রাধিকার নাসাগ্রে তুলা ধরিয়া) দেখ ললিতে! তুলা যেন নড়ে, বোধ হ'চ্ছে ; রাইয়ের প্রাণবায়ু স্থির হয় নাই। এখন এক কায ক'র্‌লে হয়।

ললিতা। কি, বল দেখি ?

বিশাখা। শুন গো ললিতে সখি ! উপায় আচর ;
কৃষ্ণের নির্ম্মাল্য মালা নাসিকাতে ধর।
তার পরে এস মোরা মিলিয়ে সকলে,
ডাকি রাধিকাকে কৃষ্ণ এ'সেছেন ব'লে।

ললিতা। বিশাখে! বেস্ ব'লেছিস্, এখনকার এইই উপায়।

সখীগণ। (রাধিকার নাসা-সমীপে নির্ম্মাল্য ধরিয়া সুরে)— ওগো রাধে! রাধে! বিধুমুখি! শ্যাম-বিনোদিনি! কেন এমন হ'লি? রাধে! নয়ন মে'লে দেখ, তোমার প্রাণবল্লভ তোমারই কাছে; এই দেখ শ্যাম-ত্রিভঙ্গ ত্রিভঙ্গ-ঠামে দাঁড়া'য়ে আছে।

রাধিকা। (আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া,—সুরে)

শুন গো ললিতে সখি! করি নিবেদন;
একি লো দেখিনু এক দারুণ স্বপন।

ললিতা। কি স্বপন সই?

রাধিকা।—

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

সখি! আমি দেখ্‌লাম কেন, হেন দারুণ কুস্বপন?
—(কখন ত ভাবি নাই গো,—সখি,আমি কখন ত ভাবি নাই গো,—তবে এমন স্বপন দেখ্‌লাম কেন গো)—
সখি! লোকে হেন ব'লে থাকে, যা' ভাবে তাই স্বপ্নে দেখে,
—(কই আমি ত তা' ভাবি নাই গো)—
সই রে! ভাবিতে শেল হানে বুকে, কহিতে না সরে মুখে,
না কহিলে মরি দুখে, হয় না কোন উপায় রচন!

তাল—দশকুশি

"সখি", ভূপতি কংসের দূত, নির্দ্দয় গান্ধিনীসুত,
নিয়ে রথ গোকুলে পশিল;

—(নাম তার জানি না গো)—

"সে যে" যাইয়ে নন্দের ঘরে, ব্রজেশ্বরী ব্রজেশ্বরে,

না জানি কি মন্ত্র শুনাইল।

—(বুক ফেটে যায় গো)—

"তারা" দুজনে সম্মত হ'য়ে, রামকৃষ্ণ সাজাইয়ে,

সে দূতের করে সমর্পিল ;

—(আমি যেন দে'খ্‌লাম গো)—

"তখন" দূত হরষিত হ'য়ে, রাম-কানু কোলে নিয়ে,

রথের উপরে বসাইল।

—(রথ চ'লে গেল গো—মথুরা-মুখে)—

তাল—লোভা

হায় গো ললিতে! কেন দুঃস্বপ্ন দেখিনু,

না জানি কি হ'বে এবে বুঝিতে নারিনু!

চল সখি, কুস্বপ্নের শান্তির লাগিয়ে ;

যমুনাতে স্নান করি' কৃষ্ণ দেখি গিয়ে।

বিশাখা। কমলিনি! স্বপ্নের কথা ভেবে কি হ'বে? চল সই—খেলাতীর্থে। কালিন্দী-তীর মধ্যে খেলাতীর্থ অতি রম্যস্থান; আমি জানি, সেখানে রাখালবালকদিগের সঙ্গে রাখালরাজ শ্রীনন্দগোপাল মহানন্দে খেলা কৌতুক করেন।

রাধিকা। তবে সই! তোমরা আমাকে নিয়ে সেখানে চল।

(সকলের প্রস্থান)

কালিন্দীতীর-খেলাতীর্থ

ললিতাদি সখিগণ ও রাধিকা

বিশাখা। দেখ দেখি প্রেমময়ি! এখানকার শীতল সমীরণে কেমন প্রাণে আরাম বোধ হয়!

রাধিকা। (সুরে) সখি! ধ'রেছে কালিন্দী দেখি শ্যামের বরণ,—

কিন্তু গুণে বিপরীত বল কি কারণ?

প্রাণারাম শ্যামরূপ অতি সুশীতল,

কালিন্দী-সলিল-সিক্ত অনিল-অনল!

তপন-তনুজা শুনি, তাই কি এ তাপ?

না কি, পুনঃ প্রবেশিল সে কালীয়-সাপ?

(বৃন্দা ও মুখরার প্রবেশ)

বৃন্দা। কি গো ললিতে, তোমরা এখানে কতক্ষণ?

ললিতা। এই ত, সকল বন, গোবর্দ্ধন ভ্রমণ ক'রে, কত বিপদ ঠে'লে রাইকে নিয়ে এখানে এ'সেছি।

মুখরা। কই,—আমার নাতিনী কই?

রাধিকা। আসুন ঠাকরুণ দিদি,—প্রণাম।

মুখরা। আহা ম'রে যাই! বাছার আমার এমন সোণার কান্তি যেন কালী ঢে'লে দি'য়েছে!

বিশাখা। দেখ বিনোদিনি! কালিন্দী-জলে কেমন সুন্দর নীলকমল সকল ফু'টে র'য়েছে!

রাধিকা। (কালিন্দীসলিলে নীলকমল-কানন দর্শন করিয়া)

রাগিণী—সিন্ধু মল্লার, তাল—একতালা

সখি! কালিন্দীর নীল-কমলে, নীলকমল-কাননে সই,
বুঝি, শ্রীনন্দের নীলকমল লুকা'য়ে আছে।
কাল-শশীর কাল অঙ্গ, কাল তরঙ্গে মি'শে গি'য়েছে!
আমার হৃৎকমলের কমল, শূন্য ক'রে এ হৃৎকমল,
ভাসাইয়ে মুখ-কমল, কমল-মাঝে কমল হ'য়ে র'য়েছে।
সখি! যে কমলের যুগল পদ-কমলে,
আমি দিয়েছি অঞ্জলি, দেহের সব কমলে;
প্রণয়-চন্দন ভ'রে, সৌভাগ্য-কর্পূরে,
পাদ্য-অর্ঘ্য ক'রে নয়ন-কমলে;
নৈবেদ্য দিয়েছি তনু-মন-প্রাণ,
অষ্ট পাশে অষ্ট-অঙ্গ-ধূপ-দান,
জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চ, ক'রে দীপ পঞ্চ,
ক'রেছি আরতি শ্রীমুখ-কমলে;
এস পশিয়ে কমলে, আগে দেখি গে' কমলে,
না পাই যদি সে কমলে, তবে প্রাণ ত্যজিব কমলে প'ছে।
(কালিন্দীর জলে ঝাঁপ তৎপশ্চাৎ বিশাখার ঝাঁপ)

ললিতা। হায়-হায়! এই মোর প্রিয়সখী বিশাখার সঙ্গে,
ঝাঁপ দিল যমুনার গভীর তরঙ্গে!
নিমগ্ন হইল জলে, হ'ল বহুক্ষণ,
এ নও না উঠে কেন, না জানি কারণ।

অতএব কেন আমি হেথায় থাকিব ?
শীঘ্র ক'রে দোহাকার সঙ্গিনী হইব।
(কালিন্দী জলে ঝাঁপ দিতে উদ্যতা)

বৃন্দা। (আস্তে ব্যস্তে) ওগো আর্য্যে, দেখুন দেখুন, ললিতাও বুঝি, কালিন্দীজলে প্রবেশ করে; বারণ করুন্, ধরুন্ ধরুন্।

মুখরা। (দ্রুতগতি যাইয়া কর-ধারণপূর্ব্বক) ললিতে! নিরস্ত হও। হায়! এ কি দে'খ্‌লাম! হা ললিতে! হা বৃন্দে! আজ কি এই খেলা দেখবার জন্যে খেলাতীর্থে এ'সেছিলাম।

রাগিণী—সুরট-মল্লার, তাল ধ্রুপদ

সকলে। হা হা রাধা কি করিল!
হা হা! হেন দারুণ কাযে কেন সাহসিনী হইল!
হা হা! বিশাখার সনে, হা হা! কৃষ্ণ-অন্বেষণে,
ঝাঁপ দিলে নীলকমল-বনে, হা-হা! কেন না উঠিল

তাল—সোয়ারী

হা হা! সব হেরি শূন্যাকার, যেন রত্নশূন্য রত্নাকর,
প্রভাশূন্য প্রভাকর, যেন সুধাশূন্য সুধাকর।

তাল—ধ্রুপদ

হ'ল, রাধাশূন্য বৃন্দাবন; শোভাশূন্য ত্রিভুবন
নয়ন-শূন্য জীবন, হা-হা! কি বিপদ ঘটিল!

বৃন্দা।—

সুর—মনোহরসহি, তাল—লোভা

কোথা রাই-সহচরি! নিছনি লইয়া মরি!
অকস্মাৎ কেন করিলে হেন?
আমার মনের সঙ্গে, চিন্তাগ্নি বিহরে রঙ্গে,
পুট-পাকে দগধয়ে যেন!
বিনোদিনি! তোমার হেন উচিত নয়!
এ সব বৃত্তান্ত শুনি', শ্যামচাঁদ, মনে গণি,
না জানি সে কেমন করয়!
যত ব্রজ-গোপীগণ, না দেখি' তব আনন,
আর কেহ না জীবে জীবনে;
কৃষ্ণের বিরহ-দাহে, একে ত অন্তর দহে,
আর তাহে বিপদ এমনে!

আকাশ-বাণী

কেবা আছে হেন কৃতী ভুবন-ভিতরে;
গোপীর মহিমা যেই নিরূপণ করে?
দেখ, মুনিগণ যাহা ধ্যানে না পাইল;
গোপের রমণী তাহা অযত্নে লভিল!
[illegible] রাধা সৌদামিনী নি[illegible]ত করিল;
[illegible]য়স্থা সহিত সূর্য্য-মণ্ডল ভেদিল।

বৃন্দা। (মুখরার প্রতি) আর্য্যে! ওই শুন্‌লেন দৈব-বাণী। বোধ করি, কালিন্দী-দেবী রাধা বিশাখাকে নিয়ে সূর্য্যলোকে গমন করেছেন।

(যবনিকা পতন)

সিদ্ধান্ত

ইহার সিদ্ধান্ত শুন শ্রোতা ভক্তগণ ;
সবার সন্দেহ যা'তে হইবে ভঞ্জন।
স্বয়ং শ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্রজে নিত্য-স্থিতি ;
ব্রজধাম ছাড়িয়া অন্যত্র নাহি গতি।
উভয়ের বিলাস মূর্ত্তি ব্রজের বাহিরে ;
মথুরা-দ্বারকাপুরে নানা লীলা করে।

প্রস্তাবনা

মধুপুরে যে'য়ে হরি, সবংশে কংসকে মারি';
মাতা-পিতার মোচিল বন্ধন ;
মাতামহ উগ্রসেনে, বসাইয়া নৃপাসনে,
স্বয়ং রাজ্য করেন শাসন।
মন্ত্রী উদ্ধবের সনে, বাস' রত্নাসংহাসনে,
বন্ধুজন-বাঞ্ছা পূর্ণ করে ;
রাধার বিশাখা-সনে, কালিন্দীপ্রবেশ শু'নে,
অহর্নিশ দহয়ে অন্তরে।

শ্রীরাধা, হরি-বিরহ, ক্লেশ দেয় অহরহ,
ধৈর্য্য না ধরিতে পারি মনে ;
বিশাখাকে নিয়ে সাথে, গিয়ে কালিন্দীর পথে,
রয়েছেন ভাস্কর-ভবনে !
উভয়ের দুঃখরাশি, দেখিয়ে শ্রীপৌর্ণমাসী,
বারণের উপায় চিন্তিল ;
অনেক যতন ক'রে, ভরত-মুনির দ্বারে,
ব্রজলীলা-নাটক রচিল ।
সেই নাটক দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব-লোকেতে আসি,
গন্ধর্ব্বগণকে শিখাইল ;
অভিনয়াদি সকল, শিক্ষা দিয়ে অবিকল,
গোবিন্দ-গোচরে পাঠাইল ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

মথুরা রাজ-প্রাসাদ

রাজা কৃষ্ণ ও মধুমঙ্গল সখা

মধু। সখে কৃষ্ণ! তোমার এ প্রকার নিরন্তর বিষণ্ণবদন দে'খ্‌তে পারিনে! তোমাকে প্রসন্ন দে'খ্‌লে আমাদের চিত্তে প্রসন্নতা আসে! আমরা চির দিন তোমার সুখে সুখী, তোমার দুঃখে দু.খী।

রাজাকৃষ্ণ। ভাই মধুমঙ্গল! শ্রীরাধার কালিন্দী-জলে প্রবেশ-বার্ত্তা শু'নে অবধি চিত্ত শোকার্ত্ত হ'য়েছে;—কিছুতেই মনে সান্ত্বনা মা'ন্‌চে না! (সকাতর)—

হা রাধিকে! লীলাবতি! সুচারুনয়নে!
হায়! বিম্বসমাধরে! পূর্ণ-চন্দ্রাননে!
হায় গুণবতী-গোষ্ঠী-অগ্র বিলাসিনি!
হায়! ব্রজ-রমণীগণের শিরোমণি!
কেন হেন দুর্দ্দৈবের অধীনা হইলে?
কেন হেন ঘোর দশা অঙ্গীকার কৈলে?

মধু। সখে! ধৈর্য্য ধর,—শান্ত হও! দেখ, বৃষভানু-নন্দিনী ও তাঁহার সহচরী বিশাখা কালিন্দীর নীলকমল-বনে

ঝাঁপ দিলে, শু'নেছি ললিতাও তাঁহাদের অনুগামিনী হ'তেন, কিন্তু সেই সময়ে দৈববাণী শু'নে নিরস্ত হ'য়েছেন। অবশ্য সে দৈববাণী তোমাদের পুনর্ম্মিলনের আশ্বাস সূচক হ'বে, তা'তে আর সন্দেহ নাই।

(গন্ধর্ব্ব-সহ উদ্ধবের প্রবেশ)

উদ্ধব। যুবরাজ! এই নট গন্ধর্ব্বলোক থেকে আপনার নিকট এ'সেছেন ; অনুমতি হ'লে নাটকাভিনয় করেন।

রাজাকৃষ্ণ। হাঁ,—তাতে আমার অসম্মতি নাই। যাও উদ্ধব, তাঁ'দিগকে নিয়ে নাট্যশালায় যাও, নাটকারম্ভ হউক, আমরাও যা'চ্চি! চল মধুমঙ্গল।

(সকলের প্রস্থান)

নাট্যশালা

দর্শকভাবে মধুমঙ্গল ও উদ্ধবসহ রাজা-কৃষ্ণ আসীন

(নট ও নটীর প্রবেশ)

(নান্দী গীত)

রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—

জয় রাধে! জয় গিরিধারি!
শ্যাম হতে অধিক জয় বলি শ্রীরাধারি ;
শ্যাম বটে গিরিধারী রাই গিরিধারি-ধারী।

যার প্রেমে হ য়ে ধারী, নিজ মুখে বংশীধারী,
প্রশংসা ক'রেছেন হরি সদা শ্রীরাধারি ;
যত জ্ঞানী, ধ্যানী, যোগধারী, তাদের ধারে নাহি ধারি,
যা' ধারি, তা' ধারি কেবল শ্রীরাধারই ধারে ধারি।
যে হরি, কটাক্ষ-শরে, মোহ করে পঞ্চশরে,
শ্রীরাধা-কটাক্ষ-শরে, মোহিত সে মুরারি,—
রাধা-প্রেমে অনুগত হ'য়ে দিলেন দাস-খত,
আপনি গৌরব কত বাড়া'য়েছেন শ্রীরাধারি।

রাগিণী—বসন্ত বাহার, তাল ঝঁাপতাল

জয় জয় কমল নয়ন কমল-কর-চরণ।
অজন-ভব-ভজন-ধন অশরণ-জন-শরণ ।
কনক-কর-বসনধর নব-জলদ-বরণ,
অমর-বর-সমর-জয় অচল-কর-ধরণ।

তাল—কাওয়ালি

দশশত-বদন-গরলধর-বর-শয়,
শশধর জয়কর-বদন ;
কর-পাদ-নখর অথরকর-কর-হর,
পদজল খরকর-কদন ।

তাল ঝঁাপতাল

কমঠ-গজ-কলহ-হর, করভবর-শরণ,
নরপগণ-অজয়-প্রাণ-সহজ-জয়-করণ ।

তাল—কাওয়ালি

সকল-জনরমণ মদন-মদ-দমন,

শমন-শমন রস-সদন ;

অগজগদঘহর পরম চরমপর,

কলরব-কলসম-গদন।

তাল—ঝাঁপতাল

অদর-দয় বশগচয়-মরণ-ভয়-হরণ,

জগদসম-অধমতম-কমল-ভবতরণ।

নট। (নটীর প্রতি)

রাগিণী—বসন্ত-বাহার, তাল—আড়া

দেখ প্রিয়ে! কি বিচিত্র চৈত্রের আচরণ।

ফলে ফুলে নব দলে শোভা ক'রেছে কানন।

ক্ষরিতেছে মকরন্দ, গন্ধবহ বহে মন্দ,

তাহে মধুকর-বৃন্দ করিতেছে আকর্ষণ।

তাল—একতালা

মধুপান করে মধুপ-নিকরে,

মত্ত হ'য়ে পিকগণ রব করে,

তরু-লতাগণ মস্তকঘূর্ণন

করিছে দক্ষিণ-পবনের ভরে ;

পথিক-নিকর ধরণী পতিত,

বিরহিণীগণ সঘন মূর্চ্ছিত,

কিবা বিভাবনা দে'খে সম্ভাবনা,
সুরসজ্জ-জনগণ-মন হরে।

তাল—আড়া

দেখ, কি আশ্চর্য্য-শোভা, ভব্য-সভ্যজন-সভা,
সে সভার সভাপতি আপনি মধুসূদন।

প্রিয়ে! দেখ, সময় বসন্ত—অতি সুখময়, স্থান—মথুরা,—বৈকুণ্ঠ কুণ্ঠিত যার সৌন্দর্য্যে,—এবং সভাসদগণ, রসময় বাসুদেবের সহচর,—সকলেই সুরসিক; দেশ কাল ও পাত্র তিনেরই সুন্দর সমাবেশ। বল দেখি, এখানে কোন্ প্রবন্ধ প্রকাশ ক'রলে সকলের সন্তোষ হ'তে পারে?

নটী। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) নাথ! আমার বিবেচনায় এ সভা, সেই দেবর্ষি-দত্ত, ভরতমুনি-রচিত ব্রজলীলা-অভিনয়ের সুযোগ ও স্থান।

নট। রসবতি! সুন্দর বিবেচনা ক'রেছ,—চল যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

বৃন্দাবন

নট-কৃষ্ণ রাখালবেশে ত্রিভঙ্গিমঠামে দণ্ডায়মান

উদ্ধব। দেখ দেখ যুবরাজ! কি অপরূপ রূপ! কি সুন্দর বেশ! চমৎকার সেজেছে!

রাগিণী—জয়জয়ন্তী, তাল—একতালা

হরি হরি হরি! দেখ হে শ্রীহরি!
—হরি বেশ ধরি' এল ঐ চারণ।
যে বেশে এবে সে প্রবেশিয়ে রঙ্গে,
—সবাকার মন করিল হরণ!
কিবা, চরণ উপরে চরণ রাখিয়ে,
দাঁড়াইল আসি' ত্রিভঙ্গ হইয়ে,
কিবা, মৃদু মধুর হাসি, যেন রাকা-শশী,
সুধাই সুধারাশি করে বিতরণ।
কিবা, হরিকটি-জিনি' ক্ষীণ হরি-কটি,
তাহে পীত ধটি পরিয়াছে আঁটি,
তাহে, কনক-কিঙ্কিনী, বাজে কিনি-কিনি,
জিনিবারে যেন কাম কোটি কোটি;
মরি! কিবা সুশোভিত, গলে গুঞ্জাহার,
পদ্মরাগ-মণি জিনি' গুণ যাহার,
কিবা, কর-পদ্মোপরে অতি শোভা করে,
—মুরলি মুরলী মরালি যেমন!

কিবা, আপাদ-লম্বিত বনফুল-মালা,

শিরে মনোহর চূড়া বামে হেলা,

শিখি-পুচ্ছ তায়, কিবা শোভা পায়,

পবনের সনে যেন করে খেলা ;

কিবা, অলকার কোলে চন্দন-বিন্দু-শ্রেণী,

নীলাম্বরে যেন পূর্ণ-ইন্দু-শ্রেণী,

ওহে ত্রিলোক-তিলক ! ক'রেছে আলোক,

ললাটে তিলক,—ত্রিলোক-মোহন !

রাজা-কৃষ্ণ। উদ্ধব ! এ আমারই গোপ-রূপ,—ভুবনমনোহর এবং আমারও মনোহর !

রাগিণী—আলেয়া, তাল—একতালা

কিবা অপরূপ ! মম গোপ রূপ,

হেরিয়ে যে রূপ মোহিত মদন।

কি বিচিত্র রূপ, রসের স্বরূপ,

কোন্ রসজ্ঞ বিধি ক'রেছে সৃজন ?

ত্রিজগতে রূপের নাহি সমরূপ,

অতএব কহি,—নিরুপম রূপ,

হেরিয়ে যে রূপ, ত্য'জে নিজরূপ,

শ্রীরাধা-স্বরূপ হ'তে হয় মন।

যে রূপ-মাধুর্য্য, মাধুর্য্যের ধৈর্য্য

চতুরাননের চাতুর্য্যের তূর্য্য,

জিনি' কোটি কাম, কোটি শশী সূর্য্য,
ইন্দ্র নীলমণিগণের পূজ্য ;
আমার রূপে মন মোহিত,—আমার,
কেবা পায় সীমা,—সে রূপ-মহিমার,
উদ্ধব ! এই রূপার্ণবে, ডুবে গোপী সবে,
কুল-লজ্জা-ভয় করল বিসর্জ্জন।

নটকৃষ্ণ। (স্বগতঃ) আহা! কি আশ্চর্য্য শোভা। ঋতুরাজ বসন্ত যেন তাঁর সমুদায় পারিষদ নিয়ে এই বৃন্দারণ্যে চির-বিরাজমান।

রাগিণী—বসন্ত, তাল—কাওয়ালি-ঠেকা।

আহা-মরি! রসময় কি বসন্ত-সময়,
এ সময়ে রসময়ীর কেমনে হ'বে মিলন ?
ধৈরয না মানে প্রাণে না হে'রে বিধুবদন।
একে অতি সুষমিত, কুসুমিত সুকানন,
তাহে বহে, মলয়-সুধীর-সমীরণ ;
তাহে, কোকিল-কাকলি, মধুর গুঞ্জরে অলি,
সকলি মিলিত হ'য়ে, বিকলিত করে মন।

তাল—খয়রা।

নাহি দূতী-সনে মিলন-সঙ্কেত,
কি আশে প্রেয়সী ত্য'জিয়ে নিকেত,
কাননে আসিয়ে, দরশন দিয়ে,
জুড়াইবে মম তাপিত চিত ?

সখীগণ কেহ নিকটেতে নাই,
মরমের দুখ কাহাকে জানাই,
কে আনিয়ে মোরে মিলাইবে রাই,
কে করিবে হিত,—সময়-উচিত !

তাল—কাওয়ালি ঠেকা

অধর-নিবাসী বাঁশী, যদি করুণা প্রকাশি,
রাধা-নাম-সুধারাশি করে বরিষণ ;
সেই রাধা-নাম-মন্ত্র, শ্রীরাধা মিলনের যন্ত্র,
তা'বিনে নাহি সুমন্ত্র,—করিতে তায় আকর্ষণ।

—যাই, সঙ্কেত-কাননে গিয়ে বাঁশীতে রাধানাম গান করি ।

(প্রস্থান)

রায়াণ-গৃহ

জটিলা ও কুটিলা

কুটিলা। (কিঞ্চিদুচ্চৈঃস্বরে) কাণে খাটো, কিছু ত শু'ন্‌তে পাওনা—মা! পাড়ায় কি কথা উ'ঠেচে।

জটি। কি কথা গা?

কুটি। আর কি কথা!—তোমার মাথা!

রাগিণী—কালাংড়া, তাল - একতালা

দারুণ কাল-বাঘের ভয় হ'য়েছে - সুখময় শ্রীবৃন্দাবনে।
সে বাঘ ঘাটে মাঠে বাটে, দিবানিশি হাঁটে,
—তরুণী হরিণী অন্বেষণে।
কদম্ব-কাননে করিয়াছে থানা,
নানা স্থানে সদা করে আনা গোনা,
কখন না জানি, কারে দেয় হানা,
গোকুলের কুল-যুবতীগণে।
দৈবযোগে নারী না সারিয়ে আগে,
যদি গিয়ে পড়ে সে বাঘের আগে,
নেত্র-পাকে "এমনি" বাঘা-হুলি লাগে,
শয়নে স্বপনে সদা মনে জাগে ;
বনে থেকে যদি করয়ে হুঙ্কার,
শুনে সে রব ঘরে সাধ্য থাকা কা'র ?
ধৈর্য্য-লজ্জা-ভয় নাহি থাকে তার,
মরণও স্বীকার করে গো আপনে।

জটি। ওমা! শু'নে যে ভয় করে!—সাবধান!

রাগিণী—ললিত-গৌরী, তাল—একতালা

আজ হ'তে মোদের বৌকে বাছা রেখো সাবধানে।
ঘরের বাহির হ'য়ে যেন যায় না বৌ আর কোন খানে
শুন গো-বাছা কুটিলে! দৈবে অঘটন ঘ[illegible]
লোকে অপযশ রটিলে ম'লেও যা'বে না কখনে।

মিছে পরিবাদ যদি লোকে সদা ঘোষে,
তাহাতে মহৎ জনের মহিমা বিনাশে,
কুকথা বাতাসের আগে, চলে দেশে দেশে,
ঐ ভয়ে মরি জ্ব'লে আতঙ্ক হুতাশে ;
কলঙ্ক মরণের অধিক, কলঙ্কিনীর জীবনে ধিক্,
তোমায় কি বুঝা'ব অধিক, বু'ঝে রাখিবে শাসনে।

রাধা-মন্দির

রাধিকা বিশাখা-সহ আসীনা।

রাজা-কৃষ্ণ।—

রাগিণী—দেবগিরি, তাল—একতালা

উদ্ধব! এই যে সেই আমার কোটি প্রাণাধিকা,
—গুণাধিকা সুখ-সাধিকা রাধিকা
যারে, নিত্য তত্ত্ব করি, বলি সত্য করি',
উদ্ধব হে! এই সে আমার,—
—চিত্ত-মত্ত-করীর বিহার-বাপীকা!
যার প্রেম লাগি' হ'য়ে অনুরাগী,
গোলোকধাম ত্য'জি' ক'রলাম বৃন্দাবন ;
যাহার মাধুর্য্য, অনুক্ষণ মোরে করে অধৈর্য্য,
তা নইলে, কেন ত্যজি' মহৈশ্বর্য্য, করি হীনকার্য্য,
উদ্ধব হে! আমি কাননে কাননে গোধন-চারণ!

পরব্যোমাদিতে যত প্রিয়তমা,
সবা হ'তে ব্রজগোপীকা উত্তমা,
তা হ'তে পরমা রাধা-মনোরমা,
উদ্ধব হে! এই সে আমার,—
কোটি রমা যা'র পদ-আরাধিকা!
হায়! যার রূপ-যশ, অধর-সুধারস,
শ্রীঅঙ্গ পরশ, সৌরভ সদ্‌গুণ,
আমার নয়ন-শ্রবণ-রসনাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ, বশের তরে,
ধনী, জানে কিবা যন্ত্র, কিবা তন্ত্র মন্ত্র,
উদ্ধব হে! স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করে আকর্ষণ;
যে রাধিকার অধিকারে দীক্ষা করি,
গাইতে যার নাম বংশী-শিক্ষা করি,
যার মানে যোগী হ'য়ে ভিক্ষা করি,
উদ্ধব হে! এই সে আমার,—
—যে প্রেয়সী মোর মৃত-সঞ্জীবিকা।

(অধৈর্য্যভাবে উত্থান)

উদ্ধব। (করধারণকরতঃ) যুবরাজ! বস; সখে! ধৈর্য্য ধর; এ সে রাধা নয়, রাধাবেশধারী গন্ধর্ব্ব-তনয়া, —রঙ্গভূমে।

রাজা-কৃষ্ণ। তাই ত! কি আশ্চর্য্য! অবিকল সে'জেছে।
সেই মুখ-শশী-শোভা,—পরমসুন্দর;
যাহা দেখি' শরচ্চন্দ্র হইল কাতর!
সেই সুচঞ্চল দৃষ্টি,—হরে মোর মন;

মদকল মৃগী যাহা করে অন্বেষণ !
সেই ত ভ্রূভঙ্গি এই মোর চিত্তহর ;
কন্দর্প-ধনুক হ'তে অতি গুরুতর ।

(রঙ্গে ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। (রাধিকার নিকটে আসিয়া) প্রিয় সখি রাধে !

রাধিকা। এস ললিতে, সংবাদ কি ?

ললিতা। আস্‌বার কালে, আড়াল থেকে তোমার শাশুড়ী ও ননদিনীর মন্ত্রণা শু'নে এলাম।

রাধিকা। সখি ! কি মন্ত্রণা ?

ললিতা।—

রাগিণী—আলেয়া, তাল—একতালা

ও কি শু'নেছ রাজনন্দিনি ! ও গো বিনোদিনি ।
কি মন্ত্রণা ক'রেছে তোর কালামুখী কুটিলা ননদিনী ?
আমরা ছল্ করি যত, দেখাই তোমায় প্রাণনাথ,
সে পথে কণ্টকের মত হইল সম্প্রতি প্রতিবাদিনী
আর দিবে না মোদের সনে, যেতে কুসুম-কাননে,
দিবাকর-আরাধনে যমুনায় অবগাহনে ;
নন্দীশ্বরে নন্দ-ঘরে, গোবিন্দের রন্ধন-তরে,
বারণ ক'রেছে তোরে, আজ অবধি যে'তে কোন দিনই

রাগিণী—ঝিঁঝিট, তাল-আড়া

হায়! কি কথা শুনা'লি আলি! শুনে আমার প্রাণ যায়;
না হেরে কেমনে জীব, জীবন স'পেছি যায়।
সেবিতে সে কালাচাঁদ, কত যে ক'রেছি সাধ,
সে সাধে ঘটিল বিষাদ, দুঃখে বুক ফেটে যায়!

তাল—একতালা

না দেখিলে যা'রে অতি অল্পকাল,
জ্ঞান হয়,—যেন কোটি-কল্প গেল,
যখন দেখি তা'কে, নিন্দি বিধাতাকে,
মূর্খ বিধি কেন চক্ষে পক্ষ দিল।
অনুদিনই ননদিনী হ'য়ে কাল,
ছলে কি বিছলে ক'র্লে কাল কাল,
অবশেষ-কালে, শ্যাম-সুখের কালে,
কাল-মুখী সে সুখে বিমুখী করিল!

তাল—আড়া

আমাকে দিতে যন্ত্রণা, করেছে এই মন্ত্রণা,
কি দিয়ে করি সান্ত্বনা, না দেখি কোন উপায়।

রাগিণী—সিন্ধু ভৈরবী, তাল—একতালা

আমার কপালে যা' থাকে তাই হবে।—(প্রাণসই লো)
আমি, প্রাণ থাকিতে ছাড়িতে নারিব প্রাণের মাধবে।
প্রেম ক'রেছি, খুব ক'রেছি, দেহ-প্রাণ পণ ক'রেছি,
তবে আমায় কি করিবে সে ধরে?

বধে যদি, বধুক্ পতি, হাসে যদি, হাসুক্ সতী,
তাহ'তে না গণি ক্ষতি, ত্যজে ত্যজুক্ বান্ধবে।
যদি, কৃষ্ণসেবা-সুখের প্রতিকূল হ'লই গোকুল; (প্রাণসই লো)
"তবে" শ্যাম কলঙ্কের ডালি, মাথায় নিয়ে কালই,
কুলে দিয়ে কালী ত্য'জিব গোকুল;
কুলে থেকে মিছে করি কুল কুল,
অকূলে প'লে কি দিবে কুল কূল,
অতুল রাতুল গোকুল-চন্দ্রের পদ-দ্বন্দ্বে,
ভুল-মূল কুল নহে অনুকূল;
ভজিব সে প্রাণগোবিন্দে, এতে যদি লোকে নিন্দে,
নিন্দে নিন্দুক, তাই ব'লে কি ত্যজিব প্রাণের বল্লভে ?
(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

রাগিণী— সারঙ্গ-মল্লার, তাল—একতালা

ঐ শোন্ সই,—
গহন কাননে বাজে বঁধুর বাঁশী মধুর-স্বরে
বাঁশী বাজে নাম ধ'রে, শুনে ধৈর্য্য ধ'রে,
বল্‌গো, কেমন ক'রে রহিব ঘরে ?
শ্যামের বাঁশী করে বলে আকর্ষণ,
ঘরে গুরুজনার দুরন্ত শাসন,
তাহে, ননদিনীর বাক্য বিষ-বরিষণ,
সে সব বাধা, রাধা তৃণ জ্ঞান করে।

তাল—কাওয়ালি

সখি চল্ চল্ চল্, ত্বরা ক'রে চল্ চল,
আর, বিলম্ব না মানে প্রাণে, মন হইল চঞ্চল ;
শুনিয়ে মুরলী-কল, সকল হয় বিকল,
অচল করে সচল, সচল করে অচল ;
ক'রে মিত্রপূজার ছল, গুরুজনে ছল্ ছল্,
নিবারিতে নারি জল, আঁখি করে ছল্ ছল্ ।

তাল—একতালা

প্রাণবল্লভ ঘন বাজায় মুরলী,
তা' শু'নে এখনো কেন ঘরে র'লি,
হরি-জয় বলি, বে'র হ'গো সকলি,
শঙ্কা পরিহরি', হরি যা' করে ।

(সকলের প্রস্থান)

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। (স্বগতঃ) ও মা! এই না বৌ ঘরে ছিল। দে'খ্তে দে'খ্তে কোথায় গেল ? বোধ করি বনে গিয়েছে। ভাল,—বনে গিয়েই অন্বেষণ ক'রে দেখি না কেন। আজ দেখা পে'লে অমনি ছা'ড়্ব না,—মনের মত প্রতিফল দিব। আর কি সে কালের বল শরীরে আছে! হাঁটতে পারিনে,—

(যষ্টিহস্তে জটিলার প্রস্থান)

কানন

নট-কৃষ্ণ দণ্ডায়মান

(সখীগণ সহ রাধিকার প্রবেশ)

সখীগণ। (দূর হইতে)

রাগিণী মনোহরসহি, তাল—খয়রা

দেখ বিনোদিনি ! মরকত মণি,
ইন্দীবর-জিনি' আভা ;
জিনি' বিধুবর, বদন-সুন্দর,
নয়ন কমল-শোভা।
আহা ! দেখিতে জুড়ায় প্রাণ ;
যেন নবঘন, বিজুরি-শোভন,
নবীন নাগর কান।
বাম-পদ'পর, অতি মনোহর,
দক্ষিণ চরণ ধরে ;
ত্রিভঙ্গ সুন্দর, স্থগিত কন্দর,
অতিশয় শোভা করে।
বঙ্কিম নয়ন, ভুবন-মোহন,
বঙ্কিম চাহনি চার্য্য ;

ভ্রূযুগ-ভ্রমর, নাচে নিরন্তর,
মৃদু মৃদু মুচকায়।
রক্তিম অধরে, দেখ বংশী ধরে,
অঙ্গুলি নাচিছে তায় ;
আনন্দ-নিচয়, অগ্রে বিরাজয়,
দেখিলে আঁখি জুড়ায়।

(সকলের কৃষ্ণ-সমীপে আগমন)

নট-কৃষ্ণ। এস প্রিয়ে! আমি আশাপথ চেয়ে আছি।

রাধিকা। প্রাণবল্লভ! (নিস্তব্ধ ও দক্ষিণাভিমুখে নিরীক্ষণ)

নট-কৃষ্ণ। এ কি প্রেয়সি! আমাকে সম্বোধন মাত্র ক'রে যেন কিছু ব'ল্‌তে চেয়েছিলে,—নিস্তব্ধ হ'লে কেন?—ওদিকে ক'ার পথ পানে চেয়ে আছ? তোমার চিত্ত যেন সশঙ্কিত—কারণ কি?

(নেপথ্যে কাসির শব্দ)

রাধিকা।—

রাগিণী—গৌর-সারঙ্গ, তাল—একতালা

হায়-হায়-হায়! ঐ দেখ, শ্যামরায়!
এ কি দায়! বড় বিপদ ঘটিল!
যেন, জ্বলন্ত-অগিনি, দুরন্ত বাঘিনী,
কালান্ত-নাগিনী জরতি এল।
লাঠি হাতে, হেঁটে যে'তে মাথা কাঁপে,
তা'র হাঁপে দাপে যেন মাটি কাঁপে,

যখন, করে লম্ফ ঝম্প, দে'খে হয় হৃৎকম্প,
হেন জ্ঞান, যেন গরাস করিল।
বিপদের সম্পদ শ্রীমধুসূদন !
স্মরণেতে হয় বিপদ-ভঞ্জন,
আজি এ বিপদে, শরণ নিলাম পদে,
যেন নিরাপদে যাই হে ;—
তোমার শ্রীপদে এ দাসীর এই নিবেদন।
মাধবীমণ্ডপে লুকাও হে মাধব,
তা' হ'লে কৌশলে স্বকার্য্য সাধিব,
যদি মোদের সনে, দেখে তোমায় বনে,
তবে গোপীগণের না হ'বে কুশল।

নট-কৃষ্ণ। তাই ত! ঐ যে বুড়ি আ'স্‌চে, তবে আমি মাধবীকুঞ্জে লুকাই। (লুকায়িতভাবে স্থিতি)

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। এই ত, যা ভেবেছিলাম, তাই দেখ্‌লাম্‌।
ললিতা। ওগো কি ভেবেছিলে ? দেখ্‌লেই বা কি ?
জটিলা। ও লো অভিসার-পথে পণ্ডিতা ললিতে !
সম্প্রতি বালক মোর নাইক গৃহেতে ;
বল দেখি, শূন্য-গৃহে কেন তুমি গিয়ে,
আনিলা বধূকে হেথা,—কিসের লাগিয়ে ?
ললিতা। শুন আর্য্যে, আসিলাম বনে যে কারণ ;
গার্গীদেবী কহিলেন ব্রত-বিবরণ।

মাধবী-পুষ্পেতে আজি যে সূর্য্য পূজিবে,
তারে সূর্য্যদেব কোটি কোটি ধেনু দিবে।
তাই শুনে আসিয়াছি ল'য়ে রাধিকারে,
মাধবী-কাননে হেথা সূর্য্য পূজিবারে ?

—বলুন দেখি, কাজটা কি মন্দ ক'রেছি ?

জটিলা। ওলো, হাঁ-লো ! তুমি এমনই সুহৃদ্ বটে !

নট-কৃষ্ণ। (মাধবীকুঞ্জ হইতে বহির্গত হইয়া) বল ত আই, আমার কি দোষ ?

জটিলা। (সরোষে)

আরে,—মোহনীয়া কৃষ্ণ বালিকা-ভুজঙ্গ !
কাহাকে দংশিতে বল, বিস্তারিছ অঙ্গ ?

নট-কৃষ্ণ। কি কথা কহিলি ? দীর্ঘ-ওষ্ঠি জটিলিকা !
তোকেই দংশিব তুই গোষ্ঠ-পিশাচিকা !

জটিলা। ওমা ! শু'নেছ—ছোঁড়ার কথা ! ওমা ! আমি কোথা য'াব ?

রাজা-কৃষ্ণ। (উদ্ধবকে হাসিতে দেখিয়া) ব্রহ্মারও দুল্লর্ভ,—এই ব্রজভাব।

রাগিণী—মূলতান, তাল—আড়া

ব্রজ-ভাব-সুধাসিন্ধু অগাধ অপার।
যে ভাবে ডুবিয়ে আমি না পাইলাম পার।
গোকুলের বৃদ্ধাগণ, যদ্যপি করে ভর্ৎসন,
দেব-মুনি-শ্রুতিগণ-স্তুতি নহে তুল্য তা'র।

তাল—একতালা

সখ্যভাবে শ্রীদামাদি সখাগণ,
খেলায় জিনি' করে স্কন্ধে আরোহণ,
তা'তে যত সুখ পায় আমার মন,
এই রাজ্য-সুখ তা'র নহে এক কণ ;
চুরি ক'রে একদিন খেয়েছিলাম ননী,
উদুখলে বেঁধেছিলেন তায় জননী,
স্নেহ-নিবন্ধন,—জননীর বন্ধন-
সম নহে অন্যের অর্চ্চন-বন্দন।

তাল—আড়া

পিতা মম ব্রজেশ্বর, বাৎসল্য-রস-সাগর,
তাঁ'র গুণ অগোচর, মন-নয়নের আমার।

তাল—একতালা

ব্রজ-গোপীর প্রেম নির্ম্মল উজ্জ্বল,
প্রভাকর জিনি' করে ঝলমল,
যা'র প্রভাবে মোরে করে টলমল,
সে প্রেম, যত সুকঠিন, ততই সুকোমল!
গোপীগণ-মাঝে রাধিকা মানিনী,
মম দোষে-রোষে হ'লে সে মানিনী,
দৈন্য, স্তুতি, নতি কদাচ মানে নি,
তখন ধরেছি তাঁ'র কত চরণ-কমল।

তাল—আড়া

পৌর্ণমাসী কি কৌশলে, গন্ধর্ব্বনাটক-চ্ছলে,

কৃপা ক'রে পিয়াইলে একবিন্দু সে সুধার।

(পার্শ্বে দণ্ডায়মানা পৌর্ণমাসীকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে)

ধন্য দেবি! আপনার চরণে প্রণাম করি।

পৌর্ণ। বৎস, আশীর্ব্বাদ করি, চিরজীবী হও।

রাজা-কৃষ্ণ। আমাতে বৎসলা তুমি গোকুল-পূজিতা;

আমাকে আনন্দ দিতে সতত পণ্ডিতা।

বৃন্দা। আর্য্যে রায়াণ-জননি! আপনি প্রাচীনা, বুদ্ধিমতী; কৃষ্ণকে এমন কথা বলা কি আপনার উচিত?

জটিলা। কেন?—কি, কটূক্তি ব'লেছি?

বৃন্দা। দেখুন,—

ধর্ম্ম-চকোরের যেবা জীবন-ঔষধি;

সুখী করে, দিয়া লীলা-অমৃত-কৌমুদী।

সেন কৃষ্ণচন্দ্রে বল,—ভুজঙ্গ-সমান,

বৃদ্ধা হ'য়ে বুঝি এবে হারা'য়েছ জ্ঞান?

জটিলা। (হাসিতে হাসিতে) ওলো বৃন্দে! তোদের কৃষ্ণ যে রমণী-লম্পট, এটা নূতন কথা আমি গড়িয়ে বলিনি এই ব্রজে ঘরে ঘরে রাষ্ট্র! পষ্ট কথা ব'ললেই দুষ্ট লোক রুষ্ট হয়।

নট-কৃষ্ণ। না গো আই! রুষ্ট হই নাই; তোমার ভর্ৎসনা আমার স্তুতিবচনের ন্যায় তুষ্টিকর; আরও কি বল্‌বে বল।

জটিলা। কেন, তোরে আর কি বল্‌ব ? কই গো বৃন্দে ! তোমার বৌ মা কই ?

রাধিকা। (স্বগতঃ) হা-বিধাতঃ ! কৃষ্ণ-নিন্দা আর প্রাণে সয় না ! এ প্রাণ কৃষ্ণ-পদে নিবেদিত, তাই এত দুঃখেও ধারণ ক'র্‌তে হ'য়েছে।

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—খয়রা

হায় ! হতবিধি কি কাজ করিল।
আমার সরল ভাবে গরল যে দিল !
হায় ! কি ভাবিয়ে মনে, এ'সেছিলাম বনে,
তায়,—কি অঘটন ঘটাইল !
কইতে নারি, সইতে নারি, না কহিলে রইতে নারি,
'হায়রে !' আমি জনমিয়ে আন-পুরুষ-বয়ান,
মেলিয়ে নয়ন দেখি নি ;
"সদা" সখীগণ-সনে ভবনে কি বনে
থাকি, একাকিনী থাকি নি ;
"কত" ডাকিনী, শাকিনী, বাঘিনী, নাগিনী
কারো ভয়ে কভু ঠেকি নি ;
তাতে কোন্ ডাকিনী,—
"এই" গোকুলের মাঝে,—রমণী-সমাজে,
শ্যাম-কলঙ্কিনী নাম রটাইল !
"আজ" মাধবী-কুসুমে পূজিলে মিত্র,
চিরকাল সুখে থাকিবে মিত্র,

তাই শুনা-মাত্র নিয়ে সখী-মিত্র,
এ'সেছিলাম বনে পূজিতে মিত্র ;
আমরা গোপনারী সরল-চরিত্র,
না জানি কে মিত্র কে বা অমিত্র,
যাকে দেখি, তাকে ভাবি,—এ মিত্র ;
হায়রে ! এখন জা'ন্‌লাম,—
এ ব্রজনগরে, কি ঘরে, কি পরে,
শত্রু বই কেও নাহিক মিত্র ;
যার অন্তরে শত্রুতা বাহ্যে মিত্রাভাস,
এমন মিত্র হতে হয় সর্ব্বনাশ,—হায়রে !
বুঝি, কারো সনে বাদ ছিল, সেই বাদ
দিয়ে অপবাদ সাধ মিটাইল।

জটিলা। (শ্রীরাধার কর ধারণ করতঃ) কি ভা'ব্‌চ মা ? কি বল্‌চ ?—ভেবো না মা।—কেঁদো না—দুঃখ করো না। এস ঘরে যাই। কেন মা,—তোমার কিসের দুঃখ ? কিসের অভাব ? তুমি আমার কত আদরের বৌ, বড় ঘরের ঝি,—ছি ! তোমার কি এই সঙ্গ সাজে ? চল মা ! ঘরে চল,- তুমি ঘরে থাকলে আমার ঘর আলো,—ঘরেই চাঁদের হাট ব'স্‌বে।

(রাধিকাকে লইয়া প্রস্থান)

নটকৃষ্ণ।

রাগিণী—জংলাট, তাল—একতালা

হায়-হায় ! গোকুল-পিশাচী, জটিলা-রাক্ষসী,
অকস্মাৎ আসি' কি সুখ নাশিল।

'বুড়ী', দেখা'য়ে তরাস—করিয়ে নিরাশ, 'হায়রে !'—
যেন, মুখের গরাস কাড়িয়ে নিল !
'আমার', জীবনের ঔষধি—রাধা সুধানিধি,
সদয় হয়ে বিধি মিলা'য়েছিল ;
'তাতে', মম দুর্নিয়তি, অতি বলবতী,—হায়-রে !'
জরতি-রূপে কি গ্রাসিয়ে গেল ?
যার আসার আশায় আমার বনে আসা,
তারও আসা হ'ল, ক'রে মনে আশা,
উভয়েরই বনে আসা, মনের আশা,
বৃথা হ'ল—আরও বাড়িল পিপাসা ;
হায় ! এ দুঃখের নাহি পরিমাণ,
আশা-ভঙ্গ হয় মরণ-সমান ;
কেমনে বা ধনী ধরিবে পরাণ,
না জানি প্রেয়সীর ঘটে বা কি দশা !
মমাবলম্বিনী রাই-নিতম্বিনী,
যেন কাদম্বিনী সাজিয়ে এল,
না হ'তে বিন্দুপাত,—জটিলা হঠাৎ,—'হায়-রে !'
যেন, ঝঞ্ঝাবাত হ'য়ে উড়া'য়ে নিল ।

বৃন্দা। রাধাবল্লভ। তোমার রাধা তোমায় আছে।

নট-কৃষ্ণ। বৃন্দে ! সাগরে জল আছে ব'লে কি তৃষ্ণাতুরের তৃষ্ণা-নিবৃত্তি হয় ?

বৃন্দা। নাগরেন্দ্র! ধৈর্য্য ধর, ভাবনা নাই; আমি দূতী থা'ক্‌তে কিসের ভাবনা? তোমাকে একটী কাজ ক'র্‌তে হ'বে।

নটকৃষ্ণ। বল দেখি, কি ক'র্‌ব?

বৃন্দা। (কৃষ্ণের কর্ণের কাছে বদন লইয়া) বুঝেচ?—তবে এখন চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

বনে শুক-শারীর কথোপকথন

শারী বলে ওহে শুক, দুঃখে বিদরয়ে বুক,
আজিকার আশা হ'ল মিছে।
শুক বলে শুন শারি! রায়াণের বেশ ধরি,
হরি রাধার মন্দিরে পশিছে।
শুনিয়া শুকের বাণী, বৃদ্ধা মনে ভয় মানি,
সত্বর গৃহেতে চলি যায়;
আপন ভবন কাছে, রায়াণ দাঁড়ায়ে আছে,
দে'খে বুড়ি বলে, হায় হায়!

রায়াণ-গৃহ

দ্বারে রায়াণবেশী-কৃষ্ণ

অভ্যন্তরে—জটিলা, ভারুণ্ডা ও কুন্দলতা

জটিলা। দুষ্টের ব্যাভার তো'দিগে দেখিয়ে সাক্ষী মা'নব,
তাই তো দিগে' ডেকেছি।

কুন্দ। কই গো,—সে কই ?

(নেপথ্যে)—মা ! ওমা !—কুটিলে ! ভগিনি কুটিলে !—
ললিতে !—বিশাখে !—কারও সাড়া-শব্দ পাই নে।

জটিলা। ওলো, ঐ শোন্, এখন দোর খুলে দে।

কুন্দ। (দ্বার খুলিয়া) সে কি গো ! এ তো তোমার
ছেলে।

জটিলা। না গো—তুমি বুঝ্‌তে পারনি, ও তোমাদের
কৃষ্ণ,—আমার পুত্রের বেশ ধ'রে এ'সেছে !

কুন্দ। (স্বগতঃ) তা হ'তেও পারে,—

হায় ! হত দেব ! ইহা না পারি দেখিতে;
রক্ষা কর ভগবান্ ! এ বিপদ হইতে।

ভারুণ্ডা। সত্যি নাকি সই ! এ তোমার অভিমন্যু ? ওমা !
কি আশ্চর্য্য ! অবিকল রায়াণ,—কে ব'ল্‌বে—রায়াণ নয় !

জটিলা। সত্যি সত্যি—আমি কি না জেনে ব'লছি—
(রায়াণ-কৃষ্ণের প্রতি)

রাগিণী-গৌর সারঙ্গ, তাল—ঠাস্-কাওয়ালি

ওরে ওরে! লম্পট কপট শঠ-শিরোমণি!
আমি ত তোর শঠপণা চাতুরী সকলি জানি;
ভেবেছ কি এ বেশ দেখি ভু'ল্‌ব তোকে রায়াণ মানি'?
আগে তো ছিলি মাখন-চোর, কেবা গুণ না জানে রে তোর?
ক্রমে হ'লি ডাকাতে চোর, হ'র্‌বি কি পরের রমণী?
হারে চোরা! বয়ান ঢেকে, রাখ্‌বি কি তোর নয়ন ঢেকে,
এখনি সব লোকে ডেকে, ক'রে দিব জানাজানি;
আজ অবধি এ নগরে, যেতে না'র্‌বি কারো ঘরে,
রাজার ছেলে ব'লে তোরে, থা'ক্‌বে না আর মানামানি।
যশোমতি ত সুমতি, ছেলে এমতি কুমতি,
জেনে শু'নে বা কিমতে, নিশ্চিন্ত র'য়েছেন তিনি;
কুন্দলতে! ঘরে গিয়ে, ব'লো তাঁরে বুঝাইয়ে,
ত্বরা ক'রে করান বিয়ে, যেন সুন্দরী-যুবতী আনি।

রায়াণ-কৃষ্ণ। হায়-হায়! একি বিপদ হ'ল! মা কি আমার পাগল হ'লেন? আমি সন্তান, আমাকে চি'ন্‌তে পা'রচেন না! কি ছাই-ভস্ম ব'লচেন যে, আমি লজ্জায় মুখ দেখা'তে পারি নে। এখন আমি কি করি! কোথায় যাই?

(কুটিলার প্রবেশ)

—ভগিনি এলে? দেখ দেখি, মা'র কি হ'য়েছে; মা কেন আজ আমাকে চি'নতে পা'রচেন না! কি ক'রব—কবিরাজ এনে দেখা'ব?

কুটিলা। সে কি মা! তুমি দাদাকে চি'নতে পা'রচ না ?

(কুন্দলতাদির হাস্য)

জটিলা। (সকলের মুখ পানে তাকাইয়া) ওগো, তোরা অমন্ ক'রে হা'স্‌ছিস্ কেন ?

কুন্দ। হাসি কি সাধে ? তোমার রকম দে'খে হাসি পায়। হ'লে কি ? আপন-ছেলে চি'ন্‌তে পারনা,—কি না বল,—কি না কও—এতে হা'সব না ত কি করব ? বোধ হয়, বেশী দিন বাঁচ্‌বে না।

জটিলা। (রায়াণ-কৃষ্ণের মুখপানে চাহিয়া) তাই ত গো, এ ত—আমার অভিমন্যুই বটে। ও মা! আমি ক'রলাম্ কি ? লজ্জায় মরি! যা'ব কোথায় ?

(সলজ্জ প্রস্থান)

রায়াণ-কৃষ্ণ। ভগিনি! মা আমাদের গেলেন কোথায় ?

কুটি। যা'বেন আর কোথা ?—ঘরেই আছেন।

ভারু। বয়সের স্বভাবে বুদ্ধির কিছু ভ্রম হ'য়েছে,—চোখেও বোধ হয় একটু কম দেখেন ; তাই তোমাকে কৃষ্ণ মনে করে দশ কথা ব'লেছেন ; এখন চি'ন্‌তে পেরে সকলের কাছে লজ্জা পেয়েছেন। আমি ঘরে যাই।

(প্রস্থান)

কুটি। তবে ত, মা আজ বড় লজ্জা পেয়েছেন. যাই— মার কাছে একটু যাই।

প্রস্থান

কুন্দ। (সহাস্য) আমিও যাই,—দেবী পৌর্ণমাসীর আশ্রমে,—আজিকার এ অপূর্ব্ব-লীলা তাঁর কাছে গিয়ে জানাই।

(প্রস্থান)

রায়াণ-কৃষ্ণ। (স্বগতঃ) একে একে সকলেই ত গেল, এখন যার জন্যে এলাম, সে আমার প্রিয়তমার দর্শন কি ক'রে পাই? যাই, শ্রীরাধা-মন্দিরে যাই,—এক জন তাঁর সখীর সঙ্গে দেখা হ'লেই ভাল হ'ত। (চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করতঃ) কই? কা'কেও ত দেখিনে। তবে কি করি?

(বৃন্দার প্রবেশ)

—এস বৃন্দে, আমি তোমার জন্যে ভা'ব্‌ছিলাম, এখন কি ক'র্‌তে হ'বে বল?

বৃন্দা। আর কি ক'র্‌বে? চল এখন শ্রীরাধা-মন্দিরে যাই!

(উভয়ের প্রস্থান)

শ্রীরাধা মন্দির

ললিতাদি সখিগণ-সহ রাধিকা আসীনা

(রায়াণ-কৃষ্ণ ও বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। ওগো ললিতে! ও বিশাখে! ও রাধে! এই দেখ গো, কা'কে সঙ্গে ক'রে এসেছি। বিনোদিনি! তোমার প্রাণপতি জটিলা-নন্দন ঘরে এলেন, অভিনন্দন করে ঘরে নেও।

(রাধিকা লজ্জাবনতমুখী)

রায়াণ-কৃষ্ণ।—

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—খয়রা

রাধিকার মুখচন্দ্র মধুরিম-দ্যুতি;
ত্রিভুবনে সব লোক যার করে স্তুতি
লজ্জার গৌরবে নেত্র কুঞ্চিত বিভঙ্গ
রঙ্গিম-কটাক্ষে মোর আনন্দ-তরঙ্গ।
আমার নয়নযুগ তৃষিত চকোর
সে মুখ-চন্দ্রিমা-সুধা-লুব্ধ নি
শুন হে ললিতে! তুমি গুণের ভাজন,
কোথা সে সঙ্গিনী তব,—আমার জীবন?
দেখাও দেখাও সখি, সে বিধুবদন,
দেখিলে সফল হ'বে মোর নেত্র মন।

ললিতা। ওগো রাধে! ও বিধুমুখি! আর কেন লজ্জাবনতমুখী হ'য়ে র'লে? মুখ তুলে দেখ, এ ত অভিমন্যু নয়, এ যে তোমার সেই প্রাণবল্লভ, যার বিরহে নিদারুণ শোক-সন্তাপে জ্ব'ল্‌ছিলে।'

বিশাখা। দেখ চেয়ে,—রায়াণ এ নয় বিনোদিনি!
চি'নেছি চাহনি চেয়ে,—শ্যাম-গুণমণি!
জপি' যার নাম, করি' গুণানুকীর্ত্তন;
যার ধ্যানে নিমগন রহ অনুক্ষণ।
সে প্রাণবল্লভ তব, তব প্রেম-বশে,
এসেছেন তব বাসে রায়াণের বেশে।

রাধিকা। বিশাখে! অভ্যর্থনা ক'রে, করে ধ'রে ঘরে নিয়ে এস।

ললিতা। ও গো! এ অতিথি, না রায়াণ?

বৃন্দা। ও গো! একটা আকারে কি আদত জিনিষের অন্যথা হয়? রাধে! অতিথি নারায়ণ, তাঁকে পাদ্য-অর্ঘ্য-আসন দিয়ে পূজা ক'রতে হয়।

রাধিকা। পাদ্য-অর্ঘ্য-আসন, আমার নয়ন-মন-প্রাণ।

বিশাখা। (রায়াণ-কৃষ্ণের কর-ধারণপূর্ব্বক) এস এস, বুঝেছি, চোকে রাধার ধাঁধা লেগে আঁধার দে'খ্‌ছ, আস্‌তে পা'র্‌ছ না। (রাধিকার নিকটে লইয়া) এই যে, তোমার রাধা দক্ষিণেতে বস, আমরা একবার রাধিকা-রায়াণ রূপ দে'খে নয়ন সার্থক করি।

(রায়াণ-কৃষ্ণের রাধাপার্শ্বে উপবেশন)

(জটিলার প্রবেশ)

এই ত আমার সোণার কাছে, সোণা বসে আছেন,— রূপে ঘর আলো ক'রেছে !—(জটিলা-দর্শনে উত্থিতা ও লজ্জাবনতমুখী দণ্ডায়মানা রাধিকার চিবুক ধরিয়া) কোন্ চোক্‌খাগীরা আমার বৌমাকে মন্দ বলে ? চোকের মাথা খেয়ে একবার দেখুক্ না এ'সে। আজ মা! তোদের দু'জনকে একাসনে দেখে, মনে বড় সুখ হ'ল ।

রাগিণী—জংলাট, তাল—একতালা

কি আনন্দ দিলি গো মা,
আমার প্রাণধনবধূ !—এতদিনে ;
আজ বুঝি রজনী আমার,
মাগো, প্রভাত হ'য়েছিল শুভক্ষণে
আমার ভাগ্যে আবার হ'বে হেন দিন,
স্বপনেও আমি ভাবিনি একদিন,
ভা'ব্‌তাম এই ভাবে যা'বে চিরদিন,
বুঝি, দীনবন্ধু দিন দিলেন দীনজনে।
আমার হৃদয় মরুভূমি প্রায়,
সুধা বরিষণ যেন হ'ল তায়,
জুড়াইল মম মন-নেত্র-কায়,
তনয়-সহিত দেখিয়ে তোমায়

এই জগৎ-মাঝে তুমি মা, সুধীরা,
পতির নাম শুন্‌তে হইতে বধিরা,
এই খেদানলে জ্ব'লে হই অধীরা,
আজ, জল দিলে সেই জ্বলন্ত আগুনে।
তোমায় ক'র্‌ল বিধি সর্ব্বগুণের নিধি,
ত্রিজগতে নাই রূপের প্রতিনিধি,
তুল্য নহে যার কোটি কলানিধি,
তাতে হেন দোষ থাকা নহে বিধি;
যা হোক্, এখন মেনে, গেল দোষাভাস,
চিরজীবী ক'রে রাখুন্ শ্রীনিবাস,
পতি নিয়ে সুখে কর গৃহে বাস,
"আমি', তোদের বালাই নিয়ে মরি গো, এখনে।

(রায়াণ-কৃষ্ণের পৃষ্ঠে হাত দিয়া) বৎস! চিরজীবী হ'য়ে থাক। আমার জানি বাছা কেমন হ'য়েছে, সন্ধ্যা হ'লে চোকে ঘোর ঘোর দেখি।

রায়াণ-কৃষ্ণ। তার জন্যে জননি গো! করো না চিন্তন;
দেয়াইব আমি তব নেত্রে অর্কাঞ্জন।
যাহাতে তোমার দৃষ্টি সুন্দর হইবে;
অতি সূক্ষ্মবস্তু সব দেখিতে পাইবে।

জটিলা। তা হ'লে আমাকে বাঁচাও বাপ্। বৎস! তুমি কি জন্যে আমাকে ডা'ক্‌ছিলে?

বৃন্দা। যে জন্যে ডা'ক্‌ছিলেন, তা বলি শুনুন্।

রাগিণী—জংলাট, তাল—আড়া

শুন আর্য্যে ! আজ যে কার্য্যে,
ডেকেছেন তোমায় রায়াণ-বীরে ;
সভার্য্যে পূজিতে চাহে ধেনু-মঙ্গলা দেবীরে।
চৈত্য বৃক্ষমূলে গিয়ে, সারা যামিনী জাগিয়ে,
নিতে হ'বে বর মাগিয়ে, ধেনু-মঙ্গলের তরে।
পূজার দ্রব্য যে সব, আমাদের সে ভার সব,
ব্রাহ্মণ কুসুমাসব দিয়ে পূজা করাইব ;
তব বধূ পতির সনে, নাহি চাহে যেতে বনে,
যদি তোমার বচনে, শ্রীমতীর এ মতি ফিরে।

রাধিকা। ললিতে ! ঠাকুরুণ্‌কে বল যে, আমার বনে যেতে আর ত কোন আপত্তি নেই, তবে কি না, আজ আমার শরীর তেমন সুস্থ নয়।

ললিতা। আর্য্যে ! তোমার বৌ ব'ল্‌চেন্‌ যে, তাঁর আজ শরীর ভাল নয়,—তাই—

জটিলা।—

রাগিণী—ঝিঁঝিট, তাল—আড়া

ওমা ! তোমার এ আবার কি, শুনি গো এখনও তার কি,
বুঝা'বার কি আছে সময় ?
যখন যা করা, না করা, আপনি বু'ঝে ক'র্‌তে হয়।
শুন ওগো বাছাধন ! কেবা ত্যজে যাচা-ধন,
বিনে দেবতা-সাধন ধন কি গোধন বাড়য় ?

তাল—একতালা

যাও যাও মাগো! ত্বরা ক'রে যাও,
আমার মাথা খাও, যদি নাহি যাও,
গো-মঙ্গলা দেবী, ভক্তি ক'রে সেবি,
যেই বাঞ্ছা হয়, সেই বর লও;
পতি-সহ কর ব্রত-আচরণ,
সারানিশি সুখে কর জাগরণ,
এতে গুরুজনার নাহি নিবারণ,
তাই কর উভয়ে, যা'তে সুখ পাও।

তাল—আড়া

আহারে কি ব্যবহারে, লাজ করে যে, সে হারে,
যে হারে,-কে বা তাহারে জগতে সুবুদ্ধি কয়?

রাধিকা। ললিতে! ঠাক্‌রুণ্‌কে বল, অমন ক'রে মাথার দিব্বি কেন দেন? আমি কি তাঁর কথা কখন অমান্য ক'র্‌তে পারি? যখন তাঁর আজ্ঞা, তখন শত আপত্তি থা'ক্‌লেও আমাকে বনে ব্রত ক'র্‌তে যেতেই হ'বে।

জটিলা। ললিতে! বৌ মা কি বল্লেন?

ললিতা। বল্লেন,—"আমি কি কখন তাঁর কথা অমান্য ক'র্‌তে পারি? যখন তিনি আজ্ঞা ক'র্‌চেন, তখন শত আপত্তি থা'ক্‌লেও আমাকে ব্রত ক'র্‌তে হ'বে।"

জটিলা। তাই ত, বৌ-মা আমার বুদ্ধিমতী, শুভকার্য্যে আপত্তি কেন ক'র্‌বেন্! বৃন্দে। যাতে ভাল হয়, তোমরা কর।

(প্রস্থান)

রাজা-কৃষ্ণ। (নিকটে দণ্ডায়মানা দেবী পৌর্ণমাসীর প্রতি) ধন্য তুমি মা দেবী! তোমার চরণে প্রণাম।

পৌর্ণ। বৎস! চিরজীবী ও সুখী হও,—আশার্ব্বাদ করি।

রাজা-কৃষ্ণ।—

রাগিণী—জয়জয়ন্তী-মল্লার, তাল—ঝাঁপতাল

ধন্য মা গো! ভগবতি! কিবা শকতি প্রকাশিলে!
কি রসময়, চির-সময়-ব্যাপী সবায় সুখ দিলে।
আপনারি সুকৌশলে, গন্ধর্ব্ব-নাটকচ্ছলে,
অবিকল গোকুল-লীলা মথুরাপুরে দেখাইলে।

তাল—খয়রা

তুমি মূর্ত্তিমতী সাক্ষাৎ যোগমায়া,
কে বুঝিতে পারে তব যোগমায়া?
জগতে মোহিনী যেই মহামায়া,
আমাকে মোহিতে নারে সেই মায়া।
মাসে মাসে যেমন তিথি পৌর্ণমাসী,
তমো নাশি' লোকে দেয় সুখরাশি,
তেমনি দুখ নাশি' তুমি পৌর্ণমাসী,
সুখ দেও মোরে প্রকাশিয়া মায়া।

তাল—ঝাঁপতাল

ব্রহ্মজ্ঞানী মন্ত্রীবরে, সীমাশূন্য কৃপা ক'রে,
প্রেমসুধা-সিন্ধুতীরে অদ্য অবতীর্ণ কৈলে।

তাল—খয়রা

দেখ্‌লাম অবিকল মম গোপরূপ,
ভুবনমোহন অপরূপ রূপ,
ত্রিভঙ্গ-সুন্দর, মোহন বংশীধর,
নব-নটবর রসের স্বরূপ;
দে'খে রাধারূপের মাধুর্য্য-আভাস,
রাই-বিরহ-সহ ধৈর্য্য হল নাশ,
হ'য়েছিল কত আনন্দ প্রকাশ,
পুনঃ, হতাশা-হুতাশে জ্বলি পূর্ব্ব-রূপ।

তাল—ঝাঁপতাল

রাধা-বিরহ-বিষাগুনে, জ্বলে মন শতগুণে,
নিবা'তে পার সে আগুনে, আপন-গুণ প্রকাশিলে।

পৌর্ণ। যুবরাজ! নিজতত্ত্ব বিচার ক'রে শোক সম্বরণ করুন।

রাগিণী—পূরবী, তাল—বড় চৌতাল

শুন হে কেশব! এ সব চিন্তা পরিহরি;
ধৈরয ধরি' থাক হে, শ্রীহরি।

বলি অকপটে, তব সন্নিকটে,

সত্বর প্রকটে মিলিবে সে কিশোরী।

সর্ব্ব-শক্তিমান তুমি আদ্য-মূল,

আদ্যাশক্তি রাধার নায়ক অনুকূল,

তোমার লীলাশক্তি তোমায় করায় ভূল,

কেন দুঃখ মান আপনা পাসরি ?

তাল—একতালা

সচ্চিদানন্দ হয় তব স্বরূপ-শক্তি,

আনন্দ নাম তাহার তৃতীয়া বিভক্তি,

তার সার প্রেম, তাহার চরম,

মহাভাব স্বরূপিণী রাধা-মূর্ত্তি !

তুমি রাধা দোঁহে একই স্বরূপ,

রস আস্বাদিতে ধর ভিন্নরূপ,

মৃগমদ-সহ সৌরভ যেরূপ,

বিচ্ছেদ কদাচ তাহে নহে যুক্তি।

তাল—বড় চৌতাল

তথাপি মানব-লীলার স্বধর্ম্মে,

যদ্যপি তোমারে প্রতীতি না জন্মে,

তবে, দ্বারাবতী-ধামে, সত্যভামা-নামে,

ব'স্‌বেন তব বামে,—সে রাধা সুন্দরী।

কেলিকুঞ্জ—রাধাকৃষ্ণমিলন

সখিগণ।—(ঘেরিয়া সনৃত্য)

রাগিণী—পূরবীকল্যাণ, তাল—কাওয়ালি

কিবা, বিহরে নিকুঞ্জে নিকুঞ্জ-বিহারী হরি !
নিকুঞ্জেশ্বরী নব কিশোরী সঙ্গে করি।
পুঞ্জে পুঞ্জে অলি গুঞ্জে মধুর স্বরে,
লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে পিকগণ গান করে,
সারি সারি বসি শারী শুক সুখে আলাপয়ে,
ময়ূর-ময়ূরী নাচে উচ্চ পুচ্ছ করি।

তাল—সোয়ারি

সব প্রিয়-সহচরী, যুগল মাধুরী হেরি,
প্রেমে আপনা পাসরি, নাচে শ্যাম-গোরি ঘেরি

তাল—ধ্রুপদ

কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ তাম্বুল যোগায়,

তাল—সোয়ারি

কেহ উভয়ের গায় হরিষে বরিষে কুসুম আহরি।

তাল—একতালা

কিবা বাজে মাদল মুরজ মৃদঙ্গ,
বাজে মধুর গরজে তাল-রঙ্গ

বাজে ধাক্ কিটিতাক্ ধুমাকিটিতাক্,—
ধিধি কিটিতাক্ ধেন্না, ধাধাকিটি-ধেনাকিটীতাথুঙ্গ ;
বাজে রবাব বীণা বেণু সারঙ্গ,
বাজে স্বর-শৃঙ্গার জল-তরঙ্গ,
রাগে তানে মানে একই রঙ্গ,
বাজে সঘন, গাওয়ে চতুরঙ্গ।

তাল—কাওয়ালি

সা-রি-গা-মা-পা-ধা-নি-সা-নি-ধা-পা-মা-গা-রি-সা,
সাসা-রিরি-গাগা মামা-পাপা-ধাধা-নিনি-সা,
সারি-গারি রি-গামা, গারি-মামা-গা-রি-সা ;
দেরনা-দের্না তানা নাদের দিতোম্ দের্ দি দের্-ই।

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—খররা

আহা মরি-মরি! দেখ সহচরি, আমাদের গো,—
রাই-বিনোদিনী, শ্যাম-বিনোদ নাগর।
"যেন" স্থির সৌদামিনী, রাই নব-কামিনী
শ্যাম যেন সজল নব-জলধর।
"দেখ" উভয়েরি মুখ পূর্ণ-সুধাকর,
উভয়েরি নয়ন তৃষিত চকোর,
"চেয়ে" অচল-নয়নে দোঁহে দুঁহু পানে,
যেন সুধাপানে মত্ত নিরন্তর।

"দেখ" কিবা সুশোভিত উভয়েরই আস্য,
তাহে সুপ্রকাশ্য মৃদুমধুর হাস্য,
এ রহস্য মোদের সতত উপাস্য,
জন্মে জন্মে যেন পাই এই দাস্য;
কিবা শ্যাম-কান্তি ধরে শ্রীরাধার অম্বরে,
শ্যামের অম্বরে রাধা-কান্তি ধরে,
এ পিরীতি-রীতি কে বুঝিতে পারে?
যাদের পিরীতি তাদেরি গোচর!!
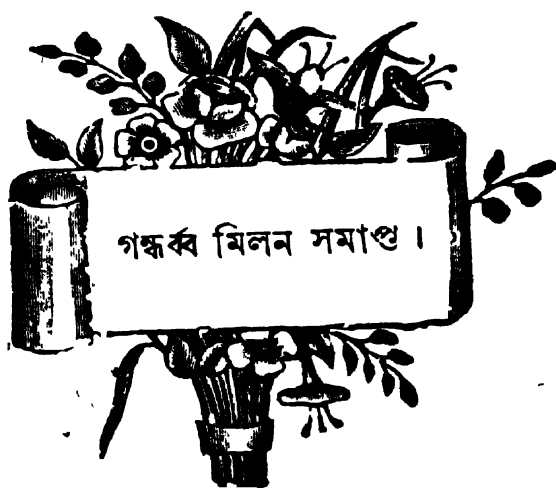
Extracts from

LOVE SONGS IN BENGAL.

(National Magazine, March, 1894.)

The land of Bengal, about five hundred years ago, was "a nest of singing birds." The Vaishnava poets of that period can for richness of imagery and conception of the beautiful, challenge comparison with any bard of any country or age. They have one subject common to them all. When they treat of this, their rythm rises to exquisite melody, compared to which the sweetest of Italian poets may be said to utter dissonant jargon. The theme of the Bengali poets is Love. I shall try to show here the peculiar graces of a Bengali poet, describing the passion of Love, by a short critique on my favourite bard Krishna Kamal Goswami, who may be said to be the very last of the old Vaishnava poets of the era already indicated. * * * * I have with me two books of songs, meant for "*Yatra*" of the old school, composed by him. I shall try to show the fine picture of Radha drawn in them. The poet is a poet, not made but born, and paints the love of his land faithfully.

* * * *

Poor loving Radha plays the heroine. The cruel lover has torn himself from love's embrace and gone away. He has left the woods of Brind, his cows, the sunny banks of the Jumna. * * He has gone to to wrest the sceptre from his royal uncle

himself. He has no time to think of the dear maiden whom he had wooed in his bucolic days ; see her grace, her resignation to love ; if she dies, she dies sweetly in love like the bee within the hive.

In the morning Radha sits sad ; her maidens come near her but dare not speak. * * * When Radha tells them that she does not know what to do, so miserable she feels, they say to her, "it may be that Krishna is not gone : he may be lurking in the groves of the Jumna banks to meet you after a time and take you by a pleasant surprise." Radha credulous fond soul, quite non-plussed by love, believes in the suggestion and though very weak, runs faster than others, in expectation :—

"বসিলে উঠিতে নারে কেহ না ধরিলে,
কৃষ্ণ-অন্বেষণে সেও যায় সিংহবলে।
কিন্তু কৃষ্ণ-বিচ্ছেদেতে ক্ষীণ কলেবর,
দেখনা চলিছে প্যারী কাঁপে থর থর।
এলায়ে প'ড়েছে ধনীর সুদীঘল কেশ,
অনুরাগে কমলিনীর পাগলিনী বেশ।"

They prevent her—

রাই! ধীরে ধীরে চল গজগামিনি!
অমন ক'রে যাস্‌নে যাস্‌নে যাস্‌নে গো ধনি।
—(তোরে বারে বারে বারণ করি রাই)—
একে বিষাদে তোর কৃশ তনু ; (রাধে প্রেমময়ি)
মরি মরি হাটিতে কাঁপিছে জানু গো!

[illegible]—১৯০ পৃ

তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণ পাবি !

—(চঞ্চলা হইলি কেন)—

না জানি কোন্ গহন বনে প্রাণ হারাবি গো ! ইত্যাদি।*

But Radha, though weak through love, can bear all for love. She has learnt the lessons of love like a school-boy, She answers :—

যখন নব অনুরাগে, হৃদয়ে লাগিল দাগে,

বিচারিলেম আগে, পাছের কাজে !

—(যা যা ক'র্‌তে হবে গো—আমার বঁধুর লাগি)—

প্রেম ক'রে রাখালের সনে, ফিরতে হবে বনে বনে,

ভুজঙ্গ কণ্টক-পঙ্ক মাঝে।

—(সখি ! আমায় যেতে যে হবে গো—

—রাই বলে বাজিলে বাঁশি)—

অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অতি পিছল,

চলাচল তাহাতে করিতেম্ ;

—(সখি ! আমায় চ'ল্‌তে যে হবে গো—

—বঁধুর লাগি পিছল পথে)—ইত্যাদি †

She goes to those ever familiar groves. Pale through separation, she seeks the ins and outs of the groves vigilantly, asks the Kadambas and Banians, the Kunda, the Juthi and the Lavanga creepers, questions about her lover.. They are, alas, all mute ! In disappointment Radha sits down and recalls the reminiscences of the past. The pleasant days come to mind ! How nicely,

* দিব্যোন্মাদ—১৯০ পৃ:

† দিব্যোন্মাদ—১৯১ পৃ:

how pathetically she describes them all. It would melt the very stones to listen to that sad strain. I quote one passage only :—

এই কদম্বের মূলে, নিয়ে গোপকুলে,
চাঁদের হাট মিলাইত।
(সে রূপ র'য়ে র'য়ে মনে পড়ে গো) ইত্যাদি *
বঁধু চরণ দুখানি, পসারি সজনি,
এই খানে বসিত গো।
কত আদরে, বিনোদ নাগর আমারে,
উরু'পরে ক'রে বসাইত গো।
করে করি করী-দশন চিরুণী,
আচরি চিকুর বানাইত বেণী,
সে বেণী সম্বরি, বাঁধিত কবরী,
আবার মালতীর মালে বেড়াইত গো। ইত্যাদি §
বঁধু আপন শ্রীকরে, কুসুম-নিকরে,
তুলিয়ে আনিত গো।
কত যতন ক'রে, মনের মতন ক'রে,
মনমথ-শয্যা নিরমিত গো।
শয়ন করিয়ে সে কুসুম শেযে
হৃদয়ের মাঝে, রেখে মোরে সে যে,
কতই বা কৌতুকে, মনের উৎসুক,
সারা নিশি জেগে পোহাইত গো। ইত্যাদি। †

* দিব্যোন্মাদ—১৯৭ পৃঃ
§ দিব্যোন্মাদ—২০০ পৃঃ
† দিব্যোন্মাদ—২০০ পৃঃ

The black bird sends up its shrill song to the skies : × × × Radha, merged in love, mistakes it for that of Krishna's flute. Her whole frame is gladdened. Such feelings of joy seize her, she calls out to her maidens to be ready to welcome Krishna. A dark cloudlet appears in the northern skies. The ærial bow gently rises above it. Radha sees it with rapturous delight. The dark cloud fringed with the tints of the ærial bow, is to her the vivid image of her love-god. The illusion of her eyes is here complete. She wonders at that image which she worships.

কিবা, দলিত কজ্জল, কলিত উজ্জ্বল,
সজল জলদ শ্যামল সুন্দর ;
যেন, বকালী সহিত ইন্দ্রধনু যুত,
তড়িত জড়িত নবজলধর। ইত্যাদি *

She falls on her knees before the clouds in a fine frenzy, asks the vision which she invests with life, to forgive her flaws and once more to embrace her. The cloudlet hangs over the sky, motionless and she says again ;—

কি ভাবিয়ে মনে, দাঁড়ায়ে ওখানে, এসহে,—
একবার, নিকুঞ্জকাননে কর পদার্পণ।
একবার, আসিয়ে সমক্ষে, দেখিলে স্বচক্ষে, জানবে,—
সবে কত দুঃখে রক্ষে করেছি জীবন। ইত্যাদি *

Suddenly the wind blows, slowly sweeping away the clouds that caused this illusion of eyes. But she remains in that attitude of adoration and says finely ;—

দিব্যোন্মাদ—২০৫ পৃঃ
দিব্যোন্মাদ—২০৬ পৃঃ

ওহে তিলেক দাঁড়াও, দাঁড়াও হে,—
অমন ক'রে যাওয়া উচিত নয়।
দাঁড়াও হে দুঃখিনীর বঁধু! তিলেক দাঁড়াও।
যে যার শরণ লয়, নিঠুর বঁধু!
বঁধু! তারে কি বধিতে হয় হে, তিলেক দাঁড়াও। ইত্যাদি*

But the cloud completely disappears and she swoons, saying,—

একবার বিধুবদন তুলে চাও,
—(জন্মের মত দেখে লই হে নাথ)—
গোপীগণের প্রেমের মরণ দেখে যাও হে। ইত্যাদি *

There is scarcely anything equal to it even in the romantic adoration to beauty in Shelly's *Epipsychidon*.

The maidens all surround her, they fill the air with bewailings ; Bishakha advises them to announce aloud the arrivalof Sri Krishna and adopt some other artifices. Accordingly they all sing in chorus,—

একবার নয়ন মেল বিনোদিনি!
দেখ দেখ কৃষ্ণ গুণমণি!*

Poor Radha's wits are bewildered. But slowly at the sound of Krishna's name, her senses are recalled. The poet not learning philosophy in schools but realizing it by intense insight into human nature delineates her in a way which would be admired by the student of Psychology. The following passage will show how in a mind frenzied and stunned by grief, the senses gradually return,—

* দিব্যোন্মাদ—২০৯ পৃঃ

* দিব্যোন্মাদ—২১১ পৃঃ

রাধিকা। এখানে বসিয়ে তোরা কেগো বল দেখি ?
সখীগণ। একি বল সুধামুখি ! আমরা তব সখী !
—[রাই কি চিননা চিননা]—
রাধিকা। তোদের কোলেতে আমি কেবা কহ শুনি !
সখীগণ। একি বল, তুমি মোদের রাধা বিনোদিনী।
—[রাই কি ভুলেছ ভুলেছ—আপনা চিনিতে নার]—ইত্যাদি। *

Here she knows her present separation and swoons again. The swooning fit shows more fearful symptoms. The rosy tint of her face seems ashy pale as if the cold breath of death were upon it.

বিশাখা। আনিয়ে কমলতন্তু, নাসাগ্রে ধরিয়া কিন্তু,
দেখা গেল না চলে নিশ্বাস ;

* * * *

—[ধনী বুঝি বাঁচেনা ২—দেখ কি আর ললিতে]—ইত্যাদি। †

All the skill of the maidens is baffled. They accuse Bishakha for showing the portrait of Sri Krishna which brought about this love.

They sing :—

বিনা গুণ পরখিয়ে কেন এমন হলি রাই,
দোষ গুণ তার, না ক'রে বিচার,
কেবল রূপ দেখে রাই ভুলে গেলি।" ইত্যাদি §

But the peculiar charm of the books is that nowhere, through these agonies of love, do you ever find Radha saying ill of her lover,—nay she would not permit her maids to call him false, though she dies for his cruelty. Here is such perfectly platonic love; such divinely beauti-

* দিব্যোন্মাদ—২১৩ পৃঃ
† দিব্যোন্মাদ—২১৯ পৃঃ
§ স্বপ্নবিলাস—৯৯ পৃঃ

ful feeling in which the lover is idealized and worshipped and on which her whole life is crystalized in purity, and in which no jarring element is perceptible, being as it is sacred as religion, is unknown in other parts of the world.

Radha swoons again, but this time the pale hue of her lips alarms the maidens. Chandrabali hearing their cries comes to the spot. She takes pity upon her rival and volunteers to go on an embassy to Krishna. She asks Radha to produce the love-bond executed by Krishna for lifelong servitude. Radha enquires what she would do with it. Chandra tells her that in case the wily cowherd, raised to kingly dignity, refused to come upon gentle persuations, he should be bound hand and foot according to the conditions of the love-bond and brought by force. × × × Poor Radha's mind is full of fears ; she has in her mind the threats of Chandra. While Chandra is about to bid farewell, Radha timidly approaches her and hanging about the skirts of her vestments says :—

"তুমি চন্দ্রা সুচতুরা, নিশ্চয় যাবে মথুরা,
আনিতে মোর পরাণবল্লভে ;
আমার শপথ লাগে, বলি সখি তোমার আগে,
মোর এই কথাটি রাখিবে।
বেঁধনা তার কমল করে, ভৎ'সনা ক'রনা তারে,
মনে যেন নাহি পায় দুঃখ ;
'আহা ! যখন তারে মন্দ ক'বে, চন্দ্রমুখ মলিন হ'বে,
তাই ভেবে ফাটে মোর বুক।"

Such a portrait of self-effacing love can not be surpassed in the whole range of the world's poetical literature.

A GRADUATE.

---

* দিব্যোন্মাদ—২৩২ পৃঃ

Extracts From

The Yatras; *

OR

The Popular Dramas of Bengal

(Dr. NIṢIKANTA CHATTOPADHYAYA, Ph. D.)

Very little is known in Europe about the *Yatras* or the Popular Dramas of Bengal. The first European scholar who made mention of them was, I believe, H. H. Wilson, in his "*Theatre of the Hindus*" published now more than fifty years ago. J. L. Klein also speaks occasionally of the *Yatras* in his vast work, *Geschichte des Dramas,* * * * but the talented author seems to have drawn all or most of his information from Wilson's work, a fact which he himself by no means conceals. As far as I am aware, C. Lassen, in his grand epoch-making work, *Indische Alterthumskunde*, nowhere mentions the *Yatras.* * * * It will therefore be my endeavour in this dissertation to lay before the European public a more complete information about the *Ya'tra's*, and thereby offer a contribution, however slight, to the history of the Drama in India. And this, I am glad to say, is now all the easier to do in as much as *Svapnavilasa-yatra* (The Dream-joys of Yacoda, and Radha about Krishna), *Divyonmada-yatra* (The Divine Madness or Ecstacy of Radha). *Vicitravilasha-yatra*

* Printed in Bristol, and Published by TRUBNER & 57 & 59 LUDGATE HILL, LONDON, 1882.

(The Wonderful Joys of Radha and Krishna), have as yet seen the light, and I am happy to have been able to procure them. All these are the names of *Ya'tra's*, or Popular Dramas, which are very popular in Bengal, and where they are acted * * * all throughout the year—in all months and seasons, in all festive occasions, religious or secular.

* * * . *

The story or the argument of these three pieces is the same. They all relate to the infancy, the youth, and the love of Krishna. Like the *Mysteries* of the European Races which were usually divided into three parts, of *passio, sepultura,* and *resurrectio* (1) these *Yatras* have also three distinct parts ; the first belonging to the legends and anecdotes about Krishna's infancy and boyhood in *Vrindavana ;* the second about his love of Ra'dha', the daughter of the King *Bhanusena ;* and the third about his return from his long travels, * * * and his final reconciliation with his *preyasi* (beloved), his parents, and the comrades of his boyhood. * * *

The author of these three pieces is *Cri Krishna Kamala Gosvami*, who is still living at Dacca, in East Bengal, where as the adjunct of his name implies he is the spiritual or ecclesiastical guide of several respectable communities. A *deacon* would be the nearest approach to the position he occupies in that town. He belongs to the *Vaishnava* sect, and it is significant to observe, that by far the greater part of the *Yatras* have had their

(1) "Shakespeare's Dramatische Kunst", Von Dr. Hermann Ulrici. 1 5.

origin with the *Vaishnavas*, or the followers of *Vishnu*, in the shape of any of his ten *Avataras*, or Incarnations, but above all as *Krishna*, *Ra'ma* and *Chaitanya*, or *Goura-Hari*,

* * * * *

These three *Yatras* consist cheifly of songs and have been highly appreciated by the public. This peculiarity that the *yatras* consists chiefly of songs, forms a further point of analogy to the *Mysteries*—the *epistolæ faroitæ*—of the Christian Church, which, according to some good authorities, also consisted chiefly of songs, with their melodies and cadences. The Pastorals of Tasso and Guarini, in which songs played a very prominent part, and which besides treated of *shepherds* and *shepherd-esses*, seem to bear much resemblance to the *Yatras* (1). But above all, this preponderence of songs and of the lyrical element reveals a deep trait of the Hindu soul, and might be regarded as a national characteristic.

Like the Sanskrit dramas, these three *Yatras* begin with what in Sanskrit are called the *Purvaranga* (Fore-play, Induction) and the *Prasta'vana'* (Prologue), though both in a somewhat different form. The *Purvaranga* in the *Yatras* also begins with a *Manga'lagitam*, a prayer or benedictory formula addressed to the Divinity whom the author worships, in the present cases to *Chaitanya* or *Gaura-Hari*. * * This *Manga'lagitam*, is then followed by *Prastavana* (Prologue), in which the *Adhika'ri (Regisseur)*, or proprietor, not only indicates

(1) "Vorlesungen über die Dramatische Kunst u. Litteratur," Von A. W. Schlegel, II., 31-33.

what is immediately to follow, but refers also to occurrences prior to the actual argument of the piece itself. * * * The *Prastavana* in these pieces is not in a *dialogue* as in the Sanskrit dramas, but always in a *monologue* pronounced by the *Adhikari*.

The *Mangalagitam* is sung by the whole company of actors, presided over, if possible, by the *Gosvami* himself ; if not, by the Regisseur who has taken the responsibility of acting the piece.

After the *Prastavana*, the real dramatical story opens, and is carried on * * * as in the mediaeval Christian *Mysteries*, divided into *passio*, *sepultura* and *resurrectio*, or as in the ancient Greek dramas, into *Prologue*, *episode* and *exode*. All *Yatras* belong to this class. There is one single exception to this rule, and that Is *Vicitravilasa*. The reverend author has done his best to throw his work into the mould of a Sanskrit drama, and has thus introduced *acts* and *scenes*, otherwise foreign to this *genre* of composition. * * * Thus the *Vicitravilasa* represents a *transitional form* of drama between the popular *Yatras* and the classical Sanskrit dramas. It is to the dramatical literature of India what "Forrex and Porrex" was to the dramatical literature of England (1).

The *Yatras* are neither essentially tragic nor essentially comic. They are of a mixed composition, but the tragic or the serious element is by far the more predominant. They thus bear resemblance to the modern dramas

(1) "Gesammelte Schriften" Von Bodenstedt, and Spalding's "History of the English Literature" p. 187.

of England, Spain and Germany ; * * * They have further the peculiarity that they must always end in joy, peace and reconciliation. Thus these three *Yatras* equally end in the happy re-union of *Radha* and *Krishna*, after years of separation, and therefore of distress, agony and dispair. This happy re-union is called the *Sammilan*. Not only this ; the reverend *Gosvami* goes further, and makes *Krishna* more or less clearly foreshadow and allude to the incidents of his next *Avatara* or Incarnation, which is to be as *Chaitanya* or *Goura-Hari*, that is to say, *Fair-Hari*, in contradistinction to his previous *Avatara*, in which he was *Krishna-Hari* or *Black-Hari*.

* * *

"I give below some specimens of the style with their translations. The following one is addressed to Yacoda, the mother of Krishna, by her female attendants, when she seemed perfectly inconsolable :—

"Gambhirye′ sagara tumi dhairye′ vasumati, *
Tribhuvane′ tava sama nahi budhimati ;
Dharanī kampile′ sthira nahe konajana,
Temani tomara dukhe′ dukhi sarvajana ;
Pashana galita haya cunile′ vilapa,
Atayeva dhairya dhara yabe manastapa."

—*Divyonmada*.

"In calmness Thou art like the sea,
and in patience like the earth,
There is none so wise as Thou in the three world
As none can be still when the earth trembles,

* গাম্ভীর্য্যে সাগর তুমি ধৈর্য্যে বসুমতী ইত্যাদি—দিব্যোন্মাদ ১১১ পৃঃ

So is every body troubled by your sorrows ;
Even stones must melt, hearing your lamentations,
Therefore have patience ; your griefs shall pass away."

"Here is another...sung by the *Sakhis* (friends) of Radhika when the latter in a moment of delirious agony goes out to search for Krishna in the forest, where she conceives him to have hid himself in sport as he used sometimes to do in the happier days :—

"Dekha dekhi vidhumukhira premera mahima, *
Trivubane Radha premera keva paya sima ;
Vasite' uthite' nare' keha na dharile',
Krishna a'nveshane se'o yaya singhavale' ;
Kintu Krishna vichedete' kshina kalevara,
Dekhana caliche' pyari kampe thara thara ;
Elaye' pariche' dhanira' sudighala keca,
Anurage' kamalinira pagalini ve'ca ;
Cakita nayane' dhani caridike' caya,
De'ke vale' prananatha rahile' kothaya."

—*Divyonmada.*

Look ! look at the glory of the
love of the Moon-faced !
Who in the three worlds can find
a limit to Radha's love ?
She who can neither stand nor sit
without somebody's help,
Look ! even she goes in search of Krishna,
with the strength of a lion ;
But the absence of Krishna
has made Pyari's frame feeble,

* দেখ দেখি বিধুমুখীর প্রেমের মহিমা—দিব্যোন্মাদ্ ১৯০ পৃঃ

Look ! she trembles thick and through as she goes ;
Her long hairs hang down dishevelled,
Love has given the Lotus-shaped the air of a fool ;
With restless eyes, she looks about on all sides,
And calls aloud, "Lord of my life, where art Thou ?"

"Here is another addressed by Radha to Krishna at their union in the grove :—

"Samasta vriccika-sarpa-dance' yata dukha, *
Tomara vicheda kache se sakala sukha ;
Tomara darcane natha ! ye ananda haya,
Koti Brahmananda tara ekavindu naya."

—*Vicitravilasa.*

"All the pain caused by the sting of lizard-serpents
Is but joy compared to the pain of thy separation ;
The joy, my Lord, I feel in seeing Thee :—
Millions of *Brahmananda* wouldn't make a drop of it."

The language of the *Yatras* belongs to the Middle Age—the Age of Chaitanya and his followers * * * and its virtues are its greater ease and simplicity consequent on its greater freedom from the pure Sanskrit forms :—it is fond of puns and alliterations,—and I cannot forbear the temptation of quoting here a few specimens for the sake of my European readers, who are not only not used to such strange combination of words, but could hardly even conceive the possibility of their formation. For instances :—

"Yata kande vacha vali *sara sara*, ‡
Ami abhagini vali *sara sara* ;

---

* সমস্ত বৃশ্চিক-সর্প-দংশে যত দুঃখ—বিচিত্রবিলাস ২৮৯ পৃঃ

‡ যত কাঁদে বাছা বলি সর সর ইত্যাদি—স্বপ্নবিলাস ১১ পৃঃ

Tallem nahi *avasar*, keva dive *sara*,
Amni *sara sara* vali phelilem thele."
Svapnavilasa.

"Here the alliteration turns on the word *sara*, which has three meanings :—(1) *Cream*, (2) *Away, ! away* ; from the root *sri—to go*, and (3) *ava-sara*, which means leisure.

"Rayer nasaye nai *nicvas*, *
Givane ki *vicvas*.
Bujhi *niracvas* kore' Pyari che're' yaya,"
Svapnavilasa.

"Here the pun turns on the word *Cvas* in three different compounds, which give three different meanings :—(1) *nicvas*—respiration ; (2) *vi-cvas*—confidence, hope ; and (3) *niracvas*—hopeless.

These illustrations of puns and alliterations are very simple and innocent in comparison to what are sometimes met with in the classical Sanskrit literature, and especially in the *Kavyas*."

I shall now subjoin a translation from the *Divyonmada* (popularly called also the Rai-Unmadini) in order to give my readers a general idea of the way in which dramatic motives, dialogue and songs are treated in the *Yatras*. The translation begins with the following scene :—

Once Radha has become perfectly disconsolate. Her *Sakhis* have done all to pacify her, but in vain. *Radha* goes out as if mad to search for *Krishna* in the forest. (Being in the forest, she occasionally bursts out the following exclamation.)

---

* রাইয়ের নাসায় নাই নিশ্বাস ইত্যাদি—স্বপ্নবিলাস ১০১ পৃঃ

"Where, O where art thou, lord of my life ! O thou cruel flute-player ?"

"*Vicakha* : Friend *Lalita*, look ! the Moon-faced goes out."

(Recitative, in the metre payara.)

"Look ! Look ! at the glory of the love of the Moon-faced !

Who in the three worlds could find a limit to *Radha's* Love ?" &c. *

Vicakha : Friend *Lalita*, go and stop *Radha* and do not let her go in that way."

"*Lalita* : Yes, friend, let's do as you propose."

(*Lalita* and *Vicakha* now address the following *arie* to *Radha*. It is in the melody *Monoharasahi*, and cadence *Lobha*. I translate this as all the rest in simple prose).

"O, *Radha* ! with elegant steps, go somewhat more slowly. Do not, oh do not go in that way, we entreat you repeatedly. Oh, *Radha*, whose soul is love, you are already thin by your deep sorrows ; your knees tremble as you walk on. Why in such a hurry ? Think you, you would find your beloved if you go quicker than we ? Alas ! you might tremble down somewhere and loose your life today. O, *Radha*, lotus-shaped, go we pray more slowly : for there are thorns without number in the forest—they might prick your tender feet. Beware *Radha*, there are so many venomous serpents in the woods, lest they sting at your ankles, tender as the lotus Weep, weep no more *Radha*, Moon-faced, for your

* See Page 510

have made the way you go in slippery. Do not, we pray you again, run away so fast as you do. Rather, putting your both arms on our two shoulders—for we mean to accompany you—go with us, O Lotus-shaped, taking care of the way," ‡

"*Radhika* : Dear friends, I have no fear either of thorns or serpents."

(A Recitative in the metre called *tripadi*).

"When the first impressions of youthful love were made on my maiden soul, I calculated what was doing and what I might have to do in future for the sake of my beloved. I knew already that loving as I did a shepherd, I should have to walk from forest to forest amidst thorns and serpents without end. I knew well that I could not but go as soon as the sound of his flute, singing '*Radha ! Radha* !' should reach my ears. Therefore, pouring down water on the house-floor and making it slippery, I learned to go on it to and fro, for I knew that I should have to go on slippery paths for the sake of my friend. Spreading thorns in dark nights on the way I learned to walk over it, for I knew that I should have constantly to go in forest full of thorns for the sake of my beloved. Consulting sages and medical men and procuring various kinds of poisons, I learned—in the solitude of the forest—sundry magic formulas for taming the venomous serpents. Alas ! all that I did for the sake passes all that simple words could say, cruel

* রাই রাই ! ধীরে ধীরে চল্ গজগামিনি—দিব্যোন্মাদ, ১৯০ পৃঃ

Fate has ruined all ! All come to naught, alas, for my *Karam-doshe.*" *

"*Radhika* :—

(*Arie* sung in the melody *Monoharasahi* and the cadences *Lobha*, *Khayara* and *Dacakuci.*)

"Friends, it was here, in this forest, in this very forest, that he used to lend his flock ; yes, it was at the foot of that *Kadamva*-tree that he used to play at his flute, with what joy in his soul ! I would then come, accompanied by you all to this place to see him. Oh ! with what joy in my soul ! I now recall by degrees that figure of his, when with his comrades, the shepherds, he would stand at the foot of this *Kadamva-tree*, how his body, surpassing even that of the *Cri*, would then display all the three positions of beauty. And when after his comrades had embellished him very skilfully with flowers, petals and leaves, he would take his flute and sing with it the name of this unlucky, unfortunate *Radha* ! Hearing the sound of his flute, I used to go as it were beside myself, and not heeding what way I was taking I would come out instantly to meet my friend on the way, how many serpents would curve around my feet, but I heeded them not, they seeming to me at that ha[illegible] moment as diamond-ankles. How could I mind the way when I was running after the sound of his flute with such in my soul ! One day, the Moon of *Gokula* (*Kr*[illegible] seeing a *Champaka*-flower, suddenly turned pale crying out '*Radha* ! *Radha* !' fell down faintinc

* যখন নব অনুরাগে. হৃদয়ে লাগিল দাগে —১৯১ পৃঃ

ground. *Suvala,* my brother. and his comrade came to his help, saying, 'Alas! what has happened?' After trying his best to bring *Krishna* back to sensibility and finding all in vain, *Suvala* came weeping to me and told me all that had happened. Hearing this about my friend, my heart felt an agony of pain and for an instant I did not know what to do for him. In an instant however, I left *Suvala* dressed as myself, with my own robes and ornaments, and dressed myself, as my brother, with his long mantle and his feather. Coming to the spot I found *Krishna* lying senseless on the dust; I shook off the dust, took him up and placed him on my bosom with all possible care. Coming back to himself at my very touch he looked at me, and taking me for my brother exclaimed, "Where is she—*Radha*, my life? Oh, *Suvala*, tell me!" 'I am the same—your servant, don't you know me, my lord?' At which he clasped me at his heart with a smile. Ah! with what joy in our souls!" *

Radihka: Friends, Look! There is the *Nikunja*-grove, where once used to enjoy himself *Hari.* Let's search about here, perhaps we may find the flute-player quietly sitting somewhere."

(*Arie* in the melody *Sindhu* and the cadences *Rupaka* and *Khayara'* sung when Radha is in the *Nikunja*-grove.)

[illegible]friends, Oh! it was here in this solitary grove [illegible]e passed nights of incomparable joy. Its very [illegible]brings back to my mind his perfections. Alas!

---

* [illegible]নগো, এইত কাননে,—দিব্যোন্মাদ ১৯৬ পৃঃ

he is gone and the grove is empty. *There*—his traces ! Alas ! how am I to live on seeing them !—the fire in my soul burns doubly strong. It was here in this place that he used to put his legs together and sit. How, with what doting love—such love knows he, my friend alone, and none else—he would then make me sit on his thigh ! Taking an ivory comb, how he would arrange my curls, how knitting them he would make them up into braids—how he would adorn the braids with *Ma'lati*-wreaths and in other different ways; then looking at me, how tears would stream down his eyes and float his charming visage. Culling flowers with his own beautiful hands, with what grace would he not arrange our flower-bed after his own heart ! Lying on the flower-bed and taking me on his heart how he would pass the whole night in indulging in all kinds of witty fancies with all the ardour of his soul ! How stone-like must this heart be, which though separated from such a friend has not rent asunder ! Alas ! of what use is it now to live ?"*

It remains only to ascertain the position which the *Yatras* take in the history of the dramatical literature of India. From observations made in the preceding pages it is apparent that the *Yatras* bear many points of analogy to the Mysteries of Christendom and that they are undoubtedly that in the history of the drama, what the Mysteries were to that of the Eur

* মরি হায় গো [illegible]খি ! এই ত নিভৃত নিকুঞ্জে —দিব্যোন্মাদ

Our first Russian Traveller, the illustrious Scholar and Linguist, sometimes Professor in the University of St. Petersburg, Author of "*The Yatras*" or "The Popular Dramas of Bengal" (published in London, 1882), Dr. Nishikanta Chattopadhyaya, Ph.D. of Dacca writes :—

From a Letter.

HYDERABAD, (DECCAN).
11th of May, 1897.

"On the Continent of Europe, Cri Krishna Kamala Goswami's "*Yatras*" are best known through German and French translations. Professor Leopold Von Schroder, an eminent Scholar and Orientalist, has noticed the "*Yatras*" at some length in his well-known book "*Indiens Literatur u Kultur.*"